তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

মধুচ্ছন্দাঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা

৫১

১ যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তেরোচনা দিবি।

১ 'ব্রধ্নং' আদিত্যরূপং ইন্দ্রং 'অরুষং' অগ্নিরূপং ইন্দ্রং 'চরন্তং' বায়ুরূপং ইন্দ্রং 'পরিতস্থুষঃ' পরিতোঽবস্থিতাঃ সর্ব্বলোকবর্ত্তিনঃ প্রাণিনঃ 'যুঞ্জন্তি' স্বকীয়ে কর্ম্মণি দেবত্বেন সম্বন্ধং কুর্ব্বন্তি। 'রোচনা' রোচনানি নক্ষত্রাণি ইন্দ্রস্য মূর্ত্তিবিশেষভূতানি 'দিবি' দ্যুলোকে 'রোচন্তে' প্রকাশন্তে।

১ সমুদয় লোকের প্রাণি গণ আদিত্য রূপ ইন্দ্রকে অগ্নিরূপ ইন্দ্রকে বায়ুরূপ ইন্দ্রকে আপন আপন কর্ম্মেতে দেবতা রূপে যুক্ত করে, ইন্দ্রের অবয়ব বিশেষ নক্ষত্র সকল আকাশে প্রকাশ পাইতেছে।

৫২

২ যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা।

২ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'রথে' 'কাম্যা' কাম্যৌ কাময়িতব্যৌ 'বিপক্ষসা' বিপক্ষসৌ বিবিধে পক্ষসী রথস্য পার্শ্বৌ যয়োঃ অশ্বয়োঃ তৌ রথস্য উভয়োঃ পার্শ্বয়োঃ যোজিতাবিত্যর্থঃ 'শোণা' শোণৌ রক্তবর্ণৌ 'ধৃষ্ণূ' ধৃষ্ণকৌ 'নৃবাহসা' নৃবাহসৌ নৃণাং পুরুষাণাং ইন্দ্রসারথিপ্রমুখানাং বাহকৌ 'হরী' এতন্নামানৌ অশ্বৌ সারথয়ঃ 'যুঞ্জন্তি'।

২ রক্ত বর্ণ নির্ভয় প্রার্থনীয় ও রথের উভয় পার্শ্বে যোজ্য হরি নামক ইন্দ্রের বাহক দুই অশ্ব এই ইন্দ্রের রথে সারথিরা যোজনা করে।

৫৩

৩ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ।

৩ হে 'মর্য্যাঃ' মনুষ্যাঃ ইদমাশ্চর্য্যং পশ্যত। আদিত্যরূপোঽয়ং ইন্দ্রঃ 'উষদ্ভিঃ' উষঃ কালৈঃ সহিতঃ প্রাতিদিনং 'সং অজায়থাঃ' সমজায়ত সমুৎপদ্যতে 'অকেতবে' রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞানরহিতায় প্রাণিনে প্রাতঃ 'কেতুং' প্রজ্ঞানং 'কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্ 'অপেশসে' রাত্রাবন্ধকারাবৃতত্বেন অনভিব্যক্তত্বাৎ রূপরহিতায় পদার্থায় অন্ধকারনিবারণেন প্রাতঃ 'পেশঃ' রূপং অভিব্যজ্যমানং কুর্ব্বন্।

৩ হে মনুষ্য সকল আশ্চর্য্য দেখ নিদ্রাতে অভিভূত চেতন রহিত প্রাণিকে চেতন করত এবং অন্ধকারে আবৃত রূপ হীন পদার্থকে রূপ প্রদান করত প্রতি দিন উষা কালের সহিত সূর্য্য রূপ ইন্দ্র উদয় হয়েন।

মরুতোদেবতা

৫৪

৪ আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে। দধানা নাম যজ্ঞিয়ং।

৪ মরুতঃ 'আৎ' অনন্তরং 'অহ' এব 'স্বধাং' অন্নং 'অনু' অনুলক্ষ্য মরুতো দেবাঃ মেঘমধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিবৎসরং 'গর্ভত্বং' জলস্য গর্ভরূপং 'এরিরে' প্রেরিতবন্তঃ। 'যজ্ঞিয়ং' যজ্ঞার্হং 'নাম' 'দধানাঃ' ধারয়ন্তঃ।

অনন্তর স্বধার পরেই মরুৎ দেবতারা অন্নকে লক্ষ্য করিয়া জলের গর্ভরূপ বাষ্পকে মেঘ মধ্যে প্রতিবৎসর পুনঃ পুনঃ প্রেরণা করেন। এই মরুৎ দেবতারা বিশেষ যজ্ঞিয় নাম ধারণ করেন *।

ইন্দ্র মরুতো দেবতা

৫৫

৫ বীড়ু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ। অবিন্দ উস্রিয়া অনু। ১। ১। ১১।

৫ হে 'ইন্দ্র' 'বীড়ু চিৎ' দৃঢ়মপি দুর্গস্থানং 'আরুজত্নুভিঃ' ভঞ্জকৈঃ 'বহ্নিভিঃ' বোঢ়ৃভিঃ অন্যত্র নেতৃভিঃ মরুদ্ভিঃ সহ 'গুহা চিৎ' গুহায়ামপি স্থাপিতাঃ 'উস্রিয়াঃ' গাঃ 'অনু-অবিন্দঃ' অন্ববিন্দঃ আগত্য লব্ধবানসি। ১। ১। ১১।

৫ দুর্গম স্থানকে ভঙ্গ করিতে পারেন এবং এক স্থান হইতে অন্য বস্তু সকলকে বহন করিতে পারেন এমত যে মরুৎদেব গণ তাঁহারদিগের সহিত হে ইন্দ্র তুমি গহ্বরস্থিত গো সকলকে লাভ করিয়াছিলে।১।১।১১।¶

৫৬

৬ দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ। মহামনূষত শ্রুতং।

৬ 'দেবয়ন্তঃ' দেবান্ ইচ্ছন্তঃ 'গিরঃ' স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ 'বিদদ্বসুং' বিদৎ মহিমানং বেদয়ৎ বসু ধনং যস্য তং 'মহাং' মহান্তং 'শ্রুতং' বিখ্যাতং মরুদ্গণং 'অচ্ছ' 'অচ্ছ' প্রাপ্তুং 'অনূষত' স্তুতবন্তঃ কেন প্রকারেণ 'যথা' যেন প্রকারেণ 'মতিং' মন্তারং জ্ঞানবন্তং ইন্দ্রং তে স্তুবন্তি।

৬ দেবতাদিগকে ইচ্ছা করিতেছেন এমত যে স্তোতা ঋত্বিক্ সকল তাঁহারা ধন দ্বারা মহিমান্বিত, মহান্ এবং বিখ্যাত মরুদ্গণকে প্রাপ্তির নিমিত্তে সেই প্রকারে স্তুতি করেন; যে প্রকারে তাঁহারা জ্ঞানবান্ ইন্দ্রকে স্তুতি করেন।

মরুতোদেবতা

৫৭

৭ ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা। মন্দূ সমানবর্চসা।

৭ হে মরুদ্গণ 'অবিভ্যুষা' ভীতিরহিতেন 'ইন্দ্রেণ' সহ 'সংজগ্মানঃ' সংগচ্ছমানঃ ত্বং 'সং-দৃক্ষসে' সম্যক্ দৃশ্যসে 'হি' শব্দ অবধারণে। কীদৃশৌ ইন্দ্রমরুদ্গণৌ 'মন্দূ' নিত্যপ্রমুদিতৌ 'সমানবর্চসা' সমানবর্চসৌ তুল্যদীপ্তী।

৭ ভয় রহিত ইন্দ্রের সহিত একত্র গমন কর যে হে মরুদ্গণ তোমরা আমারদিগকে নিঃসন্দেহ দর্শন দেও। ইন্দ্র এবং মরুদ্গণ নিত্য হর্ষ যুক্ত এবং সমান দীপ্তি বিশিষ্ট।

৫৮

৮ অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি। গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ।

৮ অয়ং 'মখঃ' যজ্ঞঃ 'অনবদ্যৈঃ' দোষরহিতৈঃ 'অভিদ্যুভিঃ' দ্যুলোকমভিগতৈঃ 'কাম্যৈঃ' ফলপ্রদত্বেন কাময়িতব্যৈঃ 'গণৈঃ' মরুদ্গণৈঃ সহ 'ইন্দ্রস্য' ইন্দ্রং 'সহস্বৎ' বলযুক্তং যথা ভবতি তথা 'অর্চতি' পূজয়তি প্রীণয়তীত্যর্থঃ।

৮ দোষ রহিত, দ্যুলোক প্রাপ্ত ফলদাতা হেতু প্রার্থনীয় মরুদ্গণদিগের সহিত ইন্দ্রকে এই যজ্ঞ বল প্রদান করত তৃপ্ত করে।

৫৯

৯ অতঃ পরিজ্মন্না গহি দিবো বা রোচনাদধি। সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ।

* ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদিগের নাম দ্বারা মরুৎ দেবতারা যজ্ঞকালে উক্ত হয়েন।

¶ পণি নামক অসুরেরা দেব লোক হইতে কতক গুলীন গো অপহরণ করিয়া তাহারদিগকে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল মরুৎদেবতাদিগের সহিত ইন্দ্র তাহারদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই প্রচলিত উপাখ্যানকে অভিপ্রায় করিয়া এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে।

১০ হে ঋত্বিগযজমানাঃ 'বিশ্বতঃ' সর্বেভ্যঃ 'জনেভ্যঃ' 'পরি' উপরিস্থিতং 'ইন্দ্রং' 'বঃ' যুস্মদর্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ। সইন্দ্রঃ 'অস্মাকং' 'কেবলঃ' অসাধারণঃ 'অস্তু'। ইতরেভ্যোপাধিকং অনুগ্রহং করোত্বিত্যর্থঃ। ১। ১। ১৪।

১০ হে যজমান আর ঋত্বিকেরা সর্ব্ব জন হইতে উপরিস্থিত ইন্দ্রকে তোমারদিগের নিমিত্তে আমরা আহ্বান করিতেছি। ইন্দ্র কেবল আমারদিগের হউন। ১। ১। ১৪।

মহাভারত

পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা।

পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে * অস্ত্র শাস্ত্রে কৃতবিদ্য দেখিয়া কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস ও বিদুরের সমক্ষে † দ্রোণাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিলেন "মহারাজ! রাজকুমারেরা কৃতবিদ্য হইয়াছেন, আপনার যদি অনুমতি হয় তবে তাঁহারা স্ব স্ব শিক্ষার পরিচয় প্রদান করেন।" নৃপতি ইহা শ্রবণ করিয়া অতি হৃষ্ট অন্তঃকরণে কহিলেন "হে দ্বিজোত্তম ভারদ্বাজ! আপনি মহৎকর্ম্ম করিয়াছেন। এই অস্ত্র পরীক্ষার নিমিত্ত যে দেশ ও যে কাল আপনি উপযুক্ত বোধ করেন, আজ্ঞা করুন আমি তাহাই বিধান করি। আমার স্বয়ং দর্শন সামর্থ নাই, এইক্ষণে এই অভিলাষ যে চক্ষু রত্ন বিভূষিত পুরুষেরা আমার পরাক্রান্ত পুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা দৃষ্টি করুন।" "আচার্য্য যাহা অনুমতি করেন হে বিদুর! তাহা তুমি পালন কর। হে ধর্ম্মবৎসল! এতাদৃশ প্রিয় কর্ম্ম আমারদিগের আর কিছুই নহে।" তদনন্তর ভূপতিকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদুর বাহিরে আগমন করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের অস্ত্র পরীক্ষা নিমিত্তে যাহাতে বৃক্ষ নাই গুল্ম নাই এবম্প্রকার জলপ্রস্রবণশালী এক খণ্ড ভূমি পরিমাণ করিলেন। তদনন্তর উত্তম তিথি ও উত্তম নক্ষত্র দেখিয়া তাহাতে যথা বিধি দেবার্চ্চনা করিলেন। সমাজ মধ্যে এবিষয়ের ঘোষণানন্তর নিয়োজিত শিল্পকারদিগের দ্বারা রঙ্গ ভূমি প্রান্তে রাজা ও রাজ মহিষীদিগের জন্য সর্ব্ব অস্ত্রে পরিপূরিত, স্বর্ণ মণি সুভূষিত, মুক্তা জাল পরিলম্বিত, সুবিপুল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দিব্য প্রেক্ষাগার সুরচিত হইল। গ্রামস্থ লোকদিগের নিমিত্তে বিস্তারিত উচ্চ মঞ্চ সকল নির্ম্মিত হইল ‡। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্যকে অগ্রসর করিয়া মহারাজা মন্ত্রী গণ সঙ্গে প্রেক্ষাগারে আগমন করিলেন, এবং ভাগ্যবতী গান্ধারী ¶, পাণ্ডব জননী কুন্তী, ও রাজ পরিবারস্থ অন্য অন্য স্ত্রী সমস্ত সুচারু পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক পরিচারিকা গণ সঙ্গে দেবকন্যাদিগের মেরুগিরি আরোহণের ন্যায় মঞ্চোপরি সমারোহণ করিলেন। নগর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চাতুর্ব্বর্ণ্য জন সমস্ত

---

* কুরু বংশীয় শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য্য কাশী রাজার অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পরলোক গমনানন্তর বেদব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু রাজার জন্ম হয়। দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। পাণ্ডু নিঃসন্তান হয়েন; তাঁহার মহিষী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের দ্বারা যুধিষ্ঠির, ভীম, এবং অর্জ্জুন এই তিন পুত্রের উৎপত্তি এবং অন্য মহিষী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের দ্বারা নকুল ও সহদেবের জন্ম হইবার আখ্যান আছে। এই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধনাদিকে এবং পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র বিদ্যার উপদেশ করেন।

† ভীষ্ম শান্তনু রাজার পুত্র, এবং বাহ্লীক রাজা তাঁহার ভ্রাতা। অনুমানতঃ বাহ্লীক দেশ (বাল্খ) ইঁহার রাজ্য ছিল। সোমদত্ত এই বাহ্লীক রাজার পুত্র। ব্যাসের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। শরদ্বতির পুত্র কৃপ; ইঁহার ভগিনী কৃপীকে দ্রোণাচার্য্য বিবাহ করেন।

‡ মূলে আছে যে "মঞ্চাংশ্চকারয়ামাসুস্তত্র জানপদাজনাঃ। বিপুলানুচ্ছ্রয়োপেতাঞ্ছিবিকাশ্চ মহাধনাঃ॥" "ধনশীল গ্রামস্থ লোকেরা বৃহৎ উচ্চ মঞ্চ সকল ও শিবিকা সকল প্রস্তুত করাইলেন।" এ স্থলে শিবিকা শব্দের পরিবর্ত্তে শিবির শব্দ উপযুক্ত হয়।

¶ ধৃতরাষ্ট্রের মহিষীর নাম গান্ধারী। গান্ধার দেশীয় রাজার কন্যা প্রযুক্ত ইনি গান্ধারী নামে খ্যাত হয়েন।

কুমারদিগের অস্ত্রপরীক্ষা দর্শনাভিলাষে ক্ষণ কাল মধ্যে রঙ্গভূমিতে একত্র সমাগত হইলেন। বাদকদিগের রণবাদ্য দ্বারা ও জন সমূহের কৌতূহল ধ্বনি দ্বারা রঙ্গ সমাজ তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত মহা সমুদ্র তুল্য আন্দোলায়মান হইল। তখন শুক্লকেশ, শুক্লশ্মশ্রু, শুক্লবস্ত্র পরিধান, শুক্ল যজ্ঞোপবীত, এবং শুক্ল মাল্যানুলেপন বিশিষ্ট রঙ্গগুরু দ্রোণাচার্য্য স্বপুত্র সমভিব্যাহারে রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিলেন, যদ্রূপ দ্যুতিমান্ দিবাকর নির্ম্মল আকাশে মঙ্গল সঙ্গে সঞ্চরণ করেন*। তখন আচার্য্য দেবার্চ্চনা করিলেন, সুনিপুণ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল মঙ্গলাচরণ করিলেন, এবং পুণ্যাহ বাচন সমাপ্ত হইলে রাজ ভৃত্যেরা কুমারদিগের অস্ত্র ও ছত্রাদি উপকরণ লইয়া রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিলেক। অনন্তর অঙ্গুলিত্রাণ, কক্ষ্য বন্ধন, এবং তূণ ধনু বদ্ধ করত মহারথ কুমারেরা সকল জ্যেষ্ঠানুক্রমে যথাযোগ্য শ্রেণী বদ্ধ হইয়া রণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ও মহাশিক্ষা দর্শাইয়া সকলে অস্ত্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে ভীষণ বাণ টঙ্কার। লোক সকল বিস্মিত হইয়া দৃষ্টি করিতেছে, অনেকে শরক্ষেপ ভয়ে মস্তক নত করিতেছে। দ্রুত ধাবমান অশ্বারূঢ় যোদ্ধাগণ বিবিধ নামাঙ্কিত বাণ প্রক্ষেপে বিনা আয়াসে দূরবর্ত্তী লক্ষ্য সকল ভেদ করিতেছে। গন্ধর্ব্ব সম শোভমান ধনুঃশরধারী কুমার সৈন্যের পরাক্রম প্রতীতি করিয়া জন সমূহ চমৎকারে স্থির হইল, শত সহস্র পরিমাণে লোক সকল বিস্ময়েতে উৎফুল্লনেত্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সাধু সাধু ধ্বনি করিতে লাগিল। সেই মহাবল সারথিগণ রথ, গজ, অশ্ব পৃষ্ঠোপরি আরোহী হইয়া কদাপি ধনুঃ শর প্রয়োগে মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছে, কদাপি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহু যুদ্ধে মত্ত হইতেছে, খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর অস্ত্র প্রহারে বিচেষ্টিত হইয়া রঙ্গময় বিচরণ করিতেছে। তাহারদিগের মনের স্থৈর্য্য, হস্তের দৃঢ় মুষ্টি, অস্ত্রের নিপুণ প্রয়োগ, শরীরের সুশোভা, গমনের প্রখর বেগ এবং সুলাঘব অঙ্গ চর্য্যা লোক সকল মগ্ন হইয়া দেখিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নিত্য হৃষ্ট ভীম দুর্য্যোধন প্রত্যেকে কক্ষ বদ্ধ করিয়া গদা হস্তে একশৃঙ্গ পর্ব্বত সমান দণ্ডায়মান হইলেন; এবং হস্তিনী নিমিত্ত মদমত্ত হস্তী দ্বয়ের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক বাম দক্ষিণে চক্রাকারে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। এই তুমুল সংগ্রাম কালে ভীম বা দুর্য্যোধনের প্রতি পক্ষপাত প্রযুক্ত রঙ্গস্থ সমস্ত লোক দুই দলে বিভক্ত হইল, এবং সহসা হা ভীম হা দুর্য্যোধন এই প্রকার বিপুল ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তখন রঙ্গ ভূমিকে তরঙ্গোল্লক্ষিত মহার্ণব তুল্য আন্দোলায়মান দেখিয়া সুবিজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় প্রিয় পুত্রকে কহিলেন "অশ্বত্থামা! মহাবীর্য্য ভীম দুর্য্যোধনকে নিবারণ কর, যাহাতে তাহারদিগের রঙ্গ প্রকোপ না হয়। যুগান্ত কালের প্রলয় পবন প্রহার দ্বারা বিপুল তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত উন্মত্ত সমুদ্রের ন্যায় প্রকুপিত উদ্যতগদ মহাবীর দ্বয় গুরু পুত্রের নিবারণ বাক্য বর্ষণে সুতরাং শান্ত হইলেন।

তখন দ্রোণাচার্য্য রঙ্গ ক্ষেত্র মধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং মহা মেঘ গর্জ্জন সম বাদ্যধ্বনি স্তব্ধ করাইয়া কহিলেন "আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সর্ব্ব অস্ত্র বিশারদ, ইন্দ্রানুজ সম অর্জ্জুন! এখন আগমন কর।" আচার্য্যের বচন শুনিয়া অর্জ্জুন যথোচিত মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক গোধা, অঙ্গুলিত্রাণ, এবং কাঞ্চন কবচ পরিধান করিয়া শর পূর্ণ তূণ ও ধনুক সঙ্গে সায়ং কালিক সূর্য্য প্রভা প্রদীপিত, ইন্দ্র ধনু শোভায় বিচিত্রিত, এবং বিদ্যুল্লতা প্রকাশে উজ্জ্বলিত জলধর সম শোভান্বিত হইয়া রঙ্গ মধ্যে অবতীর্ণ হই-

* ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে মঙ্গলের সহিত সূর্য্যের যোগ হইলে তাহার অত্যন্ত তেজোবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি হয়। ইহার নাম কুজপুষ্ট যোগ। অতএব এ স্থলে সেই কুজপুষ্ট যোগের উপমা দিয়া দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার পুত্রের অতিশয় তেজঃ স্বভাব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

লেন*। তাঁহার আগমনে রঙ্গস্থ সমস্ত দর্শক গণ বিস্ময়াপন্ন হইল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ নাদ ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি প্রবাদিত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে এবম্প্রকার প্রতিষ্ঠা রব প্রেরিত হইল, যে "এই মধ্যম পাণ্ডব† শ্রীমান্ কুন্তীসুত ইন্দ্রের পুত্র; ইনি কুরু বংশের রক্ষা কর্ত্তা ইনিই সর্ব্বোত্তম অস্ত্র পণ্ডিত, ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুশীল ধর্ম্ম প্রপালক।" সন্তানের সুখ্যাতি স্বর কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে জননী কুন্তীর আনন্দ অশ্রুতে বক্ষ আর্দ্র হইল। এই যশঃ শব্দ দ্বারা শ্রুতিপূর্ণ হইয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট মনে বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহসা উত্থিত মহা ভীষণ নাদ যে গগণ ভেদ করিতেছে এ কি?" এবং তিনি অর্জ্জুনের অবতরণ শুনিয়া আপনাকে ধন্য মানিলেন, ও পাণ্ডবদিগকে সাধু বাদ করিলেন।

অর্জ্জুন হর্ষান্বিত রঙ্গ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র অস্ত্রবল প্রকাশ করিলেন। অগ্নি অস্ত্র, বরুণ অস্ত্র, পার্ব্বত অস্ত্র প্রভৃতি¶ দ্বারা সমস্ত লোককে চমৎকৃত করিলেন। তিনি ক্ষণে দীর্ঘাকার, ক্ষণে হ্রস্ব, ক্ষণে রথ মধ্যস্থিত, ক্ষণে রথ মধ্য স্থানে দণ্ডায়মান, ক্ষণ মধ্যে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইতেছেন; বিবিধ শর দ্বারা অতি কোমল, কঠিন, ও সূক্ষ্ম লক্ষ্যকে তীক্ষ্ণ রূপে ভেদ করিলেন। ভ্রমণ শীল লৌহ বরাহের মুখ মধ্যে এক কালে পৃথক্ পঞ্চ বাণ ক্ষেপণ করিলেন। রজ্জু দ্বারা অবলম্বিত বিষাণ কোষের ছিদ্র মধ্যে একবিংশতি শর বিদ্ধ করিলেন‡। এবম্প্রকার ধনু দ্বারা, খড়্গ দ্বারা, ও বিবিধ মণ্ডলশীল গদাচর্য্যা দ্বারা মহাবীর্য্য অস্ত্র কুশল অর্জ্জুন অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার কৃত্য সমাপ্ত হইল, সমাজ মন্দীভূত হইল, বাদ্যধ্বনি স্তব্ধ প্রায় হইল। তখন পঞ্চ তারা গ্রথিত সাবিত্র§ সংযুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডব দ্বারা গুরু দ্রোণ

* ইহা দ্বারা অর্জ্জুনের উজ্জ্বল সুশোভিত অঙ্গ ও অলঙ্কারাদি বিচিত্র শোভার উপযুক্ত উপমা হইয়াছে।

† অর্জ্জুন কুন্তীর তৃতীয় পুত্র, তবে মাদ্রীসুত নকুল সহদেবের সম্মিষ্ট পঞ্চ পাণ্ডবের তিনি মধ্যম বটেন।

¶ এই সকল অস্ত্র অধুনা বিদ্যমান নাই, ও তাহার তাৎপর্য্য সম্যক্ জ্ঞাত হয় না; এ নিমিত্তে এই অংশের অনুবাদ কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে করা গেল। কিন্তু ইহা নিতান্ত সম্ভব যে এ সমস্ত এক কালে সর্ব্বথা কল্পিত নহে। পূর্ব্ব কালে নানা দেশে আগ্নেয় অস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগ ছিল। আলেক্জান্দর যৎ কালে টায়ার (Tyre.) নগর আক্রমণ করেন, তখন ঐ নগরীয় লোকের ক্ষিপ্যমাণ আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহার নির্ম্মিত দারু মন্দির দগ্ধ হইবার আশঙ্কায় তিনি তাহা আমচর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিয়াছিলেন। এরিয়ান্ স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে টায়ার লোকেরা অস্ত্রের অগ্রভাগে অগ্নি লগ্ন করিয়া তাহা ত্যাগ করিত (Alexander's Expedition, book 2,ch. 18 and 21.)। ইউরোপস্থ জার্ম্মান লোকদিগের এক প্রকার রণ যন্ত্র ছিল তাহা হইতে তাঁহারা শূল ও প্রস্তর সকল বহু দূরে ক্ষেপণ করিত, এবং পোত ও নগর দগ্ধ করিবার জন্য শরের অগ্রভাগে দহ্যমান পদার্থ যুক্ত করিয়া দিত (Penny Cyclopædia. Arms.)। বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয় অস্ত্র সদৃশ আমারদিগের অগ্নি বাণ ছিল। বাস্তবিক মনু সংহিতার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুরা কালে ভারতবর্ষে অগ্নি শিখাবান্ অস্ত্র প্রহার প্রসিদ্ধ ছিল (৭ অধ্যায় ৯০ শ্লোক)। ইহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে যে নাগ্নাস্ত্রাদিগের ন্যায় কোন অস্ত্র বা যন্ত্র দ্বারা হিন্দুরা প্রস্তর ক্ষেপ করিত, এবং তাহাই পার্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ থাকিবেক। ফলতঃ কবিরা সেই সমস্ত অস্ত্রের অগ্নি, পার্ব্বত, বরুণ প্রভৃতি মহৎ মহৎ নাম অনুসারে তাহারদিগের বিবরণে অনেক কাব্য বর্ণনা করিয়াছেন।

‡ পূর্ব্বকালে সূক্ষ্ম লক্ষ্য ভেদ করা হিন্দু যোদ্ধাদিগের অতি প্রিয় ব্যাপার ছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অনেকের বিদিত আছে। উর্দ্ধে তাঁর অধোভাগে এক যন্ত্র, সেই যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী ছিদ্র দ্বারা অর্জ্জুনের শর উর্দ্ধস্থিত লক্ষ্য ভেদ করিয়াছিল। বস্তুতঃ তৎকালে এ দেশীয় যোদ্ধাদিগের ধনুর্বিদ্যা নিপুণতার ভূরি ভূরি বৃত্তান্ত মহাভারতাদি ইতিহাসে বিস্তৃত আছে। গ্রীক গ্রন্থ কর্ত্তা এরিয়ান কহিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা যে প্রবল বেগে শরক্ষেপ করেন, তাহাতে ফলক, সন্নাহ, উরশ্ছদ, বা অন্য কোন আচ্ছাদন এমত কঠিন নাই যে তাহার শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে (Indian History, chapter 16)। হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ কালে বাণ প্রহার দ্বারা আলেক্জান্দরের উরশ্ছদ ভেদ হইয়া তাঁহার বক্ষ হইতে এরূপ রক্ত নিঃসরণ হইয়াছিল যে তিনি মূর্চ্ছাপন্ন এবং মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন (Arrian's History of Alexander's Expedition, book 6,chap. 10.)।

§ ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে সবিতা (অর্থাৎ সূর্য্য) হস্তা নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা, এনিমিত্ত ইহা সাবিত্র নামে উক্ত হইয়াছে। এই নক্ষত্রে পঞ্চ তারা আছে (α β γ δ ε Corvi.) অতএব হস্তা সহিত চন্দ্র এস্থলে মনোহর উপমা হইয়াছে।

পরিশোভিত হইয়াছিলেন। আর দেবাসুর সংগ্রামে দেব গণ বেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় গদাচক্র হস্ত দুর্য্যোধন উদ্যত অস্ত্র সমস্ত ভ্রাতার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এমত কালে রঙ্গ প্রান্তে দ্বার দেশ হইতে বজ্র ধ্বনি তুল্য, বল মাহাত্ম্য সূচক, মহা ভুজ নাদ কর্ণগোচর হইল। জ্ঞান হইল কি মেদিনী বিদীর্ণ হইতেছে, কি পর্ব্বত চূর্ণ হইতেছে, কি জল পুরিত বিঘোর মেঘ রাশি দ্বারা গগণ মণ্ডল পূর্ণ হইতেছে। শ্রুত মাত্র চমৎকৃত হইয়া রঙ্গস্থ সমস্ত লোক দ্বারাভিমুখ হইল। শ্রবণ মাত্র অশ্বত্থামা সঙ্গে দুর্য্যোধনাদি উত্থান করিতেছিলেন, দ্রোণাচার্য্য নিবারণ করিলেন।

তখন সকলে অবকাশ দান করিলেন, এবং জয়বান কর্ণ * বিস্ময়েতে উৎফুল্ল নেত্র হইয়া বিস্তারিত রঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সহজাত কবচ পরিধান †, মুখোজ্বলকারী দ্যুতিমান্ কুণ্ডল ধারণ, এবং ধনুঃ খড়্গ গ্রহণ করিয়া পদচারী পর্ব্বতের ন্যায় মহান্ আকারে আগমন করিলেন। সেই কন্যাপুত্র সূর্য্যতনয় উগ্ররূপী কর্ণ বিপুল যশস্বী এবং শত্রু গণের কাল স্বরূপ ছিলেন। সিংহ, ঋষভ, হস্তীর ন্যায় তাঁহার বল, বীর্য্য, পরাক্রম ছিল; সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির ন্যায় দীপ্তি, কান্তি, দ্যুতি ছিল। স্বর্ণ তাল সম দীর্ঘ মূর্ত্তি ‡ ও সিংহ হন্তা সেই অসংখ্য গুণান্বিত শ্রীমান্ মহাবল কর্ণ চতুর্দ্দিকে রঙ্গ মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দ্রোণ কৃপাচার্য্যকে অবহেলে প্রণাম করিলেন। এই ক্ষোভ শূন্য কর্ণকে দেখিয়া সমাজস্থ সকল লোক চমৎকারে গতিহীন ও স্থিরনেত্র রহিল, তাঁহার পরিচয় জানিতে আকুল হইল। তখন কর্ণ অর্জ্জুনকে ভ্রাতৃ রূপে না জানিয়া মেঘনাদ তুল্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন "পার্থ! যে সকল কর্ম্ম তুমি করিয়াছ, আমি তাহা বিশেষ নিপুণতর রূপে সম্পন্ন করিয়া লোকের বিস্ময় জন্মাই।" তাঁহার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই যেন কোন যন্ত্র দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক কালে সকল ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইল। দুর্য্যোধনের পরম প্রীতি জন্মিল; আর অর্জ্জুনের চিত্তে লজ্জা ও ক্রোধ আন্দোলিত হইতে লাগিল। দ্রোণের অনুমতি লইয়া রণপ্রিয় কর্ণ অর্জ্জুনের কৃত সকল ব্যাপার অনুষ্ঠান করিলেন। দুর্য্যোধন ভ্রাতৃ গণ সঙ্গে মহানন্দে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া হর্ষ ধ্বনি করিলেন "হে মহাবাহু কর্ণ! আমি তোমার, এই কুরুরাজ্য ও তোমার, যথেষ্ট তুমি উপভোগ কর।" দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃ সমূহ মধ্যে পর্ব্বত সম কর্ণ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "তোমার মিত্রতা প্রাপ্ত হইলেই আমার সকল লাভ। কিন্তু এইক্ষণে আমার এই বাসনা যে অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ¶ করি।" দুর্য্যোধন উক্ত করিলেন "আমার সহিত সকল ভোগ সম্ভোগ কর, মিত্রদিগের প্রিয়কর হও, আর শত্রুদিগের মস্তকেতে পাদ প্রক্ষেপ কর।" এই সমস্ত তিরস্কার বাক্য অর্জ্জুন আপনার প্রতিই লক্ষিত জানিয়া প্রত্যুত্তর করিতেছেন "রে কর্ণ! তোমাকে সেই অধম লোকে আমি প্রেরণ করিব যেখানে অনাহূত উপ-

* কুন্তীর কন্যা কালে কর্ণ নামে পুত্র হয়। জনসমাজে এরূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে সূর্য্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়।

† এরূপ প্রবাদের জনশ্রুতি আছে যে জন্মকালেই কর্ণের কবচ পরিধান ছিল।

‡ কর্ণের এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দীর্ঘ মূর্ত্তির বর্ণনা পাঠ করিয়া ইংলণ্ডীয় ভাষাধ্যায়ী ব্যক্তিদিগের স্মরণ হইতে পারে যে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দর ভারতবর্ষীয় নৃপতি পোরসের (পুরুর ?) দীর্ঘ আকৃতি, শারীরিক সৌন্দর্য্য, ও অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিয়া চমৎকারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন

¶ দুই যোদ্ধার পরস্পর যুদ্ধের নাম দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রাচীন হিন্দুরা মহোৎসাহী ছিলেন। মহাভারতে ইহার ভূরি উদাহরণ বিস্তৃত আছে। পারসীক ইতিহাস "রোজৎ অসসফা" অনুসারে যৎকালে আলেকজান্দর পাঞ্জাব আক্রমণ করেন, তখন দুই পক্ষের বীরগণ বিংশতি দিন পর্য্যন্ত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মগ্ন থাকিয়া খড়্গ ঘাতে পরস্পর মস্তক ছেদ ও বক্ষ ভেদ করিতে লাগিল। সর্ব্ব শেষে গ্রীক ভূপাল আলেকজান্দর ও ক্ষত্রিয় বীর পোরস্ [পুরু?] উভয়ে দ্বন্দ্ব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, পরে আলেকজান্দর অন্যায় চাতুর্য্য দ্বারা তাঁহাকে হত করেন। কিন্তু গ্রীকদিগের লিখিত যে যে ইতিহাস প্রকাশ আছে তাহাতে এ প্রসঙ্গ নাই।

দিষ্ট ও অনাহূত জল্পনা কারি লোক সকল গমন করে।" কর্ণ কহিতেছেন "রঙ্গ ভূমিতে সকলেরই সামান্য অধিকার, ইহাতে তোমার কি? রাজাদিগের বীর্য্য দ্বারা প্রাধান্য, ও বল দ্বারা ধর্ম্ম। দুর্ব্বল শর ক্ষেপেতে বল প্রকাশ কি? অদ্য তোমার গুরুর সমক্ষে অস্ত্র প্রহারে শিরঃপাত করিব।" তখন আচার্য্যের অনুমতি লইয়া শত্রু পরাজয়ী অর্জ্জুন ভ্রাতৃদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যুদ্ধ হেতু কর্ণের নিকটবর্ত্তী হইলেন। রঙ্গ সমাজস্থ লোকের দুই পক্ষ হইল; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কর্ণের পক্ষে, ও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ইহাঁরা অর্জ্জুনের পক্ষে অবস্থিত ছিলেন। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীদিগেরও দুই পক্ষ হইল। কিন্তু পাণ্ডব জননী কুন্তী স্বীয় পুত্র কর্ণকে পরিজ্ঞাত হইয়া এবং উভয় ভ্রাতাকে পরস্পর বিষম যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া ভয়ে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তখন সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর পরিচারিকা নিয়োগ ও সলিল চন্দন সেচন দ্বারা তাঁহাকে সচেতন করাইলেন। চেতন প্রাপ্ত হইয়া তিনি উভয় পুত্রকে পরস্পর আক্রান্ত দেখিয়া ভ্রমান্বিত রহিলেন। তাহারদিগের হস্তে মহাধনু উদ্যত দেখিয়া কৃপাচার্য্য কর্ণের প্রতি বলিতেছেন "দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সুনিপুণ সর্ব্ব ধর্ম্মবিৎ কুরু বংশীয় পাণ্ডু পুত্র কুন্তী তনয় অর্জ্জুন তোমার সহিত সংগ্রামে অবশ্য অগ্রসর আছেন, কিন্তু রাজ পুত্রেরা নীচের সহিত যুদ্ধ করেন না। অতএব তুমি কে? তোমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলই বা কি? কোন্ রাজ বংশের কুলভূষণ তুমি? সমস্ত পরিচয় প্রদান কর।" কৃপের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বর্ষা জল প্রহারে বিশীর্ণ পদ্মের ন্যায় কর্ণ লজ্জাতে নতমুখ হইলেন। কর্ণকে সলজ্জ দেখিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন "হে আচার্য্য! রাজা কি? সৎকুলোদ্ভব, শূর, বা সৈন্যপতি যিনি তিনিই রাজা। যদি অর্জ্জুন রাজ কুল ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ স্বীকার না করেন, তবে কর্ণকে আমি অঙ্গ রাজ্যের রাজা করিব।" তৎক্ষণেই কুসুম তণ্ডুল সংযুক্ত কাঞ্চন ঘট দ্বারা কাঞ্চন পীঠে মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শ্রীমান্ মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন *। — আদিপর্ব্ব [illegible] অধ্যায়ে।

হিন্দুবংশের বর্ত্তমান ভীরু স্বভাব দেখিয়া তাঁহারা যে এপ্রকার বীর্য্যাবস্থায় সকল স্বপ্নের ন্যায় কল্পিত বোধ হয়। যে কালে অস্ত্র শিক্ষক কুমারদিগের বিদ্যা প্রকাশে প্রধান রঙ্গ ছিল, বাহু বল ও যুদ্ধ নৈপুণ্য রাজা ও রাজকুমারদিগের শ্রেষ্ঠ গুণ মধ্যে গণ্য ছিল†, এবং যে কালে ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরাও যুদ্ধশীল ছিলেন, ও তাঁহারা অপরাপর শাস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধ শাস্ত্রেরও উপদেষ্টা ছিলেন, সে কি আশ্চর্য্য উদ্যম, স্ফূর্ত্তি বীরত্বের কাল ছিল! প্রাচীন হিন্দু জাতি যে পরম বীর্য্যবান্ ও স্বাধীনতার অনুরাগী ছিলেন, ইহার নিদর্শন সকল আমারদিগের তাবৎ প্রাচীন গ্রন্থে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। প্রাচীনতম বেদ সংহিতাতে অসুরদিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বিজয়ের উপাখ্যানে এবং দেবতাদিগের নিকট যজমানের শত্রু জয়ের প্রার্থনাতে তৎকালিক হিন্দুদিগের মনঃস্বভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমারদিগের ঋষি সকল বিক্রমী ও রণোৎসাহী ছিলেন; বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয় কুলের অপরাঙ্মুখ ও অতিবীর্য্য যুদ্ধ বিষয়ে বেদ সংহিতা হইতে রামায়ণ, মহাভারত, ও পুরাণ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোরূপে প্রসিদ্ধ আছে। রামায়ণ সমাক্ রূপে রামচন্দ্রের বীর্য্যগান ও সংগ্রাম চরিত্র,

---

* নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দুই কিঞ্চিৎ বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে তাবৎ অর্থের বোধ হয় এই রূপে অনুবাদ করা গেল।

† রামের গুণ বর্ণনে বাল্মীকির রচনা হইতে যে সকল যুদ্ধার্থবোধক বিশেষণ নিঃসৃত হইয়াছে তাহা এ দেশস্থ ইদানীন্তন নির্বীর্য্য হিন্দুরা রাজাদের গুণ বর্ণনে কি আবশ্যক বোধ করেন?

কৃতী রামো ধনুষ্কেন নিত্যান্ত্রৈস্তত্র সংযুগে।
অযোধ্যায়োদুরধর্ষো চিত্রযোধী দৃঢ়ায়ুধঃ॥
যং যং ব্রজতি সংগ্রামং [illegible] রামস্তদা জনঃ।
ততস্ততো বিজিত্যারীন্ বিক্রমী বিনিবর্ত্ততে॥
আদিকাণ্ডে ৮১ অধ্যায়ে।

এবং মহাভারত কেবলই কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ বর্ণনা। ক্ষত্র ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যুদ্ধ জয়ের প্রতি নির্ভর ছিল। আমারদিগের রাজসূয় ও অশ্বমেধ, স্বয়ম্বর ও যুদ্ধোৎসব * কত তুমুল সংগ্রামের কারণ ও মহা মহা বিক্রম প্রকাশের স্থল হইয়াছে। স্মৃতির নিয়ম মধ্যেও পুরাকালিক হিন্দু বীর্য্য সম্যক্ রূপে প্রকাশ আছে। তখন যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ ব্যক্তি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বহিষ্কৃত রূপে জ্ঞাত হইতেন। মনু কহিয়াছেন "প্রজা পালনশীল ভূপাল উত্তম অধম কি সমবল রাজা দ্বারা যুদ্ধেতে আহূত হইলে কদাপি নিবৃত্ত হইবেন না, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে স্মরণ করিবেন।" "যে ভূপালেরা পরস্পর জিগীষু হইয়া প্রবল পরাক্রমে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না, তাঁহারা স্বর্গলাভ করেন।"† "ভয়প্রযুক্ত পরাঙ্মুখ হইয়া যে যোদ্ধা শত্রু হস্তে হত হয়, সে স্বীয় ভর্ত্তার সমস্ত দুষ্কৃত ভোগ করে।" বস্তুতঃ জয় কি পরাজয় সর্ব্ব অবস্থাতেই হিন্দুদিগের পরম বীর্য্য প্রকাশের অনেক উদাহরণ মহাভারতাদি গ্রন্থে নিহিত রহিয়াছে। অভিমন্যুর কি আশ্চর্য্য পরাক্রমের বর্ণনা আছে। কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সপ্তরথস্থ সমস্ত মহা মহা বীর সকলকে তিনি একাকী পরাস্ত করিলেন — কত শত যোদ্ধাকে অস্ত্রপ্রহারে হত করিলেন। পরন্তু যখন সকলে তাঁহাকে নিরস্ত্র করিয়া পরাঙ্মুখ করিবার মন্ত্রণা করিলেক, চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অস্ত্রাঘাতে আকীর্ণ করিলেন, তথাপি অভিমন্যু রণেতে বিমুখ হইবার নহেন। তাঁহার বীর্য্য এত অসাধারণ ছিল যে রণে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে। তাঁহার ধনুক ছিন্ন হইল, অশ্ব সকল হত হইল, সৈন্য ও সারথি নষ্ট হইল, রথ চূর্ণ হইল, তথাপি তিনি ভীত নহেন, তিনি স্বীয়ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন, ও নানা রূপে অস্ত্র চর্য্যা করিয়া ঘূর্ণিত বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। খড়্গ চর্ম্ম বাণাদি অস্ত্র সকল নষ্ট হইল, ক্ষত বিক্ষত অঙ্গ নিঃসৃত শোণিত ধারাতে শরীর ভীষণ রক্তিম বর্ণে দীপ্ত হইল, তথনও তিনি হত বীর্য্য নহেন, হস্তেতে এক বৃহৎ চক্র ঘূর্ণায়মান করিয়া রণমত্ত হইয়া ধাবিত হইলেন। যখন চক্র ভগ্ন হইল, তথনও দৃঢ় বিক্রমী জিঘাংসু অভিমন্যু পরাধীনতাকে তুচ্ছ করিয়া জ্বলন্ত বজ্রসম এক মহা গদা উদ্যত করিয়া বিপক্ষ সৈন্য সমাজ মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হইলেন। এবম্প্রকার মহাবীর্য্য অভিমন্যু মৃত্যু গ্রাসে পতন কাল পর্য্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধে মহা বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন*। দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধেতে নিহত হইলে স্বীয় অপরাজিত সৈন্যের প্রতি দুর্য্যোধনের এই উৎসাহ বক্তৃতা প্রণীত আছে। "হে যোদ্ধাগণ! তোমারদিগেরই বল বীর্য্যের প্রতি নির্ভর করিয়া আমি পাণ্ডব গণকে যুদ্ধেতে আহ্বান করিয়াছি, এবং সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দ্রোণের মৃত্যুতে এতাদৃশ বিষণ্ণ কেন? যুদ্ধেতে যোদ্ধারা পরস্পর নিহত করে, ইহা সিদ্ধই আছে। যোদ্ধাদিগের জয় কিম্বা মৃত্যুই হওয়া উচিত, ইহাতে আশ্চর্য্য কি! তোমরা সর্ব্বদিকে যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হও। দেখ! তোমারদিগের মহাত্মা মহাবল সেনাপতি কর্ণ দিব্য অস্ত্র ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। ক্ষুদ্র মৃগ যে রূপ সিংহ দর্শনে সভয় হইয়া পলায়ন করে, তাঁহার যুদ্ধেতে কুন্তী পুত্র অর্জ্জুন তদ্রূপ ভীত হইয়া নিবৃত্ত হয়। অসম্ভব বলবান্ ভীমসেন তাঁহার দ্বারা যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা কাহার অবিদিত আছে? রঙ্গমোহকারী দিব্যাস্ত্রবিৎ রণনিপুণ ঘটোৎকচ তাঁহার অমোঘ শক্তি দ্বারা ভীষণ আর্ত্ত নাদ করত নিহত হয়। সেই

* অশ্বমেধ, গজ, রাজসূয় যজ্ঞ এবং অন্যান্য যজ্ঞের [illegible] প্রসিদ্ধই আছে। মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্ব [illegible] দ্রৌপদী স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই তাহার মর্ম্ম বোধ হয়। যুদ্ধোৎসবের বিবরণ পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে।

† মনু ৭ অধ্যায়।

* দ্রোণ পর্ব্বে ৪৮।৪৯ অধ্যায়ে।

দুর্ব্বারবীর্য্য সত্যসন্ধ কর্ণের উজ্জ্বল রণ-কীর্ত্তি অদ্যই তোমরা প্রত্যক্ষ করিবে। ইন্দ্র ও ভগবান্ তুল্য রাম পুত্র ও দ্রোণ পুত্র * উভয়েরই বিক্রম পাণ্ডবেরা অদ্য সাক্ষাৎ জ্ঞাত হইবেক। হে বীর সকল! তোমরা প্রত্যেকে সসৈন্য সমস্ত পাণ্ডবগণ-কে রণেতে হত করিতে সমর্থ হও, একত্র হইলে কোন্ অদ্ভুত কার্য্য সম্ভব না হয়? হে বীর্য্যবন্ত কৃতাস্ত্র যোদ্ধাগণ! অদ্য পরস্পরের সহায় হইয়া পরস্পর দৃষ্টি কর †!” মহাভারত নিরীক্ষণ করিলে এপ্রকার বীরত্ব প্রকাশের আখ্যান বাহুল্য রূপে প্রাপ্ত হয়। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে তৎকালে বীরত্বের প্রতি হিন্দুস্ত্রীদিগেরও বিপুল প্রীতি ও সমুৎসাহ ছিল। কৌরব কুমারদিগের অস্ত্র পরীক্ষাতে ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই প্রতীত হইয়াছে। কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন যুদ্ধেতে শাল্ব রাজা কর্ত্তৃক শরাঘাতে পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়েন, এজন্য তাঁহার সারথি তাঁহাকে রণস্থল হইতে উত্তীর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। অনতিদূরে গমন করিতেই তিনি চেতন প্রাপ্ত হইয়া সারথিকে ভৎসনা করিতেছেন “সৌতি! কি নিমিত্তে তুই রণ স্থল হইতে পলায়ন করিতেছিস্; যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া আমারদিগের বৃষ্ণিবংশের‡ ধর্ম্ম নহে— যুদ্ধেতে যে বিমুখ হয় সে আমারদিগের কুলজাত নহে। আমাকে রণপলায়িত ও পৃষ্ঠদেশে প্রহারিত জানিয়া আমার পিতা কৃষ্ণ কি কহিবেন? পিতৃব্য বলদেব কি কহিবেন? জ্ঞাতি বন্ধুরাই বা কি বলিবেন? আর বীরাভিমানী ও পুরুষাভিমানী যে আমি আমাকে স্ত্রীলোকেরাই বা মিলিত হইয়া কি বলিবে? ‘প্রদ্যুম্ন ভয়েতে রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে,’ কেবল এই ঘৃণিত বাক্য কহিবে; সাধুবাদ করিবেক না। আমার প্রতিবা সাদৃশ অন্য ব্যক্তির প্রতি ধিক্ সাহাকে লোক সকল এরূপ নিন্দা বাক্যে উপহাস করে। এমত নিন্দা শ্রবণ অপেক্ষা মৃত্যুও মঙ্গল। অতএব হে সৌতি! এ দেহেতে প্রাণ থাকিতে আর কদাপি আমাকে রণস্থল হইতে প্রত্যানয়ন করিও না *।” বিরাট পুত্র উত্তর কৌরবদিগের সহিত উত্তর গোগৃহে যুদ্ধেতে ভীত হইয়া পলায়ন উন্মুখ হইলে অর্জ্জুন তাহাকে ভৎসনা করিতেছেন “তখন তুমি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বড় পৌরুষ প্রকাশ করিয়া আগমন করিলে, এখন কি নিমিত্তে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হও? শত্রু জয় পূর্ব্বক গো সকলকে যদি উদ্ধার না করিয়া গৃহে প্রতিগমন কর, তবে বীরদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইবে ও সকল নারী একত্র হইয়া তোমাকে উপহাস করিবে। আর তোমার সৈরিন্ধ্রীর (দ্রৌপদীর) অনুরোধে আমি সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছি, আমি বিজয়ী না হইয়া গৃহে গমন করিতে সমর্থ হইব না¶।” কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ নিমিত্ত বিরাট্ পুত্র উত্তরকে গোগৃহে প্রেরণ হেতু ও তাঁহার সারথ্য কর্ম্মে অর্জ্জুনকে প্রবৃত্ত করণ জন্য দ্রৌপদী ও উত্তরার যত্ন ও উৎসাহ; অর্জ্জুন সহিত উত্তরের যুদ্ধ যাত্রা কালে বিরাটের পরিবারস্থ স্ত্রী কন্যাদিগের দ্বারা রথ প্রদক্ষিণাদি মঙ্গলাচরণ; কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়া তাহারদিগের রুচির বস্ত্র সকল আনয়ন হেতু অর্জ্জুনের নিকট উত্তরার প্রার্থনা; ও রণ স্থলে কৌরবেরা মূর্চ্ছাপন্ন হইলে বিরাট কন্যাকে উপঢৌকন প্রদান নিমিত্ত উত্তরের দ্বারা প্রধান

* দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা এবং রাধেয় পালিত পুত্র কর্ণ।

† কর্ণ পর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে।

‡ যদুবংশে বৃষ্ণি নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহারই বংশ বৃষ্ণি বংশ নামে খ্যাত হয়। কৃষ্ণ এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* শূরং সম্ভাবিতং সম্যক্ নিত্যং পুরুষমানিনং।
স্ত্রিয়শ্চ বৃষ্ণিবীরাণাং কিং মাং বক্ষ্যন্তি সংহতাঃ॥
প্রদ্যুম্নোয়মুপায়াতি ভীতস্ত্যক্ত্বা মহাহবং।
ধিগেনমিতি বক্ষ্যন্তি ন তু বক্ষ্যন্তি সাধ্বিতি॥
ধিগ্বাচা পরিহাসোপি মম বা মদ্বিধস্য বা।
মৃত্যুনাভ্যধিকঃ সৌতে সজ্জং যাহ্যপযাপুনঃ॥
বনপর্ব্বে ১৮ অধ্যায়ে।
দারুকাত্মজ নৈবং ত্বং পুনঃকার্ষীঃ কথঞ্চন।
ব্যপযানং রণাৎ সৌতে জীবতো মম কর্হিচিৎ॥
বনপর্ব্বে ১৮ অধ্যায়ে।

¶ বিরাট পর্ব্বে ৩৮ অধ্যায়ে।

প্রধান বীরদিগের বস্ত্র গ্রহণ, অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীদিগের নিকট ভীমের § স্ত্রী ব্যাঘ্রাদি সহিত যুদ্ধ ক্রিয়া* এতদাকার সমূহ আখ্যানে হিন্দু স্ত্রীদিগের স্বাধীন বুদ্ধি, যুদ্ধোৎসাহ ও মাহাত্ম্যশীল চরিত্রের ভূরি বৃত্তান্ত মহাভারতে লিখিত আছে; সেই বীরত্ব কালের আচার ব্যবহারও তাহার উপযুক্ত ছিল। পূর্বোক্ত পাণ্ডবগণ অশ্বাদি ব্যতীত সময়ে সময়ে যে উৎসব সকল হইত, যুদ্ধই তাহার প্রধান অঙ্গ। বিরাট পর্ব্বে দেখ, মৎস্য রাজ্যে ব্রহ্মোৎসব নামে এক মহোৎসব হইত। সেই উৎসব ক্ষেত্রে ব্রহ্মসমাজ§ নামে মহাতেজস্বী লোকাতে দীপ্তিমান্ এবং বীর্য্যোৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণ এক মহা সমাজ হইত। রাজা, রাজমন্ত্রি ও দেশস্থ লোকের অসাধারণ সমারোহ হইত, এবং সেখানে বিক্রম শৌর্য্যশালী রণোৎসাহী মল্ল সকল নানা স্থান হইতে সমাগত হইয়া পরস্পর সঙ্কট যুদ্ধ বল পরিচয় প্রদান করিত। রাজা যোদ্ধাদিগকে বহু সম্মান করিতেন, এবং বিজয়শীল যোদ্ধাকে পরম হর্ষে বিশিষ্ট পুরস্কার প্রদান করিতেন¶। যদি নাটক বর্ণনাতে মনুষ্যের আচার, ব্যবহার, বল, বীর্য্যের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হয়, তবে উত্তর রামচরিতে অশ্বমেধের ঘোটক রক্ষণে লবের বিক্রম প্রকাশ, ও মহান্ আস্ফালন, এবং উভয় বীর যুদ্ধে আহ্বানের আখ্যানে এক কালিক হিন্দু চিত্তের প্রখর প্রভাব উজ্জ্বল রূপে প্রতীত হইতেছে।

পরন্তু হিন্দু বীরদিগের উচ্চতম মহত্ত্ব ও সর্ব্বোত্তম স্বভাব এই যে যদিও অসাধারণ স্বাধীনতা বুদ্ধি ও যুদ্ধোৎসাহেতে তাঁহার দিগের চিত্ত দীপ্যমান স্ফূর্ত্ত ছিল, কিন্তু অন্যায় সংগ্রাম এবং পার্ব্বতীয় ও আরণ্য মনুষ্যদিগের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাঁহারা সামান্যতঃ প্রতি দ্বেষ জ্ঞান করিতেন। রণোন্মত্ত কালেও সৌরভ সম রমণীয় ধর্ম্ম ভূষণ তাঁহারদিগের চিত্তকে অলঙ্কৃত করিত — ক্ষমা, দয়া, সারল্য সে কালেও তাঁহার দিগের হৃদয়কে সম্যক্ শোভমান করিত॥। তাঁহারদিগের নিয়মই এই ছিল যে "কূট * অস্ত্র দ্বারা, বিষাক্ত অস্ত্র দ্বারা এবং কর্ণ্যাকার বা জ্বলিত শিখাবান্ ফল যুক্ত¶ বাণ দ্বারা যুধ্যমান পুরুষ শত্রুকে প্রহার করিবেক না" "রথ হইতে যে ব্যক্তি স্থলেতে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাকে রথস্থ যোদ্ধা প্রহার করিবেক না। পৌরুষহীন‡, কৃতাঞ্জলি, শ্রান্তি প্রযুক্ত আলুলায়িত কেশ ও উপবিষ্ট, আর 'আমি তোমার আশ্রিত' এমত বাক্য যে উচ্চারণ করিয়াছে তাহাকে প্রহার করিবেক না।" "নিদ্রিত, বিবস্ত্র, অস্ত্রহীন, রণ দর্শক আর যে ব্যক্তি কবচ চ্যুত হইয়াছে, বা অপরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, ও যে ব্যক্তি যুদ্ধশীল নহে, ইহারদিগকে প্রহার করিবেক না।" "মহতের ধর্ম্মকে স্মরণ করিয়া ভগ্নাস্ত্র, দুঃখার্ত্ত, ব্যাকুল, ভীত ও যুদ্ধ পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে প্রহার করিবেক না॥।" রণ কালের এই সকল মহৎ নীতি। যখন শত্রু পরাস্ত হইয়াছে ও তাহার রাজ্য অধিকার হইয়াছে, তৎ কালে জয়ী রাজার ব্যবহারকে আলোচনা করিলে সে তুলনায় আধুনিক কি প্রাচীন কত জ্ঞান ধর্ম্মাভিমানী বিস্তীর্ণকীর্ত্তি মনুষ্য জাতির আচরণকে এক কালে তুচ্ছ করিতে হয়। মনুর সুশীল উপদেশকে পুনর্ব্বার উদ্ধৃত করিতেছি। "শত্রুকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার দেশের দেবতা সকলকে ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিবেক, তদ্দেশস্থ লোকদিগকে পরিহার দান করিবেক, ও তাহার দিগের অভয় ঘোষণা করিবেক যাহাতে তাহারা সুখেতে কাল যাপন করে।"

* বিরাট পর্ব্বে ১১৩৭। ৩৩ অধ্যায়ে।

§ ব্রহ্মার সমাজ।

¶ বিরাট পর্ব্বে ১৩ অধ্যায়ে।

* কাষ্ঠাদি আবরণ মধ্যে লুক্কায়িত অস্ত্রের নাম কূট অস্ত্র।

¶ বাণের অগ্র ভাগের নাম ফল।

‡ মূলেতে "ক্লীব"।

॥ মনু সপ্তমাধ্যায়ে। ইহার কোন নিয়ম যে কোন কালেই কেহ ভঙ্গ করিত না এমত বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তিনি অন্যায়কারী রূপে উক্ত হইতেন।

"তাহারদিগের স্বীয় আচার ও ধর্ম্ম অনুসারে সে দেশে রাজনিয়ম স্থাপন করিবেক এবং অভিনব রাজাকে ও তাঁহার অমাত্যগণকে রত্নাদি দান দ্বারা সম্মান করিবেক*।"

এই রাজ নিয়ম অনুযায়ী উদাহরণ সকলও ভূরি পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রণপ্রবৃত্তি কালে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এবং সারথির প্রতি প্রদ্যুম্নের উক্তি মধ্যে এতাদৃশ নীতি সকল উল্লেখিত আছে। অর্জ্জুন বিরাটের উত্তর গোগৃহে দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণকে পরাভূত করেন, কিন্তু তাঁহারদিগকে দুর্ব্বল ও অচেতন প্রায় দেখিয়া হত করিলেন না, যেহেতু বল হীন ও মুগ্ধ ব্যক্তিকে বধ করা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নহে†। বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহে পাণ্ডবেরা ত্রিগর্ত্তের রাজা সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পীড়িত বা দাসত্ব প্রাপ্ত না করিয়া প্রণয় বচনে মোচন করিলেন। ভীম তাহাকে দাসত্ব স্বীকার জন্য আদেশ করিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির বলিতেছেন যে

> যুষ্মাকং মাতরং প্রমাণং যদি তে বচঃ।
> দাসভাবং গতো হ্যেষ বিরাটস্য মহীপতেঃ॥
> অদাসো গচ্ছ মুক্তোহসি মৈবং কার্ষীঃ কদাচন।
>
> বিরাট পর্ব্বে ৩৩ অধ্যায়ে।

হে ভীম! যদি আমারদিগের বাক্য তুমি মান্য কর, তবে এরূপ অধম আচরণ পরিত্যাগ কর। এব্যক্তি সংক্ষেই বিরাট রাজার দাস হইয়াছে। হে সুশর্ম্মা! তুমি স্বাধীন হইয়া গমন কর, এপ্রকার কর্ম্ম আর করিও না।

এবম্প্রকার ইতিহাস ও নানা জনশ্রুতি এবং গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বর্ণনা দ্বারাও এককালের হিন্দুদিগের যেরূপ বল, বীর্য্য, উদ্যম, উৎসাহ, ও মহান্ আত্মা ছিল, তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল দৃষ্ট হইতেছে। যদিও সে প্রকার উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ ও সে প্রকার যোদ্ধা ক্ষত্রিয় আর নাই, যদিও দুর্ভাগ্য বশতঃ মোসলমানদিগের অধিকার অবধি আমারদিগের সর্ব্ব বিনাশ হইয়াছে—হীনতার সোপান ক্রমশই নিম্ন হইয়াছে, তথাপি রাজপুত্রদিগের মধ্যে সম্প্রতি পর্য্যন্তও সেই পূর্ব্ব মহত্ত্বের কতক অবশেষ দেদীপ্যমান হইয়াছে—বরঞ্চ রাজপুত্র স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার প্রীতি সম্যক রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কাসিম খাঁর সহিত সংগ্রামে যখন দাহির ভূপতি অভগ্নবীর্য্যে সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার বীর্য্যবতী মহিষী মৃত পতির ভগ্ন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার নগর রক্ষায় সসজ্জ হইলেন, এবং শত্রুর সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজপুত্র সৈন্য সকল উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া জন্মভূমির সহিত প্রাণকে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইল। অবমানতা ভয়ে স্ত্রী ও বালক গণ প্রজ্বলিত অগ্নি শিখাতে শরীর নিপাত করিলেক, পুরুষ গণ মর্ত্ত্যলোক হইতে পরস্পর বিদায় লইলেন, নগর দ্বার উদঘাটন করিয়া খড়্গ হস্তে ক্ষিপ্ত প্রায় ধাবিত হইলেন, ও বিপক্ষের অস্ত্র ধারে জীবনকে বিসর্জ্জন করিলেন‡। মাহমুদ শাহের প্রতি যুদ্ধে যখন উজ্জয়নী, গোয়ালিয়ার, কালিঞ্জর, দিল্লী, আজমীর ও কান্যকুব্জের ভূপাল সকল এক মন্ত্রণাতে নিবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব সৈন্য সঙ্গে পঞ্জাব রাজ্যে সমাগত হয়েন, তখন হিন্দু স্ত্রীগণও স্বাধীন জন্ম ভূমির প্রতি অসাধারণ প্রেম প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিল না। তাহারা আপনারদিগের রত্ন সকল বিক্রয় করিলেক, অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার দ্রব করিলেক, এবং তাহা সংগ্রামের আনুকূল্য বিষয়ে পরিণত করিলেক¶।

যৎ কালে আলাউদ্দিন মেওয়ার রাজ্যের অন্তঃপাতি চিতোর আক্রমণ করে; তৎ কাল সম্বন্ধীয় যে এক মহৎ বীর্য্য প্রকাশের আখ্যান আছে, সেও রাজপুত্রদিগের মহান্ চরিত্রেরই উদাহরণ। চিতোর ভূপতির প্রতি স্বপ্ন হইল

* মনু ৭ অধ্যায়ে ২০১, ২০২, ২০৩, শ্লোক।

† বিরাট পর্ব্বে ৬৬ অধ্যায়ে।

‡ Todd's Rajasthan, vol. 1.

¶ Elphinstone's India, vol. 1, p. 540.
হিন্দু স্ত্রীদিগের এই উদার চরিত্র পাঠ করিয়া সেই কার্থেজ দেশীয় স্ত্রীগণের চরিত্র উদ্বোধ হয়, রোমানদিগের সহিত যুদ্ধকালে যাহারা স্বদেশীয় সৈন্যের অস্ত্র নির্ম্মাণ জন্য আপনারদিগের অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়াছিল।

যে "চিতোরের নিমিত্ত দ্বাদশ ভূপালের প্রাণ দান ব্যতীত এরাজ্য তোমার বংশ হইতে চ্যুত হইবেক।" স্বপ্নান্তে তিনি এতাবৎ সকলকে অবগত করিলেন, এবং তাঁহার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে এই উদ্যমযুক্ত বিবাদ উপস্থিত হইল "যে সর্ব্বাগ্রে কে এই স্বার্থক কার্য্যে ভাগ্যকে সফল করিবে?" অনন্তর একাদিক্রমে একাদশ ভ্রাতা রাজমুকুট প্রাপ্ত হইয়া সানন্দ চিত্তে রণক্ষেত্রে প্রাণকে বিসর্জ্জন দিলেন। যখন এক বলি অবশিষ্ট রহিল, তখন ভূপতি স্বয়ং কহিলেন যে "এইক্ষণে আমি স্বদেশের নিমিত্তে জীবনকে অর্পণ করিলাম।" তাঁহার অবশিষ্ট পুত্র ও দ্বাদশ বলি স্বরূপে আপনার জীবন অর্পণ করিতে ব্যগ্র হইলেন—ইহাতে স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ দান জন্য পিতা পুত্রের মহোৎসাহান্বিত বিবাদ হইল। অবশেষ ভূপতি পুত্রকে নিরস্ত করিয়া রণ সজ্জাতে সজ্জীভূত হইলেন, এবং স্বদল বেষ্টিত হইয়া উন্মত্ত বেগে নগর দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, ও বিপক্ষদিগের শব বিস্তার করিয়া আপনারাও তন্মধ্যে গণ্য হইলেন*। কিন্তু রাজপুত্র স্ত্রীরা একরূপে পুরুষদিগের অপেক্ষা হীন হইবার নহে, রাজমহিষী ও রাজ কন্যাদি স্ত্রীগণ অধীনতা ও ধর্ম্ম ভ্রংশ ভয়ে সহস্র সহস্র সংখ্যাতে দাহবান্ চিতা রাশিতে আরোহণ করিলেক। একদা যখন মোগল সম্রাট্ আকবরের প্রবল পরাক্রম দ্বারা মেওয়ার রাজ্য পরাধীন হইবার উপক্রম হইল, তখন রাজার রণোৎসাহিনী বীর্য্যবতী উপপত্নী রাজ্য রক্ষা হেতু স্বয়ং সৈন্য সঙ্গে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া মোগল শিবিরের মধ্যস্থল আক্রমণ করিল, এবং এক কালে রাজ আসন পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া জয়বতী হইল†। পত্ত নামক ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক যুবা এবং তাঁহার বীর্য্যবতী জননী ও ভার্য্যার উৎসাহ মদ স্মরণ করিলে অতি নির্বীর্য্য মনেও একবার উৎসাহ শিখা জ্বলিত হয়। রঙ্গ ভূমিতে তাঁহার পিতার পতন হইলে তিনি চিতোর সেনার অধ্যক্ষ হইলেন। সংগ্রাম কালে তাঁহার জননী তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন যে "যুদ্ধবেশ পরিধান কর, এবং চিতোরের স্বাধীনতা নিমিত্তে প্রাণকে সমর্পণ কর।" স্বীয় উপদেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য সেই রণোৎসাহিনী ভামিনী স্বয়ং রণ সজ্জাতে সজ্জীভূত হইলেন, তরুণ বয়স্কা পুত্র বধূর হস্তেতে অস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক তাহার সহিত রঙ্গ ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এবং সেই যোধনশীলা বীর কন্যা যোদ্ধাগণের সমক্ষে রণমত্তা শ্বশ্রূর পার্শ্বে সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন *। স্ত্রী কন্যাদি যখন এপ্রকার মহান্ কার্য্যে নিমগ্ন হইল, রাজ পুত্র পুরুষেরা স্বদেশের নিমিত্তে জীবনকে তুচ্ছীকৃত করিলেক। দাসত্ব স্বীকার সহ্য করিতে না পারিয়া সহস্র সহস্র পুরুষ, এবং কত রাজ পত্নী, রাজ কন্যা ও মহৎ মহৎ পরিবারস্থ স্ত্রী কন্যা সকল স্বীয় জীবনকে বিসর্জ্জন করিলেক ‡।

প্রতাপসিংহের বিক্রম আলোচনা কর। তিনি পূর্ব্ব পুরুষদিগের সসম্মান উপাধি মাত্র প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার কালে মেওয়ার রাজ্য মোগল উপদ্রবের অধীন হইয়াছে,—তাঁহার স্বাধীন নগর নাই, রাজধানী নাই, উপায় নাই—তখন তাঁহার জ্ঞাতি বন্ধু সকলে নিরাশ ও ভগ্নচিত্ত হই-

* Todd, vol. 1, p. 265.

† Todd, vol. 1, p. 325.

* যাঁহারা গ্রীক ইতিহাস অবগত আছেন, এবং তন্মধ্যে সেই স্পার্টান জননীর উপাখ্যান জ্ঞাত আছেন যিনি স্বীয় যুদ্ধযাত্রী পুত্রের হস্তে ফলক (ঢাল) দান করিয়া কহিয়াছিলেন যে "ইহার সহিত বা ইহার পৃষ্ঠে প্রত্যাগমন করিবে" তাঁহারদিগের পাঠ জন্য টাড সাহেবের এই বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

12. Like the Spartan Mother of old, she (the mother of Putta) commanded him to put on the saffron-robe, and to die for Cheetore; but surpassing the Grecian dame, she illustrated the precept by example; lest any soft compunctious visitings for one dearer than herself might dim the lustre of Kailwa (the native city of Putta). She armed the young bride with a lance, with her descended the rock and the defenders of Cheetore saw her fall, fighting by the side of her Amazonian Mother.—Todd's Rajasthan, vol. 1, p. 327.

‡ Todd's Rajasthan, vol. 1, p. 327.

যাছে। কিন্তু মহান্ বংশোদ্ভব প্রতাপ নির্ব্বীর্য্য হয়েন নাই, তিনি রাজ্য মোচন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ও স্ববংশের লুপ্ত সম্ভ্রম উদ্ধার জন্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব মিত্র মারোয়ার ও বিকানর প্রভৃতি স্বদেশের নৃপতি সকল ভয়ে বা কৌশলে মোগল সম্রাট আকবরের সহযোগী হইল—তাঁহার ভ্রাতা সাগরজী পর্য্যন্ত লোভ বশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল*। কিন্তু সর্ব্ব বিপদেই তাঁহার দৃঢ় ধৈর্য্য কঠিনতর হইল, ও দুর্জ্জয় বীর্য্য ক্রমশঃ জ্বলিত হইতে লাগিল। পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এমত মহাশত্রুর বল অতিক্রম করিয়াছেন। কদাপি যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ সৈন্য নিপাত করিয়াছেন, কদাপি পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া ও পর্ব্বতীয় বৃক্ষ ফল আহরণ করিয়া পরিবারকে পোষণ করিয়াছেন। মর্ত্ত্য লোকের নিকট তাঁহার বংশের মস্তক নত হইবে, এ চিন্তা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। শত্রুর সহিত সন্ধি জন্য যাহাতে অধীনতা স্বীকার করিতে হয় এমত প্রস্তাবে তিনি পদাঘাত করিতেন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়া রাজ্যের বহু অংশ উদ্ধার করিলেন। কিন্তু অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক আয়াসে মৃত্যু তাঁহার নিকটতর হইল, এবং জীবনের মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি কালের ভীষণ গ্রাসে পতিত হইলেন। এলোক হইতে বিদায় হইবার কালেও তাঁহার স্বদেশের প্রেম কিছু মাত্র ম্লান হয় নাই। হা! কুটীর মধ্যে যখন তিনি অমাত্য গণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া মৃত্যু শয্যাতে শয়ন করিতেছেন, তখন তাঁহার হৃদয় হইতে সহসা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইল, এবং এ যাতনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন "আমার স্বদেশ তুর্কদিগের অধীন হইবে না, এই শান্তি দায়ক অঙ্গীকার শ্রবণের নিমিত্ত আমার আত্মা অপেক্ষা করিতেছে।" তিনি কোন কারণে অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্রের ভোগাভিলাষ হইবেক। তিনি কহিলেন যে "এই সকল কুটীরের পরিবর্ত্তে জাজ্বল্যমান অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইবে, বিশ্রামের ইচ্ছা উদয় হইবে, এবং সুখাসক্তি ও তাহার সহযোগী পাপ সকলের নিকট মেওয়ার রাজ্যের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন হইবেক, হে অমাত্য সকল! তোমরাও আমার পুত্রের সেই সর্ব্বনাশক দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবে।" ইহা শুনিয়া অমাত্যেরা তাঁহার কুমারের উপরক্ষণ জন্য অঙ্গীকার করিলেক, এবং রাজ সিংহাসন স্মরণে শপথ করিলেক যে "যাবৎ রাজ্যের স্বাধীনতা উদ্ধার না হইবেক, তাবৎ এস্থলে অট্টালিকা মাত্র রচিত হইবেক না।" তখন প্রতাপের আত্মা পরিতৃপ্ত হইল, এবং আনন্দে পূর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধবেগে ধাবিত হইল। এবম্প্রকার তৎকালিক প্রবল প্রতাপান্বিত অসংখ্য সেনাপতি মোগল সম্রাটের বিপক্ষে দুর্জ্জয় বীর্য্যবান্ রাজপুত্র একাকী স্বল্প সৈন্য সঙ্গে স্বাধীনতার প্রেমে মত্ত হইয়া অটল বিক্রম প্রকাশ করত মর্ত্ত্য কীর্ত্তি সমাপ্ত করিলেন—মনুষ্য সমাজে অমর নাম বিস্তারিত করিলেন।

Had Mewar possessed her Thucydides or her Xenophon, neither the wars of the Peloponnesus nor the retreat of ten thousand would have yielded more diversified incidents for the historic muse than the deeds of this brilliant reign amid the many vicissitudes of Mewar. Undaunted heroism, inflexible fortitudes, that which "Keeps honor bright" perseverance,—with fidelity such as no nation can boast, were the materials opposed to a soaring ambition, commanding talents, unlimited means and the fervour of religious zeal; all however, insufficient to contend with one unconquerable mind. There is not a pass in the Alpine Aravulli that is not sanctified by some deed of Partap—some brilliant victory, or oftner, more glorious defeat. Huldighat is the Thermopylæ of Mewar; the field of Dewar her Marathon.—TODD, vol. 1, p. 319.

অধীনতা রাজপুত্রদিগের অতি অসহ্য ছিল। প্রতাপের পুত্র অমরচাঁদ পুনঃ পুনঃ জাহাঙ্গিরকে পরাস্ত করিয়া অবশেষ যখন পরাজিত হয়েন, তখন মোগল সম্রাট্ তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র করণাদিকে যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজ সভায় রাজার দক্ষিণপার্শ্বে করণের আসন প্রাপ্তি, পঞ্চসহস্র সৈন্যের আধিপত্য, তাঁহারদিগের

* ইহাই যদি না হইবে তবে ভারতবর্ষ রাজন্য শৃঙ্খলে কেন বদ্ধ হইবে?

সুচারু প্রতিমূর্ত্তি সকল সংস্থাপন, হস্তী, অশ্ব, অস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ও মুক্তাদি রত্ন উপহার, মোগল সম্রাটের সম্প্রীতি ইহার কিছুই অমরের চিত্তকে তৃপ্ত বা বশীভূত করিতে সমর্থ হইল না। অন্যের অধীন—পররাজ্যের জায়গীরদার হইবেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না—স্বীয় সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরের বহিস্থ বাটীতে আপনাকে রুদ্ধ করিলেন — রাজধানীর দ্বারে আর প্রবিষ্ট হইলেন না।

জাহাঙ্গিরের চিতোর অধিকার পরে মেওয়ার রাজা স্বরাজ্যের কিয়ৎ অংশ পুনর্ব্বার উদ্ধার করিতে উদ্যুক্ত হইলেন, এবং তজ্জন্য অমাত্য গণ সহিত একত্র সজ্জীভূত হইলেন। তন্মধ্যে চন্দাবৎ এবং শক্তাবৎ নামে দুই দল ছিল, সৈন্যের সম্মুখ স্থান অধিকার জন্য উভয় পক্ষের প্রকট বিবাদ উপস্থিত হইল। সেই স্থানেই উভয় পক্ষের শরীর নির্গত শোণিত পাত দ্বারা বিবাদের সিদ্ধান্ত হয় এই উপক্রম দেখিয়া রাজা কহিলেন যে "যে পক্ষ ওন্তল দুর্গে অগ্রে প্রবেশ করিবে তাহারই জয়।" বল ঈর্ষায় চির পরিপূর্ণ উভয় পক্ষ এইক্ষণে গৌরব তৃষ্ণায় উন্মত্ত হইয়া এককালে ধাবিত হইল। ওন্তল দুর্গ তাঁহারদিগের গমন সীমা, অসভ্য নিষ্ঠুর শত্রু তাঁহারদিগের লক্ষ্য, জয় তাঁহারদিগের পুরস্কার, স্তুতি বাদী সূত, মাগধ তাঁহারদিগের উৎসাহ জ্বলিত কারী এবং স্ত্রী পরিবার তাঁহারদিগের মহান্ ভাবি বিজয়ের উল্লাসদর্শী। দুর্গ সন্নিধানে গমন করিলে শত্রুরা প্রাচীরোপরি আরোহণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। শক্তাবৎ দলাধিপতির ধাবমান হস্তী দুর্গ দ্বারে প্রবিদ্ধ লৌহ শঙ্কু ভয়ে পরাঙ্মুখ হইল। তখন তিনি হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন, এবং লৌহ শঙ্কুর প্রতি শরীর স্থাপন করিয়া হস্তী চালন করিতে হস্তিপালকে আদেশ করিলেন। দুর্গ দ্বার মোচন হইল, এবং তাঁহার শরোপরি শক্তাবৎ সৈন্য ধাবমান হইল। কিন্তু অধিপতির জীবন মূল্যেও তাহারা বিজয়কে ক্রয় করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার পতনের অগ্রেই চন্দ্রাবৎ দলাধিপতির নির্জীব দেহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছিল। দুর্গের বাহিরেই তাঁহার পতন হয়, পরে তৎপক্ষীয় দ্বিতীয় কোন দুর্মদ বীর্য্যোন্মত্ত যুদ্ধ পিপাসু রাজপুত্র তাঁহার মৃত দেহ পৃষ্ঠেতে বদ্ধ করিয়া দুর্গ প্রাচীর উল্লম্ফন করিলেন, এবং দুর্গোপরি তাহাকে ক্ষেপণ করিয়া জয়ধ্বনি চীৎকার করিলেন। চন্দাবতের জয় হইল, জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল, দুর্গ প্রাচীর অধিকৃত হইল, খড়্গ প্রহারে মোগল সৈন্য ছিন্ন হইল, মেওয়ারের জয় পতাকা ওন্তল দুর্গে উড্ডীয়মান হইল *।

এবম্প্রকার বলোন্মত্ত রাজপুত্রদিগের বীর্য্য ক্রিয়ার প্রমাণ সকল শত সংখ্যাতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তাঁহারদিগের ইতিহাসের প্রত্যেক অংশে পুরুষ, স্ত্রী, বালক পর্য্যন্তেরও বিক্রম প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হয়। রাজস্থানের কোন রাজ্য প্রাণপণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ ব্যতীত মোসলমান পরাক্রমের অধীন হয় নাই, কোন কোন প্রদেশ কোন কালেই পরের শাসন স্বীকার করে নাই। বিপুল পরাক্রমী আকবর ও জাহাঙ্গিরাদিও পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াছিলেন। সাংঘাতিক শত্রু যে এই জাহাঙ্গির ও বাবর তাহারাও রাজপুত্রদিগের বীর্য্য ও মহত্ত্ব প্রশংসাতে লেখনীকে মোহিত করিয়াছে। রোমান ডিশিয়স্ † এবং গ্রীক কোড্রস ‡ ও লিওনাইডস ¶ যদি দেশ হিতৈষী বীর নামের যোগ্য হয়েন, তবে স্বদেশ প্রেমে নিমগ্ন শত শত বীর এই বীরভূমি ভারত রাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylæ, and scarcely a city that has not produced its Leonidas; but the mantle of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration: Somnath might have rivelled Delphos; the spoils of Hind might have vied with

---

* Todd, vol. 1, p. 150.

† Decius.

‡ Codrus.

¶ Leonidas.

the wealth of the Lybian king; and compared with the array of the Pandus, the army of Xerxes would have dwindled into insignificance. But the Hindus either never had or have unfortunately lost their Herodotus and Xenophon.—TODD, VOL. I, INTRODUCTION.

হিন্দু যে এমত বীর্য্যবান্ মনুষ্য জাতি ছিল, ইহা এইক্ষণকার আশ্চর্য্য হইয়াছে। সে ক্ষত্রিয় বীর্য্য কোথায় লুপ্ত হইল! হিন্দু রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইল! সে উদ্যম স্ফূর্ত্ত স্বাধীনতার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমারদিগের ভারতবর্ষে আর কি প্রকাশ পাইবে! ভারত মেদিনী স্বীয় ক্রোড়স্থিত সন্তানের প্রেমাভিষিক্ত যত্ন দ্বারা আর কি পালিত হইবেন!

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১৭ চৈত্র ১৭৬৯ শক

মনোগতে যোদনীয়ং হিলব্ধা॥
কঠশ্রুতিঃ।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শান্ত জ্ঞান সমুদ্র দ্বারা—বিমল আনন্দ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন। সংখ্যাযুক্ত ধন প্রাপ্ত হইলে যখন মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যিনি অক্ষয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সর্ব্বদাই আনন্দিত কেন না থাকিবেন? আপনার ভূমিতে এক স্বর্ণ খনি প্রাপ্ত হইলে স্বচ্ছন্দাবস্থায় ইহকাল যাপন করিবার আশায় যখন লোক হর্ষযুক্ত হয়, তখন যিনি সেই স্বর্ণ খনি লাভ করিয়াছেন, যাহা নিত্যকাল তাঁহাকে ভাগ্যবান্ রাখিবেক, যাহা সকল সময়েই পূর্ণ, যাহা কখনই হ্রাস হয় না, তিনি সর্ব্বদা আনন্দিত কেন না থাকিবেন? ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সহস্র ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত হউন, হৃদয় গত ভার্য্যা কিম্বা মিত্র তাঁহাকে প্রতারণা করুক, স্বাভাবিক স্বাধীনত্ব বিনষ্টকারি দারুণ দরিদ্রতাতে তিনি পতিত হউন, কিন্তু তাঁহার নিকট এক কুঞ্চিকা আছে যদ্দ্বারা ইচ্ছা করিলেই তিনি একগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন যাহাতে প্রবেশ মাত্র তিনি বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রগাঢ় সুখ প্রাপ্ত হয়েন, যেসুখের সহিত কোন সাংসারিক সুখের তুলনা হইতে পারে না। যদ্রূপ শারদীয় রজনীতে প্রবল বায়ুর অত্যাচার ও প্রচুর বারিবর্ষণ পরে পরিষ্কৃত আকাশে পূর্ণ শশধর প্রকাশ হইলে অভিনব বিরাম প্রাপ্ত বৃক্ষ সকল তাঁহার সুচারু আলোক স্তব্ধ পুলকে পান করিতে থাকে, নদী হ্রদ সকল স্থির আনন্দে তাঁহার সেই রমণীয় কোমল জ্যোতি সম্ভোগ করে, সমস্ত জগৎ নির্ম্মল শান্ত সুখ ক্রোড়ে বিশ্রাম করে, তদ্রূপ দুঃখ ঝটিকা ও চক্ষু সলিল বর্ষণ পরে জ্ঞান চন্দ্রালোক প্রকাশ পাইলে চিত্ত বিমল পারশান্ত সুখ সম্ভোগ করে। পরমেশ্বর যে রোগের ঔষধ নাই তাহার ঔষধ, যে দুঃখের উপায় নাই তাহার উপায়। অর্থ হীন হইলে পিতা নিন্দা করেন, মাতাও নিন্দা করেন, ভ্রাতা সম্ভাষণ করেন না, ভৃত্য অমান্য করে, পুত্র বশে থাকে না, কান্তা অসন্তুষ্টা হয়েন, সুহৃৎ অর্থ প্রার্থন ভয়ে আলাপ মাত্রও করেন না। কিন্তু পরমেশ্বর এরূপ নহেন, তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যিনি তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি ধনী হউন বা দরিদ্র হউন, তাঁহার নিমিত্তে তিনি আপনার ক্রোড় সর্ব্বদাই প্রসারিত রাখিয়াছেন। যদ্যপি রক্ত মাংসের গুণ প্রযুক্ত মনের ধৈর্য্যতা কখন কখন দ্রব হইয়া চক্ষুসলিলে পরিণত হয়, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ক্লেশ দ্বারা এককালে ভগ্ন চিত্ত হইয়া ম্রিয়মাণ হয়েন না, তিনি ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপে গাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া ও আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করিয়া আপনার মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখেন। তিনি এতদ্রূপ দুঃখাবস্থাতে ঈশ্বরের কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন; কারণ তিনি যত আপনার ধৈর্য্য শক্তি বর্দ্ধমান দেখেন, ততই মানবীয় ক্ষীণতার উপর আপনাকে উত্থিত দেখেন, এবং ততই মহত্তর সুখাস্বাদন করেন। তিনি সেই দুঃখকে মঙ্গল পূর্ণ আনন্দের বরণীয় বিশ্ব কৌশলের প্রতি সহকারী জানেন, সন্তোষ ও আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই কৌশল চক্রকে যথা সাধ্য অগ্রসর করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। দুঃখ তাঁহাকে কি

প্রকারে কাতর করিতে পারিবে, যখন প্রেমাত্তিমিক্তে আনন্দময় লোক সকলের প্রতি এবং সেই নিত্য কালের প্রতি তাঁহার মন চক্ষু সর্ব্বদাই স্থির রহিয়াছে, যে নিত্য কালের তুলনায় ইহকাল এক পল মাত্র, যে নিত্য কালে সেই বিশ্বের কৌশল পূর্ণ রূপে প্রকাশ দেখিবেন, যে নিত্য কালে পরম পাতা তাঁহাকে অখণ্ড শাশ্বত সুখ প্রদান পূর্ব্বক আপনার অনুরূপ ও সহবাসি করিয়া রাখিবেন। এতদ্রূপ ব্যক্তির বিত্ত অপহৃত হউক, কিন্তু পরমেশ্বরের প্রসন্নতা যে তাঁহার পরম ধন তাহাকে কে অপহরণ করিতে পারে? যথা সংস্থান কিম্বা উপজীবিকা থাকিলে তাহাতেই তিনি আপনার বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা, পরিমিত ব্যয় দ্বারা, স্পর্শমণি স্বরূপ সন্তোষ দ্বারা অনায়সে কালযাপন করিয়া আপনার ধর্ম্ম পালন করেন। ধন সৌভাগ্য দ্বারা অনেক উপকার করা যায় ইহাতে যদ্যপি তিনি তাহা প্রাপ্তির নিমিত্তে যত্ন করেন, আর পরমেশ্বর সে অভিলাষে তাঁহাকে বঞ্চিত করেন, তথাপি তিনি ম্লান হয়েন না, কারণ তিনি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে যে পরম পুরুষ তাঁহাকে ধন প্রদান করেন নাই, তিনি তাঁহার কুশল তাঁহা হইতে উত্তম রূপে জানেন। অন্যায় উপায় দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ তিনি এই রূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন যে পরমেশ্বর "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" তিনি জানেন যে পাপ কর্ম্ম কখনই গোপন থাকে না; যে মিথ্যাচরণ করে "সমূলোবাএষ পরিশুষ্যতি" সমূলে সে পরিশুষ্ক হয়। তিনি ইহাও বিবেচনা করেন যে সেই ব্যক্তি সাংসারিক কর্ম্মবিষয়ে যথার্থ চতুর, যিনি অন্তরস্থ রিপু ও অজ্ঞ বন্ধুদিগের অসৎ মন্ত্রণা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্ম হইতে এক পদও অন্য গতি হয়েন না — ইহকালের নিমিত্তে পরকাল নষ্ট করেন না। লোকের নিকট মান্যতা ও যশ না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বিমর্ষ থাকেন না, কারণ তিনি জানেন যে এই অনিত্য সংসারে মান্যতা ও যশ নিত্য নহে। যে সুখ চঞ্চল প্রশংসাবায়ুর প্রতি নির্ভর সে সুখের প্রতি নির্ভর কি? এই রূপ চিন্তা সকলের দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তি ধৈর্য্য ও সন্তোষ অভ্যাস করেন। অভ্যাস দ্বারা কি না হইতে পারে? অভ্যাস দ্বারা গায়ক সকল মানসিক বিবিধ ভাবের উদ্রেককারি কত প্রকার কষ্টসাধ্য রাগরাগিণীতে গান করিতে পারে! অভ্যাস দ্বারা অবলারাও রজ্জুর উপরে কি আশ্চর্য্য রূপে নৃত্য করে। হা! যে যত্ন তাহারা সামান্য অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্তে করে সে যত্ন তুমি কি পরম পুরুষার্থ নিমিত্তে, রিপুদমনকারী ধৈর্য্য ও সন্তোষ লাভ নিমিত্তে করিবে না? ইহা নিশ্চিত জানিবে যে চিত্ত বিশুদ্ধ থাকিলে দুঃখ সময়ে সন্তোষ ও ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম চিন্তা করিলে আনন্দের উদ্ভব অবশ্যই হয়। বৃক্ষ ও জল শূন্য আতপোত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমিতে পথিক অনেক দূর গমন করত তৃষ্ণাতুর ও শ্রান্তিযুক্ত হইয়া পরে হঠাৎ সুশীতল ছায়া ও জল প্রাপ্ত হইলে যদ্রূপ পরিতৃপ্ত ও সুখী হয়েন, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি উত্তপ্ত বালুকা ক্ষেত্র এই দুঃখময় সংসারে ঈশ্বর পদার্থ পাইয়া সুতৃপ্ত ও সুখী হয়েন। এতদ্রূপ দুঃখ মোচনকারী পদার্থের মূল্যের কথা কি কহিব? এপদার্থ প্রিয়তম ব্যক্তিকে প্রদান করা তাঁহার প্রতি প্রীতির মহত্তম চিহ্ন হইয়াছে। যে পদার্থকে যথার্থ রূপে চিন্তা করিলে মহান্ সুখের উদ্ভব অবশ্যই হয়, তাঁহাকে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুখী থাকেন — আনন্দকর বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তিনি সর্ব্বদাই আনন্দিত হয়েন। তিনি জগৎ কেবল মঙ্গলের আলয় রূপে দেখেন, তাঁহার নিকট সকল বস্তুই মধুস্বরূপ হয়। তাঁহার নিকট বায়ু মধু বহন করে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করে, ওষধি মধুরাবৃত দেখায়, রাত্রি মধুরূপে প্রতীত হয়, উষা মধুস্বরূপ হয়, পৃথিবী মধুর বেশ ধারণ করে, স্বর্গ মধু স্বরূপ হয়, বনস্পতি মধু স্বরূপ হয়, সূর্য্য মধু স্বরূপ হয়, সমস্ত বিশ্ব মধু রূপে প্রকাশ পায়।

তত্ত্বনিরূপণ

বস্তুর বিচার দুই প্রকার,দৈশিক বিচার এবং কালিক বিচার।

দৈশিক বিচার

কতক স্থানকে আমরা মনোগত এক দেশ বলিয়া কল্পনা করি,সেই দেশের অর্থাৎ সেই স্থানের মধ্যে সহস্র সহস্র পৃথক্ বস্তু থাকিলেও তাহাকে এক বলিয়া গ্রহণ করি। পৃথিবীকে এক বলি অথচ তাহার মধ্যে কত শত রাজ্য রহিয়াছে। এই ভারত রাজ্যকে এক বলি অথচ তাহার মধ্যে কত প্রকার বিস্তীর্ণ দেশ রহিয়াছে। এই বঙ্গদেশকে এক বলি অথচ তাহার মধ্যে কত নগর ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম রহিয়াছে। এই কলিকাতা নগরকে এক বলি অথচ অট্টালিকাতে, ক্ষুদ্র গৃহেতে এবং কুটীরেতে তাহা পূর্ণ রহিয়াছে। গৃহকে এক বলি অথচ তাহা অসংখ্য ইষ্টক রাশি। ইষ্টককে এক বলি অথচ তাহা অসংখ্য অণু রাশি। পরমাণু যাহা চক্ষুর্গোচরও হয় না তাহারও বিস্তৃতি আছে, এবং যে বস্তুর বিস্তৃতি আছে সে অবশ্য নানা অংশে বিভক্ত হইবার যোগ্য, এবং যে নানা অংশে বিভক্ত হইবার যোগ্য সে কখন এক বস্তু নহে,সুতরাং পরমাণু যাহাকে এক বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি সেও নানা অংশে বিভক্তব্য জন্য কখন এক বস্তু নহে। পরমাণুকে বিভাগ করিয়া তাহার কোন এক অংশকে গ্রহণ করিলে সে অংশও এক নহে, কারণ সেও নানা অংশে বিভক্তব্য।

বাস্তবিক যাহার বিস্তৃতি আছে সেই বিভক্তব্য সুতরাং সে কখন এক বস্তু নহে। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম হউক তথাপিতাহার বিস্তৃতি থাকিবেক,সুতরাং সে কখনএক বস্তু হইতে পারে না। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন যে সূক্ষ্মতম পরমাণুর বিস্তৃতি নাই,কিন্তু দুই কি তিন কি অধিক পরমাণুর পরস্পর সংযোগে তাহারদিগের বিস্তৃতি হয়। এ অতি ভ্রান্ত মত, কারণ যদি তিন পরমাণুর পৃথক্ পৃথক্ বিস্তৃতি না থাকিল, তবে তাহারদিগের সংযোগে বিস্তৃতি কি প্রকারে হইতে পারে? অভাব পদার্থের সংযোগে ভাব পদার্থের কি উৎপত্তি হইতে পারে? অতএব জড় বস্তু অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাহার বিস্তৃতি আছে এবং সুতরাং কোন জড় বস্তুকে এক বলিয়া যে গ্রহণ করা সে কেবল মনের কল্পনা মাত্র. বাস্তবিক সে নানা বস্তু।

পরস্পর অণু সকলের দেশগত সম্বন্ধকে বস্তুর আকৃতি বলা যায়। বস্তু হইতে বস্তুর আকৃতি কদাপি ভিন্ন নহে। ঘট হইতে ঘটের আকৃতি কদাপি ভিন্ন হইতে পারে না। পূর্ব্বে যাহা মৃত্তিকা পিণ্ড ছিল পরে তাহা ঘট হইল,ইহাতে ভিন্ন হইল কি? কেবল অণুর স্থান গত পরস্পর সম্বন্ধ। মৃত্তিকা যে সময়ে পিণ্ডাবস্থায় ছিল সে সময়ে সেই সকল অণুর স্থানগত সম্বন্ধ এক প্রকার ছিল, আর যে সময়ে সেই মৃত্তিকা পিণ্ড ঘট হইল, সেই সময়ে সেই অণু সকলের আর এক প্রকার স্থানগত সম্বন্ধ হইল। যদি স্থান গত সম্বন্ধ মনে না করা যায়,তবে আকৃতি বিষয়ে ঘটেতে আর মৃত্তিকা পিণ্ডেতে বিশেষ কি থাকে? অণুরাশি যেমন বস্তু রাশি,আকৃতি তেমন এক বস্তু নহে, কিন্তু সেই অণুরাশির পরস্পর দেশগত সম্বন্ধই আকৃতি। অণু রাশি বাহিরের বস্তু, সম্বন্ধ জ্ঞান মনের ভাব। মন যখন আপনার ভাব দেশগত সম্বন্ধের সহিত অণু রাশিকে দেখে, তখনই সে অণু রাশির সমষ্টিকে এক আকৃতি করিয়া দেখে।

বহু বস্তুর সমষ্টিকে মনেতে এক করিয়া দেখিলে সেই সকল বস্তু যথার্থতঃ কখন এক হয় না,ভিন্ন রূপে তাহারা স্বরূপতঃ থাকেই। এই সমুদয় জগৎকে এক করিয়া মনেতে লইতে গেলে অনায়াসে লওয়া যায়, কিন্তু তজ্জন্য অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র প্রাণি প্রভৃতি বাস্তবিক কখন এক হয় না,সহস্র সহস্র বৃক্ষের সমষ্টিকে এক বন বলিয়া মনেতে কল্পনা করা যায়,কিন্তু বাস্তবিক সেই সকল বৃক্ষ পৃথক্ পৃথক্ই রহিয়াছে।

আমরা যে কতক স্থানকে এক দেশ বলিয়া কল্পনা করি, সেই স্থান ব্যাপি অণু সমূহকে এক বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি। সেই

স্থান মধ্যে যদি এক প্রকার অণু থাকে তবে তাহাকে রূঢ়িক বস্তু বলি ; যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অণু থাকে তবে তাহাকে যৌগিক বস্তু বলি, যেমন শোয়াসাকে যৌগিক বস্তু বলি, কারণ তাহা স্বর্ণ এবং তাম্র এই দুই রূঢ়িক বস্তুর সমষ্টি।

দৈশিক বিচারের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে যৌগিক বস্তু হইতে রূঢ়িক বস্তু সকলকে পৃথক করিয়া দেখি, যৌগিক সমষ্টিকে রূঢ়িক রূপে ব্যষ্টি করি। যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় এমত সূক্ষ্ম হইত যে বস্তু সকলের পৃথক পৃথক অণুকে দেখিতে পাইতাম, তবে রূঢ়িক বস্তু সকল জানিবার নিমিত্তে আর দৈশিক বিচারের আবশ্যক হইত না।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামি ২৬ বৈশাখ রবিবার বৈকালে ৫ পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা আগমন করিবেন। ঐ সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসীয় ২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদায় কর্ম্ম সাধারণ রূপে জ্ঞাপন করা যাইবেক।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মল্লিক মহাশয় চারি বৎসরের নিমিত্তে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে চারি বৎসর সম্পূর্ণ হইয়াছে, অতএব উক্ত সাম্বৎসরিক সভাতে তাঁহার পদ শূন্য প্রযুক্ত অন্য এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত জন্য বিবেচনা হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গালা অক্ষরে কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি রিম ছয় টাকা, যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন তবে তিনি উক্ত কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে গত মাঘ মাসের বিজ্ঞাপনানুসারে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু, ইঁহারা পূর্ব্ব স্বীকৃত স্বীয় স্বীয় মাসিক দানের দ্বিগুণ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ বসু এবং শ্রীযুক্ত প্রাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বীয় স্বীয় মাসিক দান বৃদ্ধি করিয়া এক টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

অশুদ্ধ শোধন

৫৬ সংখ্যক পত্রিকার ১২৮ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় স্তম্ভে ২২ ও ২৩ পংক্তিতে যে "পৃথিবীর অপর সীমাতে" এই বাক্য আছে, তাহার পরিবর্তে "অপরান্ত দেশে" এই বাক্য হইবেক।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। সম্বৎ ১৯০৫ কলিগতাব্দাঃ ৪৯৪৯।
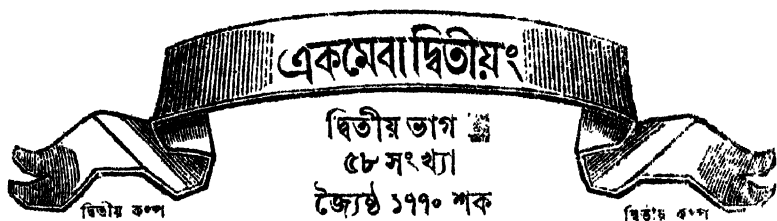
দ্বিতীয় ভাগ
৫৮ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৭৭০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৬৯ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণ

গত ২১ বৈশাখে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক সভাতে বিবৃত হয়*

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে পরব্রহ্মের উপাসনা এদেশ হইতে লুপ্ত হওয়াতে লোক সকল অজ্ঞান তিমিরে আবৃত হইয়া কেবল কাল্পনিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই মগ্ন ছিলেন। ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদাদি শাস্ত্র যে কুত্রাপি বিদ্যমান আছে ইহা কাহারও জ্ঞান গোচর ছিল না। পরমেশ্বরের প্রসাদে অসাধারণ জ্ঞানাপন্ন শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এদেশীয় লোকের অভ্যাস জাত বুদ্ধিমালিন্য ও কৃত্রিম সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া দূর দেশ হইতে সেই সকল শাস্ত্র আহরণ পূর্ব্বক এদেশে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরব্রহ্মের উপাসনার অনুষ্ঠান জন্য বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সমাজ ১৭৫১ শাকে স্থাপনা করিলেন। তাঁহার জীবিত কাল, বিশেষতঃ এদেশে তাঁহার স্থিতি কাল পর্য্যন্ত এবিষয়ের সম্যক্ আন্দোলন ছিল। অনন্তর তাঁহার অবর্ত্তমানে কেবল ব্রাহ্মসমাজ মাত্র রহিল, কিন্তু অন্য অন্য বিবিধ উপায় দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা নিরস্ত প্রায় হইল।

ধর্ম্ম প্রচারের এই ম্লান অবস্থা প্রায় ছয় বৎসর ছিল, পরন্তু সম্যক্ রূপে এই ধর্ম্মকে ব্যাপ্ত করিবার নিমিত্তে ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিতা হইল।

ব্রহ্মবিদ্যা যাহাতে নিয়মিত রূপে সর্ব্বত্র প্রচার হয়, পরব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার দৃঢ়তা হয়, এবং ধর্ম্মেতে প্রত্যয় জন্মিয়া তদনুসারে অনুষ্ঠান করিতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, এই সমুদয়ের উপায় করা এসভার সম্যক্ প্রয়োজন হইয়াছে।

ব্রহ্ম বিদ্যা এদেশে সাধারণ রূপে প্রচার করিবার নিমিত্তে আপনারদিগের মূল শাস্ত্র হইতে তাহা সংগ্রহ করা; পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার উন্নতি জন্য বিশ্বকার্য্যের আলোচনার দ্বারা তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, ও মঙ্গল স্বরূপ প্রতিপন্ন করা; এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোক সকলকে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিয়ম সকল প্রকাশ করা, সভার এই তিন প্রধান উদ্দেশ্য কল্প হইয়াছে।

ইহার মধ্যে প্রথম কল্প সম্পাদন নিমিত্তে আমারদিগের মূল শাস্ত্র কি তাহা নিরূপণ করা; সেই মূল শাস্ত্র হইতে ব্রহ্ম

---

* সংশোধিত হইয়া প্রকাশ হইল।

বিদ্যা সংগ্রহ করা; এইক্ষণকার প্রচলিত বিবিধ শাস্ত্রানুযায়ী আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের যাদৃশ বিকৃত সংস্কার হইয়াছে তাহার নিরাকরণ নিমিত্তে সেই মূল শাস্ত্রে কি রূপ যাগ, যজ্ঞ, সংস্কার, ব্যবহার ও উপাসনার বিধান আছে, এবং তাহা হইতে কোন্ কালে কি রূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা স্মৃতির স্মার্ত্ত কর্ম্ম, ষড়দর্শনের ছয়

নিক ধর্ম্ম সকল প্রকাশ হইল, তাহার অনুসন্ধান করা, এই সমস্ত নির্ব্বাহ জন্য কি বিস্তীর্ণ কার্য্যের ভার সভার পক্ষে উপস্থিত হইল! সাঙ্গ সমস্ত চতুর্ব্বেদ, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত ষড়্দর্শন ও সমস্ত পুরাণ তন্ত্রাদি সংগ্রহ করা; এবং এই সমুদয় অধ্যয়ন, অনুবাদ, অনুসন্ধান, বিচার ও প্রচার নিমিত্তে ছাত্র ও উপযুক্ত পণ্ডিত সকল নিয়োগ করা আবশ্যক হইল।

দ্বিতীয় কল্পও সামান্য নহে। জগৎ কার্য্যের আলোচনা দ্বারা জগদীশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ করা, এ কার্য্যের সীমা কোথায়? সম্যক্‌রূপে ইহার সমাধান জন্য শারীরিক বিদ্যা, মানসিক বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা; এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অনন্ত কৌশলের প্রত্যেক সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রদর্শন করা এবং বালকদিগকে তাহার উপদেশ নিমিত্তে দেশময় বিদ্যালয় সকল স্থাপনা করিবার আবশ্যক।

তৃতীয় কল্প যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা— আপন আপন কর্ত্তব্য ধর্ম্ম সম্পন্ন করা—পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সমাধা করা, ইহার প্রবৃত্তি প্রদান জন্য সমুদয় নীতি বিদ্যা বিশেষ রূপে প্রকটন করা উচিত।

পুরাকালে ভারতবর্ষ বিদ্যা ও ধর্ম্মের মূল আধার ছিল, বীর্য্য ও মহত্ত্বে পূর্ণ ছিল, মনুষ্যের মধ্যে হিন্দু অতি গণ্য জাতি ছিল, ইহা এককালে বিস্মৃত হইয়া আমারদিগের দেশীয় লোক আপনারদিগকে অতি হীন মনুষ্য রূপে জ্ঞান করেন, অতএব সেই পূর্ব্ব অবস্থার উদ্বোধন জন্য ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে, যাহাতে আপনারদিগের পূর্ব্ব গৌরব ও মহত্ত্ব প্রতীত হইয়া স্বদেশের প্রতি দেশস্থ লোকের অধিকতর প্রীতি হইবে, এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত হিত কার্য্য সাধনে সম্যক্‌রূপে যত্ন হইবেক।

তত্ত্ববোধিনী সভার পর্ব্বত তুল্য ভার, এবং সমুদ্র তুল্য কার্য্য! ভারত ভূমি যাহাতে জ্ঞান জ্যোতিতে শুভ্রবতী হয়, ধর্ম্ম ভূষণে সুশোভিতা হয়, হিন্দু জাতি সম্মান ও মহত্ত্বেতে পরিপূর্ণ হয়, তাহাই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রয়োজন — বিবেচনা করিলে এ সভা হিমালয়াবধি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ১৪০০০০০০০ চতুর্দ্দশ কোটি মনুষ্যের হিতজননী হইয়াছে — এই সমস্ত চতুর্দ্দশ কোটির প্রত্যেকের এসভাতে সংযুক্ত হওয়া উচিত।

এ দীর্ঘ আশা অতি রমণীয় বটে, কিন্তু তাহা সার্থক হইবার দীর্ঘকাল বিলম্ব আছে। এইক্ষণে বঙ্গদেশের সীমা পর্য্যন্তই সভার বিশেষ লক্ষ্য রহিয়াছে, এবং তন্মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল সাধন হেতু যদ্রূপ ধনের প্রয়োজন, তাহার সহস্রাংশের একাংশ আয়ও যদ্যপি না হয়, তথাপি সভ্যদিগের আনুকূল্যে ও অধ্যক্ষদিগের চেষ্টায় সাধ্যমত অনেক অনুষ্ঠান হইতেছে। বৃত্তি সহিত সপ্তোপনিষৎ মুদ্রিত হইয়াছে, কঠোপনিষদের বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে, রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণকাদি কিয়দংশ প্রকটিত হইয়াছে। মূল বেদ ও বেদাঙ্গ সুতরাং তাহার অধ্যাপক এদেশে অপ্রাপ্য, এন্নিমিত্তে অধ্যক্ষেরা চারিজন ছাত্রকে কাশীধামে এই অভিপ্রায়ে প্রেরণ করেন যে তাঁহারা সেখানে মূল বেদ, বেদভাষ্য, বেদাঙ্গ ও দর্শন শাস্ত্র ক্রয় বা প্রতিলিপি দ্বারা সংগ্রহ করত শিক্ষা করিবেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপনিষদের মধ্যে কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, তলবকার, বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ; বেদাঙ্গের মধ্যে নি-

রুক্ত ও ছন্দঃ বেদান্তদর্শন বিষয়ে সটীক সূত্র ভাষ্য, বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসার, অধিকরণ মালা, সিদ্ধান্তলেশ, পঞ্চদশী ও সটীক গীতা ভাষ্য; কর্ম্মমীমাংসার মধ্যে লৌগাক্ষি মীমাংসা সংগ্রহ, এবং সাঙ্খ্য দর্শনের মধ্যে তত্ত্বকৌমুদী অধ্যয়ন করিয়া গত বর্ষে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। অপর তিন জনের মধ্যে ঋগ্বেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্যের ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়, ও তাহার ভাষ্যের প্রথমাষ্টকের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের মাধ্যন্দিন সংহিতার একত্রিংশৎ অধ্যায়, তৈত্তিরীয় সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়, কাণ্ভাষ্যের পূর্ব্বার্দ্ধের ষোড়শ অধ্যায়, এবং তাহার উত্তরার্দ্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায় শিক্ষা হইয়াছে। সামবেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্যের সামবেদ বিষয়ে বেদগানের ষট্‌ত্রিংশৎ সাম, আরণ্যগানের চতুর্থ প্রপাঠক, উহগানের সপ্তমার্দ্ধ, ও উত্তরা ভাষ্যের ষষ্ঠখণ্ডের তৃতীয় সূক্ত ভাষ্য, এবং কর্ম্ম মীমাংসা দর্শন বিষয়ে শাস্ত্রদীপিকার জাতি খণ্ডন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হইয়াছে।

প্রথমতঃ গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বোক্ত ভাবৎ কার্য্যের মূলীভূত প্রয়োজন হইয়াছে। তন্মধ্যে কাশী হইতে বেদ, বেদাঙ্গ, ও দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, এবং এখানে পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থ, কিয়ৎ সংখ্যক বাঙ্গলা গ্রন্থ, ও সভার কার্য্যোপযোগী ইংলণ্ডীয় ভাষারও অনেক গ্রন্থ আহরণ হইতেছে। এপর্য্যন্ত সমুদয়ে ২০৩ সংস্কৃত, ১৪৩ বাঙ্গলা, এবং ৩৯৩ খণ্ড ইংরাজি গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

এ সকল কেবল উদ্যোগ মাত্র। উদ্দেশ্য কর্ম্মের মধ্যে উপনিষদাদি কতিপয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাসে মাসে যে প্রকাশ হয়, তাহাই এসভার কার্য্য সাধনের মূল যন্ত্র হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত আবশ্যক কার্য্য সকলের মধ্যে যাহা কিছু এইক্ষণে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা হইতেছে তাহা সেই পত্রিকার দ্বারাই হইতেছে। তন্মধ্যে গত বৎসরের এক মহৎ কর্ম্ম এই যে সংস্কৃত বৃত্তি ও বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ঋগ্বেদ প্রকাশের আরম্ভ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পরমেশ্বরের তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ, তাঁহার উপাসনা ও তৎফল মুক্তি, নীতি ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, জ্যোতিষ, ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত ও বর্ত্তমান প্রচলিত ধর্ম্ম ঘটিত বৃত্তান্ত সকল সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে, এবং তত্ত্বনিরূপণাদি অপরাপর বিদ্যা প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সভার এই যৎ কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিত কার্য্যেতেই যদিও সভ্যেরা তৃপ্ত আছেন, বরং অনেকে ইহাকেই বহু করিয়া মানেন, কিন্তু বাস্তবিক যৎ পরিমাণে প্রয়োজন তাহার কি হইতেছে? পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ব্যাপার যদ্রূপ প্রচুর রূপে অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে না। দেশময় পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, অথচ সভার অধীন একটি পাঠশালাও বিদ্যমান নাই। তবে বঙ্গদেশে যে এপর্য্যন্তও হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার দিন দিন উন্নতি হইয়া আসিতেছে, ইহা নিতান্ত সাধারণ নহে।

কিন্তু নদীর স্রোতের ন্যায় মনুষ্যের কার্য্য বিনা ব্যাঘাতে ও বিনা আন্দোলনে কতকাল স্থির রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? মহামারী সম বাণিজ্যের বিষম উৎপাতে একৎসর পৃথিবীতে যদ্রূপ অমঙ্গল ঘটিয়াছে তাহা সকলেরই বিদিত আছে—বোধ করি অস্মদাদির সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যেও অনেকেরই সে দুর্ঘটনার ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। যে মহাতরঙ্গ সেই দূরবর্ত্তী ইংলণ্ড ভূমিকে নির্ঘাত করিয়াছে, এবং উন্মত্ত বেগে ধাবিত হইয়া ভারত ভূমিকে উৎখাত করিতেছে, সেই ভীষণ তরঙ্গের এক হিল্লোল এই সভাকেও একবার আন্দোলিত করিয়াছে। এই সভার সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যেরূপ সম্বন্ধ তাহা সাধারণ রূপে বিদিত আছে, এবং বর্ত্তমান দুর্ঘটনায় তাঁহার যাদৃশ বিপদ্, তাহাও আপনারা সকলে বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন। সভার

আবশ্যক মত তাঁহার উদার দান দূরে থাকুক, তাঁহার নিয়মিত মাসিক দান যে শত মুদ্রা তাহাও তিনি রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং অধ্যক্ষেরা ব্যয় সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি আছে যে সম্প্রতি গ্রন্থ সংগ্রহ নিবারণ করিতে, কাশীর ছাত্রদিগকে কলিকাতায় প্রত্যানয়ন করিতে, এবং বেদ অনুবাদকের সহকারী পণ্ডিতকে অবসর করিতে অধ্যক্ষেরা আদেশ করিয়াছেন। এমত কঠিন কালে ইহা সৌভাগ্য রূপে মান্য করিতে হয় যে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক দ্বারা আপাততঃ সভার বর্ত্তমান কার্য্যের তাদৃশ ব্যাঘাত বোধ হইতেছে না। ঋগ্বেদের পূর্ব্বার্দ্ধ মূল সভায় প্রস্তুত আছে, এবং ভাষ্য যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে বেদ অনুবাদ নির্ব্বাহ হইতে থাকিবে। পুরাণাদি যাহা সংগ্রহীত হইয়াছে, এবং প্রয়োজন মতে এদেশে যে যে গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা কিয়ৎকাল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু সেই কিয়ৎ কাল পরে যাহাতে সভার ক্ষুন্নতা না হয়, তাহার উপায় সন্ধান এইক্ষণে পূর্ণ যত্নের সহিত কর্ত্তব্য। সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনারা চেষ্টা করিবার নিমিত্তে সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবিলম্বে পুনর্ব্বার যাহাতে গ্রন্থ সংগ্রহ আরম্ভ হয়, ছাত্রেরা পুনর্ব্বার বেদ শিক্ষা নিমিত্তে কাশীতে বা অন্যত্রে প্রেরিত হয়, এবং উত্তম উত্তম পণ্ডিত সকল সভাতে নিযুক্ত হয়, ইহার সম্যক্ চেষ্টা আপনারা অবিলম্বে করুন। এই সভার উদ্দেশক প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে অন্য দেশীয় লোকেরা রাশি রাশি ধন ব্যয় করে। যাহাতে ধর্ম্ম জ্যোতিতে আপনার দেশীয় লোকের মন উজ্জ্বল হয়, আপনার ভাষার উন্নতি হইয়া নানাবিধ বিদ্যার বীজ স্বদেশ মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, জন্মভূমির পুরাবৃত্ত উদ্ধৃত হয় ও পূর্ব্ব পুরুষদিগের বীর্য্য ও মহত্ত্ব প্রতীত হইয়া লোকের চিত্ত স্বদেশের প্রেম দ্বারা আর্দ্র হয়, এককালে এমত সমূহ উপকারের অনুষ্ঠান যে সভা কর্ত্তৃক সম্ভব, তাহার আনুকূল্য নিমিত্ত অতি দীন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় লোক যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু আমারদিগের দেশীয় লোক এই সমস্ত ফল হস্তগত দেখিয়াও কেন যত্নবান্ হয়েন না? সভ্যের মধ্যে অনেকে সমর্থ হইয়াও প্রতিমাসে চারি আনা মাত্র প্রদান করিয়া থাকেন, গত মাঘ মাসে এবিষয়ের বিজ্ঞাপন করাতে ৯ জন মাত্র উৎসাহী সভ্য তাঁহারদিগের মাসিক দান বৃদ্ধি করিয়াছেন। ফলতঃ গতানুশোচনার কাল নাই। আপনারা সভার তাবৎ অবস্থা স্থূল রূপে জ্ঞাত হইলেন, এইক্ষণে সকলে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক স্বতঃ পরতঃ সভার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হউন, এবং তদ্দ্বারা সভা হইতে আপনার প্রতি আপনার পুত্রদিগের প্রতি এবং তাহারদিগের বংশানুক্রমে সন্তান সন্ততির প্রতি যাদৃশ উপকার সম্ভব রহিয়াছে, তাহার বিঘ্ন নিরাকরণ করুন।

বিষ্ণু অবতার

রাম ও কৃষ্ণ

বামন অবতারের যে তাৎপর্য্য থাকুক, পরশুরাম হইতে সুব্যক্ত রূপে বিষ্ণুর মনুষ্য অবতারের আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু মানব অবতারের মধ্যে রাম ও কৃষ্ণের উপাসনা ভারতবর্ষে যাদৃশ ব্যাপ্ত হইয়াছে, পরশুরামের উপাসনা তাদৃশ হয় নাই। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ বিভিন্নতা এই যে ইহাতে মনুষ্যের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে; এবং মনুষ্য পূজার উপযোগী দ্রব্য আহরণাদির প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া আমারদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ক্রমশই পরিবর্ত্ত হইয়াছে। নূতন দেবতার সহিত নূতন উপাসনা চলিত হইয়াছে, কর্ম্মকাণ্ডের নূতন পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছে, এবং নব নব গুরুর মতানুসারে নব নব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশীয় তাবৎ ধর্ম্ম নূতন আকারে পরিণত হইয়াছে।

রামচন্দ্রের উপাসকেরা যদিও তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে স্বীকার করেন, কিন্তু বহুস্থানে তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশ মাত্র রূপে বলিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রাতাদিগকেও তাঁহার সহিত সমান রূপে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন *। তিনি অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার দ্বারা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা, অনন্তর মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গপূর্ব্বক জনক কন্যার পাণি গ্রহণ, পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য অক্ষুব্ধ মনে ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাস, দাক্ষিণাত্য মধ্যে বানর রাজা বালির বধ ও খর দূষণাদি রাক্ষস বিনাশ, বানর সৈন্য সহিত লঙ্কাদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কাপতি রাবণ সংহার ও সীতা উদ্ধার, সীতার অনল প্রবেশ দ্বারা কলঙ্ক অপনয়ন করিয়া তাঁহার সঙ্গে অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন, এবং রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইয়া পরমসুখে প্রজাপালন ইত্যাদি রামচন্দ্রের সমস্ত উপাখ্যান সাধারণ রূপে সকলেরই বিদিত আছে, এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য ও নাটকে তাহা বিস্তারিত রূপে বিবৃত আছে।

বাস্তবিক পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সকল পাঠ দ্বারা সম্যক্ বোধ হয় যে তাঁহার পরম্পরা প্রাপ্ত অসাধারণ বল বীর্য্য এবং সুচারু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রযুক্তই তিনি বিষ্ণু অবতার রূপে গৃহীত হইয়াছেন।

কিন্তু অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যের মনকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রূপে অধিকার করিয়াছেন। রামচন্দ্র তাঁহার বল বীর্য্য ও সচ্চরিত্র নিমিত্ত অবতার রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর কালিক মনুষ্যদিগের শিথিল ধর্ম্মানুসারে কৃষ্ণের কেলি কৌতুক রসান্বিত চরিত্র বর্ণনাই লোকের মনোরঞ্জনের কারণ হইল, এবং [illegible] একারণে [illegible] রই উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর রূপে [illegible] হইল।

যদিও প্রথমতঃ তিনি বিষ্ণুর [illegible] অংশ মাত্র রূপে গৃহীত হয়েন * [illegible], উপাসকদিগের মনে উত্তর উত্তর শ্রদ্ধার [illegible] বিক্য অনুসারে তাহার ক্রমশঃ [illegible] হইয়া আসিয়াছে। [illegible] ব্রহ্ম মধ্যে কোন স্থানে উপাস্য পরমেশ্বর রূপাপি শ্রদ্ধাবান উপাসক ‡, এবং সামান্যতঃ রাজা ও [illegible] রূপে তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন। [illegible] মহাভারতেরণ¶ [illegible] বিশেষ [illegible], এই [illegible]

---

* দশরথস্যাপি শ্রীভগবানব্জনাভোজগৎস্থিত্যর্থমাত্মাংশেন রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নরূপেণ চতুর্দ্ধা পুত্রত্বমযাসীৎ।

বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ৪ অধ্যায়ে।

ভগবান্ পদ্মনাভ লোক পালনের নিমিত্তে আপনাকে চারিভাগ করিয়া দশরথের রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, চারি পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

* [illegible]
[illegible]
বিষ্ণুপুরাণে ৫ অংশে ১ অধ্যায়ে।

‡ দশবর্ষসহস্রাণি [illegible]
পুষ্করে [illegible]
ঊর্দ্ধবাহুর্দ্দিশালোমাৎ [illegible] মধুসূদন।
অতিষ্ঠ একপাদেন বায়ুভক্ষঃ [illegible]
অবকৃষ্টোত্তরাসঙ্গঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
আসীঃ কৃষ্ণ সরস্বত্যাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে॥
প্রভাসম্ [illegible] তীর্থং পুণ্যজনোচিতং।
তথা কৃষ্ণ মহাতেজা দিব্যং বর্ষসহস্রকং॥
অতিষ্ঠস্ত্বং যথৈকেন পাদেন নিয়মস্থিতঃ॥

[illegible] ১২ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিতেছেন "হে কৃষ্ণ তুমি [illegible] দশ সহস্র বৎসর [illegible] ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পুষ্কর [illegible] স্থিতি করিয়াছিলে। [illegible] কৃত শত বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান ছিলে [illegible] বিস্তৃত নাড়ীমাত্র সার, ও উত্তরীয় বস্ত্র [illegible] সরস্বতী তীরে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞেতে স্থিতি করিয়াছিলে, পুণ্যবানের উপযুক্ত প্রভাস তীর্থে গমন করিয়া হে মহাতেজস্বী কৃষ্ণ! তুমি নিয়ম পূর্ব্বক দেব পরিমাণের সহস্র বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান ছিলে।

তদ্ভিন্ন দ্রোণপর্ব্বের ৮০ অধ্যায়ে কৃষ্ণ [illegible] মহাদেবের স্তব আছে। আর মোক্ষ ধর্ম্মের [illegible] শিব কৃষ্ণের বিবাদ আছে, ও তাহাদিগের [illegible] বর্ণনাও আছে। তাহার ৩৪৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কহিতেছেন যে আমি মহাদেবের উপাসনা করিয়াছি, এবং পুত্রের জন্য তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছি। পুনর্ব্বার ৩৪৪ অধ্যায়ে নর নারায়ণ অবতারের প্রসঙ্গে এই উল্লেখ আছে যে নারায়ণ শিবের গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়াছে। "ততঃ এনং সমুদ্ভূতং কণ্ঠে জগ্রাহ পাণিনা। নারায়ণঃ স বিশ্বাত্মা তেনাস্য শিতিকণ্ঠতা॥"

¶ এই পত্রিকায় উক্ত মহাভারত শব্দে হরিবংশ ভিন্ন মহাভারত জানিবেন।

দ্বয় আর ঈষচ্ছায়ার ব ক এবং ভ খ সীমা দ্বয় এই রেখা চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী ক গ এবং ঘ খ ভূধরাতলখণ্ডে সূর্য্যের আংশিক গ্রাস দৃষ্ট হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত পৃথিবীর অন্য অংশে গ্রহণ দর্শন অসম্ভব। চন্দ্রের গতি অনুসারে কখন কখন পৃথিবী হইতে চন্দ্র যত দূরে থাকে, তদপেক্ষা তাহার ছায়ার দীর্ঘতা অল্প হয়, এমত স্থলে সেই ছায়া সুতরাং পৃথিবীতে লগ্ন হয় না, এবং কোন স্থানে সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ দৃষ্ট হয় না। সেই ছায়ার মধ্য রেখার নিকটস্থ লোকেরা সূর্য্যের প্রান্ত ভাগে চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুরীয়াকার একখণ্ড দর্শন করে।

তৃতীয় ক্ষেত্র
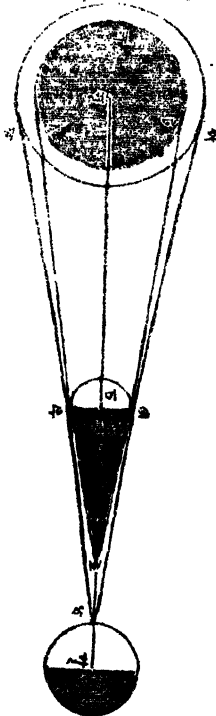
তৃতীয় ক্ষেত্রে সূ চ পৃ পূর্ব্ববৎ সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী। ত থ হ চন্দ্র ছায়া, যাহা পৃথিবীতে লগ্ন না হইয়া তাহার অগ্রভাগ অন্তরিক্ষে হ বিন্দুতে স্থিতি [illegible] চ হ চিহ্নিত রেখা সেই ছায়ার মধ্য [illegible] এই রেখাকে বৃদ্ধি করাতে [illegible] পৃষ্ঠে ধ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়াছে, [illegible] হইতে ধ ত ট এবং ধ থ ঠ [illegible] সীরেখা দ্বয় চন্দ্র বিম্ব স্পর্শ [illegible] বিম্বের ট ঠ বিন্দুতে লগ্ন হইয়াছে। এখন বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে সূর্য্য বিম্বের ট প ঠ চিহ্নিত বাহুর [illegible] গত তাবৎ অংশ ধ অঙ্কিত স্থানে অদর্শ[illegible] হইবেক, কেবল প ট প্রস্থ বৃত্ত অঙ্গুরীয়া[illegible] এক খণ্ড মাত্র দৃষ্টি গোচর হইবেক।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে পূর্ণিমায় ভূচ্ছায়া মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে চন্দ্র [illegible]হণ হয়। চন্দ্র স্বয়ং নিস্তেজ পদার্থ, কেবল সূর্য্য রশ্মি দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং [illegible] অভাব হইলেই সুতরাং দীপ্তি শূন্য [illegible] ইহাকেই চন্দ্রের গ্রহণ বলা যায়।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের স্থান যত অন্তর, ভূচ্ছায়া তাহার ৩।।০ সার্দ্ধ ত্রিগুণ দীর্ঘ, এবং ঐ ছায়ার যে প্রদেশে চন্দ্র প্রবেশ করে তাহার প্রস্থ চন্দ্র ব্যাসের প্রায় ত্রিগুণ। চন্দ্রের সমস্ত বিম্ব যখন ছায়া মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন পূর্ণ গ্রহণ হয়; যখন তাহার এক অংশ মাত্র ছায়াতে আচ্ছন্ন হয়, তখন আংশিক গ্রহণ হয়। যে গ্রহণ কালে চন্দ্র ভূচ্ছায়ার মধ্য রেখা ভেদ করিয়া গমন করে তাহাকে কেন্দ্রীয় গ্রহণ কহা যায়। ছায়া প্রবেশকে গ্রাসারম্ভ এবং তাহা হইতে বহির্গমনকে মুক্তি কহা যায়। গ্রাসারম্ভাবধি মুক্তি পর্য্যন্ত সময়কে গ্রহণের ভোগ বলা যায়। ভূচ্ছায়ার উভয় পার্শ্বে সূর্য্যের কতিপয় তির্য্যক্‌গামি রশ্মি পৃথিবীদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতে কিয়ংস্থানের যে ম্লান দীপ্তি হয়, তাহাকে ঈষচ্ছায়া কহা যায়। গ্রাসারম্ভের পূর্ব্বে চন্দ্র ঐ ঈষচ্ছায়াতে প্রবেশ করে এনিমিত্তে এক কালে দীপ্তি শূন্য না হইয়া ক্রমশ ম্লান হইতে থাকে; এবং মুক্তি কালীনও একেবারে পুনর্দীপ্তিমান না হইয়া ম্লান রূপে নিঃসৃত হয়, এবং ক্রমশঃ সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র

গ্রহণে চন্দ্র স্বয়ং দীপ্তি শূন্য হয়,এজন্য তৎকালে যে যে স্থানে তাহার উদয় থাকে সেই সেই স্থানে একই সময়ে একই প্রকার গ্রহণ দর্শন হয়। ভূচ্ছায়া অপেক্ষা চন্দ্র দ্রুতগামী, এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে তাহারদিগের উভয়ের গতি,এজন্য চন্দ্র বিম্বের পূর্ব্ব ভাগ অগ্রে ভূচ্ছায়াতে প্রবিষ্ট হয়, এবং ঐভাগই সর্ব্বাগ্রে ছায়া হইতে বহির্গত হয়*। চন্দ্র ভূচ্ছায়াতে সম্পূর্ণ রূপে প্রবিষ্ট হইলেও অল্প প্রভাবিশিষ্ট তাম্রবৎ রূপে দৃশ্য হয়। ইহার কারণ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে কিয়ৎ সূর্য্য রশ্মি ভূবায়ুর মধ্যে প্রবেশ করত ভিন্ন, বক্র গতি, এবং ম্লান হইয়া চন্দ্র বিম্বে প্রতিগমন পূর্ব্বক তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করে।
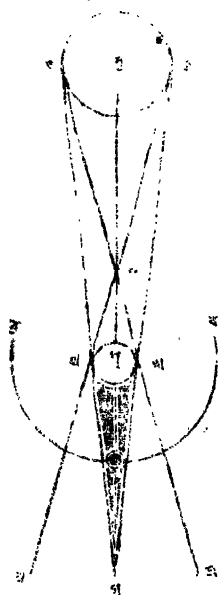
চতুর্থ ক্ষেত্র

চন্দ্র গ্রহণ কি রূপে সংঘটন হয় তাহা এই চতুর্থ ক্ষেত্র দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট বোধ হইবেক। সূ চ পৃ পূর্ব্ববৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী। ব চ র চন্দ্র কক্ষা। খ গ খ ভূচ্ছায়া; ইহার সমস্ত অংশ হইতে সূর্য্য রশ্মি অবরুদ্ধ হইয়াছে। ভূচ্ছায়ার উভয় পার্শ্বে খ জ, খ গ, খ ঝ, খ গ, রেখা চতুষ্টয়ের অন্তর্গত স্থানে সূর্য্যের কিয়ৎ তির্য্যক্ রশ্মি আচ্ছাদিত প্রযুক্ত ঈষচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। গ্রাসারম্ভে এবং গ্রাসান্তে চন্দ্র ইহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ম্লান রূপে প্রকাশ পায়। চন্দ্র বিম্ব খ গ খ অঙ্কিত ভূচ্ছায়ার পৃ গ চিহ্নিত মধ্য রেখার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া ভূচ্ছায়াতে সম্পূর্ণ রূপে প্রবিষ্ট হইলে পূর্ণ গ্রহণ হয়। ঐ রেখা ভেদ করিয়া গমন করিলে (যথা চ) কেন্দ্রীয় পূর্ণ গ্রহণ হয়। আর চন্দ্র স্বীয় পাত হইতে যত অধিক অন্তরে স্থিতি করে, তাহার তত অল্প ভোগি আংশিক গ্রহণ হয়, এবং পণ্ডিতেরা এরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়াছেন যে পাত হইতে চন্দ্র ঐ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক অন্তরে থাকিলে আর গ্রহণ হয় না। সম্বৎসরের মধ্যে ন্যূন সংখ্যা দুই সূর্য্য গ্রহণ হইতে পারে, এবং একও চন্দ্র গ্রহণ না হইতে পারে। ঐ কালের মধ্যে উর্দ্ধ সংখ্যা পঞ্চ সূর্য্য গ্রহণ ও দুই চন্দ্র গ্রহণ সংঘটন হইতে পারে। যদিও চন্দ্র গ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্য গ্রহণের সংখ্যা অধিক, তথাপি চন্দ্র গ্রহণ এক কালে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ ভাগে দৃষ্ট হওয়াতে এবং সূর্য্য গ্রহণ পৃথিবীর

---

* পশ্চাদ্ভাগাজ্জলদবদধঃসংস্থিতোভ্যেত্য চন্দ্রো ভানোর্বিম্বং স্ফুরদসিতয়া ছাদয়ত্যাত্মমূর্ত্ত্যা। পশ্চাৎস্পর্শো হরিদিশি ততো মুক্তিরস্যাত এব।

ক্বাপি ছন্নঃ ক্বাচিদপি নৈবেক্ষ্যতে কক্ষ্যান্তরত্বাৎ॥
সিদ্ধান্তশিরোমণৌ গোলাধ্যায়ে
অষ্টমাধ্যায়ে।

অধঃস্থিত চন্দ্র পশ্চাৎ ভাগ হইতে আগমন করিয়া মেঘের ন্যায় আপনার প্রকাশ হীন মূর্ত্তি দ্বারা সূর্য্য বিম্বকে আচ্ছাদন করে। অতএব সূর্য্য গ্রহণে পশ্চিম দিকে স্পর্শ ও পূর্ব্বদিকে মুক্তি হয়। যেরূপ অধঃস্থিত মেঘের আবরণ দ্বারা কোন স্থানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ ছাদক চন্দ্র ও ছাদ্য সূর্য্যের কক্ষান্তর প্রযুক্ত কোন স্থানে সূর্য্য গ্রহণ উপলব্ধ হয়, কুত্রাপি হয় না।

সমকলকালে ভূভা লগতি মৃগাঙ্কে যতস্ততস্তুল্যম্।
সর্ব্বে পশ্যন্তি সমং সমকক্ষত্বাদলম্বনাবনতী॥
গোলাধ্যায়ে অষ্টমাধ্যায়ে।

ভূচ্ছায়া চন্দ্রেতে লগ্ন হয়, এনিমিত্তে সকলে তাহাকে সমান রূপে ম্লান দেখে, যেহেতু ছাদক ছায়া ও ছাদ্য চন্দ্র উভয়ের সমান কক্ষা। তাহাতে লম্বন অবনতি নাই।

কিয়দংশ মাত্রে দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সূর্য্য গ্রহণ অপেক্ষা অধিক চন্দ্র গ্রহণ দর্শন হয়।

চন্দ্রের পাত যদি স্থির হইত, তবে প্রতি বৎসর একই সময়ে গ্রহণ হইত, কিন্তু ঐ পাত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সূর্য্যকে প্রায় ১৮৷৷০ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে, এজন্য ঐ সময়ান্তে চন্দ্র পাত স্বস্থানে প্রত্যাগত হয়, সুতরাং প্রত্যেক ১৮৷৷০ বৎসরে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ প্রায় সমান রূপে ও সমান দিবসে হইয়া থাকে। কাল্‌ডিয়ান জাতীয় লোকেরা এই স্থূল নিয়ম দ্বারা গ্রহণ গণনা করিত। সূর্য্য গ্রহণ কালীন চন্দ্র বিম্ব দ্বারা সূর্য্য রশ্মি অবরুদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে ছায়াপাত হয়, সেই ছায়াবৃত অংশ চন্দ্র লোকে অদৃশ্য হইয়া সেখানে পৃথিবীর আংশিক গ্রহণ প্রতীত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পৃথিবী পৃষ্ঠের গ ঘ অঙ্কিত স্থানে চন্দ্রচ্ছায়া লগ্ন হইয়াছে। এমত হইলেতে ঐ ছায়াবৃত স্থানের সম্মুখস্থ চন্দ্র লোক বাসিরা তৎকালে পৃথিবীর আংশিক গ্রহণ দৃষ্টি করে। কিন্তু পৃথিবীর স্থূলতা ও সেই ছায়া খণ্ডের ক্ষুদ্রতা প্রযুক্ত তাহা এক সচল কলঙ্কের ন্যায় বোধ হয়।

পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতি দূরবর্ত্তী গ্রহলোকে সর্ব্বদাই গ্রহণ দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর কেবল এক মাত্র চন্দ্র, তাহারই ভূচ্ছায়া প্রবেশ ও তদ্দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদন প্রযুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ হয়। কিন্তু বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির সাত চন্দ্র, এবং হর্শেল গ্রহের ছয় চন্দ্র, ইহাতে সেই সকল গ্রহলোকে সূর্য্যের গ্রহণ ও স্ব স্ব চন্দ্রের গ্রহণ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, এবং জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতেরা তাহা সুসূক্ষ্ম রূপে গণনা করেন, ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহারদিগের চন্দ্রের গ্রহণ উপলব্ধি করেন।

কেবল চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য গ্রহণের উৎপত্তি হয় না। সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী গ্রহ ও দূরবর্ত্তী গ্রহের পরস্পর সঙ্গম কালে যদি তাহারদিগের উভয় কক্ষার পাত স্থানে তাহারা আগমন করে, তবে ঐ সমীপবর্ত্তী গ্রহ দ্বারা সূর্য্য রশ্মি অবরুদ্ধ হইয়া দূরবর্ত্তী গ্রহলোকে সূর্য্য গ্রহণ [illegible]। কিন্তু গ্রহবেষ্টনিকা চন্দ্রের [illegible] বেষ্টয়িতা গ্রহের [illegible] কাল [illegible] মিত্তে একাংশ গ্রহণ বহুকাল [illegible] সম্ভব হয়। বুধ ও শুক্র [illegible] তের ন্যায় অনেকবার পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা পৃথিবী হইতে বহু অন্তর প্রযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তাহারদিগের ছায়া পৃথিবী পৃষ্ঠোপরি পতিত হয় নাই, সুতরাং তদ্দ্বারা ভূমণ্ডলের কোন অংশ আচ্ছন্ন হয় নাই, কেবল সেই মধ্যবর্ত্তী গ্রহ সূর্য্যবিম্বোপরি এক সচল কলঙ্ক রূপে উপলব্ধ হইয়াছিল। খ্রীষ্টান শকের ১৭৬৯ বৎসরে শুক্র দ্বারা এবং ১৮৪৫ বৎসরে ৮ মে দিবসে বুধ দ্বারা এই রূপ সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছিল।

এইরূপ এক গ্রহ দ্বারা অন্য গ্রহেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টান শকের ১৭৩৭ বৎসরে ১৭ মে দিবসে শুক্রের দ্বারা বুধের, ১৫৯১ বর্ষে ৯ জানুয়ারি দিবসে মঙ্গলের দ্বারা বৃহস্পতির, এবং ১৮২৫ বর্ষে ৩০ অক্টোবর দিবসে চন্দ্রের দ্বারা শনির গ্রহণ হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল গ্রহের গ্রহণ দীর্ঘকাল অন্তরে সংঘটন হয়, কারণ তাহারদিগের পরস্পর সমসত্রপাতে স্থিতি অতি দুর্ঘট। প্রায় ৪৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও বুধ এই ৫ প্রধানগ্রহের সঙ্গম হইয়াছিল, আর খ্রীষ্টান শকের ১১৮৬ বর্ষে ১৫ সেপ্তেম্বরে কন্যা এবং তুলা রাশিতে ঐ রূপ গ্রহ সঙ্গম পুনর্ব্বার হইয়াছিল। খ্রীষ্টান শকের ১৮০[illegible] বর্ষে সিংহ রাশিতে চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি এবং শুক্রের সঙ্গম হইয়াছিল।

গ্রহণের কার্য্য কারণ ঘটিত নানা কাল্পনিক মত দ্বারা পৃথিবীতে অনেক আশঙ্কার উৎপত্তি হইয়াছে। কোন অসাধারণ কারণ দ্বারা ইহার ঘটনা হয়, এবং চন্দ্র, বা সূর্য্য বা পৃথিবীর অমঙ্গল ইহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, সমুদয় জাতীয় লোকের এইরূপ বিশ্বাস পূর্ব্বে ছিল এবং অদ্যাপি আছে। পূর্ব্বে রোমানেরা চন্দ্রের গ্রহণ কালে তা-

কাকে যাতনাগ্রস্ত মনে করিয়া তাহার সেই ক্লেশের শান্তি জন্য পিত্তল যন্ত্র সকল বাদ্য করিত, এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুল ধ্বনি করিত। তাহারদিগের মধ্যে কতক লোকের এই বিশ্বাস ছিল যে কুহকজীবী লোকেরা চন্দ্রকে আকাশ হইতে প্রচ্যুত করিয়া দূর্ব্বাক্ষেত্রে চারণ করিয়াছিল, এবং তাহারদিগেরই কুহক দ্বারা চন্দ্র গ্রহণের সংঘটনা হয়। সেদেশে চন্দ্র গ্রহণের বাস্তবিক কারণ বিষয়ে প্রকাশ্য রূপে আলোচনা করিতেও নিষেধ ছিল।

চীনদিগের এই বিশ্বাস যে ভয়ঙ্কর সর্প সকল চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে, তাহাতেই তাহারদিগের গ্রহণ হয়। গ্রহণের কালে গ্রাসকর্ত্তা সর্পকে তাড়ন জন্য তাহারা ঢক্কাবাদন করে।

আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী মেক্সিকো দেশীয় লোকেরা গ্রহণ কালে উপবাসী থাকে। তাহারদিগের বিশ্বাস এই যে চন্দ্র সূর্য্যের পরস্পর বিবাদ প্রযুক্ত সূর্য্য কর্ত্তৃক চন্দ্র আহত হইয়াছে, এনিমিত্তে তাহারা বিশেষতঃ তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা আপনারদিগের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে, এবং বাহুতে [illegible] অস্ত্র প্রহার করিয়া শিরা হইতে রক্ত নির্গত করে।

এদেশীয় অনেক সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ব্বেত্তা ভিন্ন সামান্য লোকের এবিষয়ে যদ্রূপ বিশ্বাস তাহা প্রসিদ্ধই আছে। দৈত্য রাহু চন্দ্র সূর্য্যকে শত্রু ভাবে গ্রাস করে। এই অশুচি রাহু গগণ বিহারী চন্দ্র সূর্য্যকে স্পর্শ করিলে পৃথিবীতে মনুষ্যেরও অশৌচ হয়। গ্রাসপ্রবৃত্তকালে মরণাশৌচ এবং মুক্তিকালে জননাশৌচ হয়, তাহাতে স্নান ব্যতিরেকে শুচি হয় না *। চন্দ্র গ্রহণ কালে রাহুর বর্ণ অনুসারে পৃথিবীতে অনেক প্রকার শুভাশুভ ঘটনা হয়।

ইউরোপ খণ্ডে বিদ্যার প্রভাবে এতাদৃশ সংস্কার সকল এইক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। অপরাপর স্থানেও সত্য জ্যোতিষ সম্যক্ রূপে প্রচার হইলে সুতরাং কল্পিত জ্যোতিষ দূরীকৃত হইবে—সিদ্ধান্ত জ্ঞান বিকীর্ণ হইলে কল্পিতের তিমির মোচন হইবে।

* স্মৃতির বচন যথা
[illegible]
[illegible]
তিথ্যাদিতত্ত্বে।

তত্ত্বনিরূপণ

কালিক বিচার

যদি গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী প্রভৃতি সৃষ্টিকাল হইতে এক স্থানেই স্থির থাকিত এবং এই পৃথিবীর এক অণুমাত্রও এক স্থান হইতে যদি স্থানান্তর না হইত এবং মন যদি চিরকাল এক ভাবেই রহিত তবে বস্তু সকলের কালিক বিচারের অসম্ভাবনা হইত; কিন্তু এইক্ষণে যে প্রকার প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহাতে ক্ষণকালের নিমিত্তেও কোন বস্তু এক স্থানে স্থির নহে। এই পৃথিবী "প্রতি ঘণ্টাতে সপ্ত সহস্র পঞ্চশত যোজন * গমন করিয়া সূর্য্যকে এক বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে" ইহাতে পূর্ব্বক্ষণ হইতে পরক্ষণে তাহার অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কত গ্রহ ও ধূমকেতু ইহার অপেক্ষাও দ্রুত বেগে গমন করিতেছে। পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্র পঞ্চদশ রূপে প্রকাশ পাইতেছে। "নদী প্রবাহ ক্রমশঃ পরিবর্ত্ত হইয়া গ্রাম সকলকে ভগ্ন করিতেছে, কুত্রাপি সঙ্কুচিত হইয়া তীরস্থ ভূমিকে বিস্তার করিতেছে। সমুদ্র কোন স্থানে শুষ্ক হইয়া প্রসারিত দ্বীপ সকল উৎপন্ন করিতেছে, কুত্রাপি তরঙ্গবলে দেশ সমুদয় ভঙ্গ করিয়া জলসাৎ করিতেছে। অনেক রম্য স্থান যাহাতে এইক্ষণে রাজার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও এক কালে গভীর সাগরের গর্ভ ছিল এবং সমুদ্র মধ্যে এপ্রকার স্থান ও মগ্ন আছে যাহা কোন কালে রাজ্য রাজধানী বা নগরী রূপে বিখ্যাত ছিল। সহস্র বৎসরের অরণ্য ও প্রবল বায়ুবেগে ছিন্ন হইয়াছে বা দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে এবং ভূমিকম্প দ্বারা কত

* চারি ক্রোশে এক যোজন হয়।

মনোহর শরীর একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে*"। এই শরীরস্থিত মনের পরিবর্ত্তনও এমত অল্প অল্প সময়ের মধ্যে হইতেছে যে তাহা ধারণা করা অসাধ্য। ক্ষণকালের মধ্যে কত প্রকার প্রত্যক্ষ কত প্রকার স্মৃতি কত প্রকার ইচ্ছার উৎপত্তি হইতেছে বৃদ্ধি হইতেছে এবং ক্ষয় পাইতেছে।

কিন্তু নিয়ম পূর্ব্বক এই সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে। শুষ্ক তৃণে অগ্নি লাগিলেই তাহা ভস্ম হয়, চুম্বক নিকটে থাকিলেই লৌহ আকৃষ্ট হয়, জল পান করিলেই তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়, এই প্রকার পরি র্ত্তন নিয়ম পূর্ব্বক হওয়াতেই কার্য্য কারণ শক্তি ইত্যাদি নাম হইয়াছে। যদি নিয়ম পূর্ব্বক পরিবর্ত্তন না হইত তবে কার্য্য কারণ কি প্রকারে হইত? অগ্নি শুষ্ক তৃণে লাগিলে শুষ্ক তৃণ অবশ্য দগ্ধ হইবেক এই জ্ঞান প্রযুক্ত আমরা অগ্নিকে কারণ বলি। যদি শুষ্ক তৃণ অগ্নি দ্বারা কখন দগ্ধ হইত কখন বা না হইত তবে অগ্নিকে কখন কারণ বলিতাম না। অগ্নি শুষ্ক তৃণকে অবশ্য দগ্ধ করিবেক এই নিশ্চয় প্রযুক্তই আমরা বলি যে অগ্নিতে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করিবার শক্তি আছে। যদি অগ্নি এক সময়ে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করিত অন্য সময়ে না করিত তবে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করিবার শক্তি যে অগ্নিতে আছে এমত বলিতাম না। অগ্নি দ্বারা শুষ্ক তৃণের পরিবর্ত্তন যেমন নিয়মিত রূপে হইতেছে সেই প্রকার নিয়মিত রূপে এই জগতের তাবৎ বস্তুরই পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং এই নিয়মিত রূপে তাবৎ বস্তুর পরিবর্ত্তন হওয়াতেই কার্য্য কারণ শক্তির অনুভব হইতেছে; যদি নিয়মিত রূপে বস্তুর পরিবর্ত্তন না হইত তবে কার্য্য কারণ শক্তি প্রভৃতি কথারই উৎপত্তি হইত না।

আমরা তাহাকেই কারণ বলি যাহাকে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া জানি, সেই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তীর নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তীকে কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যখন সেই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সম্বন্ধ মাত্রকে বস্তু হইতে পৃথক করি তখন তাহাকে শক্তি বলি; এবং যখন নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব সম্বন্ধ হইতে পৃথক করি তখন তাহাকে যোগ্যতা বলি। অগ্নিতে এই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব আছে যে সে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করিতে পারে; শুষ্ক তৃণেতে এই নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব আছে যে সে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে। নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব, কারণত্ব, এবং শক্তি, নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব, কার্য্যত্ব এবং যোগ্যতা এই সকল শব্দ কেবল সম্বন্ধ জ্ঞাপক মাত্র। অগ্নিতে এই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব আছে যে সে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করিতে পারে, অগ্নিতে এই কারণত্ব আছে যে সে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করিতে পারে, অগ্নিতে এই শক্তি আছে যে সে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করিতে পারে,—এসকল একই কথা। শুষ্ক তৃণেতে এই পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব আছে যে সে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে, শুষ্ক তৃণেতে এই কার্য্যত্ব আছে যে সে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে, শুষ্ক তৃণেতে এই যোগ্যতা আছে যে সে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে,—এ সকল একই কথা।

সম্বন্ধ জ্ঞান মনের ভাব, এবং এই সম্বন্ধ জ্ঞান মনেতে উৎপন্ন হইবার প্রতি দুই বা অধিক বস্তু কিম্বা এক বস্তুর দুই বা অধিক অবস্থার প্রয়োজন হয়। দুই জন মনুষ্যকে দেখিলে এক জনকে দীর্ঘ আর এক জনকে খর্ব্ব বলা যায়, যদি এক জনই মনুষ্য এই পৃথিবীতে থাকিত তবে তাহাকে না দীর্ঘই বলিতে পারিতাম, না খর্ব্বই বলিতে পারিতাম। যখন দুই জন মনুষ্য থাকে তখন এক জনের অপেক্ষা দ্বিতীয় জনকে দীর্ঘ বলা যায় এবং দ্বিতীয় জনের অপেক্ষা প্রথম জনকে খর্ব্ব বলা যায়। কোন মনুষ্যকে দীর্ঘ কিম্বা খর্ব্ব বলিলে অবশ্য অন্য আর এক ব্যক্তির অপেক্ষা করে যাহার সম্বন্ধে তাহাকে দীর্ঘ বা খর্ব্ব বলি। দুই মনুষ্যকে দেখিলে তাহারদিগের পরস্পর সম্বন্ধ জনিত জ্ঞানানুসারে সেই দুই মনুষ্যকে পৃথক পৃথক নাম দ্বারা বিশেষ করি। এক জনকে দীর্ঘ কহি আর এক জনকে খর্ব্ব কহি।

---

*১৭৬৭ শক ২ ভাদ্র দিবসীয় ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

এবং যখন সেই সম্বন্ধকে মনুষ্য হইতে পৃথক্ করি তখন তাহাকে খর্ব্বত্ব বলি। বাস্তবিক দীর্ঘত্ব এবং খর্ব্বত্ব মনুষ্য হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। দীর্ঘত্ব এবং খর্ব্বত্ব কেবল মনের সম্বন্ধ ভাব মাত্র। যখন সেই মনের সম্বন্ধ ভাবের সহিত মনুষ্যকে দেখি তখন তাহাকে দীর্ঘ বা খর্ব্ব বলি; যখন সেই মনুষ্য হইতে মনের সম্বন্ধ ভাবকে পৃথক্ করিয়া ভাবনা করি তখন সেই ভাবকে দীর্ঘত্ব বা খর্ব্বত্ব বলি। কোন বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া যে বস্তুকে লঘু বলি সেই বস্তুকেই অপেক্ষা করিয়া প্রথমোক্ত বস্তুকে গুরু বলি এবং গুরুত্ব লঘুত্ব সম্বন্ধ মানকে গুরু ও লঘু বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বলি সম্বন্ধ জ্ঞানানুসারেই যৌবনাবস্থার অপেক্ষা বৃদ্ধাবস্থা বা বৃদ্ধাবস্থার অপেক্ষা যৌবনাবস্থার ভেদ জ্ঞান হয়। যদি সকলে চিরযৌবন হইত তবে তাহারদিগের সেই একই অবস্থাকে অন্য অবস্থার সহিত তুলনা অভাবে কখন যৌবনাবস্থা বলিতে পারিতাম না।

কালিক সম্বন্ধ দ্বারা কার্য্য কারণ নাম হইয়াছে। কার্য্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তনকে অপেক্ষা করিয়া তাহার পূর্ব্বকালে নিয়ত বর্ত্তমান করিয়া যাহাকে জানি তাহাকে কারণ বলি এবং কারণকে অপেক্ষা করিয়া তাহার পশ্চাতে নিয়ত বর্ত্তমান করিয়া যাহাকে জানি তাহাকে কার্য্য বলি। শুষ্ক তৃণেতে দহন রূপ কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া অগ্নিকে তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী জানিয়া সেই অগ্নিকে তাহার কারণ বলি এবং অগ্নিকে অপেক্ষা করিয়া শুষ্ক তৃণের দহন রূপ পরিবর্ত্তনকে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী জানিয়া সেই পরিবর্ত্তনের নাম কার্য্য বলি। যে স্থলে দুই বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ দ্বারা উভয় বস্তুরই পরিবর্ত্তন হয় সে স্থলে তাহার মধ্যে যে বস্তুর পরিবর্ত্তন আলোচনা করি সেই বস্তুরই পরিবর্ত্তনের প্রতি অন্যতর বস্তুকে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ করিয়া জানি। অগ্নি ও শুষ্ক তৃণের সম্বন্ধে উভয়েরই পরিবর্ত্তন হয়। অগ্নির এই পরিবর্ত্তন হয় যে সে অধিক প্রজ্বলিত হয়, শুষ্ক তৃণের এই পরিবর্ত্তন হয় যে সে দগ্ধ হইতে থাকে। যখন অগ্নি প্রজ্বলিত রূপ পরিবর্ত্তনের প্রতি কারণ অনুসন্ধান করি তখন শুষ্ক তৃণেতে সেই অগ্নির পরিবর্ত্তনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী জানিয়া সেই শুষ্ক তৃণকেই কারণ কহি এবং যখন শুষ্ক তৃণের দহন রূপ পরিবর্ত্তনের প্রতি কারণ অনুসন্ধান করি তখন অগ্নিকে সেই শুষ্ক তৃণের পরিবর্ত্তনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী জানিয়া সেই অগ্নিকেই কারণ কহি। চূর্ণেতে হরিদ্রা নিঃক্ষিপ্ত হইলে যাঁহার চূর্ণের প্রতি দৃষ্টি আছে তিনি চূর্ণের রক্তবর্ণে পরিবর্ত্তনের প্রতি হরিদ্রাকে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ বলিয়া জানেন; আর যাঁহার হরিদ্রাতে দৃষ্টি আছে তিনি হরিদ্রার রক্তবর্ণে পরিবর্ত্তনের প্রতি চূর্ণকে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ বলিয়া জানেন। যে ব্যক্তি জলের রক্তবর্ণে পরিবর্ত্তনের প্রতি সিন্দূরকে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ বলিয়া জানেন সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার সিন্দূরের দ্রব হইবার প্রতি জলকে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ বলিয়া জানেন। সর্ব্বস্থলেই যে দুই বস্তুর সম্বন্ধে দুই বস্তুরই পরিবর্ত্তন হয় এমত নহে; যেমন চন্দ্রের দ্বারা সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি রূপ পরিবর্ত্তন হয় তেমন সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি জন্য চন্দ্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় না; এজন্য সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধির প্রতি যেমন চন্দ্রকে কারণ বলা যায় তেমন চন্দ্রেতে কোন পরিবর্ত্তন হয় না, যাহার প্রতি সমুদ্রকে কারণ বলা যায়।

অন্য বস্তু ব্যতীত যে কোন বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় না এমতও নিয়ম নহে। এপ্রকারও দৃষ্ট হইতেছে যে এক মাত্র বস্তুরই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিবর্ত্তন তাহাকে ক্রমশঃ পরে পরে পরিবর্ত্তন করিতেছে। মনে কর এক ক্ষুদ্র লৌহ পিণ্ডকে হস্ত হইতে বল দ্বারা সম্মুখে নিঃক্ষেপ করিলাম। সেই লৌহ পিণ্ডের প্রথম ক্ষণের যে গতি তাহার কারণ অবশ্য আমার হস্তের বলই হইবেক। পরে তাহার দ্বিতীয় ক্ষণের যে গতি তাহার প্রতি আমার হস্তের বল আর কখন কারণ হইতে পারে না, যেহেতু আমার হস্ত আর তাহা-

তে সংলগ্ন নাই, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় ক্ষণের গতির প্রতি কারণ সেই প্রথম ক্ষণের বেগ হইবেক, এবং তাহার তৃতীয় ক্ষণের গতির প্রতি কারণ তাহার দ্বিতীয় ক্ষণের বেগ হইবেক। এইরূপে সেই লৌহ পিণ্ডের পর পর পরিবর্ত্তনের প্রতি ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাক্ষাৎ কারণ হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে পরিবর্ত্তনের প্রতি যেমত অনেক স্থলে ভিন্ন বস্তু কারণ হইতেছে সেই প্রকার অনেক [illegible] সেই বস্তুরই পূর্ব্ব পরিবর্ত্তনও কারণ হইতেছে।

পরস্পর কালিক সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তীকে যেমন কারণ বলি এবং নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তীকে যেমন কার্য্য বলি তদ্রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তীত্ব সম্বন্ধ মাত্রকে পৃথক্ করিয়া তাহাকে শক্তি বলি এবং নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব সম্বন্ধ মাত্রকে পৃথক্ করিয়া তাহাকে যোগ্যতা বলি। যাহা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে আমরা বলি যে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অর্থাৎ শক্তি আছে; এবং যাহাতে নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তী পরিবর্ত্তন তাহাতে বলা যায় নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব অর্থাৎ যোগ্যতা আছে। অগ্নিতে এই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অর্থাৎ শক্তি আছে যে সে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করিতে পারে; শুষ্ক তৃণেতে এই নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব অর্থাৎ যোগ্যতা আছে যে সে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে। শক্তি ভিন্ন আর এক গুণ শব্দ আছে। কেবল নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সম্বন্ধের নাম শক্তি; নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব এবং নিয়ত পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব উভয় সম্বন্ধেরই নাম গুণ শব্দে প্রয়োগ করা যায়। ইহা সকলে বলে যে অগ্নির এমত শক্তি আছে যে সে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে কিন্তু ইহা কেহ বলে না যে শুষ্ক তৃণের এমত শক্তি আছে যে সে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়। শক্তি এবং যোগ্যতা উভয় স্থলেই সকলে গুণ শব্দ ব্যবহার করে। যথা অগ্নির এমত গুণ আছে যে সে শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে; শুষ্ক তৃণের এমত গুণ আছে যে সে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। যেমন এই গুণ শব্দকে শক্তি এবং যোগ্যতা উভয় স্থলেই প্রয়োগ করা যায় [illegible] আর এক ধর্ম্ম শব্দ আছে।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য তৃতীয়ানুবাকে প্রথমং সূক্তং

মধুচ্ছন্দাঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৭১

১ এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং। বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর।

১ এন্দ্র আ ইন্দ্র হে 'ইন্দ্র' 'ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষার্থং 'সানসিং' সম্ভজনীয়ং 'সজিত্বানং' সমানশত্রুজয়শীলং 'সদাসহং' সর্ব্বদা শত্রূণাং অভিভবহেতুং 'বর্ষিষ্ঠং' অতিশয়েন প্রবৃদ্ধং 'রয়িং' ধনং 'আ ভর' আহর আহর।

১ সমান শত্রু জয়শীল এবং সর্ব্বদা শত্রুর পরাজয় হেতু যে প্রভূত সম্ভজনীয় ধন তাহা হে ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষার নিমিত্তে আনয়ন কর।

৭২

২ নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ। ত্বোতাসো ন্যর্বতা।

২ 'যেন' ধনেন সম্পাদিতানাং অস্মদীয়পুরুষাণাং 'নি মুষ্টিহত্যয়া' নিমুষ্টিহত্যয়া নিতরাং মুষ্টিপ্রহারেণ 'বৃত্রা' বৃত্রান্ শত্রূন্ 'নি রুণধামহৈ' নিরুণধামহৈ নিরুদ্ধান্ করবাম 'ত্বোতাসঃ' ত্বোতাঃ ত্বয়া ঊতাঃ রক্ষিতাঃ বয়ং যেন ধনেন সম্পাদিতেন 'অর্বতা' অশ্বেন অস্মদীয়েন 'নি' নিরুণধামহৈ তাদৃশং ধনমাহর ইতি শেষঃ পদাতি যুদ্ধেন অশ্বযুদ্ধেন চ শত্রূন্ বিনাশয়াম ইত্যর্থঃ।

২ যে ধন দ্বারা পদাতিযুদ্ধে আমারদিগের শূরগণের মুষ্টি প্রহারে শত্রুদিগকে নিরোধ করিতে পারি এবং অশ্ব যুদ্ধে তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমারদিগের অশ্ব দ্বারা শত্রুদিগকে নিরোধ করিতে পারি এমত ধন হে ইন্দ্র আনয়ন কর।

৭৩

৩ ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি। জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ।

৩ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বোতাসঃ' ত্বোতাঃ ত্বয়া রক্ষিতাঃ 'বয়ং' 'ঘনা' ঘনং [illegible] দৃঢ়ং 'বজ্রং' শস্ত্রং 'আদদীমহি' আদদীমহি স্বীকুর্মঃ তেন শস্ত্রেণ 'যুধি' যুদ্ধে 'স্পৃধঃ' স্পর্দ্ধমানান্ শত্রূন্ 'সং জয়েম' সম্যগ্‌জয়েম।

৩ হে ইন্দ্র আমরা দৃঢ় বজ্রকে গ্রহণ করি এবং যুদ্ধে তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া স্পর্দ্ধা বিশিষ্ট শত্রুদিগকে সম্যক্ রূপে জয় করি।

৭৪

৪ বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং। সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ।

৪ হে 'ইন্দ্র' 'অস্তৃভিঃ' আয়ুধানাং প্রক্ষেপ্তৃভিঃ 'শূরেভিঃ' শূরৈঃ [illegible] সংযুক্তা বয়ং [illegible] 'ত্বয়া' 'যুজা' সহায়েন [illegible] 'পৃতন্যতঃ' সেনামিচ্ছতঃ শত্রূন্ 'সাসহ্যাম' অভিভবাম।

৪ হে ইন্দ্র অস্ত্র প্রক্ষেপক শূরগণ সহিত আমরা যুক্ত হই এবং আমারদিগের সেনাকে ইচ্ছা করিতেছে এমত যে শত্রু সকল তাহারদিগকে তোমার সহায়তাতে পরাজয় করি।

৭৫

৫ মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ।১।১।১৫

৫ অয়ং 'ইন্দ্রঃ' 'মহান্' মহান্ 'পরঃ চ' উৎকৃষ্টঃ চ 'নু' কিন্তু 'বজ্রিণে' বজ্রযুক্তায় ইন্দ্রায় 'মহিত্বং' মহত্ত্বং 'অস্তু' সর্ব্বদা [illegible] 'দ্যৌঃ ন' দ্যুলোক ইব 'শবঃ' বলং [illegible] 'প্রথিনা' প্রথিম্না পৃথুত্বেন বাহুল্যেন [illegible] প্রভূতঃ এবং অস্য [illegible] ১। ১। ১৫।

৫ ইন্দ্র মহান্ এবং উৎকৃষ্ট, এই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রেতে সর্ব্বদা মহত্ত্ব থাকুক। আকাশের ন্যায় ইন্দ্রের বল প্রভূত হউক। ১। ১। ১৫।

৭৬

৬ সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ। বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ।

৬ 'যে' 'নরঃ' পুরুষাঃ 'সমোহে' সংগ্রামে ইন্দ্রং স্তুত্বা 'আশত' ব্যাপ্তবন্তঃ তে সংগ্রামং লভন্তে 'বা' অথবা 'তোকস্য' অপত্যস্য 'সনিতৌ' লাভার্থং যে ইন্দ্রং স্তুবন্তি তে অপত্যং লভন্তে 'বা' অথবা যে 'বিপ্রাসঃ' বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ 'ধিয়াযবঃ' প্রজ্ঞাকামাঃ সন্তঃ ইন্দ্রং স্তুবন্তি তে প্রজ্ঞাং লভন্তে।

৬ যে মনুষ্যেরা যুদ্ধেতে ইন্দ্রকে স্তব করে তাহারা জয় লাভ করে ; যাহারা পুত্র লাভার্থে ইন্দ্রকে স্তব করে তাহারা পুত্র লাভ করে, যে মেধাবিরা জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রকে স্তব করেন তাঁহারা জ্ঞান লাভ করেন।

৭৭

৭ যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। উর্বীরাপো ন কাকুদঃ।

৭ অস্য ইন্দ্রস্য 'যঃ' 'কুক্ষিঃ' উদরপ্রদেশঃ 'সোমপাতমঃ' অতিশয়েন সোমস্য পাতা সঃ কুক্ষিঃ 'সমুদ্রঃ' 'ইব' 'পিন্বতে' বর্দ্ধতে। 'কাকুদঃ' তালুসম্বন্ধিনীঃ 'উর্বীঃ' বহ্বীঃ 'আপঃ' জলানি 'ন' ইব জিহ্বা সম্বন্ধং মুখোদকং যথা কদাচিদপি ন শুষ্যতি তথা ইন্দ্রস্য কুক্ষিঃ সোমপূরিতো ন শুষ্যতীত্যর্থঃ।

৭ এই ইন্দ্রের সোমপাতা কুক্ষি সমুদ্রের ন্যায় বৃদ্ধি হয়। তালু আদি হইতে গলিত মুখ সম্বন্ধি বহু রস যে প্রকার শুষ্ক হয় না সেই প্রকার ইন্দ্রের উদরস্থ সোম শুষ্ক হয়না।

৭৮

৮ এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী। পক্বা শাখা ন দাশুষে।

৮ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'বিরপ্শী' বহুবিধোপচারবাদিনী 'গোমতী' বহ্বীভিঃ গোভিঃ যুক্তা গোপ্রদা 'মহী' পূজ্যা 'সূনৃতা' প্রিয়সত্যরূপা বাক্ 'দাশুষে' যজমানায় 'এবা' এব এবং 'হি' খলু প্রীতি হেতুঃ ভবতীত্যর্থঃ। 'পক্বা' পক্বফলৈঃ উপেতা 'শাখা' 'ন' ইব যথা পক্বফলযুক্তা শাখা প্রীতি হেতুঃ তদ্বদিত্যর্থঃ।

৮ বিচিত্র ও গোপ্রদ এবং পূজ্য যে এই ইন্দ্রের প্রিয় অথচ সত্য বাক্য তাহা পক্ব ফলবতী শাখার ন্যায় যজমানের প্রীতিকর হয়।

৭৯

৯ এবা হি তে বিভূতয় ঊতয় ইন্দ্র মাবতে। সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে।

৯ হে 'ইন্দ্র', 'তে' তব 'বিভূতয়ঃ' ঐশ্বর্য্যাণি 'এবা' এব এবম্বিধাঃ 'হি' খলু। কিম্বিধাঃ 'মাবতে' মৎসদৃশায় 'দাশুষে' যজমানায় 'উতয়ঃ' রক্ষারূপাঃ 'সদ্যশ্চিৎ' সদা এব 'সন্তি' ভবন্তি।

৯ আমার তুল্য যজমানের প্রতি হেইন্দ্র তোমার বিভূতি সকল সদ্যই রক্ষারূপ হয়।

৮০

১০ এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থঞ্চ শংস্যা। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥১।১।১৬॥

১০ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'স্তোম' সামসাধ্যং স্তোত্রং 'উকথং' ঋকসাধ্যং শস্ত্রং 'চ' অপি এতে উভে 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য অস্য 'সোমপীতয়ে' সোমপানার্থং 'এবা' এব এবম্বিধে 'হি' খলু। কিম্বিধে 'কাম্যা' কাম্যে [illegible] 'শংস্যা' শংস্যে ঋত্বিগ্ভিঃ প্রশংসনীয়ে। ১। ১। ১৬।

১০এই ইন্দ্রের সোমপানের নিমিত্তে ইঁহার সামসাধ্য ও ঋক্ সাধ্য স্তোত্র সকল প্রার্থনীয় এবং প্রশংসনীয় হইয়াছে ।১।১।১৬।

দ্বিতীয়ং সূক্তং

মধুচ্ছন্দাঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ

ইন্দ্রোদেবতা

৮১

১ ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসোবিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ। মহাঁ অভিষ্টি রোজসা।

১ হে 'ইন্দ্র' 'এহি' আগচ্ছ আগত্যচ 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ 'সোমপর্ব্বভিঃ' সোমরসরূপৈঃ 'অন্ধসঃ' অন্নৈঃ অন্নৈঃ 'মৎসি' হৃষ্টোভব তথা 'ওজসা' বলেন 'মহাঁ' মহান্ ভূত্বা 'অভিষ্টিঃ' শত্রূণাং অভিভবিতাচ ভব।

১ হে ইন্দ্র আগমন কর এবং সোম রস রূপ অন্ন দ্বারা হৃষ্ট হও আর বলেতে মহৎ হইয়া শত্রু সকলকে পরাজয় কর।

৮২

২ এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে। চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে।

২ এম্ আ ঈম্ 'ইন্দ' [illegible] 'মন্দিনে' হর্ষযুক্তায় [illegible] 'চক্রয়ে' কৃতবতে 'ইন্দ্রায়' [illegible] চমসস্থে সোমে 'মন্দিং' [illegible] পীনং 'এনং' সোমং [illegible] 'আসৃজত' [illegible] পুনরভ্যাসযত।

২ হৃষ্ট ও সর্ব্ব কার্য্য কারী [illegible] হর্ষ হেতু এবং সাধু [illegible] সহিত অভিষুত সোমেতে আনয়ন কর।

৮৩

৩ মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে। সচৈষু সবনেষ্বা।

৩ হে 'সুশিপ্র' শোভননাসিক 'বিশ্বচর্ষণে' সর্ব্বমনুষ্যযুক্ত সর্ব্বৈঃ পূজ্য [illegible] 'মন্দিভিঃ' মদহেতুভিঃ 'স্তোমেভির্' স্তোত্রৈঃ স্তোত্রৈঃ 'মৎস্ব' মৎস্ব হৃষ্টোভব। ততশ্চ 'এষু' যাগসাধনেষু ত্রিষু 'সবনেষু' 'সচা' সহ অন্যৈঃ দেবৈঃ 'আ' আগচ্ছ।

৩ হে সুনাসিকাযুক্ত হে সর্ব্বজন পূজ্যইন্দ্র তুমি এই হর্ষ জনক স্তোত্র সকল দ্বারা হৃষ্টহও এবং দেবতাদিগের সহিত এই সবন ত্রয়েতে আগমন কর।

৮৪

৪ অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত। অজোষা বৃষভং পতিং।

৪ হে 'ইন্দ্র' অহং 'তে' ত্বদীয়াঃ 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'অসৃগ্রং' সৃষ্টবানস্মি তাশ্চ গিরঃ 'বৃষভং' কামানাং বর্ষিতারং পূরয়িতারং 'পতিং' সোমস্য পাতারং 'ত্বাং' 'প্রতি' 'উদহাসত' উৎকর্ষেণ প্রাপ্নুবন্ অপিচ ত্বঃ গিরঃ 'অজোষা' সেবিতবানসি।

৪ হে ইন্দ্র আমি তোমার স্তুতি সকল সৃজন করিয়াছি। সেই সকল স্তুতি, কামনাপূরক সোমপাতা যে তুমি, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তুমিও সেই স্তুতি সকলকে স্বীকার করিয়াছ।

৮৫

৫ সঞ্চোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধইন্দ্র বরেণ্যং। অসদিত্তে বিভু প্রভু ॥১।১।১৭॥

৫ হে 'ইন্দ্র' 'বারণ্যং' শ্রেষ্ঠং 'চিত্রং' বহুবিধং 'রাধঃ' ধনং 'অস্মাকং' [illegible] যথা [illegible] তথা '[illegible]' [illegible] প্রেরয়। '[illegible]' তোমার [illegible] পর্য্যাপ্তং ধনং [illegible] [illegible] প্রভূত' [illegible] 'হে' 'তব' 'অসৎ' অস্তি 'ইৎ' এব। ১।১।১০।

৫ তোমার পর্য্যাপ্ত এবং অতিরিক্ত ও বহু ধন তোমার আছে, অতএব হে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ ও বিচিত্র ধন আমারদিগের নিকটে প্রেরণ কর। ১।১।১০।

৮৬

৬ অস্মান্ সু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ। তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ।

৬ হে '[illegible]' [illegible] 'ইন্দ্র' 'রায়ে' ধননি-[illegible] 'রভস্বতঃ' উদ্যোগবতঃ 'যশস্বতঃ' কীর্ত্তিমতঃ 'অস্মান্' '[illegible]' [illegible] 'সু চোদয়' সুষ্ঠু প্রেরয়।

৬ হে প্রচুরধনবান্ ইন্দ্র ধনের নিমিত্তে উদ্যোগী ও কীর্ত্তি যুক্ত আমারদিগকে ক-[illegible] প্রেরণ কর।

৮৭

৭ সং গোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবোবৃহৎ। বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতং।

৭ হে 'ইন্দ্র' 'গোমৎ' বহ্বীভিঃ গোভিঃ উপেতং [illegible] প্রভূতেন অন্নেন উপেতং 'পৃথু' পরিমাণেন [illegible] 'বৃহৎ' [illegible] অধিকং 'বিশ্বায়ুঃ' [illegible] 'অক্ষিতং' বিনাশরহিতং 'শ্রবঃ' ধনং 'অ-[illegible]' [illegible] 'সংধেহি' সম্যক্ প্রযচ্ছ।

৭ হে ইন্দ্র বহু গোযুক্ত বহু অন্নযুক্ত বহু [illegible] সমুদয় আয়ুর কারণ অপরিমেয় ও অক্ষয় ধন আমারদিগকে দান কর।

৮৮

৮ অস্মে ধেহি শ্রবোবৃহদ্দ্যুম্নং সহস্রসাতমং। ইন্দ্র তারথিনী-রিষঃ।

৮ হে 'ইন্দ্র' 'বৃহৎ' [illegible] মহতীং কীর্ত্তিং তথা 'সহস্রসাতমং' [illegible] 'দ্যুম্নং' ধনং তথা 'রথিনীঃ' বহুরথোপেতাঃ '[illegible]' '[illegible]' [illegible] 'অস্মে' অস্মভ্যং 'ধেহি' প্রযচ্ছ।

৮ হে ইন্দ্র সহস্রশঃ দান যোগ্য ধন এবং বহু রথ পূর্ণ ব্রীহি যবাদি অন্ন ও মহতী কীর্ত্তি আমারদিগকে দান কর।

৮৯

৯ বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ং। হোমগন্তারমূতয়ে।

৯ 'বসোঃ' [illegible] 'ঊতয়ে' রক্ষার্থং 'বসুপতিং' ধনপালকং 'ঋগ্মিয়ং' ঋচাং প্রমাতারং 'গন্তারং' যাগদেশে গমনশীলং 'ইন্দ্রং' 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ 'গৃণন্তঃ' স্তুবন্তঃ বয়ং 'হোমঃ' আহ্বয়ামঃ।

৯ ধন রক্ষার নিমিত্তে ধনের পালক, ঋক্ সকলের প্রমাণ কর্ত্তা, যাগদেশে গমনশীল ইন্দ্রকে আমরা স্তুতি দ্বারা স্তব করত আ-হ্বান করি।

৯০

১০ সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্বৃহত এদরিঃ। ইন্দ্রায় শূষমর্চতি। ১।১।১৮

১০ এৎ আ-ইৎ 'আ' সর্ব্বতঃ 'ইৎ' অপি [illegible] [illegible] প্রাপ্নোতীতি 'অরিঃ' যজমানঃ 'ন্যোকসে' নিয়তস্থানায় 'বৃহতে' প্রৌঢ়ায় 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'সুতে সুতে' [illegible] অভিষুতে সতি ইন্দ্রস্য 'বৃহৎ' প্রৌঢ়ং 'শূষং' বলং 'অর্চতি' স্তৌতি। ১।১।১৮।

১০ নিয়ত স্থান বিশিষ্ট প্রৌঢ় ইন্দ্রের নিমিত্তে সেই সেই সোম সকল অভিষুত হইলে তাঁহার প্রৌঢ় বলকে যজমান সকল প্রশংসা করে। ১।১।১৮।

সংক্ষেপব্রহ্মোপাসনা

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি তাবৎ সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, যিনি

আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম, সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই মঙ্গল পূর্ণ আনন্দে সমাধান করি।

—

শ্রুতিঃ।

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষীপরিভূঃস্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

—

উক্তশ্রুতিনিষ্পন্নার্থঃ।

যঃ পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বাবয়বহীনঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতোবিশুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপরোনিত্যঃ স্বপ্রকাশঃ সসর্ব্বাভ্যঃ প্রজাভ্যোযথোচিতং শুভাশুভং চিরং বিহিতবান্। তস্মাৎপরমেশ্বরাৎ প্রাণমনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আকাশবায়ুজ্যোতিঃ পয়ঃপৃথিবীভূতানি চ চরাচরাণি সমুৎপদ্যন্তে। তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নির্জ্বলতি সূর্য্যস্তপতি মেঘোবর্ষতি বায়ুর্বহতি মৃত্যুঃ সঞ্চরতি যথোপযুক্তং।

সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, বিশুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, পরাৎপর, স্বপ্রকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্ব্ব কালে প্রজা সকলকে যথোপযুক্ত শুভাশুভ বিধান করিতেছেন। তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী তাবৎ চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রশাসন দ্বারা উপযুক্ত মত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

—

স্তোত্রং।

ওঁ নমস্তে সতে তজ্জগৎকারণায়।
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়॥
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং।
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং॥
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ।
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং॥
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং।
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামোবয়ন্ত্বাং ভজামঃ।
বয়ন্ত্বাং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ॥
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

—

প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

—

বিজ্ঞাপন

যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গালা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথমকল্প তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা	২০৲
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ	৫৲
বৃত্তি সহিত কঠাদি সপ্তোপনিষৎ	১৲
ব্রহ্মবিচার	।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ	॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৶০
ভূগোল	॥০
পদার্থ বিদ্যা	॥০
বর্ণমালা	৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	॥০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্যঅন্য বিষয়	॥০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড্	।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীতপুস্তক	।০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৶০
কঠোপনিষৎ	৶০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

৬ আষাঢ় রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে নিয়মিত মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
উপাচার্য্য।

অশুদ্ধ শোধন

এতৎ সংখ্যক পত্রিকার ২৩ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় স্তম্ভে ১৮ ও ২৩ পংক্তিতে যে 'স্বরূপ' শব্দ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে 'বেধ' শব্দ হইবেক। এবং ২৮ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় স্তম্ভে ৫ পংক্তিতে যে 'অ ক জ দ থ হ' আছে, তাহার পরিবর্ত্তে 'অ ক জ দ থ ই' হইবেক।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা॥
২০ জ্যৈষ্ঠ শক ১৭৬৮ কলিকাতা ৫৯২৯।
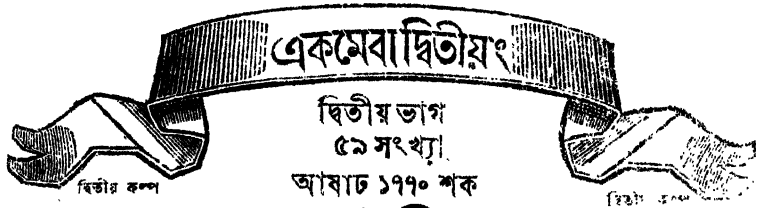
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্রাপরাঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃসামবেদোথর্ব্ববেদঃশিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য তৃতীয়ানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

মধুচ্ছন্দাঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৯১

১ গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোর্চ্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে।

১ হে 'শতক্রতো' বহুপ্রজ্ঞ ইন্দ্র 'গায়ত্রিণঃ' উদ্গাতারঃ 'ত্বা' ত্বাং 'গায়ন্তি' 'অর্কিণঃ' অর্চ্চনহেতুমন্ত্রযুক্তাঃ হোতারঃ 'অর্কং' অর্চ্চনীয়ং ত্বাং 'অর্চ্চন্তি' অর্চ্চয়ন্তি। 'ব্রহ্মাণঃ' ব্রাহ্মণাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'উৎ যেমিরে' উদযমিরে উন্নতিং প্রাপয়ন্তি 'বংশং ইব' যথা সম্মার্গবর্ত্তিনঃ স্বকীয়ং বংশং উন্নতং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ।

১ হে শতক্রতু ইন্দ্র! উদ্গাতারা তোমার গান করে এবং অর্চ্চনীয় যে তুমি তোমাকে হোতারা অর্চ্চনা করে এবং ব্রাহ্মণেরা স্বীয় বংশের ন্যায় তোমাকে উন্নত করে।

৯২

২ যৎ সানোঃ সানুমারুহৎ ভূর্য্যস্পষ্ট কর্ত্ত্বং। তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি।

২ 'যৎ' যদা যজমানঃ সমিদাদ্যাহরণায় 'সানোঃ' একস্মাৎ পর্ব্বতশিখরাৎ 'সানুং' অপরং শিখরং 'আরুহৎ' আরোহতি তথা 'ভূরি' প্রভূতং 'কর্ত্ত্বং' সোমযাগরূপং কর্ম্ম 'অস্পষ্ট' স্পৃশতি উপক্রামতি 'তৎ' তদা 'বৃষ্ণিঃ' কামানাং বর্ষিতা পূরয়িতা 'ইন্দ্রঃ' 'অর্থং' যজমানস্য প্রয়োজনং 'চেততি' জানাতি জ্ঞাত্বা চ 'যূথেন' মরুদ্গণেন সহ 'এজতি' যজ্ঞভূমিমাগন্তুং উদযুক্তোভবতি।

২ যে কালে যজমান সমিদাদি আহরণের নিমিত্তে পর্ব্বতের এক শিখর হইতে অন্য শিখরে আরোহণ করে বা সোমযাগ রূপ ভূরি কর্ম্ম আরম্ভ করে, তৎকালে কামনার বর্ষণ কর্ত্তা ইন্দ্র যজমানের প্রয়োজন জানেন এবং মরুদ্গণের সহিত যজ্ঞ স্থানে আগমন করিতে উদ্যুক্ত হয়েন।

৯৩

৩ যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা। অথা নইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিঞ্চর।

৩ হে 'সোমপাঃ' সোমপানযুক্ত 'ইন্দ্র' 'কেশিনা' কেশিনৌ স্কন্ধপ্রদেশে লম্বমানকেশযুক্তৌ 'বৃষণা' বৃষণৌ যুবানৌ 'কক্ষ্যপ্রা' কক্ষ্যাপ্রৌ উদরবন্ধনরজ্জুপূরকৌ পুষ্টাঙ্গৌ 'হরী' অশ্বৌ 'হি' সর্ব্বথা 'যুক্ষ্ব' রথে সংযোজয়। 'অথা' অথ অনন্তরং 'নঃ' অস্মদীয়ানাং 'গিরাং' স্তুতীনাং 'শ্রুতিং' শ্রবণমুদ্দিশ্য 'উপ' সমীপে 'চর' গচ্ছ।

৩ দীর্ঘ কেশ যুক্ত ও যুবা এবং পুষ্টাঙ্গ তোমার অশ্বদ্বয়কে হে সোমপা ইন্দ্র! রথে

সংযোগ কর এবং আমারদিগের স্তুতি শ্রবণ করিবার নিমিত্তে সমীপে আগমন কর ।

১৪

৪ এহি স্তোমাঁ অভি স্বরাভি গৃণীহ্যা রুব। ব্রহ্ম চ নোবসো সচেন্দ্র যজ্ঞঞ্চ বর্দ্ধয় ।

৪ হে 'বসো' নিবাসকারণ 'ইন্দ্র' 'এহি' অস্মিন্ যজ্ঞে আগচ্ছ আগত্য 'স্তোমা' স্তোমান্ উদ্গাতৃপ্রযুক্তানি স্তোত্রাণি 'অভি' অভিলক্ষ্য 'স্বর' প্রশংসা শব্দং কুরু তথা আধ্বর্য্যবং কর্ম্ম 'অভি' অভিলক্ষ্য 'গৃণীহি' প্রশংসারূপং শব্দং কুরু তথা হোতৃ [illegible] শস্ত্রাণি 'আ' আভিমুখ্যেন 'রুব' কুহি প্রশংসারূপং শব্দং কুরু [illegible] সর্ব্বানুজ্ঞাঃ প্রশংসে [illegible]। ততঃ নঃ অস্মাকং 'ব্রহ্ম' অন্নং 'চ' 'যজ্ঞং' [illegible] 'সচা' সহ 'বর্দ্ধয়' প্রবৃদ্ধং কুরু।

৪ হে নিবাস কারণ ইন্দ্র! এই যজ্ঞে আগমন কর এবং উদ্গাতার স্তোম সকলকে লক্ষ্য করিয়া প্রশংসা কর ও অধ্বর্য্যুর কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া প্রশংসা কর ও হোতার স্তোম সকলকে লক্ষ্য করিয়া প্রশংসা কর এবং অন্নের সহিত আমারদিগের যজ্ঞকে বৃদ্ধি কর ।

১৫

৫ উকথমিন্দ্রায় শংস্যং বর্দ্ধনং পুরুনিষ্যিধে। শক্রোযথা সুতেষু ণোরারণৎ সখ্যেষু চ ।

৫ [illegible] ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মাকং 'সুতেষু' পুত্রেষু 'সখ্যেষু' সখিত্বেষু 'চ' 'যথা' যেনপ্রকারেণ [illegible] প্রশংসাং তথা অস্মাভিঃ 'পুরু-[illegible]' [illegible] 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং [illegible] বৃদ্ধিসাধনং [illegible] 'উক্থং' শস্ত্রং 'শংস্যং' শংসনীয়ং।

৫ যে প্রকারে ইন্দ্র আমারদিগের পুত্র সকল ও মিত্রতা সকলকে প্রশংসা করেন, [illegible] শত্রু নিরোধকারি ইন্দ্রের নিমিত্তে বৃদ্ধি সাধন স্তোত্রকে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য ।

১৬

৬ তমিৎ সখিত্বঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্য্যে। সশক্র উত নঃ শকদিন্দ্রোবসু দযমানঃ ।১।১।১৭।

৬ 'সখিত্বে' সখ্যনিমিত্তং 'তং' ইন্দ্রং 'ইৎ' এব বয়ং 'ঈমহে' প্রাপ্নুমঃ তথা 'রায়ে' ধনার্থং 'তং' ঈমহে তথা 'সুবীর্য্যে' শোভন সামর্থ্যনিমিত্তং 'তং' ঈমহে। 'উত' অপিচ 'শক্রঃ' শক্তিমান্ 'সঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মভ্যং 'বসু' ধনং 'দযমানঃ' প্রযচ্ছন সন 'শকৎ' অশকৎ অস্মদীয়রক্ষণে শক্তোঽভূৎ ।১।১।১৭।

৬ মিত্রতার নিমিত্তে ও ধনের নিমিত্তে এবং সামর্থ্যের নিমিত্তে আমরা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হই। শক্তিমান্ সেই ইন্দ্র ধন প্রদান করত আমারদিগকে রক্ষা করিতে শক্ত হইয়াছেন ।১।১।১৭।

১৭

৭ সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্যশঃ। গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ ।

৭ হে 'ইন্দ্র' 'সুবিবৃতং' সুষ্ঠুপ্রসৃতং 'সুনিরজং' সুখেন প্রাপ্তুং শক্যং 'যশঃ' অন্নং 'ত্বাদাতং' ত্বয়া শোধিতং সম্পন্নং 'ইৎ' এব। হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্ [illegible] 'গবাং' 'ব্রজং' নিবাসস্থানং 'অপ-বৃধি' অপবৃধি উদ্ঘাটিতদ্বারং কুরু তথা 'রাধঃ' ধনং 'কৃণুষ্ব' সম্পাদয়।

৭ হে ইন্দ্র অনায়াস লভ্য সুবিস্তৃত যে অন্ন তাহা তোমার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে । হে বজ্র যুক্ত ইন্দ্র গো সকলের বাস স্থানের দ্বার মুক্ত কর, এবং আমারদিগের ধন সম্পন্ন কর ।

১৮

৮ নহি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ। জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সংগা অস্মভ্যং ধূনুহি ।

৮ হে ইন্দ্র 'ঋঘায়মাণং' শত্রুবধং কুর্ব্বাণং 'ত্বা' ত্বাং 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'উভে' 'হি' অপি 'ন' 'ইন্বতঃ' সমর্থে তদীয়ং মহিমানং ব্যাপ্তুং ন শক্নোতইত্যর্থঃ। তাদৃশস্ত্বং 'স্বর্বতীঃ' স্বর্গস্থাঃ 'অপঃ' জলানি 'জেষঃ' প্রেরয় কিঞ্চ 'অস্মভ্যং' গাঃ' 'সং-ধূনুহি' সম্যক্ প্রেরয়।

৮ হে ইন্দ্র! শত্রু বধকারি যে তুমি তোমার মহিমাকে স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়েই ব্যাপ্ত করিতে সমর্থ হয় না, তুমি স্বর্গস্থ জল প্রেরণ কর এবং আমারদিগের প্রতি গো সকলকে প্রেরণ কর ।

৯৯

৯ আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ্ব মে গিরঃ। ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরং।

৯ হে 'আশ্রুৎকর্ণ' সর্ব্বতঃ শ্রোতারৌ কর্ণৌ যস্য তাদৃশ 'ইন্দ্র' 'নূ' নু ক্ষিপ্রং 'হবং' আহ্বানং 'শ্রুধী' শৃণু তথা 'মে' মম 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'চিৎ' অপি 'দধিষ্ব' ধারয় চিত্তে হে 'ইন্দ্র' 'মম' মদীয়ং 'ইমং' 'স্তোমং' স্তোত্রং 'যুজঃ' মৎসখ্যুঃ 'চিৎ' অপি 'অন্তরং' আসন্নং 'কৃষ্বা' কুরু কুরু।

৯ হে সর্ব্বশ্রোতা ইন্দ্র শীঘ্র আমার আহ্বানকে শ্রবণ কর এবং স্তুতি সকলকে চিত্তে ধারণ কর। হে ইন্দ্র আমার এই স্তোত্রকে তোমার সখার নিকটস্থ কর।

১০০

১০ বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং। বৃষন্তমস্য হূমহ ঊতিং সহস্রসাতমাং।

১০ হে ইন্দ্র 'বৃষন্তমং' কামানাং বর্ষিতারং 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'হবনশ্রুতং' আহ্বানস্য শ্রোতারং 'ত্বা' ত্বাং 'বিদ্মা' বিদ্মঃ জানীমঃ 'হি' খলু তথা 'বৃষন্তমস্য' কামানাং বর্ষিতুঃ তব 'সহস্রসাতমাং' সহস্রাণাং দাত্রীং 'ঊতিং' অস্মদ্রক্ষাং উদ্দিশ্য তাং 'হূমহে' আহ্বয়ামঃ।

১০ হে ইন্দ্র! কামনার প্রেরক ও যুদ্ধকালে আহ্বানের শ্রোতা যে তুমি তোমাকে আমরা জানি, আর তোমার সহস্রশঃ ধনদাত্রী যে আমারদিগের রক্ষা তাহাকে আহ্বান করি।

১০১

১১ আ নূ নইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব। নব্যমায়ুঃ প্রসূতির কৃধী সহস্রসামৃষিং।

১১ হে 'ইন্দ্র' 'নূ' নু ক্ষিপ্রং 'নঃ' অস্মান্ প্রতি 'আ' আগচ্ছ। হে 'কৌশিক' ইন্দ্র 'মন্দসানঃ' হৃষ্টঃ সন্ 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'পিব'। 'নব্যং' সর্ব্বৈঃ স্তুত্যং 'আয়ুঃ' 'প্রসূতির' প্রকর্ষেণ কুরু বর্দ্ধয় তথা মাং 'সহস্রসাং' সহস্রসংখ্যাকলাভোপেতং 'ঋষিং' অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টারং 'কৃধী' কুরু।

১১ হে ইন্দ্র শীঘ্র আমারদিগের প্রতি আগমন কর। হে কৌশিক* হৃষ্ট হইয়া অভিষুত সোম পান কর ও সকলের স্তুত্য আয়ুকে প্রকৃষ্ট রূপে বৃদ্ধি কর এবং আমাকে সহস্র লাভ রূপ অতীন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা কর।

১০২

১২ পরি ত্বা গির্বণো গিরইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ। বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়োজুষ্টাভবন্তু জুষ্টয়ঃ ॥১।১।২০॥

১২ হে 'গির্ব্বণঃ' স্তুতিভাক্ ইন্দ্র 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রযুজ্যমানাঃ 'ইমাঃ' 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ 'ত্বা' ত্বাং 'পরি' সর্ব্বতঃ 'ভবন্তু' প্রাপ্নুবন্তু। এতাঃ গিরঃ 'বৃদ্ধায়ুং' প্রবৃদ্ধেন আয়ুষ্যেন উপেতং ত্বাং 'অনু' অনুসৃত্য 'বৃদ্ধয়ঃ' বর্দ্ধমানাঃ ভবন্তু তথা 'জুষ্টাঃ' ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যঃ 'জুষ্টয়ঃ' তব প্রীতিহেতবো ভবন্তু। ১। ১। ২০।

১২ হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! সকল কর্ম্মে প্রযুজ্যমান এই স্তুতি সকল সর্ব্বতোভাবে তোমাকে প্রাপ্ত হউক। বৃদ্ধায়ু যেরূপ তুমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া এই স্তুতি সকল বৃদ্ধি হউক এবং তোমা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া তোমার প্রীতি হেতু হউক। ১। ১। ২০।

চতুর্থং সূক্তং

জেতাঋষিঃ† অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ

ইন্দ্রোদেবতা

১০৩

১ ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ সমুদ্রব্যচসং গিরঃ। রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিং।

১ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ 'সমুদ্রব্যচসং' সমুদ্রবদ্ব্যাপ্তবন্তং 'রথীনাং' রথযুক্তানাং মধ্যে 'রথীতমং' 'বাজানাং' অন্নানাং 'পতিং' পালকং 'সৎপতিং' সতাং রক্ষকং 'ইন্দ্রং' 'অবীবৃধন্' বর্দ্ধিতবত্যঃ।

---

* ইন্দ্রের নাম।

† জেতা ঋষি মধুচ্ছন্দা ঋষির পুত্র।

করিয়াছি, হে স্তবনীয় ইন্দ্র! ঋত্বিক্ সকল তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার ধন দানকে জানিতেছেন।

১০৯

৭ মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ। বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির।

৭ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'মায়িনং' কপটোপেতং 'শুষ্ণং' [illegible] অসুরং 'মায়াভিঃ' ছদ্মৈঃ 'অবাতিরঃ' [illegible] 'মেধিরাঃ' মেধাবিনঃ 'তস্য' [illegible] 'তে' তব মহিমানং 'বিদুঃ' [illegible] জানন্তি 'শ্রবাংসি' অন্নানি 'উত্তির' বর্দ্ধয়।

৭ হে ইন্দ্র! মায়াবী শুষ্ণ নামক অসুরকে তুমি ছল করিয়া সংহার করিয়াছ, যে মেধাবিরা সেই তোমার মহিমাকে জানেন তাঁহারদিগের অন্নকে বৃদ্ধি কর।

১১০

৮ ইন্দ্রমীশানমোজসাভিস্তোমা অনূষত। সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ॥১॥১॥২১॥

৮ [illegible] ইন্দ্রস্য 'রাতয়ঃ' ধনদানানি 'সহস্রং' [illegible] 'উত বা' অথবা 'ভূয়সীঃ' ভূয়স্যঃ [illegible] অপি 'সন্তি' 'ঈশানং' জগন্নিয়ামকং তং 'ইন্দ্রং' [illegible] 'স্তোতারঃ' 'ওজসা' বলেন 'অভি-অনূষত' [illegible]॥১॥১॥২১॥

৮ যাঁহার ধন দান সহস্র সংখ্যক এবং তাহা হইতেও অধিক সেই জগতের ঈশান ইন্দ্রকে স্তোতা সকল বলের সহিত স্তব করেন॥১॥১॥২১॥

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্থানুবাকে প্রথমং সূক্তং

মেধাতিথির্ঋষিঃ* গায়ত্রংছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা

১১১

১ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং।

১ 'দূতং' দেবানাং [illegible] 'হোতারং' [illegible] 'বিশ্ববেদসং' [illegible] 'অস্য' [illegible] 'যজ্ঞস্য' 'সুক্রতুং' [illegible] 'অগ্নিং' 'বৃণীমহে' [illegible]।

১ দেবতাদিগের হবির্বাহক দূত [illegible] আহ্বান কর্ত্তা সর্ব্বধন যুক্ত এবং এই যজ্ঞের নিষ্পাদকত্বরূপে শোভন প্রজ্ঞ অগ্নিকে আমরা বরণ করি।

১১২

২ অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্পতিং। হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ং।

২ 'বিশ্পতিং' বিট্পতিং প্রজাপালকং 'হব্যবাহং' হবিষোবোঢারং 'পুরুপ্রিয়ং' বহূনাং প্রীত্যাস্পদং 'অগ্নিং অগ্নিং' প্রযোগভেদাৎ বর্ত্তমানং অগ্নিং [illegible] 'আহ্বানকরণৈর্মন্ত্রৈঃ' 'সদা' 'হবন্ত' আহ্বয়ন্তি যজমানাঃ।

২ প্রজা পালক, হবি বাহক, বহু প্রিয় ও কর্ম্ম ভেদে প্রতি অগ্নিকে যজমানেরা মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা আহ্বান করেন।

১১৩

৩ অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে। অসি হোতা ন ঈড্যঃ।

৩ হে 'অগ্নে' 'জজ্ঞানঃ' অরণ্যুৎপন্নঃ ত্বং 'ঈড্যঃ' স্তুত্যঃ 'নঃ' অস্মদর্থং 'হোতা' দেবানাং আহ্বাতা অসি' অতঃ 'ইহ' যজ্ঞে 'বৃক্তবর্হিষে' বৃক্তেন ছিন্নেন বর্হিষা যুক্তায় যজমানায় অনুগ্রহার্থং 'দেবাঁ' দেবান্ 'আবহ' আহ্বানং কুরু।

৩ হে অগ্নি! তুমি অরণি হইতে উৎপন্ন ও আমারদিগের নিমিত্তে দেবতা সকলের আহ্বান কর্ত্তা এবং স্তবনীয় হইয়াছ, অতএব ছিন্নকুশ যুক্ত যজমানের নিমিত্তে এই যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহ্বান কর।

* মেধাতিথি ঋষি কণ্বঋষির পুত্র।

১১৪

৪ তাঁ উশতো বিবোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যং। দেবৈরাসৎসি বর্হিষি।

৪ হে 'অগ্নে' 'যৎ' যস্মাৎ 'দূত্যং' দেবানাং দূতকর্ম্ম 'যাসি' প্রাপ্নোষি তস্মাৎ 'উশতঃ' হবিঃকাময়মানান্ 'তাঁ' তান্ দেবান্ 'বিবোধয়' জাগরয় তথা 'দেবৈঃ' সহ 'বর্হিষি' 'আসৎসি' আসীদ।

৪ হে অগ্নি! যেহেতু তুমি দেবতাদিগের দূত কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই হেতু হবিকামনা বিশিষ্ট সেই দেবতাদিগকে এই যজ্ঞে জাগ্রত কর এবং তাঁহারদিগের সহিত কুশাসনে উপবেশন কর।

১১৫

৫ ঘৃতাহবন দীদিবঃ প্রতি ষ্ম রিষতো দহ। অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ।

৫ হে 'ঘৃতাহবন' ঘৃতেনাহূয়মান হে 'দীদিবঃ' দীপ্যমান হে 'অগ্নে' 'ত্বং' প্রতিষ্ম প্রতিস্ম প্রতি প্রতিকূলান্ 'রিষতঃ' হিংসকান্ 'রক্ষস্বিনঃ' রাক্ষসসহিতান্ 'দহ' ভস্মীকুরু।

৫ হে ঘৃত দ্বারা আহূয়মান, দীপ্যমান, অগ্নি! আমারদিগের প্রতিকূল হিংসক সকলকে রাক্ষসের সহিত দাহ কর।

১১৬

৬ অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাট্ জুহ্বাস্যঃ ।১।১।২২।

৬ 'কবিঃ' মেধাবী 'গৃহপতিঃ' গৃহপালকঃ 'যুবা' 'হব্যবাট্' হবিষাং বোঢ়া 'জুহ্বাস্যঃ' জুহূরূপেণ মুখেন যুক্তঃ আহবনীয়াখ্যঃ 'অগ্নিঃ' 'অগ্নিনা' গার্হপত্যাদানীতেন সহ 'সমিধ্যতে' সম্যক্ দীপ্যতে। ১।১।২২।

৬ মেধাবী, গৃহপালক, যুবা, হবির্বাহক এবং জুহূরূপ মুখ যুক্ত আহবনীয় অগ্নি, গার্হপত্য হইতে আনীত অগ্নির সহিত সম্যক্ দীপ্তিযুক্ত হইতেছে ।১।১।২২।

১১৭

৭ কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্মাণমধ্বরে। দেবমমীবচাতনং।

৭ হে স্তোতৃগণ ত্বং 'কবিং' মেধাবিনং 'সত্যধর্মাণং' সত্যবদনধর্ম্মেণ উপেতং 'দেবং' দ্যোতমানং 'অমীবচাতনং' অমীবানাং শত্রূণাং চাতনং নাশকং 'অগ্নিং' 'অধ্বরে' ক্রতৌ 'উপ' উপেত্য 'স্তুহি' স্তুতিং কুরু।

৭ যজ্ঞেতে উপস্থিত হইয়া, হে স্তোতা সকল! মেধাবী, সত্য ধর্ম্মযুক্ত, দীপ্তিমান্ শত্রু ঘাতক অগ্নিকে স্তব কর।

১১৮

৮ যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্য্যতি। তস্য স্ম প্রাবিতা ভব।

৮ হে 'অগ্নে' হে 'দেব' 'যঃ' 'হবিষ্পতিঃ' হবিষ্মান্ যজমানঃ দেবানাং 'দূতং' 'ত্বাং' 'সপর্য্যতি' পরিচরতি 'তস্য' যজমানস্য 'প্রাবিতা' রক্ষকঃ 'ভব স্ম' ভবস্ব ভব।

৮ হে অগ্নি দেবতা! দেবতাদিগের দূত যে তুমি তোমাকে যে যজমান পরিচর্য্যা করে তুমি তাহার রক্ষক হও।

১১৯

৯ যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি। তস্মৈ পাবক মৃড়য়।

৯ হে 'পাবক' শোধক অগ্নে 'যঃ' 'হবিষ্মান্' হবিষ্মান যজমানঃ 'দেববীতয়ে' দেবানাং হবির্ভক্ষণার্থং 'অগ্নিং' 'আবিবাসতি' বিশেষেণ পরিচর্য্যাং করোতি 'তস্মৈ' যজমানায় 'মৃড়য়' সুখয়।

৯ হে পাবক অগ্নি! যে যজমান দেবতাদিগের হবি ভক্ষণের নিমিত্তে অগ্নির বিশেষ পরিচর্য্যা করে তুমি তাহার সুখ বিধান কর।

১২০

১০ স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাঁ ইহাবহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ।

১০ হে 'পাবক' 'দীদিবঃ' দীপ্যমান 'অগ্নে' 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মদর্থং 'ইহ' যজ্ঞদেশে 'দেবান্' 'আবহ' আহ্বানং কুরু। তথা 'নঃ' অস্মদীয়ং 'যজ্ঞং' 'হবিঃ চ' 'উপ' দেবসমীপে প্রাপয়।

১০ হে পাবক দীপ্যমান অগ্নি! সেই তুমি আমারদিগের নিমিত্তে দেবতাদিগকে

এই যজ্ঞে আহ্বান কর এবং আমারদিগের যজ্ঞ ও হবি দেবতাদিগের নিকটে প্রাপ্ত করাও।

১২১

১১ সনঃ স্তবান আভর গায়ত্রেণ নবীয়সা। রয়িং বীরবতীমিষং।

১১ হে অগ্নে 'নবীয়সা' নবতরেণ 'গায়ত্রেণ' গায়ত্রীচ্ছন্দস্কেন অনেন সূক্তেন 'স্তবানঃ' স্তূয়মানঃ 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মদর্থং 'রয়িং' ধনং 'বীরবতীং' বীরপুরুষযুক্তাং 'ইষং' অন্নং চ 'আভর' সম্পাদয়।

১১ হে অগ্নি! নূতন তর এই গায়ত্রীচ্ছন্দ দ্বারা স্তূয়মান সেই তুমি আমারদিগের ধন ও বীর পুরুষ বিশিষ্ট অন্ন সম্পাদন কর।

১২২

১২ অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ। ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ ।১।১।২৩।

১২ হে 'অগ্নে' 'শুক্রেণ' শ্বেতবর্ণেন 'শোচিষা' দীপ্ত্যা বিশিষ্টঃ ত্বং 'বিশ্বাভিঃ' সর্বাভিঃ 'দেবহূতিভিঃ' দেবতাহ্বান সাধনৈঃ মন্ত্রৈঃ স্তুতঃ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'ইমং' 'স্তোমং' স্তোত্রং 'জুষস্ব' সেবস্ব।১।১।২৩।

১২ হে অগ্নি শুক্র জ্যোতি বিশিষ্ট এবং সকল দেবতাদিগের আহ্বানের মন্ত্র দ্বারা স্তুতা তুমি আমারদিগের এই স্তবকে স্বীকার কর।১।১।২৩।

দ্বিতীয়ং সূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ

সুসমিদ্ধনামাগ্নির্দেবতা

১২৩

১ সুসমিদ্ধো ন আবহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে। হোতঃ পাবক যক্ষি চ।

১ হে 'অগ্নে' 'সুসমিদ্ধঃ' সুষ্ঠুসম্যক্ দীপ্তঃ ত্বং 'নঃ' অস্মদীয়ায় 'হবিষ্মতে' যজমানায় অনুগ্রহার্থং 'দেবা' দেবান্ 'আবহ' আহ্বানং কুরু। হে 'পাবক' শোধক হে 'হোতঃ' হোমনিষ্পাদক অগ্নে 'যক্ষি' 'চ' যজ চ।

১ হে অগ্নি! সম্যক্ শোভন দীপ্তিমান্ তুমি আমারদিগের যজমানের [illegible] দেবতাদিগকে আহ্বান কর, হে পাবক [illegible] নিষ্পাদক অগ্নি! তুমি যজ্ঞ সম্পাদন কর।

তনূনপাংনামাগ্নির্দেবতা

১২৪

২ মধুমন্তং তনূনপাদ্যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা কৃণুহি বীতয়ে।

২ হে 'কবে' মেধাবিন্ অগ্নে 'তনূনপাৎ' [illegible] 'অদ্য' অদ্য 'নঃ' অস্মদীয়ং [illegible] 'যজ্ঞং' হবিঃ 'দেবেষু' [illegible] 'কৃণুহি' প্রাপয়।

২ হে মেধাবী অগ্নি! দেবতাদিগের ভক্ষণের নিমিত্তে সর্ব্ব শরীর দাহক তুমি অদ্য আমারদিগের মধু যুক্ত হবিকে তাঁহারদিগের নিকটে প্রাপ্ত করাও।

নরাশংসনামাগ্নির্দেবতা

১২৫

৩ নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন যজ্ঞ উপহ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতং।

৩ 'ইহ' দেবযজনদেশে 'অস্মিন্' প্রবর্তমানে 'যজ্ঞে' 'প্রিয়ং' দেবানাং প্রীতিহেতুং 'মধুজিহ্বং' মধুর [illegible] জিহ্বোপেতং 'হবিষ্কৃতং' হবিষো নিষ্পাদকং 'নরাশংসং' নরৈঃ শংসনীয়ং অগ্নিং 'উপহ্বয়ে' আহ্বয়ামি।

৩ মধুরভাষিজিহ্বাযুক্ত, দেবতাদিগের প্রিয়, হবি নিষ্পাদক, নরকর্তৃক স্তূয়মান, অগ্নিকে এই যজ্ঞে আহ্বান করি।

ঈড়িতনামাগ্নির্দেবতা

১২৬

৪ অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈড়িত আবহ। অসি হোতা মনুর্হিতঃ।

৪ হে 'অগ্নে' ত্বং 'ঈড়িতঃ' স্তুতঃ সন 'সুখতমে' সুখকরে 'রথে' 'দেবা' দেবান্ স্থাপয়িত্বা 'আবহ' আনয়। 'মনুর্হিতঃ' মনুষ্যৈঃ মন্ত্রেণ স্থাপিতঃ ত্বং 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা 'অসি' ভবসি।

৪ হে অগ্নি! তুমি স্তুত হইয়া সুখ জনক রথে দেবতাদিগকে আনয়ন কর। মন্ত্র দ্বারা স্থাপিত তুমি দেবতাদিগের হোতা রূপে নিযুক্ত আছ।

বর্হির্দ্দেবতা

১২৭

৫ স্তৃণীত বর্হিরানুষগ্ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ। যত্রামৃতস্য চক্ষণং।

৫ [illegible] মনীষিণঃ' বুদ্ধিমন্তঃ ঋত্বিজঃ 'আনুষক' অনুক্রমেণ পরস্পরসম্বদ্ধং 'ঘৃতপৃষ্ঠং' ঘৃতপূর্ণ [illegible] উপরি যস্য তাদৃশং 'বর্হিঃ' দর্ভং 'স্তৃণীত' [illegible] আচ্ছাদয়ত 'যত্র' বর্হিষি 'অমৃতস্য' [illegible] দর্শনং ভবতি।

৫ হে বুদ্ধিমান ঋত্বিক্ সকল! যে কুশ সকলের উপরে ঘৃতের দর্শন হয় এমত ঘৃতপূর্ণ [illegible] পাত্রের আধার স্বরূপ কুশ সকলকে যথাক্রমে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া বিস্তৃত কর।

দ্বারোদেবতা

১২৮

৬ বিশ্রয়ন্তামৃতাবৃধোদ্বারো দেবীরসশ্চতঃ। অদ্যা নূনং চ যষ্টবে। ১। ১। ২৪।

৬ [illegible] ঋতাবৃধঃ সত্যস্য বর্দ্ধয়িত্র্যঃ 'দেবীঃ' [illegible] 'অসশ্চতঃ' অসশ্চত্যঃ [illegible] [illegible] 'অদ্য' [illegible] [illegible] 'যষ্টবে' [illegible] 'বিশ্রয়ন্তাং' [illegible]

৬ হে ঋত্বিক্ সকল! সত্যের বৃদ্ধিকারী, দীপ্তিমান, প্রবিষ্ট পুরুষের সংস্পর্শ রহিত [illegible] দ্বার সকলকে যজ্ঞের নিমিত্তে [illegible] সেবা কর।

নক্তোষসা দেবতা

১২৯

৭ নক্তোষাসা সুপেশসাস্মিন্ যজ্ঞউপহ্বয়ে। ইদং নো বর্হিরাসদে।

৭ [illegible] 'অস্মিন্' 'ইদং' 'বর্হিঃ' [illegible] 'সুপেশসা' সুপেশসৌ [illegible] 'নক্তোষাসা' নক্তোষসৌ নক্তোষঃ [illegible] বর্হিমুখী [illegible] আহ্বয়ামি।

৭ আমারদিগের এই দর্ভ প্রাপ্তির নিমিত্তে রাত্রিকালের ও উষাকালের অভিমানী শোভন রূপ বিশিষ্ট দুই বহ্নি মূর্ত্তিকে এই যজ্ঞে আহ্বান করি।

হোতৃনামাগ্নির্দ্দেবতা

১৩০

৮ তা সুজিহ্বা উপহ্বয়ে হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং।

৮ 'সুজিহ্বা' সুজিহ্বৌ শোভন জিহ্বোপেতৌ 'হোতারা' হোতারৌ হোমনিষ্পাদকৌ 'দৈব্যা' দৈব্যৌ দেবসম্বন্ধিনৌ 'কবী' মেধাবিনৌ অগ্নী 'উপহ্বয়ে' আহ্বয়ামি 'তা' তৌ উভৌ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'ইমং' 'যজ্ঞং' 'যক্ষতাং' অনুতিষ্ঠতাং।

৮ শোভন জিহ্বাবিশিষ্ট, হোম নিষ্পাদক, দেব সম্বন্ধি, মেধাবী অগ্নিদ্বয়কে আমি আহ্বান করি। সেই উভয় অগ্নি আমারদিগের এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

ইড়াসরস্বতীমহীনামাগ্নয়োদেবতা

১৩১

৯ ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ।

৯ 'ময়োভুবঃ' সুখোৎপাদিকাঃ 'অস্রিধঃ' [illegible] 'দেবীঃ' দেব্যঃ দীপ্যমানাঃ 'ইড়া' [illegible] 'তিস্রঃ' বহ্নিমূর্ত্তয়ঃ 'বর্হিঃ' [illegible] দর্ভং 'সীদন্তু' প্রাপ্নুবন্তু।

৯ সুখোৎপাদক, ক্ষয় রহিত, দীপ্তিমান যে ইড়া, সরস্বতী, মহী, তিন বহ্নি মূর্ত্তি, তাঁহারা এই আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেসন করুন।

ত্বষ্টৃ নামাগ্নির্দ্দেবতা

১৩২

১০ ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে। অস্মাকমস্তু কেবলঃ।

১০ 'অগ্রিয়ং' শ্রেষ্ঠং 'বিশ্বরূপং' বহুবিধরূপোপেতং 'ত্বষ্টারং' ত্বষ্টনামকং অগ্নিং 'ইহ' কর্ম্মণি 'উপহ্বয়ে' আহ্বয়ামি। সঃ অস্মাকং 'কেবলঃ' অসাধারণঃ 'অস্তু'।

১০ শ্রেষ্ঠ ও বহুরূপবিশিষ্ট ত্বষ্টা নামক অগ্নিকে এই কর্ম্মে আহ্বান করি, তিনি কেবল আমারদিগেরই হউন।

বনস্পতিনামাগ্নির্দেবতা

১৩৩

১১ অবসৃজা বনস্পতে দেব দে-
বেভ্যোহবিঃ। প্রদাতুরস্তুচেতনং।

১১ হে 'বনস্পতে' বনস্পতিনামাগ্নে হে 'দেব' 'দেবেভ্যঃ' 'হবিঃ' 'অবসৃজ' অবসৃজ সমর্পয়। 'প্রদাতুঃ' যজমানস্য 'চেতনং' বিজ্ঞানং 'অস্তু' ভবতু [illegible]।

১১ হে বনস্পতি নামক অগ্নি দেবতা! দেবতাদিগকে হবি সমর্পণ কর, তোমার প্রসাদাৎ হবি দাতা যজমানের জ্ঞান হউক।

স্বাহানামাগ্নির্দেবতা

১৩৪

১২ স্বাহাযজ্ঞং কৃণোতনেন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে। তত্র দেবাঁ উপহ্বয়ে ।১।১।১৪।

[illegible] এতত্রন্দ্রো [illegible] দেবান [illegible] ১।১।১৪।

১২ হে ঋত্বিক্ সকল! ইন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্তে যজমানের গৃহে স্বাহা নামক অগ্নিদ্বারা নিষ্পন্ন হয় যে যজ্ঞ তাহা কর, সেই যজ্ঞে আমি দেবতাদিগকে আহ্বান করি ।১।১।১৪।

বিষ্ণু অবতার

বুদ্ধ

পুরাকালে দেবাসুরের যুদ্ধেতে দেবগণ পরাস্ত হইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রতীরে গমন পূর্ব্বক ভগবানের স্তব করিলেন। গরুড়াসীন বিষ্ণু স্তবে তুষ্ট হইয়া শঙ্খ চক্র গদাধর রূপে তাঁহারদিগকে দর্শন দিলেন। তখন দেবতারা সকলে যুগপৎ প্রণিপাত পুরঃসর স্তুতি করিতে লাগিলেন "হে নাথ! তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, প্রসন্ন হও, দৈত্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। তাহারা ত্রিলোক জয় করিয়াছে ও আমারদিগের যজ্ঞ ভাগ হরণ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা স্বধর্ম্মে রত, বেদমার্গের অনুগামী, এবং [illegible], অতএব তাহারদিগের নাশ করিতে [illegible] দিগের সামর্থ নাই। [illegible] কোন উপায় বিধান কর যে আমরা [illegible] নাশ করিতে সক্ষম হই।"

দেবগণের প্রার্থনা শ্রবণানন্তর [illegible] আপনার শরীর হইতে মায়ামোহকে [illegible] করিয়া কহিলেন যে "এই মায়ামোহ দৈত্য-দিগকে মুগ্ধ করিবেক, এবং তদ্দ্বারা তাহারা বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত [illegible] যোগ্য হইবেক। দেব দৈত্য প্রভৃতি [illegible] ব্রহ্মার অধিকারের বিরোধী হয়, তাহারা [illegible] কলেই বিশ্বপালক যে আমি আমার বাধ্য। অতএব ভয় নাই, তোমরা এই মায়ামোহকে অগ্রসর করিয়া গমন কর; হে দেবগণ! ইহাঁর দ্বারা তোমারদিগের বহু উপকার হইবে।"

মায়ামোহ দেবগণের সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়া দেখিলেন যে নর্ম্মদা নদীতীরে মহা মহা দৈত্য সকল তপস্যা করিতেছে। অনন্তর তিনি বিবস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক, ও বর্হিপত্র * ধারী হইয়া তাহারদিগের নিকটে গমন পূর্ব্বক মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে দৈত্যপতি সকল! ঐহিক বা পারত্রিক কি ফল কামনায় তোমারা তপস্যা করিতেছ?" অসুরেরা কহিলেক "পারত্রিক ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমরা তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু ইহাতে তোমার জিজ্ঞাস্য কি?" মায়ামোহ কহিলেন "যদি মুক্তি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে আমার বাক্য গ্রহণ কর। আমি তোমারদিগকে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিব, তাহা অবারিত মুক্তিদ্বার স্বরূপ এবং তোমরাই তাহার উপযুক্ত পাত্র। এই বিমুক্তি জনক ধর্ম্মের পর আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহার অনুগামী হইলে স্বর্গ কিম্বা মুক্তি লাভ করিবে। হে মহাবল দৈত্য সকল! তোমরাই এ পরম ধর্ম্মের যোগ্য।" এবম্প্রকার বহুবিধ প্রলোভ বাক্যোপন্যাস এবং "ইহা

---

* বর্হিপত্র শব্দের অর্থ ময়ূর পুচ্ছ। জৈন উদাসীনেরা সঙ্গেতে বর্হিপত্র বহন করে।

খ্যান আছে। দিবোদাস নামে এক জন পরম ধার্ম্মিক সূর্য্য বংশীয় রাজা কাশী অধিকার করেন, তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রজা সকল পরম ধার্ম্মিক ছিল ও পরম সুখে বাস করিতেছিল। তাঁহার একান্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া দেবতাদিগের শঙ্কা হইল কি জানি দিবোদাস ধর্ম্মবলে প্রবল হইয়া কালক্রমে তাঁহারদিগকে অধিকারচ্যুত করেন। মহাদেবও কাশী বিচ্ছেদে অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। কিন্তু দিবোদাসের ধর্ম্ম ক্ষয় ব্যতীত তাঁহার অনিষ্ট করিতে কাহার সাধ্য? অতএব অনেক চেষ্টার পরে মহাদেবের প্রার্থনানুসারে বিষ্ণু তাঁহাকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বয়ং বুদ্ধ রূপ ধারণ করিলেন, গরুড় পুণ্যকীর্ত্তি নামে তাঁহার শিষ্য হইলেন, এবং লক্ষ্মী বিজ্ঞান কৌমুদী নামে পরিব্রাজিকা রূপ গ্রহণ করিলেন। শিষ্য পুণ্যকীর্ত্তি গুরুদেব বুদ্ধের নিকট উপদিষ্ট হইয়া কাশী মধ্যে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, এবং বিজ্ঞান কৌমুদীও কাশীস্থিত স্ত্রীদিগকে স্বকীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে দিবোদাসের প্রজারা মোহিত হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইতে লাগিল, এবং পুরী মধ্যে বিধর্ম্মের প্রবলতা প্রযুক্ত তিনি স্বয়ং ক্ষুব্ধ ও নির্ব্বীর্য্য হইলেন *।

ত্রিপুরাসুরের বধে এতাদৃশ অন্য এক উপাখ্যান আছে যে বিষ্ণু আপনার শরীর হইতে মায়ী নামে এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন, এবং দৈত্যদিগের মোহনার্থ সম্মোহন শাস্ত্র কল্পনা করিয়া তাঁহাকে উপদেশ করিলেন। মায়ী সেই শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা অসুরদিগকে মুগ্ধ করিলেন। অসুরেরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বীর্য্য হীন হইল, ও মহাদেবের দ্বারা হত হইল†। ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে‡ এই ত্রিপুরাসুর বধ ঘটিত বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন তাহার প্রথমস্কন্ধে গয়াপ্রদেশে বিষ্ণুর বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হইবার আর এক প্রসঙ্গ আছে*।

এবম্প্রকার এদেশীয় পুরাণ সকলে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকার করিয়াছেন, এবং লোক সকলকে কুপথগামী করাই তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে পরম উপাস্য রূপে এবং তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মকেই পরম পুরুষার্থের কারণ রূপে বিশ্বাস করে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ ও বৌদ্ধদিগের উপাস্য বুদ্ধ এ উভয়ের পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। ইহারদিগের প্রত্যেকের বৃত্তান্ত ভিন্ন মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাবৎ কালই ভিন্ন রহিয়াছে কোন কালে তাহার ঐক্য হয় নাই¶। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ অভিপ্রায় কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? যখন উভয় শাস্ত্রে মতপ্রচারক বুদ্ধ শুদ্ধোদনের পুত্র রূপে ব্যক্ত আছেন, যখন বিষ্ণুপুরাণে বৌদ্ধদিগের বিশেষ বিশেষ মতের নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন জৈন ও বৌদ্ধের উপাধি অর্হত শব্দ পর্য্যন্ত তাহাতে প্রাপ্ত হইতেছে, তখন বৌদ্ধদিগের উপাস্য বুদ্ধ

---

* কাশীখণ্ডে ৫৮ অধ্যায়ে। কিন্তু ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের লক্ষণ এবং আচারের নিয়ম, আছে তাহা বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের মত নহে

† লিঙ্গপুরাণে ৭০ অধ্যায়ে।

‡ ৭ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে।

* ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধোনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥
৩ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোক।

তদনন্তর কলিপ্রবৃত্ত হইলে অসুরদিগের মোহনার্থ বিষ্ণু গয়াপ্রদেশে অঞ্জন পুত্র বুদ্ধ রূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষ মধ্যে মগধ প্রদেশেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রথম প্রচার হয়, এবং মোগোল ও চীনাদি জাতীয় লোকেরা মগধকেই গৌতম বুদ্ধের জন্ম স্থান বলিয়া জানে। ভাগবতে বুদ্ধকে অঞ্জনের পুত্র বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের ইতিহাস গ্রন্থ মহাবংশ অনুসারে অঞ্জনের কন্যা মায়ার গর্ভে শুদ্ধোদনের ঔরসে বুদ্ধের জন্ম হয়। যদিও 'বুদ্ধোনাম্নাঞ্জনসুতঃ' এই বাক্যের 'আঞ্জনসুতঃ' পদের ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'বুদ্ধ আঞ্জনের দৌহিত্র' এই অর্থ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু এতদ্রূপ কুটার্থ ভাগবত কর্ত্তার অভিপ্রেত না হইবেক।

¶ Vans Kennedy in his Ancient and Hindu mythology.

ও বিষ্ণু অবতার বুদ্ধ এ উভয়ের যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের বেদে বিশ্বাস নাই অথচ তাহারদিগের ধর্ম্মের সহিত বেদানুবর্ত্তী হিন্দু ধর্ম্মের যে কোন কালে ঐক্য ছিল, ইহাও সম্ভব বোধ হয় না। বাস্তবিক ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে সর্ব্বাগ্রে হিন্দু ধর্ম্ম প্রবল ছিল, তদনন্তর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়, এবং লোক সকলকে তাহাতে বিমুখ রাখিবার নিমিত্তে পুরাণাদিতে এরূপ আখ্যান সকল রচিত হইয়াছে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কেবল মোহের নিমিত্ত, দেবতাদিগের অনিষ্টকারী ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণু স্বয়ং বুদ্ধ রূপে এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি তাহা অবলম্বন করিবে সেই নরক গামী হইবে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে যে ভিন্ন প্রকার প্রসঙ্গ আছে,তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার সম্বন্ধীয় ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ মধ্যে মগধ দেশে প্রথমত বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি হয়, এবং অনেক জাতির মতে সেই স্থানেই বুদ্ধের জন্ম হয়; তদনুসারে ভাগবতে গয়াপ্রদেশে বুদ্ধের জন্ম হইবার আখ্যান আছে।গোতম প্রথমত বারাণসীতে ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্তে ভ্রমণ করেন,এবংসেই কাশী ধামে জৈনদিগের তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের জন্ম হয়; তদনুসারে কাশীখণ্ডে কাশীরাজ দিবোদাসের উপাখ্যান দৃষ্ট হইতেছে। ৮০০। ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে গুর্জ্জরাদি পশ্চিম দক্ষিণ প্রদেশে জৈনধর্ম্ম প্রবল রূপে প্রচলিত হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণ অনুসারেও মায়ামোহ নর্ম্মদা তটে দৈত্যদিগকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করেন। অতএব প্রতীত হইতেছে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের কোন কোন যথার্থ প্রসঙ্গ পুরাণে পৌরাণিক ভাবে বিবৃত আছে এবং লোক সকলকে তাহাতে বিমুখ রাখিবার উপায় স্বরূপ এই প্রকার উপাখ্যান রচিত হইয়াছে যে দৈত্যদিগের * বা মনুষ্যদিগের মোহ উৎপত্তির নিমিত্তে বিষ্ণু স্বয়ং বুদ্ধ রূপে এই ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন *।

পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর বুদ্ধ অবতার যখন দৈত্যদিগের মোহের নিমিত্তে হইয়াছিল, তখন হিন্দু শাস্ত্রাবলম্বী ব্যক্তির যে বৌদ্ধমতে বুদ্ধের উপাসনা করিতেন ইহা সম্ভব নহে। যদিও মহারাষ্ট্র দেশ ও কর্ণাট গুর্জ্জরাদি দেশেও বৈষ্ণববীর বাবিঠল ভক্ত নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী লোকেরা আপনারদিগকে বিষ্ণুর নবম অবতারের উপাসক বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে মোহের কারণ বলে না। এই অবতারের এক নাম পাণ্ডুরঙ্গ। মহারাষ্ট্র ভাষায় এই সম্প্রদায়ের ভক্তবিজয় নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে পাণ্ডুরঙ্গ শুদ্ধ বুদ্ধ নামে উক্ত হইয়াছেন; মহাবংশ অনুসারে বুদ্ধেরও এক নাম সুশুদ্ধ সম্বুদ্ধ। বৈষ্ণব বীরেরা যে বিষ্ণুর বুদ্ধ অবতারকে লোকের মোহ জনক রূপে স্বীকার না করিয়া পৃথিবীর মঙ্গল দায়ক জ্ঞান করে, তাহা সেই ভক্তবিজয়ের এই পশ্চাৎ উদ্ধৃত আখ্যান দ্বারা সম্যক্ বোধ হইতেছে। কলি প্রবল হইলে পৃথিবী যৎপরোনাস্তি পাপ ভরে আক্রান্ত হইল। তখন বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণু আপনার ভক্তদিগকে কহিলেন যে, পৃথিবী দুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? তোমারদিগের কি অভিপ্রায়? ইহা শুনিয়া ভক্তেরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেক যে "হে ভগবন! তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে তাহাতেই আমরা প্রস্তুত আছি"। তখন ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ সেবকদিগকে কহি-

* পুরাণে দৈত্য শব্দ মনুষ্যের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন,তাহা এই বুদ্ধ অবতারের উপাখ্যানে স্পষ্টপ্রতীত হইতেছে।

* ভারতবর্ষ মধ্যে বৌদ্ধমত এককালে অত্যন্ত প্রবল ছিল, অদ্যাপি জৈন ধর্ম্ম স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। এইক্ষণে নেপাল, ভোট, লঙ্কা, বর্ম্মা, চীন ও মোঙ্গল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপ্ত আছে। এই ধর্ম্মের প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু এই পুরাবৃত্ত অবতারের উপাখ্যান মধ্যে তাহার বিবরণ করা উপযুক্ত হয় না, বরঞ্চ ভবিষ্যৎ কোন পত্রিকাতে তাহা প্রকাশ করা যাইবে।

ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ২ শ্রাবণ রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা। ৮২ আষাঢ় [illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্থানুবাকে তৃতীয়ংসূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ
বহবোদেবতা

১৩৫

১ ঐভিরগ্নে দুবোগিরোবিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে। দেবেভির্যাহি যক্ষিচ।

১ হে 'অগ্নে' ঐভিঃ আ - এভিঃ 'এভিঃ' 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ 'দেবেভিঃ' দেবৈঃ সহ 'সোমপীতয়ে' সোমপানার্থং 'দুবঃ' পরিচর্য্যাং প্রতি তথা 'গিরঃ' স্তুতীঃ প্রতি 'আ-যাহি' আযাহি আগচ্ছ 'যক্ষি' 'চ' যজ চ।

১ হে অগ্নি! সোমপানের নিমিত্তে এই সকল দেবতাদিগের সহিত এই পরিচর্য্যা ও স্তুতির প্রতি আগমন কর এবং যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

১৩৬

২আ ত্বা কণ্বাঅহূষত গৃণন্তি বিপ্র তে ধিয়ঃ। দেবেভিরগ্নআগহি।

২ হে 'বিপ্র' মেধাবিন্ 'অগ্নে' 'কণ্বাঃ' মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ 'আ' আং 'আ- অহূষত' আহূষত আহ্বয়ন্তি তথা 'তে' তব 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি 'গৃণন্তি' কথয়ন্তি অতঃ ত্বং 'দেবেভিঃ' দেবৈঃ সহ 'আগহি' আগচ্ছ।

২ হে মেধাবী অগ্নি! জ্ঞানবান্ ঋত্বিক্ সকল তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, এবং তোমার কর্ম্ম সকলকে বিখ্যাত করিতেছেন, অতএব দেবতাদিগের সহিত তুমি এই যজ্ঞে আগমন কর।

১৩৭

৩ ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিংমিত্রাগ্নিং পূষণং ভগং। আদিত্যান্মারুতং গণং।

৩ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ তৌ 'ইন্দ্রবায়ূ' 'বৃহস্পতিং' মিত্রশ্চ অগ্নিশ্চ তৌ 'মিত্রাগ্নিং' 'পূষণং' 'ভগং' এতন্নামকং দেবং 'আদিত্যান্' 'মারুতং' মরুৎসম্বন্ধিনং 'গণং' হে অগ্নে মম ইতিশেষঃ।

৩ হে অগ্নি! ইন্দ্রের ও বায়ুর ও বৃহস্পতির ও মিত্রের ও অগ্নির ও পূষার ও ভগ নামক দেবতার ও দ্বাদশ আদিত্যের এবং মরুদ্গণের যাগ কর।

১৩৮

৪ প্রবোভ্রিয়ন্তইন্দবোমৎসরামাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সামধ্বশ্চমূষদঃ।

৪ হে ইন্দ্রাদয়োদেবাঃ 'মৎসরাঃ' তৃপ্তিকরাঃ 'মাদয়িষ্ণবঃ' হর্ষহেতবঃ 'দ্রপ্সাঃ' বিন্দুরূপাঃ 'মধ্বঃ'

মধুরাঃ 'চমূষদঃ' চমসাদিপাত্রেষুবস্থিতাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'বঃ' যুষ্মদর্থং 'প্র-ভৃয়ন্তে' প্রভৃয়ন্তে প্রকর্ষেণ সম্পাদ্যন্তে অস্মাভিঃ।

৪ তৃপ্তিকর, মাদক, বিন্দুরূপ, মধুর এবং চমসস্থ সোম সকলকে হে ইন্দ্রাদি দেবতা! তোমারদিগের নিমিত্তে আমরা সম্পাদন করিতেছি।

১৩৯

৫ ঈড়তে ত্বামবস্যবঃ কণ্বাসো বৃক্তবর্হিষঃ। হবিষ্মন্তোঅরংকৃতঃ।

৫ হে অগ্নে 'অবস্যবঃ' রক্ষণহেতুমিচ্ছন্তঃ 'কণ্বাসঃ' মেধাবিনঃ 'বৃক্তবর্হিষঃ' আস্তরণার্থং ছিন্নদর্ভযুক্তাঃ 'হবিষ্মন্তঃ' হবির্যুক্তাঃ 'অরংকৃতঃ' দেবানাং ভূষণকর্ত্তারঃ ঋত্বিজঃ 'ত্বাং' 'ঈড়তে' স্তুবন্তি।

৫ হে অগ্নি! মেধাবী, আস্তরণার্থ ছিন্ন বর্হিযুক্ত, হবিবিশিষ্ট, দেবতাদিগের অলঙ্কার কর্ত্তা ঋত্বিক সকল রক্ষা ইচ্ছা করিয়া তোমাকে স্তব করিতেছেন।

১৪০

৬ ঘৃতপৃষ্ঠামনোযুজোযে ত্বা বহন্তি বহ্নয়ঃ। আ দেবান্ সোমপীতয়ে।১।১।২৬।

৬ হে অগ্নে 'ঘৃতপৃষ্ঠাঃ' পুষ্টাঙ্গত্বেন দীপ্তপৃষ্ঠাঃ 'মনোযুজঃ' সংকল্পমাত্রেণ রথে যুজ্যমানাঃ 'বহ্নয়ঃ' বোঢারঃ 'যে' অশ্বাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'বহন্তি' তৈঃ অশ্বৈঃ 'সোমপীতয়ে' 'দেবান্' 'আ' আবহ।১।১।২৬।

৬ হে অগ্নি! সংকল্পমাত্রে রথে যুজ্যমান, বহনশীল যে পুষ্টাঙ্গ অশ্ব সকল তোমাকে বহন করে, সেই অশ্বে দেবতাদিগকে সোমপানের নিমিত্তে আহ্বান কর।১।১।২৬

১৪১

৭ তান্ যজত্রাঁ ঋতাবৃধোগ্নে পত্নীবতস্কৃধী। মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য়।

৭ হে অগ্নে 'যজত্রান্' যজত্রান্ যজনীয়ান্ 'ঋতাবৃধঃ' সত্যস্য বর্দ্ধকান্ 'পত্নীবতঃ' পত্নীযুক্তান্ 'তান্' ইন্দ্রাদিদেবান্ 'কৃধী' কুরু আহ্বানং। হে 'সুজিহ্ব' শোভনজিহ্বোপেত অগ্নে 'মধ্বঃ' মধুরস্য ভাগং দেবান্ 'পায়য়'।

৭ হে অগ্নি! অর্চ্চনীয়, সত্যের বর্দ্ধক, পত্নীযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবতা সকলকে আহ্বান কর। হে শোভন জিহ্বাযুক্ত অগ্নি! দেবতাদিগকে মধুপান করাও।

১৪২

৮ যে যজত্রাযঈড্যাস্তে তে পিবন্তু জিহ্বয়া। মধোরগ্নে বষট্কৃতি।

৮ 'যে' দেবাঃ 'যজত্রাঃ' যষ্টব্যাঃ তথা 'যে' দেবাঃ 'ঈড্যাঃ' স্তুত্যাঃ 'তে' সর্ব্বে 'বষট্কৃতি' বষট্কারকালে হে 'অগ্নে' 'তে' ত্বদীয়য়া 'জিহ্বয়া' 'মধোঃ' মধুরস্য ভাগং পিবন্তু।

৮ হে অগ্নি! অর্চ্চনীয় অথবা স্তবনীয় যে সকল দেবতা, তাঁহারা বষট্কার কালে তোমার জিহ্বা দ্বারা মধুপান করুন।

১৪৩

৯ আকীং সূর্য্যস্য রোচনাদ্বিশ্বান্দেবাঁ উষর্বুধঃ। বিপ্রোহোতেহ বক্ষতি।

৯ 'বিপ্রঃ' মেধাবী 'হোতা' হোমনিষ্পাদকঃ অগ্নিঃ 'উষর্বুধঃ' উষঃকালে প্রবুধ্যমানান্ 'বিশ্বান্' সর্ব্বান্ 'দেবাঁ' দেবান্ 'সূর্য্যস্য' 'রোচনাৎ' স্বর্গলোকাৎ 'ইহ' কর্ম্মণি 'আকীং-বক্ষতি' আবক্ষতি আবক্ষতু আহ্বানং করোতু।

৯ মেধাবী, হোম নিষ্পাদক, অগ্নি উষা কালে বুধ্যমান সকল দেবতাদিগকে সূর্য্য লোক হইতে এই কর্ম্মে আহ্বান করুন।

১৪৪

১০ বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্নইন্দ্রেণ বায়ুনা। পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ।

১০ হে 'অগ্নে' ত্বং 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ সহ তথা 'ইন্দ্রেণ' 'বায়ুনা' 'মিত্রস্য' দেবস্য 'ধামভিঃ' তেজোভিঃ চ সহ 'সোম্যং' সোমসম্বন্ধিনং 'মধু' মধুরং 'পিবা' পিব।

১০ হে অগ্নি! সকল দেবতার সহিত, ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত এবং মিত্রের তেজের সহিত তুমি সোম সংযুক্ত মধু পান কর।

১৪৫

১১ ত্বং হোতা মনুর্হিতোগ্নে য-
জ্ঞেষু সীদসি। সেমং নোঅধ্বরং
যজ।

১১ হে 'অগ্নে' 'হোতা' হোমনিষ্পাদকঃ 'মনু-
র্হিতঃ' মনুনা মনুষ্যেণ হিতঃ সম্পাদিতঃ যঃ 'ত্বং' 'য-
জ্ঞেষু' 'সীদসি' তিষ্ঠসি 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মদীয়ং
'ইমং' 'অধ্বরং' যজ্ঞং 'যজ' নিষ্পাদয়।

১১ হে অগ্নি! হোম নিষ্পাদক মনুষ্য
কর্ত্তৃক সম্পাদিত যে তুমি এই যজ্ঞে স্থিতি
করিতেছ, সেই তুমি আমারদিগের যজ্ঞ
নিষ্পন্ন কর।

১৪৬

১২ যুক্ষা হ্যরুষীরথে হরিতো-
দেব রোহিতঃ। তাভির্দ্দেবা ইহা-
বহ। ১। ১। ২৭।

১১ হে 'দেব' অগ্নে 'রোহিতঃ' রোহিৎশব্দাভি-
ধেয়াঃ 'অরুষীঃ' গতিমতীঃ 'হরিতঃ' হর্ত্তুং সমর্থাঃ
স্বকীয়াঃ বড়বাঃ 'রথে' 'যুক্ষ্ব' যুঙ্ক্ষ্ব যোজয় 'হি'
খলু। 'তাভিঃ' বড়বাভিঃ 'ইহ' অস্মিন্ কর্ম্মণি
'দেবা' দেবান্ 'আবহ' আহ্বানং কুরু। ১।১।২৭।

১২ হে অগ্নি দেবতা! গতি বিশিষ্ট ও
বহন করিতে সমর্থ, রোহিত নামক অশ্ব স-
কলকে রথে যোগ কর এবং সেই সকল অশ্ব
দ্বারা দেবতাদিগকে এই কর্ম্মে আহ্বান
কর। ১। ১। ২৭।

চতুর্থং সূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ।
ইন্দ্রঃ ঋতুঃ দেবতা

১৪৭

১ ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বাবি-
শন্ত্বিন্দবঃ। মৎসরাসস্তদোকসঃ।

১ হে 'ইন্দ্র' 'ঋতুনা' সহ 'সোমং' 'পিব'।
'মৎসরাসঃ' মৎসরাঃ তৃপ্তিকরাঃ 'তদোকসঃ' তদা-
শ্রিতাঃ 'ইন্দবঃ' পীয়মানাঃ সোমাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'আ-
বিশন্তু' প্রবিশন্তু।

১ হে ইন্দ্র! ঋতু দেবতার সহিত তুমি
সোমপান কর। তৃপ্তিকর ও তোমার
আশ্রিত সোম সকল তোমাতে প্রবিষ্ট হ-
উক।

মরুতঃ ঋতুঃ দেবতা

১৪৮

২ মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রা-
দ্যজ্ঞং পুনীতন। যূযং হিষ্ঠা সু-
দানবঃ।

২ হে 'মরুতঃ' 'ঋতুনা' সহ 'পোত্রাৎ' পোতৃ
নামকস্য ঋত্বিজঃ পাত্রাৎ সোমং 'পিবত' 'যজ্ঞং'
চ 'পুনীতন' শোধয়ত। হে 'সুদানবঃ' শোভনদা-
তারঃ মরুতঃ হিষ্ঠা হিস্থা 'হি' যস্মাৎ 'যূযং' 'স্থ'
স্থ শোধয়িতারঃ।

২ হে মরুদ্দেব সকল! ঋতু দেবতার সহিত
তোমরা পোতৃ নামক ঋত্বিকের পাত্র হই-
তে সোমপান কর এবং যজ্ঞকে পবিত্র কর,
যেহেতু হে কল্যাণদাতা মরুৎ সকল! তোমরা
পবিত্র কারী।

ত্বষ্টা ঋতুঃ দেবতা

১৪৯

৩ অভি যজ্ঞং গৃণীহি নোগ্নাবো-
নেষ্টঃ পিব ঋতুনা। ত্বং হি রত্নধা
অসি।

৩ হে 'গ্নাবঃ' পত্নীযুক্ত হে 'নেষ্টঃ' ত্বষ্টঃ 'নঃ'
অস্মদীয়ং 'যজ্ঞং' 'অভি গৃণীহি' অভিগৃণীহি অভি-
তঃ স্তুহি তথা 'ঋতুনা' সহ সোমং 'পিব'। 'হি'
যস্মাৎ 'ত্বং' 'রত্নধা' রত্নানাং দাতা 'অসি'।

৩ হে পত্নী যুক্ত ত্বষ্টা! আমারদিগের
যজ্ঞকে সর্ব্বতোভাবে স্তব কর এবং ঋতু
দেবের সহিত সোমপান কর, যেহেতু তুমি
রত্নের দাতা।

অগ্নিঃ ঋতুঃ দেবতা

১৫০

৪ অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ সাদয়া
যোনিষু ত্রিষু। পরিভূষ পিব ঋ-
তুনা।

৪ হে 'অগ্নে' 'ইহ' যজ্ঞে 'দেবাঁ' দেবান্ 'আ-
বহ' ততঃ 'ত্রিষু' সবনেষু 'যোনিষু' স্থানেষু 'সাদয়'

ধা' স্থানে উপবেশয় ততঃ তান্ 'পরিভূষ' অলঙ্কুরু তথা ত্বং 'ঋতুনা' সহ সোমং 'পিব'।

৪ হে অগ্নি! এই যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহ্বান কর ও ত্রিষবণ স্থানে উপবেশন করাও এবং তাঁহারদিগকে অলঙ্কারে ভূষিত কর আর ঋতুর সহিত তুমি সোমপান কর।

ইন্দ্রঃ ঋতুঃ দেবতা

১৫১

৫ ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁরনু। তবেদ্ধি সখ্যমস্তৃতং।

৫ হে 'ইন্দ্র' 'ব্রাহ্মণাৎ' ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ঋত্বিক্ সম্বন্ধিনঃ 'রাধসঃ' ধনোপলক্ষিতাৎ পাত্রাৎ 'ঋতূঁ' ঋতূন্ 'রনু' অনু অনুসৃত্য 'সোমং' 'পিব' পিব ঋতুভিঃ সহ 'হি' যস্মাৎ 'তবইৎ' তবৈব 'সখ্যং' 'অস্তৃতং' অবিচ্ছিন্নং।

৫ হে ইন্দ্র! ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ঋত্বিক্ সম্বন্ধি ধনোপলক্ষিত পাত্র হইতে ঋতু দেবতাদিগের সঙ্গে সোমপান কর। যেহেতু তাঁহারদিগের সহিত তোমার মিত্রতা অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

মিত্রাবরুণৌ ঋতুঃ দেবতা

১৫২

৬ যুবন্দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ দূলভং। ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে। ১।১।২৮।

৬ হে 'ধৃতব্রত' ধৃতব্রতৌ স্বীকৃতকর্ম্মাণৌ 'মিত্রাবরুণ' মিত্রাবরুণৌ 'যুবং' যুবাং 'ঋতুনা' সহ 'দক্ষং' প্রবৃদ্ধং 'দূলভং' দুর্লভং 'যজ্ঞং' 'আশাথে' ব্যাপ্নুথঃ।১।১।২৮।

৬ হে কর্ম্মগ্রাহী মিত্র ও বরুণ! প্রবৃদ্ধ এবং দুর্লভ যজ্ঞকে ঋতু দেবতার সহিত তোমরা ব্যাপ্ত আছ। ১।১।২৮।

দ্রবিণোদাঃ ঋতুঃ দেবতা

১৫৩

৭ দ্রবিণোদাদ্রবিণসোগ্রাবহস্তাসোঅধ্বরে। যজ্ঞেষু দেবমীড়তে।

৭ 'অধ্বরে' প্রকৃতিযাগে 'যজ্ঞেষু' বিকৃতিযাগেষু চ 'দ্রবিণোদাঃ' দ্রবিণোদাং ধনপ্রদং 'দেবং' অগ্নিং 'দ্রবিণসঃ' ধনার্থিনঃ 'গ্রাবহস্তাসঃ' গ্রাবহস্তাঃ অভিষবসাধনপাষাণধারিণঃ ঋত্বিজঃ 'ঈড়তে' স্তুবন্তি।

৭ প্রকৃতি যাগে ও বিকৃতি যাগে ধনপ্রদ দেবতা অগ্নিকে ধনার্থি ও অভিষব সাধন পাষাণ হস্ত ঋত্বিকেরা স্তুতি করেন।

১৫৪

৮ দ্রবিণোদাদদাতু নোবসূনি যানিশৃণ্বিরে। দেবেষু তা বনামহে।

৮ 'দ্রবিণোদাঃ' দেবঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'বসূনি' ধনানি 'দদাতু'। 'যানি' ধনানি 'শৃণ্বিরে' শ্রূয়ন্তে 'তা' তানি 'দেবেষু' নিমিত্তভূতেষু দেবান্ যষ্টুং 'বনামহে' সম্ভজামঃ।

৮ দ্রবিণোদ নামক দেবতা আমারদিগকে ধন দান করুন। যে সকল ধন আমরা শুনিয়াছি তাহা দেবতাদিগের যজ্ঞের নিমিত্তে আমরা সঞ্চয় করি।

১৫৫

৯ দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত। নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত।

৯ 'দ্রবিণোদাঃ' দেবঃ 'ঋতুভিঃ' সহ 'নেষ্ট্রাৎ' নেষ্টৃ ঋত্বিক্ সম্বন্ধিপাত্রাৎ 'পিপীষতি' সোমং পাতুমিচ্ছতি। তস্মাৎ হে ঋত্বিজঃ 'ইষ্যত' হোমস্থানে গচ্ছত গত্বা চ 'জুহোত' হোমং কুরুত হুত্বা 'চ' 'প্রতিষ্ঠত' প্রতিষ্ঠত হোমস্থানাৎ প্রস্থানং কুরুত।

৯ ঋতু দেব গণের সহিত দ্রবিণোদ দেবতা নেষ্টৃ নামক ঋত্বিকের পাত্র হইতে সোমপান ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব হে ঋত্বিক্ সকল! হোম স্থানে গমন কর এবং হোম করিয়া প্রস্থান কর।

১৫৬

১০ যত্ত্বা তুরীয়মৃতুভির্দ্রবিণোদো যজামহে। অধ স্মা নোদদির্ভব।

১০ হে 'দ্রবিণোদঃ' দেব 'যৎ' যস্মাৎ 'ঋতুভিঃ' সহ 'তুরীয়ং' চতুর্ণাং পূরণং 'ত্বা' ত্বাং 'যজামহে' 'অধ' তস্মাৎ 'নঃ' অস্মভ্যং ধনস্য 'দদিঃ' দাতা 'ভব-স্ম' ভব খলু।

১০ হে দ্রবিণোদ দেবতা! ঋতুদেবগণের সহিত চতুর্থ যে তুমি তোমাকে যেহেতু আমরা অর্চ্চনা করি, সেই হেতু তুমি আমারদিগের ধনের দাতা হও।

অশ্বিনীকুমারৌ ঋতুর্দ্দেবতা

১৫৭

১১ অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা। ঋতুনা যজ্ঞবাহসা।

১১ 'দীদ্যগ্নী' দ্যোতমানাহবনীয়াদ্যগ্নিযুক্তৌ 'শুচিব্রতা' শুচিব্রতৌ শুদ্ধকর্ম্মাণৌ 'যজ্ঞবাহসা' যজ্ঞবাহসৌ যজ্ঞনির্ব্বাহকৌ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ যুবাং 'ঋতুনা' সহ 'মধু' 'পিবতং'।

১১ দীপ্ত অগ্নি বিশিষ্ট, শুচিব্রত, যজ্ঞ নির্ব্বাহক অশ্বিনী কুমার দ্বয় ঋতুর সহিত মধুপান করুন।

অগ্নিঃ ঋতুঃ দেবতা

১৫৮

১২ গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা যজ্ঞনীরসি। দেবান্ দেবয়তে যজ।১।১।২৯।

১২ হে 'সন্ত্য' ফলপ্রদ অগ্নে 'গার্হপত্যেন' গৃহপতিসম্বন্ধিনা রূপেণ যুক্তঃ সন্ 'ঋতুনা' সহ 'যজ্ঞনীঃ' যজ্ঞনির্ব্বাহকঃ 'অসি'। তস্মাৎ ত্বং 'দেবয়তে' দেববিষয়কামমাযুক্তায় যজমানায় 'দেবান্' 'যজ'।১।১।২৯।

১২ হে ফলপ্রদ অগ্নি! গার্হপত্য রূপে ঋতুদেবের সহিত তুমি যজ্ঞের নির্ব্বাহক, অতএব দেব কামনা বিশিষ্ট যজমানের নিমিত্তে দেবতাদিগকে অর্চনা কর।১।১।২৯।

পঞ্চমং সূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ

ইন্দ্রো দেবতা

১৫৯

১ আ ত্বা বহন্তু হরয়োবৃষণং সোমপীতয়ে। ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ।

১ হে 'ইন্দ্র' 'বৃষণং' কামানাং বর্ষিতারং 'ত্বা' ত্বাং 'সোমপীতয়ে' সোমপানার্থং 'হরয়ঃ' অশ্বাঃ 'আ-বহন্তু' আবহন্ত আনয়ন্তু। তথা 'সূরচক্ষসঃ' সূর্য্যসমানপ্রকাশযুক্তাঃ ঋত্বিজঃ 'ত্বা' ত্বাং মন্ত্রৈঃ প্রকাশয়ন্তু ইতিশেষঃ।

১ হে ইন্দ্র! কামনার বর্ষণ কর্ত্তা যে তুমি তোমাকে অশ্ব সকল সোমপানের নিমিত্তে আনয়ন করুক এবং সূর্য্য সমান প্রকাশযুক্ত ঋত্বিক্ সকল মন্ত্র দ্বারা তোমাকে প্রকাশ করুন।

১৬০

২ ইমা ধানা ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপবক্ষতঃ। ইন্দ্রং সুখতমে রথে।

২ 'হরী' অশ্বৌ 'ইহ' অস্মিন কর্ম্মণি 'ইমাঃ' 'ঘৃতস্নুবঃ' ঘৃতস্রাবিণীঃ 'ধানাঃ' ভৃষ্টতণ্ডুলান্ উদ্দিশ্য 'সুখতমে রথে' 'ইন্দ্রং' সংস্থাপ্য 'উপবক্ষত' সমীপে বহতাং।

২ এই ঘৃত স্রাব বিশিষ্ট ভর্জ্জিত তণ্ডুল সকলের উদ্দেশে সুখতম রথে অশ্ব দ্বয় ইন্দ্রকে এই কর্ম্ম সমীপে আনয়ন করুক।

১৬১

৩ ইন্দ্রং প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে।

৩ 'প্রাতঃ' প্রাতঃ সবনে 'ইন্দ্রং' 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ তথা 'অধ্বরে' সোমযাগে 'প্রযতি' প্রারভ্য বর্ত্তমানে মাধ্যন্দিনে সবনে 'ইন্দ্রং' হবামহে তথা 'সোমস্য' 'পীতয়ে' পানার্থং তৃতীয় সবনে 'ইন্দ্রং' হবামহে।

৩ প্রাতঃ সবনে ইন্দ্রকে আহ্বান করি ও সোমযাগ আরম্ভকালে মাধ্যন্দিন সবনে ইন্দ্রকে আহ্বান করি এবং সোমপানের নিমিত্তে তৃতীয় সবনে ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

১৬২

৪ উপ নঃ সুতমাগহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ। সুতে হি ত্বা হবামহে।

৪ 'সুতে' অভিষুতে সতি সোমে 'হি' যস্মাৎ 'ত্বা' ত্বাং 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ তস্মাৎ হে 'ইন্দ্র' 'কেশিভিঃ' কেশরযুক্তৈঃ 'হরিভিঃ' অশ্বৈঃ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'সুতং' অভিষুতং সোমং প্রতি 'উপ-আগহি' উপাগহি আগচ্ছ।

৪ হে ইন্দ্র! যেহেতু সোমের অভিষবণ কালে আমরা তোমাকে আহ্বান করি, অতএব কেশযুক্ত অশ্বে আমারদিগের এই অভিষুত সোমের প্রতি আগমন কর।

১৬৩

৫ সেমং নঃ স্তোমমাগহ্যুপেদংসবনংসুতং। গৌরোন তৃষিতঃ পিব ॥১।১।৩০।

৫ হে ইন্দ্র যস্মাৎ 'উপ' দেবযজনসমীপে 'সুতং' অভিষুতসোমযুক্তং 'ইদং' 'সবনং' প্রাতঃসবনাদিরূপং কর্ম্ম বর্ত্ততে। তস্মাৎ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'স্তোমং' স্তোত্রং প্রতি 'সঃ' ত্বং 'আগহি' আগচ্ছ। তথা 'গৌরোন' গৌরমৃগইব 'তৃষিতঃ' সন্ ইমং সোমং 'পিব'।১।১৩০।

৫ হে ইন্দ্র! যেহেতু যজ্ঞের সমীপে অভিষুত সোমযুক্ত এই সবন কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে, সেই হেতু তুমি আমারদিগের স্তোত্রের প্রতি আগমন কর এবং গৌর মৃগ যেমন তৃষিত হইয়া জল পান করে তদ্রূপ তুমি এই সোমপান কর।১।১।৩০।

১৬৪

৬ ইমে সোমাস ইন্দবঃ সুতাসো অধি বর্হিষি। তাঁ ইন্দ্র সহসে পিব।

৬ 'ইন্দবঃ' আর্দ্রীভূতাঃ 'সুতাসঃ' সুতাঃ অভিষুতাঃ 'ইমে' 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'বর্হিষি' যজ্ঞে 'অধি' আধিক্যেন সন্তি। হে 'ইন্দ্র' 'সহসে' বলার্থং 'তাঁ' তান্ সোমান্ 'পিব'

৬ আর্দ্র এবং অভিষুত সোম সকল এই যজ্ঞে অধিক আছে, অতএব হে ইন্দ্র! বলাধানের নিমিত্ত সেই সকল সোমকে পান কর।

১৬৫

৭ অযন্তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃগস্তু সন্তমঃ। অথা সোমং সুতং পিব।

৭ হে ইন্দ্র 'অগ্রিয়ঃ' শ্রেষ্ঠঃ 'অযং' 'স্তোমঃ' স্তোত্রবিশেষঃ 'তে' তব 'হৃদি স্পৃক্' মনস্যঙ্গীকৃতঃ সন্ 'সন্তমঃ' সুখতমঃ 'অস্তু'। 'অথা' অথ অনন্তরং 'সুতং' অভিষুতং 'সোমং' 'পিব'।

৭ হে ইন্দ্র! শ্রেষ্ঠ এই স্তোত্র তোমাকর্তৃক স্বীকৃত হইয়া তোমার সুখকর হউক। অনন্তর তুমি অভিষুত সোমকে পান কর।

১৬৬

৮ বিশ্বমিৎ সবনং সুতমিন্দ্রো মদায গচ্ছতি। বৃত্রহা সোমপীতযে।

৮ 'বৃত্রহা' শত্রুঘাতকঃ 'ইন্দ্রঃ' 'সোমপীতযে' সোমপানায 'মদায' হর্ষায চ 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'সুতং' অভিষুতসোমযুক্তং 'সবনং' প্রাতঃসবনাদিকং কর্ম্ম 'ইৎ' অপি 'গচ্ছতি'।

৮ বৃত্রাসুর ঘাতক ইন্দ্র সোমপানের নিমিত্তে এবং হর্ষের নিমিত্তে অভিষুত সোমযুক্ত তাবৎ সবন কর্ম্মেতেই আগমন করেন।

১৬৭

৯ সেমং নঃ কামমাপৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো। স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ ॥১।১।৩১।

৯ হে 'শতক্রতো' ইন্দ্র 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মদীয়ং 'ইমং' কামমভিলষিতং ফলং 'গোভিঃ' 'অশ্বৈঃ' চ সহিতং 'আপৃণ' সর্ব্বতঃ পূরয়। বয়ং 'স্বাধ্যঃ' সর্ব্বতোধ্যানযুক্তাঃ সন্তঃ 'ত্বা' ত্বাং 'স্তবাম' স্তুতিং কুর্ম্মঃ।১।১।৩১।

৯ হে শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি গো ও অশ্বের সহিত আমারদিগের এই কামনাকে পরিপূর্ণ কর; আমরা সর্ব্বতোভাবে ধ্যানযুক্ত হইয়া তোমার স্তব করি।১।১।৩১।

ষষ্ঠং সূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ
ইন্দ্রাবরুণৌ দেবতা

১৬৮

১ ইন্দ্রাবরুণয়োরহংসম্রাজোরব-আবৃণে। তা নোমৃডাতঈদৃশে॥

১ 'অহং' 'সম্রাজোঃ' সম্যক্ দীপ্যমানয়োঃ 'ই-ন্দ্রাবরুণয়োঃ' দেবয়ো[illegible] 'অবঃ' রক্ষণং 'আবৃণে' সর্ব্বতঃ প্রার্থয়ে। 'ঈদৃশে' এবম্বিধে প্রার্থনে সতি 'তা' তৌ দেবৌ 'নঃ' অস্মান্ 'মৃডাতে' সুখয়তঃ।

১ সম্যক্ দীপ্যমান ইন্দ্র ও বরুণের রক্ষাকে আমি প্রার্থনা করি, এতাদৃশ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা আমারদিগের সুখ বিধান করেন।

১৬৯

২ গন্তারা হি স্থোবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ। ধর্ত্তারা চর্ষণীনাং॥

২ হে ইন্দ্রাবরুণৌ 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং 'ধর্ত্তারা' ধর্ত্তারৌ ধারয়িতারৌ যুবাং 'অবসে' অবিতুং অনুষ্ঠাতারং রক্ষিতুং 'মাবতঃ' মদ্বিধস্য 'বিপ্রস্য' ঋত্বিজঃ 'হবং' আহ্বানং 'গন্তারা' গন্তারৌ 'হি' খলু 'স্থঃ' প্রাপ্তশীলৌ ভবথঃ।

২ হে ইন্দ্র আর বরুণ! মনুষ্যদিগের ধারয়িতা তোমরা অনুষ্ঠাতার রক্ষার নিমিত্তে আমার সদৃশ ঋত্বিকের আহ্বানে আগমন কর।

১৭০

৩ অনু কামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ। তাবাং নেদিষ্ঠমীমহে॥

৩ হে 'ইন্দ্রাবরুণ' ইন্দ্রাবরুণৌ 'কামং' অভিলাষং 'অনু' অনুসৃত্য 'রায়ঃ' ধনস্য প্রদানেন অস্মান্ 'আ-তর্পয়েথাং' আতর্পয়েথাং তৃপ্তান্ কুরুতং। 'তা' তৌ তাদৃশৌ 'বাং' যুবাং প্রতি 'নেদিষ্ঠং' সমীপং যথা ভবতি তথা 'ঈমহে' [illegible]।

৩ হে ইন্দ্র আর বরুণ! কামনানুসারে ধন দান দ্বারা আমারদিগকে তৃপ্ত কর, তোমারদিগের নিকটে আমরা ইহা সত্বর প্রার্থনা করিতেছি।

১৭১

৪ যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাং। ভূয়াম বাজদাবাং॥

৪ 'হি' যস্মাৎ 'শচীনাং' কর্ম্মণাং হবিঃ 'যুবাকু' সুপণদ্রব্যোন্মিশ্রিতং অস্তি। তথা 'সুমতীনাং' সুবুদ্ধীনাং ঋত্বিজাং স্তোত্রং 'যুবাকু' স্তুত্যগুণৈর্ম্মিশ্রিতং অস্তি। তস্মাৎ হে ইন্দ্রাবরুণৌ 'বাজদাবাং' অন্নপ্রদানাং পুরুষাণাং মধ্যে বয়ং মুখ্যাঃ 'ভূয়াম' ভবেম।

৪ যেহেতু আমারদিগের কর্ম্ম সকলের হবি স্রপণ দ্রব্য দ্বারা মিশ্রিত হইয়াছে এবং সুবুদ্ধি ঋত্বিক্‌দিগের স্তোত্র সকল স্তুত্য গুণেতে যুক্ত হইয়াছে, অতএব হে ইন্দ্র আর বরুণ! আমরা যেন অন্নদাতা পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই।

১৭২

৫ ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ শংস্যানাং। ক্রতুর্ভবত্যুক্থ্যঃ ॥১।১।৩২

৫ 'ইন্দ্রঃ' 'সহস্রদাব্নাং' সহস্রসংখ্যাকধনপ্রদানাং মধ্যে 'ক্রতুঃ' কর্ত্তা 'ভবতি' তথা 'বরুণঃ' 'শংস্যানাং' স্তুত্যানাম্মধ্যে 'উক্থ্যঃ' স্তুত্যঃ ভবতি।১।১।৩২

৫ সহস্র ধন দাতার মধ্যে ইন্দ্র মুখ্য ধন দাতা হয়েন এবং অনেক স্তবনীয়ের মধ্যে বরুণ শ্রেষ্ঠ স্তবনীয় হয়েন।১।১।৩২।

১৭৩

৬ তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি। স্যাদুত প্ররেচনং॥

৬ 'তয়োঃ' ইন্দ্রাবরুণয়োঃ 'ইৎ' এব 'অবসা' রক্ষণেন 'বয়ং' ধনং 'সনেম' সম্ভজেম 'নিধীমহি' নিধীমহি স্থাপয়াম 'চ'। 'উত' অপি 'প্ররেচনং' অধিকং ভুক্তাৎ নিহিতাৎ চ 'স্যাৎ' সম্পদ্যতাং।

৬ সেই ইন্দ্র ও বরুণেরই রক্ষার দ্বারা, আমরা ধন ভোগ করিতেছি এবং ধন সঞ্চয় করিতেছি। আমারদিগের ধন আরও অতিরিক্ত হউক।

১৭৪

৭ ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে। অস্মান্ সুজিগ্যুষস্কৃতং॥

৭ হে 'ইন্দ্রাবরুণ' ইন্দ্রাবরুণৌ 'চিত্রায়' বিচিত্রায় 'রাধসে' [illegible] 'বাং' যুবাং 'অহং' 'হুবে' আহ্বয়ামি। [illegible] 'অস্মান্' 'সুজিগ্যুষঃ' [illegible]

৭ হে ইন্দ্র আর বরুণ! বিচিত্র ধনের নিমিত্তে আমি তোমারদিগকে আহ্বান করিতেছি, তোমরা আমারদিগকে জয়যুক্ত কর।

১৭৫

৮ ইন্দ্রাবরুণা নূনু বাং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা। অস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতং।

৮ হে 'ইন্দ্রাবরুণ' ইন্দ্রাবরুণৌ 'সিষাসন্তীষু' যুবাং সেবিতুমিচ্ছন্তীষু 'ধীষু' বুদ্ধিষু সতীষু 'অস্মভ্যং' 'আ' সমন্তাৎ 'শর্ম্ম' সুখং 'নু' অতিশয়েন 'নূ' নু ক্ষিপ্রং 'বাং' যুবাং 'যচ্ছতং' দত্তং।

৮ হে ইন্দ্র আর বরুণ! আমারদিগের বুদ্ধি সকল তোমারদিগের সেবাতে ইচ্ছুক হইলে তোমরা সর্ব্বতোভাবে আমারদিগের প্রতি শীঘ্র সুখ বিধান কর।

১৭৬

৯ প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে। যামৃধাথে সধস্তুতিং ॥১॥১॥৩৩॥

৯ হে 'ইন্দ্রাবরুণ' ইন্দ্রাবরুণৌ 'যাং' স্তুতিং প্রতি 'হুবে' আহ্বয়ামি' কিঞ্চ 'সধ' যুবয়োঃ উভয়োঃ সাহিত্যেন 'যাং' ক্রিয়মানাং 'স্তুতিং' প্রতিলভ্য যুবাং 'ঋধাথে' বর্দ্ধাথে। সেয়ং 'সুষ্টুতিঃ' শোভনা স্তুতিঃ 'বাং' যুবাং 'প্র-অশ্নোতু' প্রাপ্নোতু প্রকর্ষেণ ব্যাপ্নোতু।১।১।৩৩।

৯ হে ইন্দ্র আর বরুণ! যে স্তুতি দ্বারা তোমারদিগকে আমি আহ্বান করিতেছি, আর যে স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া তোমরা উভয়ে বৃদ্ধিযুক্ত হও, সেই শোভন স্তুতি তোমারদিগকে প্রাপ্ত হউক ॥১॥১॥৩৩॥

কোন দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যালাভ সেদেশের সকল মঙ্গলের মূলীভূত হইয়াছে। প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের বিচিত্র শোভার ভূয়োভূয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের উদয় হয়, বায়ু হিল্লোল কম্পিত মনোহর শ্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্রের তরঙ্গাবলি সন্দর্শনে যে অপূর্ব্ব আহ্লাদ জন্মায়, বা নিদাঘ [illegible] বর্ষণে জগৎ সুধাময় দেখিয়া চিত্ত যে অপার পুলকে পরিপূর্ণ হয়, সূর্য্য সেই সমস্ত দৃষ্টি সুখের এক মাত্র মূল কারণ; তদ্রূপ দেশস্থ লোকের কায়িক সুস্থতা, মানসিক ক্ষমতা, লোকাচারের সুশৃঙ্খলা, ধনের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের উন্নতি প্রভৃতি [illegible]ত প্রকার মঙ্গল কল্প আছে, বিদ্যারূপ দীপ্যমান সূর্য্যজ্যোতি সে সমুদয়ের এক মাত্র মূল কারণ হইয়াছে। অতএব এদেশের দুরবস্থা মোচন বা সুখোন্নতির নিমিত্তে সর্ব্বাগ্রে দেশস্থ লোকের অজ্ঞান তিমির নিরাকরণ করা অতি গুরুতর উপায় হইয়াছে। হা! যৎপরিমাণে এই মহা কার্য্য সাধনের প্রয়োজন, তাহার প্রতি তৎপরিমাণে রাজা কি প্রজা সকলেরই অবহেলা। আমারদিগের দেশ অজ্ঞান তিমির দ্বারা যে রূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। চতুর্দ্দিকে কি মহাশূন্য দেখিতেছি! অসীম সম বিস্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে! কুত্রাপি কোন ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয় স্বরূপ ক্ষুদ্র দীপ প্রকাশে পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধকার আরও প্রগাঢ় বোধ হইতেছে! বিশেষতঃ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাস্থান যে আমারদিগের দেশীয় ভাষার পাঠশালা, তাহাও সেই অন্ধকারেরই আলয়। বিষয় কর্ম্মোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক শিক্ষা যে বিদ্যালয়ের প্রধান বা সমস্ত বিদ্যাই হইয়াছে, কতিপয় অশুদ্ধ চিরনিরূপিত পত্র লেখার অভ্যাস যাহার সম্যক্ লিপি বিদ্যা হইয়াছে, এবং [illegible] আর্য্যা এবং সরস্বতী বন্দনা, গুরুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা, ও দাতাকর্ণাদি যাহার সমুদয় পাঠ্য [illegible] হইয়াছে, সে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের যে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইবে তাহার কি সম্ভাবনা! কিন্তু কেবল বুদ্ধি বৃত্তির [illegible] করাও বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নহে। আমারদিগের মানসিক তাবৎ বৃত্তির উন্নতি ও [illegible] করা, দুষ্ট রিপু সকল শাসন করিয়া ধর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রবল করা, [illegible] ভূষণে আপনাকে ভূষিত করা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, [illegible]

অনুরাগ সঞ্চার করা, এবং জগদীশ্বরের প্রেমামৃত রসে চিত্ত আর্দ্র রাখা, বিদ্যাভ্যাসের সম্যক্ প্রয়োজন হইয়াছে। এসমস্ত প্রয়োজন এদেশের ইংলণ্ডীয় কি দেশ্য ভাষার কোন বিদ্যালয়েই সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহার বিপরীত ব্যবহার সকলের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহারদিগের চিত্ত ভূমিকে সুরম্য সুসৌরভ পুষ্পে আমোদিত না করিয়া যত্নরোপিত কণ্টকি বন দ্বারা ভয়ঙ্কর করেন। যদ্রূপ সন্তানকে স্নেহের সহিত পালন করা উচিত, তদ্রূপ শিষ্যকে প্রীতির সহিত উপদেশ কর্ত্তব্য, কিন্তু গুরু মহাশয়ের ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত? তিনি নিয়ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রেরা ভয়েতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তাঁহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দ্দয় দণ্ড ভয়ে তাহারা কম্পিতকলেবর থাকে। তাহারা শিক্ষা গুরুকে যম স্বরূপ দেখে, এবং বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে, সুতরাং অনেকেরই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি শত্রুতা ভাব ও দ্বেষানল ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তাহারা তাঁহার আসন তলে কণ্টক স্থাপন ও তিমিরাবৃত রজনীতে মৃৎপিণ্ড বা ইষ্টক খণ্ড ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে ত্রুটি করে না, দেব দেবীর সন্নিধানে একান্ত চিত্তে তাঁহার মৃত্যুও প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হয় না। এস্থলেও তাহারদিগের দুর্গতির নিরাস নাই। পিতা মাতা তাহারদিগকে এমত যন্ত্রণার স্থানে প্রেরণ করেন, ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতা মাতারও অমঙ্গল ইচ্ছা করে। এইরূপে তাহারদিগের ক্রোধ, দ্বেষ, গুরু নিন্দা ও অনুতজ্ঞতাদি মনের কুবৃত্তি সকল প্রবল হয়। যাহারা গুরু মহাশয়ের প্রসন্নতা আকর্ষণে অধিক যত্নবান, তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি ও বিদ্যাচার্য্যের অভ্যাসে আশু নিপুণ হয়; কারণ যে বালক অপহরণ করিয়াও গুরু মহাশয়কে তাঁহার প্রয়োজনীয় যত বস্তু প্রদান করিতে পারে, ততই তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।

অতএব আমারদিগের যে সকল দেশীয় পাঠশালা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা স্থান হয় যখন এপ্রকার অচিন্ত্য বিষম দুর্দ্দশা গ্রস্ত, তখন দেশ মধ্যে বিদ্যার আলোক বিস্তীর্ণ হইবার কি সম্ভাবনা? কিন্তু এই সকল পাঠশালাতেও কত লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয় যে বাঙ্গলা ও বেহারের প্রত্যেক শত বালকের মধ্যে কেবল আট জন মাত্র বালক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক শত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে ছয় জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয়—প্রত্যেক শতে ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি যৎ কিঞ্চিৎ অতি সামান্য প্রকার বিদ্যাজ্ঞানেও বঞ্চিত রহিয়াছে। বাঙ্গলা ও বেহারের ৬০,০০০০০ ষষ্টি লক্ষ শিক্ষণীয় বালক এবং ২১০,০০০০০ দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরূপ ঘোর প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে*। দেশীয় লোকের এবম্প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রদীপ্ত দুঃখানলে দগ্ধ না হয়? নিরাশয় ম্লান ও অবসন্ন না হয়? তাহারা স্বীয় পার্শ্ববর্ত্তী ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আহার বিহারাদি যৎ কিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করাই জীবনের সমুদয় কার্য্য বোধ করে। পশুর সহিত মনুষ্যের কি প্রভেদ? মনুষ্যের উৎকৃষ্ট সুখের কারণ কোন পদার্থ, ও মনুষ্যের স্বভাবের উৎকর্ষই বা কি? কিরূপ শক্তির বীজ সকল আমারদিগের মনে স্থাপিত আছে, এবং তাহার প্রকাশ ও উন্নতি হইবা কি প্রকার মহৎ মঙ্গলের উদয় হইতে পারে? এই সংসারের সুশৃঙ্খলতা কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি ও রাজা প্রজার প্রভেদই বা কি নিমিত্তে হইয়াছে? এসকলের কিছুই তাহারা জ্ঞাত নহে, তাহারদিগের চিন্তা স্রোত এ পথে স্বপ্নেও কখন প্রবাহিত হয় নাই।

---

* William Adam's Report on the State of Education in Bengal and Behar &c reviewed in the Calcutta Review No. 4.

তাহারা অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে!

দেশহিতৈষি পুরুষ এবং দয়াশীল রাজা ইহারদিগের জ্ঞানোদয়ের উপায় ধার্য্য না করিয়া কি প্রকারে মনঃস্থির রাখিতে পারেন? এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এ দেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য অন্য কোন চেষ্টা সফল হইবে না। কিন্তু ইহার উপায় করা কি বিস্তীর্ণ কার্য্য! ক্রোশ বা দ্বিক্রোশান্তে পাঠশালা স্থাপন ব্যতীত সাধারণ রূপে বিদ্যাজ্যোতি ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গলা পাঠশালা সকলের বর্ত্তমান অবস্থা যত কাল থাকিবে, তত কাল এ আশা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণেও সার্থক হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব তৎ পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করা, বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করা, এবং ছাত্রদিগকে তাহার উপদেশ প্রদানের নিমিত্তে সুযোগ্য কৃতবিদ্য শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা ইহার আবশ্যক উপায় হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডীয় ভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে, ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষক সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধারণ রূপে ইংলণ্ডীয় ভাষার উপদেশ করা উচিত। অনেক ইংলণ্ডীয় পুরুষ এবং আমারদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর অলীক মতও আর নাই। এ ভ্রম খণ্ডনের নিমিত্তে এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্ম ভাষায় কি পর ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন সুলভ হয়? এবিষয় আমারদিগের কোন সংশয় সন্দেহই বোধ হয় না — ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে। শিশুর রসনা মাতৃ দুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বকালেই যে ভাষার অর্দ্ধ ভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ় কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই পৈতৃক ভাষা অভ্যাস করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ, ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়? পরদেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে। যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহারা যদিও বহু অংশে কৃতার্থ হইতে পারে, কিন্তু দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ, বা যে সকল মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থ হইয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে কাল যাপন করে, যাহারদিগের পিতা মাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় প্রাণ ধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যা লাভের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জ্জন করিবার উপায়ও নাই। সকল দেশেরই এই প্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলণ্ড দেশে উপায়ক্ষম ব্যক্তি দিগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য নগর বিশেষে যেরূপ মহা মহা বিদ্যাগার বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্তে গ্রাম মধ্যে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপিত আছে। এ দেশের বিষয়েও রাজ পুরুষদিগের সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে আত্ম ভাষা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্গুণ ধনের প্রয়োজন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানাভ্যাসে যে ব্যয় হয়, স্বভাষায় বালকেরা তাহার চতুর্থ অংশের এক অংশ ব্যয়ে তুল্য জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ স্বদেশের বিদ্যা যত কাল স্বদেশের ভাষা স্বরূপ সুচারু পরিচ্ছদ পরিধানে সজ্জীভূত না হয়, ততকাল সর্ব্বসাধারণের হৃদয় গত কখনই হইতে পারে না। এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যা শূন্য পুরুষেরা ও জ্ঞানাধিকারবঞ্চিত অবলারা পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়াও সুস্পষ্ট রূপে জ্ঞাত আছে যে পৃথিবী বাসুকীর মস্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছে, সূর্য্য

এক লক্ষ ও চন্দ্র ত্রিলক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, রাহু দৈত্যের গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহারদিগের গ্রহণ হইতেছে, এবং অদিন ও অক্ষণে যাত্রা করিলে রোগাদি অমঙ্গল ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হয়; তদ্রূপ আমারদিগের দেশীয় ভাষায় বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইলে তাহারা পরম্পরা শ্রুতি দ্বারাও অনায়াসেই জানিবে যে ভূমণ্ডল শূন্যেতে স্থিতি করিয়া সূর্য্যকে সম্বৎসরে পরিবেষ্টন করে, সূর্য্য মণ্ডল চন্দ্র অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে স্থিতি করে, ভূচ্ছায়া প্রবেশ দ্বারা চন্দ্র গ্রহণের ও চন্দ্রবিম্ব আবরণ দ্বারা সূর্য্য গ্রহণের সংঘটনা হয়, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ ও অপরিমিত ভোগাদি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করা রোগের এক মাত্র কারণ, ও শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার হেতু, ঈশ্বরের যে বিষয়ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তদ্দ্বারা সেই বিষয় ঘটিত অমঙ্গল হইবে, এবং যে বিষয়ক নিয়ম পালন করিবে তদ্দ্বারা সেই বিষয়ের সুখ প্রাপ্তি হইবে। স্বদেশোৎপন্ন শস্য যে রূপে সকলের সুলভ হইয়া সর্ব্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ স্বদেশের ভাষা দ্বারা সকলে জ্ঞান তৃপ্ত হইয়া তৎ ফল সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনা যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এদেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। ইহা সত্য যে অদ্যাবৎ কাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ধ্বান্তোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু তাহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই বা কত? বর্ত্তমান কোন পত্র সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে রাজধানী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে পারদর্শী হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহস্রই বা কত? এদেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন২ ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহা বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ঐ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা একথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের যাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তি সিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত দেশে আত্ম ভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন? সেই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কত দূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারি জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে। মিশর দেশে রোমানদিগের অধিকার চ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল. কিন্তু তাহার দেশ ভাষা যে কপ্টিক্ তাহা এইক্ষণকার দুই শতবর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সে ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে গ্রীকদিগের অধিকার কালে যে সকল নগর গ্রীকনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার দেশ ভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশে বহু সংখ্যাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করেন, এবং পুরোবাসিদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংস্রবে এক

নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্থানী ও পারসীক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এই রূপ উদ্ভব হইয়াছে। যদি জয়বান্ জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্য রূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতীভূত না হয়েন, তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে ইটালী ও সিশিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত লোককে তাহারদিগের স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনারা তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা আপনারাই ব্যবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশ ভাষা সকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎ পরিবর্ত্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না—নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎ কথা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এমনন্ধামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না।

আমারদিগের দেশ ভাষার অনুষ্ঠানের প্রতি যে সকল ইংলণ্ডীয় লোক পূর্ব্ব পক্ষ করেন, তাঁহারদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকল প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে "সেই বাঞ্ছিত কাল কোন্ দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।" হা! ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে; কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় বুৎপত্তি জন্মাইবার জন্য অনবরত ইংরাজী কথাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গ ভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদর যোগ্য বোধ করেন না—হিন্দু নাম তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চিত্ত প্রমোদ কারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রহিয়াছেন, আর আমারদিগের ইংরাজি ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠ্য বোধ করেন না—সে যে কি দুর্লভ অমূল্য রত্নাকর, তাহার অনুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ, ইঁহারদিগের কি বিপরীত ব্যবহার! ইঁহারা পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যকও বোধ করেন না। ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি কোন্ দেশের কোন্ স্থানে কি নগর? কোন্ বৎসর তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে? তদবধি সেখানে কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে? তাহা তাঁহারদিগের সুসূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু আপনারদিগের এই জন্ম ভূমির তদ্রূপ বিবরণ জানিবার জন্য কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন? এই কলিকাতা নগরীর চতুর্দ্দিকে বিংশতি ক্রোশ দূরে কোন্ স্থান তাহা অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ জ্ঞাত নহেন। পূর্ব্বকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল? কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল? তাহারদিগের কোন্ বংশের কোন্ রাজা কোন্ দিবস রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কোন্ দিন কি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বৎসর কয় মাস পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছেন? এতাদৃশ সকল বৃত্তান্তের অতি সূক্ষ্ম অঙ্ক পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশেষ পারিপাট্য পূর্ব্বক শিক্ষা করেন; কিন্তু আপনারদিগের কি মূল? পূর্ব্বে কোন্ সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? কিরূপ ধর্ম্ম ছিল? কি কি বিদ্যা প্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত কি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে, কি

আক্ষেপের বিষয়! ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, জর্ম্মেনি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছে, তথাপি কোন্ ভিন্ন কোন্ গ্রন্থ কর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী! নেবোরের রোমান্ ইতিহাস ও থর্‌ল্ ওয়ালের গ্রীক্ ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র! কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাষ করে? এসিয়াটিক্ রিসর্চ ও এসিআটিক্ সমাজের জর্নেল্ গ্রন্থ কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকা খণ্ডে কে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?

যাঁহারদিগের এরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, আত্ম ভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম্ম। কিন্তু ইহা কি তাঁহারদিগের আন্তরিক বাসনা? ইহা কি তাঁহারদিগের এমত স্নেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য বেদনা বোধ হইবে? ইহা যদি হইবে তবে তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোন মিত্রকে প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্ঘাটন করেন? বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজি বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন? যাহা হউক এ সকল ব্যবহার জন্ম ভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে। জন্ম ভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়—প্রেমামৃত রসসাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা শৈশব কালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আত্মাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুহৃদ্ মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ, সম্পদ, যাহা কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাব সিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্ম ভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে আর নাই—যে নাম চিন্তা মাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা সুহৃদ্ বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন মুকুল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্ম ভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে! "কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা শিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন" কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরু ভূমি বাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য? পূর্ব্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনই ছিল না। অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত না হয় যে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"? বীর্য্যবান্ গ্রীক্ জাতি ও জয়পিপাসু রোমান্ জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়, কিন্তু অমরকীর্ত্তি পাণ্ডু পুত্র ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ রাজপুত্রদিগের নামোচ্চারণ মাত্র চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে! সেক্‌স্‌পিয়ার স্তুতি যোগ্য এবং মিল্টন্ অতি বরণীয় বটে, কিন্তু আমারদিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্য্য ভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে! হোমর্

ও বর্জ্জিল্ অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি. কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমারদের ! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন্ এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা ইংরাজী ও জর্ম্মাণ্, অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা. ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা—জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা,ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণ কারী ব্যাপার আর কি আছে ?

যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক্ উদ্দেশ্য. তথাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের প্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী পর্ব্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রীতি পাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশব কালের অর্দ্ধ স্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্ম ভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে। এই প্রকরণলেখকের কোন মান্য মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পরভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং আত্ম ভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কারের উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী পারসীক দেশে যে পর্য্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্টরূপে প্রচার ছিল,সে পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফের্দোসী আত্ম ভাষাতে শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামৃত রস পূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ্ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন. ও সে সকল দেশে আপনারদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন. কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি যশস্বী গ্রন্থকর্ত্তা রূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বর্জ্জিল্ ও হোরেস্. এবং লিবি ও সিসিরো ইহাঁরা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মেণি দেশেতে কীর্ত্তিমান্ ফ্রেডরিক্ রাজার রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান্ লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত. তথাপি তৎকাল পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি স্বকৃত ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশ ভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থ কর্ত্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্য্যোদ্ভব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড দেশে যত দিন নর্ম্মান ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল, তত দিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর্ স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতা সকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেখ ইউরোপ খণ্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন্ ভাষার বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎ খণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধ কাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন্, পোর্টুগেল্, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব

দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপ খণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা? যে যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্ম ভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্ম সন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্ত বেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমারদিগকেও গণ্য করিবেন, এবং পরজাতীয় লোকেরা আমারদিগের সুচারু রচিত প্রস্তাব সকল পাঠের নিমিত্তে আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন। আমারদিগের দেশ ভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক্ সম্ভব, কারণ তাহার বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্ব্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।

2 More perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either.

sir w. Jones's work.

অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবক গণ! আমারদিগের দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক, কিন্তু তাহারদিগের সঙ্গী হইয়া তোমারদিগের হাস্যাস্পদ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু অনেক ইংরাজেরও এই একান্ত মত যে সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শিক্ষাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা কি ইহাতেই তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের উচিত যে সর্ব্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন্ ও লাক্, নিউটন্ ও লাপ্লাস্, কুবিয়র্ ও হম্বোল্ট প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্ম ভাষাতে ভাষিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যা সকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ব্ব বিবেচনাতে দেশ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহারদিগের সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষা উপার্জ্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্ত্তমান কালে ইউরোপ খণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষা সকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যক রূপে উপার্জ্জিত হইবার নহে; আমারদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এদেশীয় সকল শাস্ত্র ও সকল বিদ্যার আধার ও বর্ত্তমান দেশ ভাষা সকলেরও আকর স্বরূপ হইয়াছে; এবং আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশ ভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থান বিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থিরা ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ও জর্ম্মাণ্ এবং সংস্কৃত, আরবী, ও পারসীক ভাষা সুন্দর রূপে অভ্যাস করিতে পারে। এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপন করা আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেণ্টের ইহাতে উৎসাহের সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজ কার্য্যের প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা বিতরণে কি রূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি হইবে—জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি সংস্কারে তাঁহার কেন যত্ন হইবে? বিশেষতঃ রাজার এক আজ্ঞাতে যাহা হইবে, সহস্র সহস্র প্রজার যুগপৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রাজ কার্য্য দেশ ভাষাতে সম্পন্ন হইবে, তবে আপনা হইতেই কত লোক আত্ম ভাষা শিক্ষাতে সযত্ন হয়েন; যদি বল গবর্ণমেণ্ট এ উপায় অগ্রেই করিয়াছেন— অগ্রেই তাঁহারা শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্য্যে দেশ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এবং বঙ্গ দেশের স্থানে

স্থানে এক শত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে? এই উভয় বিষয়েই তাঁহারদিগের যদ্রূপ অবহেলা তাহাতে সকলেই অনায়াসে মনে করিতে পারেন, যে তাঁহারা কেবল এবিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গ দেশীয় বিচারালয় সকলে বঙ্গ ভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহারা কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গলা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্তু তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোন লিপি এপর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারাগারের লিপি কর্ম্মচারী! জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্য্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যোগ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত এক শত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের লেশ মাত্রও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক্ বিদ্যাগারও স্থাপন করিয়াছেন*, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ এক শত বাঙ্গলা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই, শিক্ষক নাই, এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য্য সকল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? এক জন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা সকল গবর্ণমেণ্টের আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আত্ম সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এ দেশে দেশ ভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র। ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন—আমারদিগের সর্ব্বস্বের পরিবর্ত্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যা দান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন। অনুরাগ শূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা একেকালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। গুরু কার্য্যের গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য সে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক। ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা এবং দেশ ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রস্তুত করা এবিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন, এবং সম্যক্ যত্ন পূর্ব্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাঁহারা দিন দিন কৃতকার্য্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক, এবং দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিবাদ আছে, তখন তাহা কার্য্য দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দ্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।

* বাঙ্গলা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালার নিমিত্তে তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য রাজার যদ্রূপ চেষ্টা কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছেন না।

পরমেশ্বরের কৌশলবর্ণনা

কেবল হস্তের রচনাতে জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে! হস্তের বিবিধ ক্ষমতার মধ্যে বাহ্য বস্তু ধারণ করাই তাহার প্রধান ক্ষমতা হইয়াছে। করস্থ অঙ্গুলি সমস্ত যে প্রকার অসংলগ্ন রূপে শ্রেণি ক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ না হইয়া যদি হংসাদির ন্যায় লিপ্ত হইত, তবে সেই কর পল্লবের প্রশস্ততা অনুসারে বস্তু ধৃত হইত, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর পদার্থ আমারদিগের হস্তগত হইত না। দ্রব্যের নানা প্রকার আকৃতি; কোন বস্তু কেবল অঙ্গুষ্ঠ এবং অপর এক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গ্রাহ্য হয়; অন্য বস্তু অঙ্গুষ্ঠ ও আর দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহীত হয়; দ্রব্য বিশেষ পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা ধারণ করা যায়; এই সকল কার্য্য বিযুক্ত অঙ্গুলি ব্যতিরিক্ত কি কদাপি সম্ভব হইত? অতএব অঙ্গুলি সকল পরস্পর অসংলগ্ন হওয়াতেই যে হস্তের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে ইহার সংশয় নাই। গোলাকৃতি কি দীর্ঘাকৃতি কি সমাকৃতি বস্তু অনায়াসে আমরা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতেছি। তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলি যে এক শ্রেণিতে বিন্যস্ত আছে, অঙ্গুষ্ঠ সেই শ্রেণিভুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুলি সকল ব্যর্থ হইত, সুতরাং হস্তের দ্বারা যে যে কার্য্যের সম্ভাবনা তাহা আর সিদ্ধ হইত না। কিন্তু পরম কৌশলজ্ঞ বিশ্ব নির্ম্মাতা যদ্রূপ কোন বস্তুকে নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই, সেই রূপ উক্ত চারি অঙ্গুলিকে সার্থক করিবার জন্য অঙ্গুষ্ঠকে তিনি ঐ প্রকার স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, যে তাহা প্রত্যেক চারি অঙ্গুলির সহিত অনায়াসে মিলিত হইয়া হস্তের কার্য্য সাধন করিতেছে। পঞ্চ অঙ্গুলি সমান দীর্ঘ না হইবার প্রতি কারণ এই যে তাহা হইলে যে সকল বস্তু পঞ্চ অঙ্গুলির কেবল অগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ যোগ্য তাহা কোন মতে ধৃত হইত না, যেহেতু অনুক্তান অবস্থায় সে সকলের অগ্রভাগ এক সমান হইত না। এই প্রকার কনিষ্ঠার [illegible]-নামিকাতুল্য ও তর্জ্জনী মধ্যমা তুল্য হইলেও হস্তের তাৎপর্য্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মাইত ... দ্রব্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ ও নানাবিধ আকৃতি প্রযুক্ত তাহার গ্রহণ জন্য অঙ্গুলি সকল যে প্রকার উপযুক্ত হইয়াছে, কোমল ও কঠিন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্তেও সেইরূপ যোগ্য হইয়াছে। যদি অঙ্গুলি সকল কঠিনতর হইত তবে সূক্ষ্ম বা কোমল বস্তু আমারদিগের অগ্রাহ্য থাকিত, আর কিঞ্চিৎ কোমল হইলেও কঠিন বস্তুর ধারণ হইত না; বাস্তবিক কোন দ্রব্যের আয়ত্ত রূপে গ্রহণ জন্য গ্রাহক বস্তুতে কিঞ্চিৎ কঠিনত্ব এবং কোমলত্ব উভয় গুণ থাকা আবশ্যক এবং এই হস্তাঙ্গুলি সকল সেই আশ্চর্য্য নিয়মেই নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার অগ্রভাগ কোমল মাংস বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠ দেশ কঠিন পদার্থ নখ দ্বারা সুদৃঢ় হইয়াছে; সুতরাং যে বস্তু কোমল তাহাও ধারণ করা যায়, এবং যাহা কঠিন তাহাও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পরন্তু এই নখ দ্বারা আমারদিগের আর অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা অনেক সুক্ষ্ম শিল্প কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, ক্ষুদ্র বস্তু উৎপাটিত হয়, এবং কোমল বস্তু সকল বিদীর্ণ হয়। অতএব অনন্তদর্শী জগদীশ্বর কি দূর দৃষ্টির সহিত আমারদিগের প্রয়োজন অনুসারে অঙ্গুলির গঠন করিয়াছেন! তিনি আমারদিগকে এক হস্ত বিশিষ্ট করেন নাই, কারণ যে সকল বস্তু মনুষ্যের শক্তি দ্বারা সঞ্চালন যোগ্য হইলেও ভুজ দ্বয় ব্যতীত উদ্ধৃত হয় না, এক মাত্র হস্ত দ্বারা তাহা কি প্রকারে সঞ্চালিত হইত? সুতরাং তাহাতে অনেক কর্ম্ম অসম্পন্ন থাকিত। এই সকল বিবেচনায় তিনি আমারদিগকে দুই কর প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার অতি ভারাক্রান্ত দ্রব্য অবধি অতি সূক্ষ্মতম বালু কণা পর্য্যন্ত আমরা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

হস্তের আর এক ক্ষমতা এই যে সে আপনাকে সঞ্চালন করিতে পারে; যদিও মনুষ্যের শরীর জীবাত্মার যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, তথাপি কর যন্ত্র তাঁহার অধিক

আজ্ঞাবহ এবং অত্যন্ত উপকারী। এই জড় পদার্থ হস্তের সহিত নিরাকার মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে! মনের যখন যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, মনোযোগি ভৃত্যের ন্যায় কর দ্বয় যেন তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু করস্থ মাংস পেশী সমস্ত যদি এরূপ স্বভাবযুক্ত না হইত যে মনের ইচ্ছা মাত্রেই হস্তকে তৎ কার্য্যে চালনা করে, তবে মনের কোন কামনাই সিদ্ধ হইত না। আহার প্রদান দ্বারা শরীর রক্ষা হওয়া কি সম্ভব হইত? গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা বিদ্যার কি প্রচার হইত? না শিল্প কার্য্যাদি দ্বারা মনুষ্যের ক্ষমতা প্রকাশ পাইত? কেবল সুখ সেব্য বস্ত্র সকল দূরে থাকুক, নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে আচ্ছাদন বস্ত্রাদি এবং আবাস বাটী তাহাও প্রস্তুত করা অসাধ্য হইত; ইহা হইলে পশু হইতে মনুষ্যের কি প্রভেদ থাকিত।

বস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করা হস্তের অন্য এক ক্ষমতা। জগদীশ্বর মনুষ্যকে দুর্ব্বল শরীরি করিয়াও চতুর্দ্দিকস্থ প্রবল হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে তাঁহার আত্ম রক্ষা জন্য একেবারে তাঁহাকে নিরাস ও নিরুপায় করেন নাই; তাঁহাকে বুদ্ধি এবং কর যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, যে তিনি একের দ্বারা উপায় চিন্তা ও অন্য দ্বারা অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও প্রয়োগ পূর্ব্বক সকল প্রকার শত্রুর বিক্রম হইতে সতত নির্ভয়ে স্থিতি করিতে পারেন। বরঞ্চ বুদ্ধি কৌশলে কর যন্ত্র বলে আপনা হইতে শত গুণ বলিষ্ঠ সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে ধৃত করিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিতেছেন, পশু বিশেষকে ধৃত করত স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, ও আপনার শারীরিক সমুদয় ক্ষীণতাকে অতিক্রম করত তাহারদিগের উপরে রাজত্ব ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার এতাদৃশ ক্ষমতা ও মর্য্যাদা কি প্রত্যক্ষ হইত যদি বুদ্ধি সহকারে হস্তের মাংস পেশী সকল এরূপ স্বভাব প্রাপ্ত না হইত যে যে দিকে ইচ্ছা হস্ত দ্বারা সেই দিকে অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করা যায়? যদিও পশুগণ মনুষ্য হইতে অত্যন্ত বলবান, তথাপি তাহারদিগের আক্রমণ নিকটে মাত্র, কারণ নখ দংষ্ট্র খুর শৃঙ্গাদি অস্ত্র তাহারদিগের শরীরের অংশ, সুতরাং তাহারা দূরস্থ বস্তুকে আঘাৎ করিতে পারে না; মনুষ্যের আক্রমণ তাদৃশ নহে তাঁহার অস্ত্রের বল নিকটে কি দূরে সর্ব্বত্রেই সমান প্রাদুর্ভূত; কি গগণ বিহারী বিহঙ্গ কুল, কি বন চারী চতুষ্পদ গণ, কি সলীল নিবাসী জন্তু শ্রেণী সকলেই তাঁহার শক্তির অধীন, পশুরাজ সিংহ পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ে বনে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাতে মানবীয় মহিমাও সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে।

পশুদিগের ন্যায় মনুষ্য শারীরিক বল ও অস্ত্র প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে তাঁহাকে জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিবার আশয়ে পরমেশ্বর তাঁহাকে পশুবৎ সৃষ্টি করেন নাই। যদিও শরীর গত ব্যাপারে পশুদিগের সহিত মনুষ্যের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, তথাপি যখন তাঁহার কল্পনা শক্তি, কার্য্য কারণ অনুভব, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ক্ষমতা এবং ঈশ্বরকে জানিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে সমুদয় প্রাণির রাজা ব্যতীত আর কি শব্দে বিশেষ করা যায়? পরন্তু ঐ সকল ক্ষমতা বিহীন করিয়া তাঁহাকে দৃষ্টি করিলে পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রম যোগ্য কদাচ বোধ হইবেক না, কেবল শারীরিক অবস্থা বিচারে তাঁহাকে বরঞ্চ পশু হইতেও অপকৃষ্ট বোধ হয়। মনুষ্যের বাল্যাবস্থার সহিত পশুদিগের শৈশবাবস্থার উপমা করিলে তাঁহার জীবিত থাকাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাহারা ভূমিষ্ঠ হইবার তিন চারি দিবস পরেই সবল ও স্বাধীন হয়, মনুষ্য তিন চারি বৎসরেও তদ্রূপ হয়েন না; বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি বিষয়েও তাঁহা হইতে অন্য জীব শ্রেষ্ঠ হয়। মৃগ ও অশ্বাদির বেগবান গতির তুলনাতে মনুষ্যের গতি কি গণ্য? পক্ষি বিশেষের দর্শন শক্তির সহিত তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় কি তুলনার যোগ্য? এবং কুক্কুরাদির আঘ্রাণ শক্তির ন্যায় তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় কি সুতীক্ষ্ণ? কিন্তু এরূপ [illegible] অবস্থায় হইলেও মনুষ্য কি আশ্চর্য্য জীব! মনুষ্য [illegible] বুদ্ধি

বিশিষ্ট না হইত যে তাহারা পরস্পর শিক্ষা দ্বারা স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি করিতে পারিত, অথবা তাহারা সেই মাত্র বুদ্ধি প্রাপ্ত হইত যদ্দ্বারা কেবল জীবন নির্ব্বাহোপযোগি কণ্টকগুলিন সামান্য কায়িক ব্যাপার নিষ্পাদন করত নিশ্চিন্ত থাকিত, তবে লোকালয় যে উচ্চ অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে তাহার কি সম্ভাবনা পর্য্যন্তও থাকিত? ফলত কেবল এক বুদ্ধি বলে তিনি সকল জীবকে পরাস্ত, ও সকল অভাব মোচন করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল বুদ্ধি থাকাতেই যে পশু হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, বা বিবিধ শিল্প কার্য্য নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছে এমত নহে, সমুদয় যন্ত্রের প্রধান যন্ত্র এই হস্ত দ্বয় না থাকিলে ইদানীন্তন অপেক্ষা বুদ্ধি অধিক হইলেও মনুষ্য জাতির স্থিতি হইত না, শিল্প কার্য্যের প্রকাশ হইত না, সুখ সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইত না, এবং মনুষ্যের যে বুদ্ধি আছে এমত ও বোধ হইত না। বিশেষত আহার ব্যতিরিক্ত শরীর ধারণ হয় না, অথচ পশুদিগের ন্যায় আমরা কেবল মুখ দ্বারা ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারি না, হস্তের সহায়তায় তাহার আহরণ, প্রস্তুত এবং গ্রহণ করিতে হয়, হস্তের অভাবে তাহাই বা কি রূপে গ্রহণ হইত? অতএব হস্ত দ্বয় প্রদান করাতে পরমেশ্বর আমারদিগের প্রতি কি পর্য্যন্ত করুণা প্রকাশ না করিয়াছেন। পশুদিগের জীবন নির্ব্বাহ জন্য মনুষ্যের ন্যায় কর যন্ত্রের আবশ্যক হয় না; তাহারা কেবল মুখ প্রসারণ পূর্ব্বক আহার করিতে পারে। বিশেষত, যে সকল পশু তৃণ শস্যাদি আহার করে, তাহারদিগের খাদ্য অন্য স্থান হইতে আহরণ কিম্বা প্রস্তুত করিতে হয় না, তাহা উৎপন্ন করিবার জন্য ভূমিও কর্ষণ করিতে হয় না, মেদিনী তাহারদিগের নিমিত্তে প্রতি দিন প্রচুর আহার প্রসব করিতেছে, এপ্রযুক্ত তাহারদিগের গলদেশ প্রলম্বমান এবং এপ্রকারে স্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে অবলীলাক্রমে ভূমি হইতে তাহারা খাদ্য বস্তু মুখ দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে। এক্ষণে হস্তিদিগের [illegible] কি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে! সে গো অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় প্রলম্বিত গলদেশ প্রাপ্ত হয় নাই, একারণ তৎপরিবর্ত্তে এক সুদীর্ঘ মনোজ্ঞ শুণ্ড যন্ত্র লাভ করিয়াছে, যাহার দ্বারা আপনার সমুদয় প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে. বৃহত্তর বস্তু অবধি অতি সূক্ষ্মতম বস্তু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে. খাদ্য সামগ্রী স্বীয় মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে পারে, এবং আমারদিগের কর যন্ত্রের ন্যায় নানাদিকে চালনা করিতে সমর্থ হয়। গাত্র আচ্ছাদনার্থেও কোন বাহ্য বস্তু তাহারদিগের আবশ্যক হয় না, তাহারদিগের যে স্বাভাবিক আচ্ছাদন আছে, তদ্দ্বারাই তাহারা শীত উষ্ণ হইতে আপনারদিগকে রক্ষা করিতে পারে, অতএব বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ জন্য যে হস্তের প্রয়োজন তাহা তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ এই শরীর প্রাণিদিগের জাতি ভেদে স্বভাব ভেদে ও প্রয়োজন ভেদে বিবিধ মতে রচিত হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত আছে যে যে সকল পশু তৃণাদি আহার করে তাহারাই মাংসাশী জন্তুদিগের খাদ্য, সুতরাং সর্ব্বদা সভয় ও দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর সহায়তায় স্থিতি করে। ইহার মধ্যে দৈবাৎ যদি কেহ একাকী হয় তবে তাহারদিগের উপায় কি? এনিমিত্তে তাহারা হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দ্রুত গমনশীল পদ দ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ বা স্বভাবত মনুষ্যের আশ্রয় লইয়াছে। অপর তাহারা জিঘাংসু নহে, এজন্য তাহারা নখ বা দংষ্ট্রা যুক্ত হয় নাই তাহারদিগের শৃঙ্গ বা খুরাস্ত্র দ্বারা কেবল আত্ম রক্ষা এবং সামান্য শত্রু দমন মাত্র তাৎপর্য্য হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেকের এক এক প্রকার অস্ত্র থাকিলেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে, এনিমিত্তে তাহারদিগের মধ্যে অশ্বাদি যাহারা প্রবল খুর বিশিষ্ট তাহারদিগের শৃঙ্গ নাই, এবং গোমেষাদি যাহারদিগের খুর বিশিষ্ট তাদৃশ বলিষ্ঠ পদ নাই তাহারা শৃঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকার তাহারদিগের মধ্যে কোন জীব উক্ত উভয় [illegible] অধিকারী হয় নাই। পুনশ্চ যে সক-

স জন্তুর খাদ্য রক্ত মাংস তাহারা স্বভাবত ভয়ঙ্কর ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান ও বিচরণ করে এবং তাহারা আহার্য্য পশু সকল হনন করিবার জন্য তদুপযুক্ত বলবান্ তীক্ষ্ণধার যুক্ত নখ এবং দন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব যে পরমপুরুষ প্রত্যেক জীবের স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে শরীর প্রদান করিয়াছেন, তিনি যে মনুষ্যের প্রকৃতি ও প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে বুদ্ধি এবং করযন্ত্রে ভূষিত করিয়া এ পৃথিবীর যোগ্য করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। এই কর যন্ত্র দ্বারা তিনি আপনার ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন, শীত উষ্ণ হইতে দেহ রক্ষা হেতু বস্ত্রাদি এবং স্বীয় আবাস নিমিত্তে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন; অস্ত্রাদি প্রস্তুত করত হিংস্র জন্তুর আক্রম হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেছেন; বহু প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল উৎপন্ন করত স্বজাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা বিস্তার করিতেছেন; দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রকাশ দ্বারা সামান্য দৃষ্টির অগোচর অতি দূরস্থ গ্রহ নক্ষত্র এবং চন্দ্রলোকস্থ পর্ব্বত গহ্বর আদি নিরীক্ষণ করিতেছেন, ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করত অতিসূক্ষ্ম রূপ সময়েরও নিরূপণ করিতেছেন; বাষ্পীয় পোতাদি গঠন দ্বারা মহার্ণব বিদারণ পূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য প্রচার দ্বারা তত্রস্থ লোকের অভাব মোচন করিতে অতি শীঘ্র সমর্থ হইতেছেন; নানা বস্তুর প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া ভূত সমস্তকে বর্ত্তমান এবং দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ করিতেছেন, — দ্রব্য নষ্ট হইলেও তাহাকে চিরজীবি করিতেছেন, এবং বাদ্য যন্ত্র রচনা পূর্ব্বক তাহাতে বিবিধ প্রকার রাগ রাগিণীর মূর্চ্ছনাদি সহকারে রূপ আলাপন দ্বারা চিত্তের প্রমোদ জন্মাইতে সমর্থ হইতেছেন। এই প্রকার কেবল হস্তেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল মহৎ মহৎ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে, অন্য সমুদয় ইন্দ্রিয় একত্রিত হইলেও সে সকল সম্পন্ন হওয়া অসাধ্য। বিশেষতঃ যখন এই হস্ত দ্বারা আমারদিগের মনের ভাব প্রকাশ বিষয়ে বিবেচনা করা যায় তখন তাহার ক্ষমতার প্রতি আরও কি আশ্চর্য্য বোধ হয়! ইহা সত্য যে বাক্য যন্ত্র দ্বারা আমারদিগের দুঃখ ইচ্ছা এবং মনোগত অপরভাবাদি ব্যক্ত হইতে পারে; তথাপি তদ্দ্বারা মনুষ্যের সম্মুখে মাত্র সে সকল মনেরভাব প্রকাশ করা যায়, দূরস্থ ব্যক্তির সমীপে, বধিরের নিকটে অথবা ভবিষ্যৎ কালে তাহা জ্ঞাপন করিতে বাগ্যন্ত্রের কোন ক্ষমতা নাই; কিন্তু কর যন্ত্র দ্বারা দূরে, নিকটে বা ভবিষ্যতে মনুষ্যের মনের ভাব এবং অভিপ্রায় সকল প্রকাশ হইতে পারে, অতএব কর যন্ত্র এ অংশে বাগ্যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারী। এই করযন্ত্র দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তারা স্বীয় মনোজ্ঞ রচনা এবং অভিপ্রায়াদি লিপিবদ্ধ করিয়া চিরস্থন করিতেছেন, যাহার দ্বারা ভবিষ্যৎকালিক মনুষ্য গণ সেই গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মনোভাণ্ডার বিনির্গত অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ এবং চিরকৃতজ্ঞ হয়েন। যদি গ্রন্থাদি না থাকিত, তবে অন্ধতম প্রাচীন কালের পুরাবৃত্ত সকল কি এইক্ষণকার ন্যায় জ্ঞাত হইত? মনোহর কবিদিগের সুধাপূর্ণ সুললিত বর্ণনা বর্ত্তমান কালের ন্যায় কি পৃথিবীতে ব্যক্ত থাকিত? বিশেষত সকল মনুষ্যই যে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ অথবা সকল কালের মনুষ্যের মনের অভিপ্রায় যে এক প্রকার হয় এমত নহে, সুতরাং যে যে ব্যক্তি যে যে বিদ্যার অনুসন্ধান করেন, তাঁহার চিত্তে তদ্বিষয়ের যে রূপ জ্ঞান প্রকাশ হয়, যদি তাহা তিনি লিপি বদ্ধ না করেন, তবে কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই উন্নতি হইতে পারে না। অতএব বিচার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রতীত হইতেছে, যে মনুষ্য যে কারণে আত্ম গৌরব নানা প্রকারে বৃদ্ধি করিতেছেন, এবং এই পৃথিবীতে জীবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ ধারণ করিয়াছেন, সে সমুদয়ের মূল কারণ যে বুদ্ধি এবং কর এই দুই যন্ত্র হইয়াছে ইহার সংশয় নাই।

যখন সপ্রমাণ হইতেছে যে মনুষ্য স্বভাবত যে প্রকার বল হীন ইহাতে বুদ্ধি না থাকিলে তিনি এ পৃথিবীতে অবস্থান করিতে পারিতেন না, এবং বুদ্ধি থাকিলেও হস্তের অভাবে তাহার কোন ক্ষমতাই বিজ্ঞাত হইত না; যদ্রূপ শব্দ ব্যতিরেকে কর্ণ ব্যর্থ হইত

রূপ বিশিষ্ট বস্তু অভাবে চক্ষুর অনাবশ্যক হইত, তদ্রূপ হস্তেন্দ্রিয় না থাকিলে বুদ্ধিও বিফল হইত; এবং যখন বিদিত হইতেছে যে করস্থ অঙ্গুলি প্রভৃতি যে বিধিতে নির্ম্মিত এবং স্থাপিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা ভাব হইলে হস্তও কোন কার্য্যের হইতনা, কিম্বা ভুজস্থ মাংশ পেশি সকল যদি সেই প্রকার স্বভাবযুক্ত না হইত যে জীবাত্মার অভিপ্রায় মত হস্ত আপনাকে নানাদিকে চালনা এবং অস্ত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে, তবে শত্রু দমনাদি দ্বারা আত্ম রক্ষা প্রভৃতি কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইত না; কারণ মনুষ্য সঅস্ত্র হইলেও পরাক্রমশীল পশুদিগের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সমর্থ হয়েন না, তাঁহার জয় কেবল দূরে অস্ত্র নিক্ষেপের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর; পুনশ্চ যখন প্রতীত হইতেছে যে বুদ্ধি ও কর যন্ত্র মনুষ্য এনিমিত্তে প্রাপ্ত হয়েন নাই যে কেবল অসভ্য জাতির ন্যায় কতকগুলীন কায়িক ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াই পশুবৎ সুখী হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, বরঞ্চ তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া এ পৃথিবীর রাজা হইবেন, তখন যে পরমকারণ মনুষ্যের সুখ বিধান জন্য এইরূপ কৌশল করিয়াছেন, তাঁহার যে জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞান যে অভ্রান্ত ইহা অপেক্ষা স্বতঃসিদ্ধ সত্য আর কি আছে? এবং সেই সকল আশ্চর্য্য কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহার জ্ঞান স্বরূপ কারণের প্রতি যাহার বিশ্বাস এবং চমৎকার না জন্মে তাহার বুদ্ধি অংশে হীনতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

সুখসাগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২৭ আষাঢ় ১৭৭০ শক।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, এবং কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

উক্ত শ্রুতি দ্বারা স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত কিম্বা তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র হইবার নিমিত্তে মনুষ্যের প্রথমে সুস্বভাব ও সুচরিত্রান্বিত হওয়া আবশ্যক। যদিও এতদ্ভূমণ্ডলে নানা দেশে নানা প্রকার ধর্ম্ম ও রীতিবর্গ প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু সত্য, ক্ষমা, দয়া, অস্তেয় প্রভৃতি কতিপয় ঈশ্বর বিহিত ধর্ম্ম সকল দেশে ও সকল জাতি মধ্যে সমানরূপে মান্য হয়। এতন্নিয়ম প্রতিপালনে কোন জাতি ও কোন ধর্ম্মাবলম্বিব্যক্তির অনৈক্যতা ও অসম্মতি দৃষ্ট হয় না। যে কোন ব্যক্তি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরহিত প্রিয়, পর দ্রব্যে নিস্পৃহ হয়েন, তিনি ইহ লোকে সর্ব্ব জন সমীপে ও পরলোকে ঈশ্বর সন্নিধানে প্রশংসনীয় ও আদরনীয় হবেন। তদ্বিপরীতাচারে বহুপচারে ঈশ্বরার্চ্চনা করিলেও ঈশ্বরের নিকট অপরাধী ও মনুষ্যের নিকট উপহাস্য হইতেহয়। অনেক মনুষ্যের এমত এক সংস্কার আছে যে দুষ্কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া যদি তাহা কোন পূজাদিতে ব্যয় করা যায়, তবে তদ্দুষ্কৃত জনিত পাপক্ষয় হয়। কিন্তু ইহা কোনমতেই হইতে পারে না, এ কেবল এক কুসংস্কার মাত্র, যে ব্যক্তি যে কোন কর্ম্ম করিবেক, তাহার ফল ভোগ অবশ্যই তাহাকে করিতে হইবেক যথা "অবশ্যমেব ভোক্তব্যংকৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং"। পরন্তু পরমেশ্বর, যিনি সর্ব্বসাক্ষী, করুণাকর, ও ন্যায়বান, তাঁহাকে অন্যের অপহৃত দ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলে যে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন ইহা কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ হয় না। যখন কোন মনুষ্য ধার্ম্মিক হইলে অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যে সন্তুষ্ট হয়েন না, তখন তাহাতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ জগৎ পাতার তুষ্টহওয়ার বিষয় কি!

কোন কোন মহাত্মারা কহিয়া থাকেন যে সভা করিলেই কি ব্রহ্ম জ্ঞান হয়! বেদ পাঠ করিলেই কি ব্রহ্ম জ্ঞান হয়? বক্তৃতা করিলেই কি ব্রহ্ম জ্ঞান হয়! উত্তর, যদি

শ্রদ্ধা থাকে তবে অবশ্যই হয়। ঈশ্বর পরায়ণ ও তত্ত্বজ্ঞবান্ ব্যক্তিই এই আনন্দময় জগৎ সংসার স্বরূপ বৃহৎ পুস্তকের সকল পত্রেই ব্রহ্মকে পাঠ করিয়া বিপুল নির্ম্মল আনন্দহিল্লোলে ভাসমান হয়েন। তাঁহার চিত্তের আনন্দ তিনিই জানেন, অন্যে কখন জানিতে পারে না। সামান্য ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় জন্য সামান্য সুখ প্রাপ্তির নিমিত্তে সর্ব্বদা ব্যস্ত, কিন্তু তাহা ভোগান্তে তাহার প্রতি নিস্পৃহা ও ঘৃণা জন্মে। ঈশ্বরালোচনা জনিত সুখের অন্ত নাই। ভোগে তাহার বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রতি কদাচ নিস্পৃহা হয়না। তদ্বিষয়ে যত আলোচনা করা যায়, ততই আনন্দের উৎস চিত্ত হইতে উৎসারিত হইতে থাকে। যিনি আত্মজ্ঞ তিনি আত্মার সহিত রতি করেন ও আত্মার সহিত ক্রীড়া করেন এবং সর্ব্বদা আত্মাকেই ভোগ করেন। অনীক ও অচির ক্রীড়াদিতে তিনি কখন আসক্ত ও মগ্ন হয়েন না, তিনি ইহ লোকেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। "সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি" যাহার শ্রদ্ধা নাই তাঁহার কোন রূপেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না বেদ পাঠে হয় না, শ্রবণে হয় না, মেধায় হয় না এবং অন্য কোন প্রকরণে হয় না। শ্রদ্ধা কোন অনুরোধেরও অধীন নহে তাহা যাহার হয় তাহা স্বতই হয়। তৎ সঞ্চার ও তদুদ্রেক বালক কালেতেও প্রতীয়মান হয়, পরে উত্তরোত্তর তদনুশীলনে জ্ঞান সহযোগে তাহার আধিক্য হয়।

পরন্তু সভার ও বক্তৃতার এই মহদ্গুণ যে তদ্দ্বারা যদ্যপি আশু ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্তি না হউক, তথাপি তদালোচনা দ্বারা অনেকের সুনীতি ও সুস্বভাব ও সুচরিত্র হওয়া সম্ভব। আমি সভ্য মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা অকপটে ব্যক্ত করুন যে এ সভা এখানে হওয়াতে কি অনিষ্ট হইয়াছে? সপ্তাহের মধ্যে এক দিবস এই রবিবারে যে সভা হইয়া থাকে ইহাতে মহাশয়েরা অন্য অন্য দিবসাপেক্ষা এই দিবসে যে কিঞ্চিৎ শ্রবণাদি করেন তদ্দ্বারা আপনারদিগের মন কিঞ্চিৎ আর্দ্র হয় কি না? ঈশ্বরের প্রতি কিঞ্চিৎ ভক্তি হয় কি না? সৎকর্ম্ম করণে ক্ষণ কাল জন্যও ইচ্ছা হয় কি না? এবং এই সংসার অচির ও ক্ষণ ভঙ্গুর এবং এক পরমেশ্বর মাত্র নিত্য এমত বোধ হয় কি না? যদ্যপি ইহার কিয়দংশও হয়, তবে অবশ্য কহিতে হইবে যে সভারদ্বারা উপকার হইতেছে ও তাহা হইলেই ক্রমে পরিণামে নিত্যানন্দ জ্ঞান প্রাপ্তির সোপান হইল এমত বোধ করিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন মহাশয়েরা সভায় না আসিয়া ও তাহার গুণাগুণ না জানিয়া সভার প্রতি দ্বেষ মৎসরতা প্রকাশ করেন, ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য মহাশয়েরা বিচার করিবেন। অতএব সকলের প্রতি অনুনয় পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে যাহাতে এসভা চিরস্থায়িনী হয় তাহার প্রতি যত্নবান্ হউন।

শ্রীকাশীশ্বর মিত্র।
সম্পাদক।

নীতিসার

২৩৪ ঔষধ অপেক্ষা পথ্য শীঘ্র নীরোগ করে।
২৩৫ এই সৃষ্টিকে অধ্যয়ন না করিয়া কেবল পুস্তক অধ্যয়ন করিলে কেহ বিজ্ঞ হয় না।
২৩৬ যেখানে জ্ঞান শাসন করে সেখানে শান্তি ব্যাপ্ত হয়।
২৩৭ সেই যথার্থ দরিদ্র যে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না।
২৩৮ ধর্ম্মেতেই কেবল নিশ্চিত সুখ।
২৩৯ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিবে এবং তাঁহার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইবে।
২৪০ যশ অপেক্ষা আত্ম প্রসাদকে শ্রেয় জানিবে।
২৪১ আত্ম রক্ষা প্রধান নিয়ম।
২৪২ মহাত্মাদিগের নিকটে বিপদ্ কণ্টক শূন্য হয়।
২৪৩ আলস্য শরীরকে দুর্ব্বল করে এবং মনকে খিন্ন করে।
২৪৪ পাপ এবং দুঃখ অবশ্য সহচর।

২৪৫ ধন ক্রয় করিবার নিমিত্তে ধর্ম্মকে বিক্রয় করিবে না।

২৪৬ সৎলোকের বংশের অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।

২৪৭ অকপটতা সমুদয় ধর্ম্মের মূল।

২৪৮ সন্দিগ্ধ মন বন্ধুতার বিষ।

২৪৯ অন্যের ছিদ্র অন্বেষণ অপেক্ষা আপনার ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত হইবে।

২৫০ গভীর জলে বড় শব্দ হয় না।

২৫১ দুর্ব্বাক্য কথন অপেক্ষা মৌন থাকা ভাল।

২৫২ যে আপনার বিষয় নষ্ট করে, সে অন্যের বিষয় রক্ষা করিতে কখন সমর্থ নহে।

২৫৩ স্বীয় সাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহা সিদ্ধ হয়।

২৫৪ আত্ম বার্ত্তা নম্রতার সহিত কহিবে।

২৫৫ দুর্জ্জনের সৌভাগ্য অল্পকাল স্থায়ি।

২৫৬ পরিশ্রমী দরিদ্রের সুনিদ্রা রাজাদিগের অপ্রাপ্য।

২৫৭ বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞানোপদেশ গ্রহণে লজ্জিত হইবে না।

সংবাদ

পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীমান্ মহারাজা মহতাবচন্দ্র বাহাদুর বর্দ্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার সমাজে যে দুই জন উপাচার্য্য পূর্ব্বে ছিলেন, মহারাজা তাঁহারদিগের উভয়কে তাহাতে ব্রতি করিয়াছেন। সমাজগৃহ অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই, অবগত হইলাম তাহা নির্ম্মাণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

এ সময়ে যে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন, ইহা অতি শুভ চিহ্ন, কারণ এ মহাকার্য্য সাধন নিমিত্তে বঙ্গদেশে তাঁহার তুল্য উপায়ক্ষম আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তাঁহার প্রচুর ঐশ্বর্য্য সুবিখ্যাত আছে, এপর্য্যন্ত কেবল ইচ্ছার অভাব ছিল, এইক্ষণে যখন তাঁহার অন্তঃকরণে এই সাধু ইচ্ছার সঞ্চার হইয়াছে, তখন জগদীশ্বর তাঁহাকে ক্রমশঃ কৃতার্থ করিবেন, এবং তাঁহার মহাকীর্ত্তি সর্ব্বোপরি উজ্জ্বলা হইয়া চিরস্থায়িনী হইবে।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের পরিবর্ত্তে সহকারী সম্পাদকের পদে অন্য এক জন নিযুক্ত করিবার জন্য আগামী ১৪ শ্রাবণ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০৲
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ	৫৲
বৃত্তি সহিত কঠাদি সপ্তোপনিষৎ	১৲
ব্রহ্মবিচার	।৹
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	।৹
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।৹
বাঙ্গলা ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ	॥৹
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৶৹
ভূগোল	॥৹
পদার্থ বিদ্যা	॥৹
বর্ণমালা	৶৹
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	॥৹
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্যান্য বিষয়	॥৹
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্ সবষ্টান্সিয়েটেড্	।৶৹
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	।৹
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৶৹

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে; শ্রীযুক্ত হ, ম, এলিএট সাহেব চতুর্দ্দশ সংখ্যক 'কলিকাতা ওরিএন্ট্যাল মেগেজীন' নামক ইংরাজি গ্রন্থের এক খণ্ড, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় চ, ব্যাবেজ সাহেবের কৃত 'ইকনমি আব মেশিনরী এণ্ড ম্যানু ফ্যাক্‌চর' নামক গ্রন্থের এক খণ্ড, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিণ্ডেশ সাহেবের কৃত 'বাঙ্গলা ইংরাজি অভিধান' গ্রন্থের এক খণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জ, ম, মিচেল্ সাহেবের সহিত শ্রীযুক্ত পেস্তোনজী মনকজীর 'খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ের বিচার' গ্রন্থের এক খণ্ড ইন্দোর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি রিম ছয় টাকা; যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৬ ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১৩ শ্রাবণ সম্বৎ ১৯০৫। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৪৯।

একমেবাদ্বিতীয়ং

দ্বিতীয় ভাগ
৬১ সংখ্যা
ভাদ্র ১৭৭০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি ' অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে প্রথমং সূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ
ব্রহ্মণস্পতির্দ্দেবতা

১৭৭

১ সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং যঔশিজঃ।

১ হে 'ব্রহ্মণস্পতে' দেব 'সোমানং' সোমাভিষবকর্ত্তারং মাং 'স্বরণং' প্রকাশবন্তং 'কৃণুহি' কুরু যথা 'কক্ষীবন্তং' কক্ষীবন্নামানং ঋষিং প্রকাশবন্তং চকার তদ্বৎ।০ কক্ষীবান্ কঃ ইত্যাহ 'যঃ' 'ঔশিজঃ' ঔশিজঃ পুত্রঃ।

১হে ব্রহ্মণস্পতি! সোমের অভিষব কর্ত্তা যে আমি আমাকে তেজস্বী কর, যেমন উশিজ ঋষির পুত্র কক্ষীবান্ ঋষিকে তেজস্বী করিয়াছ।

১৭৮

২ যোরেবান্ যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। সনঃ সিষক্তু যস্তুরঃ।

২ 'যঃ' ব্রহ্মণস্পতিঃ 'রেবান্' ধনবান্ [illegible] 'অমীবহা' রোগহন্তা 'বসুবিৎ' ধনানাং জ্ঞাতা 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' পুষ্টের্বর্দ্ধয়িতা 'যঃ' চ 'তুরঃ' ত্বরোপেতঃ 'সঃ' ব্রহ্মণস্পতিঃ 'নঃ' অস্মান্ 'সিষক্তু' অনুগৃহ্নাতু।

২ধনবান্,রোগহন্তা,সকল ধনের জ্ঞাতা, পুষ্টির বৃদ্ধিকারী, ত্বরাযুক্ত যে ব্রহ্মণস্পতি তিনি আমারদিগকে অনুগ্রহ করুন।

১৭৯

৩ মা নঃ শংসো অররুষোধূর্ত্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্ত্যস্য। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে।

৩ 'অররুষঃ' উপদ্রবং কর্ত্তুমাগতস্য 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যস্য 'ধূর্ত্তিঃ' হিংসা তথা 'শংসঃ' তিরস্কারঃ 'নঃ' অস্মান্ 'মা প্রণক্' মাপ্রণক্ মাসম্পৃণক্তু। তদর্থং হে 'ব্রহ্মণস্পতে' 'ণঃ' নঃ অস্মান্ 'রক্ষা' রক্ষ পালয়।

৩ উপদ্রব করিতে আগত মনুষ্যের হিংসা ও তিরস্কার আমারদিগকে স্পর্শ না করুক। হে ব্রহ্মণস্পতি! আমারদিগকে তাহা হইতে রক্ষা কর।

ব্রহ্মণস্পতিরিন্দ্রঃ সোমোদেবতা

১৮০

৪ সধা বীরোন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ। সোমোহিনোতি মর্ত্ত্যং।

৪ 'ইন্দ্রঃ' 'যং' 'মর্ত্ত্যং' মনুষ্যং 'হিনোতি' প্রাপ্নোতি অনুগৃহ্নাতি তথা 'ব্রহ্মণস্পতিঃ' যং হিনোতি তথা 'সোমঃ' যং 'হিনোতি' 'সঃ' 'ঘা' স্ব এব 'বীরঃ' বীর্য্যযুক্তঃ সন্ 'ন' 'রিষ্যতি' বিনশ্যতি।

৪ ইন্দ্, ব্রহ্মণস্পতি, সোম ইঁহারা যে মনুষ্যকে অনুগ্রহ করেন সেই বীর; সে কখন নষ্ট হয় না।

ব্রহ্মণস্পতিরিন্দ্রঃ সোমোদক্ষিণা দেবতাঃ

১৮১

৫ ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোমইন্দ্রশ্চ মর্ত্ত্যং। দক্ষিণা পাত্বংহসঃ।১।১।৩৪।

৫ হে 'ব্রহ্মণস্পতে' 'ত্বং' যং 'মর্ত্ত্যং' মনুষ্যং 'অংহসঃ' পাপাৎ পাসি রক্ষসি 'তং' মনুষ্যং 'সোমঃ' 'পাতু' 'ইন্দ্রঃ' পাতু 'দক্ষিণা' দেবী 'চ' পাতু।১।১।৩৪।

৫ হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি যে মনুষ্যকে পাপ হইতে রক্ষা কর, সোম, ইন্দ্র এবং দক্ষিণা দেবী তাহাকে রক্ষা করুন।১।৪।৩৪।

সদসস্পতির্দ্দেবতা

১৮২

৬ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধামযাসিষং।

৬ 'অদ্ভুতং' আশ্চর্য্যকরং 'ইন্দ্রস্য' 'প্রিয়ং' 'কাম্যং' কমনীয়ং 'সনিং' ধনস্য দাতারং 'সদসস্পতিং' দেবং 'মেধাং' বুদ্ধিং লব্ধুং 'অযাসিষং' প্রাপ্তবানস্মি।

৬ অদ্ভুত, ইন্দ্রের প্রিয়, প্রার্থনীয় এবং ধনের দাতা সদসস্পতি দেবতাকে জ্ঞানলাভের নিমিত্তে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৮৩

৭ যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞোবিপশ্চিতশ্চন। সধীনাং যোগমিন্বতি।

৭ 'যস্মাৎ' সদসস্পতিদেবাৎ 'ঋতে' বিনা 'বিপশ্চিতঃ' জ্ঞানবতঃ যজমানস্য 'চন' অপি 'যজ্ঞঃ' 'ন সিধ্যতি' 'সঃ' দেবঃ অস্মাকং 'ধীনাং' বুদ্ধীনাং 'যোগং' সম্বন্ধং 'ইন্বতি' ব্যাপ্নোতি।

৭ যে সদসস্পতি দেবতা বিনা জ্ঞানবান্ যজমানেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না সেই সদসস্পতি দেবতা আমারদিগের বুদ্ধি যোগকে প্রশস্ত করুন।

১৮৪

৮ আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং কৃণোত্যধ্বরং। হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি।

৮ সদসস্পতিঃ 'আৎ' হবিঃপ্রাপ্ত্যনন্তরং 'হবিষ্কৃতিং' হবিঃসম্পাদনযুক্তং যজমানং 'ঋধ্নোতি' বর্দ্ধয়তি। তথা 'প্রাঞ্চং' অবিচ্ছেন সমাপ্তিযুক্তং 'অধ্বরং' যজ্ঞং 'কৃণোতি' করোতি। 'হোত্রা' হূয়মানা সা দেবতা যজমানং প্রখ্যাপয়িতুং 'দেবেষু' 'গচ্ছতি'।

৮ সদসস্পতিদেবতা হবিঃপ্রাপ্তির পর হবিদাতা যজমানকে বৃদ্ধি করেন এবং নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ও আহুতি বিশিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিখ্যাত করিবার নিমিত্তে অন্য দেবতাদিগের নিকটে গমন করেন।

নরাশংসোদেবতা

১৮৫

৯ নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং। দিবোন সদ্মমখসং।১।১।৩৫।

৯ 'সুধৃষ্টমং' আধিক্যেন ধার্ষ্ট্যযুক্তং 'সপ্রথস্তমং' অতিশয়েন প্রখ্যাতং 'সদ্মমখসং' প্রাপ্ততেজস্কং 'নরাশংসং' দেবং 'অপশ্যং' শাস্ত্রদৃষ্ট্যা দৃষ্টবানস্মি 'দিবঃ' দ্যুলোকান্ 'ন' ইব যথা দ্যুলোকান্ দৃষ্টবান্ তদ্বৎ।১।১।৩৫।

৯ পরাজয় বিহীন, বিখ্যাত তেজস্বী, নরাশংস দেবতাকে দ্যুলোকের ন্যায় আমি দর্শন করিয়াছি।১।১৩৫।

দ্বিতীয়ং সূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ

অগ্নিমরুতৌদেবতা

১৮৬

১ প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপী-

থায় প্রহূয়সে। মরুদ্ভিরগ্নআগহি।

১ 'ত্যং' তং প্রসিদ্ধং 'চারুং' অবয়বৈকল্যশূন্যং 'অধ্বরং' যজ্ঞং 'প্রতি' 'গোপীথায়' সোমপানায় সম্যক্ ত্বং 'প্রহূয়সে' আহূয়সে ঋত্বিগ্ভিঃ। তস্মাৎ হে 'অগ্নে' 'মরুদ্ভিঃ' সহ 'আগহি' আগচ্ছ।

১ সোমপানের নিমিত্তে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন যজ্ঞেতে ঋত্বিক্ সকলদ্বারা তুমি আহূত হইতেছ, অতএব হে অগ্নি! মরুদ্গণের সহিত আগমন কর।

১৮৭

২ নহি দেবোন মর্ত্ত্যোমহস্তব ক্রতুং পরঃ। মরুদ্ভিরগ্নআগহি।

২ যস্মাৎ 'মহঃ' মহতঃ 'তব' 'ক্রতুং' যজ্ঞং উল্লঙ্ঘ্য 'ন' 'দেবঃ' 'পরঃ' উৎকৃষ্টঃ। তথা 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ তব যজ্ঞং উল্লঙ্ঘ্য উৎকৃষ্টঃ 'ন' 'হি' সন্তু। যেমনুষ্যাঃ তব যজ্ঞং অনুতিষ্ঠন্তি যে চ দেবাঃ তব যজ্ঞে ইজ্যন্তে তে এব উৎকৃষ্টাঃ ইত্যর্থঃ। অতঃ হে 'অগ্নে' 'মরুদ্ভিঃ' সহ 'আগহি' আগচ্ছ।

২ মহৎ যে তুমি তোমার যজ্ঞকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দেবতা কি মনুষ্য কেহই উৎকৃষ্ট হইতে পারেন না, অর্থাৎ যে সকল দেবতা তোমার যজ্ঞে অর্চ্চিত হয়েন এবং যে মনুষ্য সকল তোমার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাই উৎকৃষ্ট। অতএব হে অগ্নি! মরুদ্গণের সহিত আগমন কর।

১৮৮

৩ যে মহোরজসোবিদুর্ব্বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ। মরুদ্ভিরগ্নআগহি।

৩ 'দেবাসঃ' দ্যোতমানাঃ 'অদ্রুহঃ' দ্রোহরহিতাঃ 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'যে' মরুতঃ 'মহোরজসঃ' মহতঃ উদকস্য বর্ষণপ্রকারং 'বিদুঃ' জানন্তি হে 'অগ্নে' তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' সহ 'আগহি'।

৩ দীপ্তিমান্ দ্রোহরহিত যে সকল মরুদ্গণ মহা বৃষ্টির প্রকরণ জানেন হে অগ্নি! সেই মরুদ্গণের সহিত আগমন কর।

১৮৯

৪ যউগ্রাঅর্কমানৃচুরনাধৃষ্টাসওজসা। মরুদ্ভিরগ্নআগহি।

৪ 'উগ্রাঃ' তীব্রাঃ 'ওজসা' বলেন 'অনাধৃষ্টাসঃ' সর্ব্বৈভ্যঃ প্রবলাঃ 'যে' মরুতঃ 'অর্কং' উদকং 'আনৃচুঃ' অর্জ্জিতবন্তঃ সম্পাদিতবন্তঃ তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' হে 'অগ্নে' 'আগহি'।

৪ উগ্র এবং সকল দেবতা হইতে প্রবল যে সকল মরুদ্গণ জল সম্পন্ন করেন হে অগ্নি! তাঁহারদিগের সহিত আগমন কর।

১৯০

৫ যে শুভ্রাঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসোরিশাদসঃ। মরুদ্ভিরগ্নআগহি। ১। ১। ৩৬।

৫ 'শুভ্রাঃ' শুভ্রবর্ণোপেতাঃ 'ঘোরবর্পসঃ' উগ্ররূপধরাঃ 'সুক্ষত্রাসঃ' সুক্ষত্রাঃ শোভনধনোপেতাঃ 'রিশাদসঃ' হিংসকানাং ভক্ষকাঃ 'যে' মরুতঃ তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' হে 'অগ্নে' 'আগহি'। ১। ১। ৩৬।

৫ শুক্ল বর্ণ, উগ্র, ঐশ্বর্য্যশালী, এবং হিংসকদিগের ভক্ষক যে মরুদ্গণ তাঁহারদিগের সহিত হে অগ্নি! আগমন কর। ১। ১। ৩৬।

১৯১

৬ যে নাকস্যাধিরোচনে দিবি দেবাসআসতে। মরুদ্ভিরগ্নআগহি।

৬ 'যে' মরুতঃ 'নাকস্য' দুঃখরহিতস্য সূর্য্যস্য 'অধি' উপরি 'রোচনে' দীপ্যমানে 'দিবি' দ্যুলোকে 'দেবাসঃ' দীপ্যমানাঃ 'আসতে' তিষ্ঠন্তি তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' হে 'অগ্নে' 'আগহি'।

৬ যে সকল মরুদ্গণ সূর্য্য লোকের উপরে দেদীপ্যমান্ স্বর্গলোকে বিরাজমান আছেন হে অগ্নি! তাঁহারদিগের সহিত আগমন কর।

১৯২

৭ যঈঙ্খয়ন্তি পর্ব্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবং। মরুদ্ভিরগ্নআগহি।

৭ 'যে' মরুতঃ 'পর্ব্বতান্' মেঘান্ 'ঈঙ্খয়ন্তি' চালয়ন্তি তথা 'অর্ণবং' বহূদকযুক্তং 'সমুদ্রং' 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্তি সমুদ্রস্য জলং তাড়য়ন্তি তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' হে 'অগ্নে' 'আগহি'।

৭ যে মরুদ্গণ মেঘ সকলকে চালনা করেন এবং অগাধ সমুদ্রকে তাড়না করেন

হে অগ্নি ! তাঁহারদিগের সহিত আগমন কর।

১৯৩

৮ আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তিরঃ সমুদ্রমোজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি।

৮ 'যে' মরুতঃ সূর্য্যস্য 'রশ্মিভিঃ' 'আ-তন্বন্তি' আভিমুখ্যেন বিস্তৃতা ভবন্তি তথা 'ওজসা' বলেন 'সমুদ্রং' 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্তি তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' হে 'অগ্নে' 'আগহি'।

৮ যে মরুদ্গণ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা বিস্তৃত হয়েন এবং বল দ্বারা সমুদ্রকে তাড়না করেন হে অগ্নি! তাঁহারদিগের সহিত আগমন কর।

১৯৪

৯ অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি। ১। ১। ৩৭।

৯ 'পূর্ব্বপীতয়ে' পূর্ব্বকালে প্রবৃত্তায় পানায় 'ত্বা' ত্বাং প্রতি 'সোম্যং' সোমসম্বন্ধিনং 'মধু' মধুররসং 'অভি-সৃজামি' অভিসৃজামি সর্ব্বতঃ সম্পাদয়ামি হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'মরুদ্ভিঃ' সহ 'আগহি'। ১। ১। ৩৭।

৯ তোমার সোমপান পূর্ব্ব কাল হইতে প্রসিদ্ধই আছে, এই হেতু আমরা তোমার নিমিত্তে এই সোমের মধুর রস সম্পন্ন করিতেছি, অতএব হে অগ্নি ! মরুদ্গণের সহিত তুমি আগমন কর। ১। ১। ৩৭।

ইতি প্রথমাষ্টকে প্রথমোধ্যায়ঃ।

তৃতীয়ং সূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃগায়ত্রং ছন্দঃ
ঋভবো দেবতা

১৯৫

১ অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া। অকারি রত্নধাতমঃ।

১ 'জন্মনে' জায়মানায় ঋভুনামে প্রসিদ্ধোহি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ ... একবচনমাত্রেন জ- ঘন্যেন নির্দ্দিশ্যতে তস্মৈ 'দেবায়' 'রত্নধাতমঃ' ধনস্য সাধয়িতা 'অয়ং' 'স্তোমঃ' স্তোত্রং 'বিপ্রেভিঃ' ঋত্বিগ্ভিঃ 'আসয়া' স্বকীয়েন আস্যেন 'অকারি' নিষ্পাদিতঃ।

১ ঋভু নামক দেবতাদিগের প্রীত্যর্থে ধন সাধক এই স্তোত্র, ঋত্বিক্ সকলের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে।

১৯৬

২ য ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্ম্মনসা হরী। শমীভির্যজ্ঞমাশত।

২ 'যে' ঋভবঃ 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'বচোযুজা' বচোযুজৌ বাংমাত্রেণ রথে যুজ্যমানৌ 'হরী' অশ্বৌ 'মনসা' 'ততক্ষুঃ' সম্পাদিতবন্তঃ তে ঋভবঃ 'শমীভিঃ' চমসাদিসংস্কাররূপৈঃ কর্ম্মভিঃ 'যজ্ঞং' 'আশত' ব্যাপ্তবন্তঃ।

২ কহিবা মাত্র রথে যুজ্যমান হয় যে অশ্বদ্বয় তাহাকে যে ঋভু দেবতারা ইন্দ্রের নিমিত্তে মন হইতে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারা চমসাদি সংস্কার রূপ কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞেতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

১৯৭

৩ তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথং। তক্ষন্ ধেনুং সবর্দ্দুঘাং।

৩ 'পরিজ্মানং' পরিতোগন্তারং 'সুখং' সুখকরং 'রথং' 'নাসত্যাভ্যাং' অশ্বিনীকুমারপ্রীত্যর্থং ঋভবঃ দেবাঃ 'তক্ষন্' অতক্ষন্ সম্পাদিতবন্তঃ। তথা 'সবর্দুঘাং' ক্ষীরস্যাদোগ্ধ্রীং কাঞ্চিৎ 'ধেনুং' 'তক্ষন্' অতক্ষন সম্পাদিতবন্তঃ।

৩ ঋভু দেবতারা অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের প্রীতির নিমিত্তে সর্ব্বত্রগামী সুখকর রথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং দুগ্ধবতী ধেনু সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৯৮

৪ যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজূয়বঃ। ঋভবো বিষ্ট্যক্রত।

৪ 'সত্যমন্ত্রাঃ' অবিতথমন্ত্রসামর্থ্যোপেতাঃ 'ঋজূয়বঃ' ঋজুগামিনঃ 'বিষ্টী' [illegible] 'ঋ-

ভবঃ' দেবাঃ 'পিতরা' পিতরৌ বর্তমানৌ বৃদ্ধাবপি 'পুনঃ' 'যুবানা' যুবানৌ 'অক্রত' অকার্ষুঃ কৃতবন্তঃ।

৪ অব্যর্থ মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন, ছল রহিত, সর্ব্বত্র ব্যাপী ঋভু দেবতারা স্বীয় বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও পুনর্ব্বার যুবা করিয়াছিলেন।

১৯৯

৫ সংবোমদাসোঅগ্মতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা। আদিত্যেভিশ্চ রাজভিঃ ।১।২।১।

৫ হে ঋভবঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'মদাসঃ' মদজনকাঃ সোমাঃ 'মরুত্বতা' মরুদ্ভিঃ যুক্তেন 'ইন্দ্রেণ' 'চ' 'রাজভিঃ' দীপ্যমানৈঃ 'আদিত্যেভিঃ' আদিত্যৈঃ 'চ' সং অগ্ম চ 'সমগত সংগতাঃ। এতৈর্মিলিত্বা যুষ্মাকং সোমপানং ভবতীত্যর্থঃ। ১।২।১।

৫ হে ঋভু দেবতা সকল! তোমরা মরুদ্গণ ও ইন্দ্র এবং দীপ্যমান সূর্য্যের সহিত আনন্দ জনক সোম রস পান করিয়া থাক। ১।২।১।

২০০

৬ উত ত্যংচমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতং। অকর্ত্ত চতুরঃ পুনঃ।

৬ ত্বষ্টুঃ দেবস্য' 'নিষ্কৃতং' নিঃশেষেণ সম্পাদিতং 'নবং' নূতনং 'চমসং' কাষ্ঠপাত্রং 'ত্যং' তং 'উত' অপি ঋভবঃ দেবাঃ ত্বষ্টুশিষ্যাঃ 'পুনঃ' 'চতুরঃ' চতুঃসংখ্যাকং 'অকর্ত্ত' কৃতবন্তঃ।

৬ ত্বষ্টু দেবতার কৃত এক মাত্র নূতন চমস পাত্র তাঁহার শিষ্য ঋভু দেবতারা চতুষ্টয় করিলেন।

২০১

৭ তেনোরত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি সুম্বতে। একমেকং সুশস্তিভিঃ।

৭ 'তে' ঋভবঃ যূয়ং 'সুশস্তিভিঃ' শোভনস্তুতিভিঃ যুক্তাঃ সন্তঃ 'নঃ' অস্মাকং 'সুন্বতে' সোমাভিষবং কুর্ব্বতে যজমানায় 'ত্রিরা' [illegible] 'রত্নানি' রত্নানি 'একমেকং' [illegible] [illegible]

৭ হে ঋভু দেবতা গণ! [illegible] স্তুতি দ্বারা তুষ্ট হইয়া আমারদিগের সোমাভিষবকারী যজমানকে উত্তম, মধ্যম, অধম, তিন প্রকার ঐশ্বর্য্য ক্রমে দান কর এবং কর্ম্ম সকল সম্পন্ন কর।

২০২

৮ অধারয়ন্ত বহ্নয়োভজন্ত সুকৃত্যয়া। ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ং।১।২।২।

৮ 'বহ্নয়ঃ' যজ্ঞস্য বোঢারঃ ঋভবঃ 'অধারয়ন্ত' ধারিতবন্তঃ প্রাণান্ দেবত্বলাভেন কিঞ্চ 'সুকৃত্যয়া' যজ্ঞদ্রব্যসাধনরূপশোভনব্যাপারেণ 'দেবেষু' মধ্যে স্থিতাঃ 'যজ্ঞিয়ং' যজ্ঞার্হং 'ভাগং' হবিঃ 'অভজন্ত' সেবিতবন্তঃ। ১।২।২।

৮ যজ্ঞ নির্ব্বাহক ঋভু সকল, দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞ দ্রব্য সাধন রূপ ব্যাপারেতে দেবতাদিগের মধ্যে স্থিত হইয়া যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হবেন। ১।২।২।

চতুর্থংসূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ

ইন্দ্রাগ্নীদেবতা

২০৩

১ ইহেন্দ্রাগ্নী উপহ্বয়েতয়োরিৎ স্তোমমুশ্মসি। তা সোমং সোমপাতমা।

১ 'ইহ' কর্ম্মণি 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ 'উপহ্বয়ে' আহ্বয়ামি 'তয়োঃ' ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ 'ইৎ' এব 'স্তোমং' স্তোত্রং 'উশ্মসি' উশঃ কাময়ামহে। 'সোমপাতমা' সোমপাতমৌ অতিশয়েন সোমপানকর্ত্তারৌ 'তা' তৌ দেবৌ 'সোমং' পিবতামিতিশেষঃ।

১ এই কর্ম্মে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয় দেবতাকে আমি আহ্বান করিতেছি, সেই উভয়েরই স্তব করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহারা সকল দেবতা অপেক্ষা সোমপানে প্রিয় অতএব সোমপান করুন।

২০৪

২ তা যজ্ঞেষু প্রশংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতানরঃ। তা গায়ত্রেষু গায়ত।

২ হে 'জনাঃ' ঋত্বিজঃ যজমানাঃ 'তা' তৌ 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ 'যজ্ঞেষু' 'প্রশংসত' তথা 'শুম্ভত' অস্তুত অলঙ্কারৈঃ শোভিতৌ কুরুত তথা 'তা' তৌ 'গায়ত্রেষু' গায়ত্রীছন্দস্কেষু মন্ত্রেষু মধ্যে সামরূপেণ মন্ত্রেণ 'গায়ত'।

২ হে ঋত্বিক্ সকল ! তোমরা সেই ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতাকে যজ্ঞেতে স্তব কর, অলঙ্কারে সুশোভিত কর এবং গায়ত্রী ছন্দ রচিত মন্ত্র সমুদায় মধ্যে সাম মন্ত্র দ্বারা তাঁহারদিগের গুণ গান কর।

২০৫

৩ তা মিত্রস্য প্রশস্তয়ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে। সোমপা সোমপীতয়ে।

৩ 'মিত্রস্য' স্নেহপাত্রস্য মম 'তা' তৌ 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ 'প্রশস্তয়ে' প্রশংসিতুং বয়ং ইচ্ছামঃ 'সোমপা' সোমপানকর্ত্তারৌ 'তা' তৌ দেবৌ 'সোমপীতয়ে' সোমপানার্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ।

৩ আমার প্রিয় পাত্র সেই ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতাকে আমরা প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করি এবং সোমপায়ী সেই উভয়কে সোমপানের নিমিত্তে আমরা আহ্বান করি।

২০৬

৪ উগ্রা সন্তা হবামহউপেদং সবনং সুতং। ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাং।

৪ 'উগ্রা' উগ্রৌ 'সন্তা' সন্তৌ 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ 'সুতং' অভিষবোপেতং 'ইদং' 'সবনং' প্রাতঃসবনাদিকং কর্ম্ম 'উপ' সামীপ্যেন প্রাপ্তুং 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ তৌ এহ আ-ইহ 'ইহ' কর্ম্মণি 'আ-গচ্ছতাং' আগচ্ছতাং'।

৪ উগ্র, ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতাকে সোমাভিষব যুক্ত এই প্রাতঃসবনাদি কর্ম্মে অধিষ্ঠানের নিমিত্তে আমরা আহ্বান করি। তাঁহারা এই কর্ম্মে আগমন করুন।

২০৭

৫ তা মহান্তা সদস্পতী ইন্দ্রাগ্নী রক্ষউব্জতং। অপ্রজাঃ সন্ত্বত্রিণঃ।

৫ 'মহান্তা' [illegible]

পালকৌ 'তা' তৌ 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ যুবাং 'রক্ষঃ' রাক্ষসজাতিং 'উব্জতং' ক্রৌর্য্যং ত্যাজয়তং 'অত্রিণঃ' অত্তারঃ ভক্ষিতারঃ রাক্ষসাঃ 'অপ্রজাঃ' অনুৎপন্নাঃ 'সন্তু'।

৫ হে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা ! তোমরা অত্যন্ত গুণশালী ও সভাপালক তোমরা উভয়ে রাক্ষস জাতির ক্রূরতা নিরাকরণ কর এবং তোমারদিগের প্রসাদে হিংস্র রাক্ষসদিগের ধন লোপ হউক।

২০৮

৬ তেন সত্যেন জাগৃতমধিপ্রচেতুনে পদে। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং। ১। ২। ৩।

৬ 'সত্যেন' অবিতথেন 'তেন' কর্ম্মণা প্রাপ্যে 'প্রচেতুনে' ফলভোগজ্ঞাপকে 'পদে' স্বর্গলোকাদিস্থানে হে 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ 'অধি-জাগৃতং' অধিজাগৃতং আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতং ততঃ অস্মভ্যং 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছতং' দত্তং। ১। ২। ৩।

৬ হে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা ! অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য যে ফল ভোগের জ্ঞাপক স্বর্গ লোক, তাহাতে অধিক মনোযোগী হও এবং আমারদিগের সুখবিধান কর। ১। ২। ৩।

পঞ্চমং সূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রংছন্দঃ
অশ্বিনীকুমারৌ দেবতা

২০৯

১ প্রাতর্যুজা বিবোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাং। অস্য সোমস্য পীতয়ে।

১ [illegible] 'প্রাতর্যুজা' প্রাতর্যুজৌ প্রাতঃসবন সংযুক্তৌ 'অশ্বিনৌ' দেবৌ 'বিবোধয়' প্রবুদ্ধৌ কুরু। তৌ চ [illegible] 'পীতয়ে' পানার্থং আ-ইহ 'ইহ' কর্ম্মণি 'আ-গচ্ছতাং' আগচ্ছতাং।

১ হোতা কহিতেছেন যে হে অধ্বর্য্যু ! প্রাতঃ সবন যুক্ত অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের বোধন কর, ও তাঁহারা সোমপান নিমিত্তে এই কর্ম্মে আগমন করুন।

২১০

২ যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা। অশ্বিনা তা হবামহে।

২ 'সুরথা' সুরথৌ শোভনরথযুক্তৌ 'রথীতমা' রথীতমৌ অতিশয়েন রথিনৌ 'দিবিস্পৃশা' দিবিস্পৃশৌ দ্যুলোকনিবাসিনৌ 'যা' যৌ 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'দেবা' দেবৌ, 'তা' তৌ 'উভা' উভৌ 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ॥

২ শোভন রথ যুক্ত, রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গলোক বাসী, যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই উভয় দেবতাকে আমরা আহ্বান করিতেছি।

২১১

৩ যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতং।

৩ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ দেবৌ 'বাং' যুবাং 'মধুমতী' উদকবতী অশ্বস্বেদেনার্দ্রা 'সূনৃতাবতী' প্রিয়বাগ্যুক্তা গমনবেলায়াং অশ্বারূঢ়স্য তাড়নরূপ প্রিয়বাক্যযুক্তা 'যা' 'কশা' অশ্বতাড়নী বিদ্যতে 'তয়া' কশয়া সহ আগত্য 'যজ্ঞং' 'মিমিক্ষতং' নিষ্পাদয়তং।

৩ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! অশ্বের ঘর্ম্ম দ্বারা আর্দ্র এবং গমন সময়ে তাড়ন রূপ প্রিয় বাক্য যুক্ত যে কশা তাহা হস্তে করিয়া আগমন পূর্ব্বক তোমরা যজ্ঞ নিষ্পন্ন কর।

২১২

৪ ন হি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ। অশ্বিনা সোমিনো গৃহং।

৪ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ দেবৌ 'বাং' যুবাং 'সোমিনঃ' সোমবতো যজমানস্য 'গৃহং' 'রথেন' গচ্ছথঃ 'যত্রা' যত্র গৃহে গচ্ছথঃ তৎ 'দূরকে' দূরে 'ন' 'অস্তি' বর্ত্ততে 'হি' খলু।

৪ হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমরা রথদ্বারা সোম যাজী যজমানের গৃহে গমন করিতেছ, যে গৃহে গমন করিতেছ তাহা অতি দূর নহে।

সবিতা দেবতা

২১৩

৫ হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে। সচেত্তা দেবতাপদং। ১। ২। ৪।

৫ 'হিরণ্যপাণিং' হস্তে সুবর্ণধারিণং 'সবিতারং' দেবং 'ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'উপহ্বয়ে' আহ্বয়ামি 'সঃ' সবিতা 'দেবতা' 'পদং' যজমানস্য প্রাপ্যং স্থানং 'চেত্তা' জ্ঞাপয়িতা ভবতি। ১। ২। ৪।

৫ স্বর্ণালঙ্কৃতপাণি সবিতা দেবতাকে আমারদিগের রক্ষার নিমিত্তে আহ্বান করি, সেই সবিতা দেবতা যজমানের গম্য স্থানের জ্ঞাপক হয়েন। ১। ২। ৪।

২১৪

৬ অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি। তস্য ব্রতান্যুশ্মসি।

৬ হোতা ঋত্বিজং ব্রূতে 'অবসে' অস্মদ্রক্ষণায় 'অপাং' জলানাং 'নপাতং' শোষকং 'সবিতারং' দেবং ত্বং 'উপস্তুহি' 'তস্য' সবিতুঃ 'ব্রতানি' সোমযাগাদিকর্ম্মাণি 'উশ্মসি' উশ্মঃ কাময়ামহে।

৬ হোতা ঋত্বিক্‌কে কহিতেছেন, যে জল শোষণকারী সবিতা দেবতাকে আমারদিগের রক্ষার নিমিত্তে স্তব কর, তাঁহার সোমযাগাদি কর্ম্মের উদ্দেশে আমরা কামনা করিতেছি।

২১৫

৭ বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসং।

৭ 'বসোঃ' নিবাসহেতোঃ 'চিত্রস্য' বহুবিধস্য 'রাধসঃ' ধনস্য 'বিভক্তারং' বিভাগকারিণং 'নৃচক্ষসং' মনুষ্যাণাং প্রকাশকারিণং 'সবিতারং' দেবং 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ।

৭ গার্হস্থ্য সাধন যে নানা প্রকার ধন তাহার বিতরণ কারী এবং মনুষ্য লোকের প্রকাশক, সবিতা দেবতাকে আমরা আহ্বান করি।

২১৬

৮ সখায় আনিষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ। দাতা রাধাংসি শুম্ভতি।

৮ হে 'সখায়ঃ' সবিতুস্তাবকা ঋত্বিজঃ যূয়ং 'আনিষীদত' আভিমুখ্যেন সম্যক্ উপবিশত। 'নঃ' অস্মাকং

'স্তোম্যঃ' স্তুতিযোগ্যঃ 'রাধাংসি' ধনানি দাতা প্রদাতুং উদ্যুক্তঃ সন 'সবিতা' দেবঃ 'শুম্ভতি' শোভতে।

৮ হে সখা ঋত্বিক্ সকল! সত্বর হইয়া সম্যক্ রূপে উপবেশন কর, আমারদিগের স্তুতি যোগ্য সবিতা দেবতা ধন দানের নিমিত্তে উদ্যত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

অগ্নির্দেবতা

২১৭

৯ অগ্নে পত্নীরিহাবহ দেবানা-মুশতীরুপ। ত্বষ্টারং সোমপী-তয়ে॥

৯ হে 'অগ্নে' 'উশতীঃ' কাময়মানাঃ 'দেবানাং' 'পত্নীঃ' 'ইহ' যজ্ঞে 'আবহ' আনয় তথা 'ত্বষ্টারং' দেবং 'সোমপীতয়ে' সোমপানার্থং 'উপ' সমীপে আবহ।

৯ হে অগ্নি! আগমনাভিলাষিণী দেবতা পত্নীদিগকে যজ্ঞভূমিতে আনয়ন কর এবং ত্বষ্টা দেবতাকেও সোমপানের নিমিত্তে সন্নিধানে আনয়ন কর।

২১৮

১০ আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং-যবিষ্ঠ ভারতীং। বরূত্রীং ধিষ-ণাংবহ॥

১০ হে 'অগ্নে' 'অবসে' অস্মদ্রক্ষণায় 'গ্নাঃ' দেবপত্নীঃ 'ইহ' 'আ-বহ' আবহ। হে 'যবিষ্ঠ' যুবতম অগ্নে 'হোত্রাং' হোমনিষ্পাদিকাং 'ভারতীং' ভরত নামকস্য আদিত্যস্য পত্নীং তথা 'বরূত্রীং' বরণীয়াং 'ধিষণাং' বাগ্দেবতাঞ্চ আবহ। ১।২।৫।

১০ হে অগ্নি! আমারদিগের রক্ষার নিমিত্তে দেবতাদিগের পত্নী সকলকে এইযজ্ঞে আনয়ন কর। হে যুবতম অগ্নি! তুমি ভরত নামক আদিত্যের পত্নী ও হোম নিষ্পাদিকা বরণীয়া বাগ্দেবতাকে এই স্থানে আনয়ন কর। ১।২।৫।

দেব্যঃ দেবতা

২১৯

১১ অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচন্তাম্॥

১১ 'নৃপত্নীঃ' নৃপত্ন্যঃ মনুষ্যাণাং পালয়িত্র্যঃ 'অচ্ছিন্নপত্রাঃ' অচ্ছিন্নপক্ষাঃ পক্ষিরূপাণাং দেবপত্নীনাং পক্ষাঃ ন কেনচিৎ ছিদ্যন্তে 'দেবীঃ' দেব্যঃ দেবপত্ন্যঃ 'অবসা' রক্ষণেন 'মহঃ' মহতা 'শর্মণা' সুখেন চ 'নঃ' অস্মান্ 'অভি-সচন্তাং' অভিসচন্তাং আভিমুখ্যেন সেবন্তাং।

১১ মনুষ্যদিগের পালয়িত্রী, অচ্ছিন্নপক্ষ যে পক্ষিরূপিণী দেব পত্নীগণ তাঁহারা অনুকূল হইয়া আমারদিগের রক্ষা ও মহৎ সুখ বিধান করুন।

ইন্দ্রাণী বরুণানী অগ্নায়ী দেবতা

২২০

১২ ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণা-নীং স্বস্তয়ে। অগ্নায়ীং সোম-পীতয়ে॥

১২ 'ইহ' যজ্ঞে 'স্বস্তয়ে' কল্যাণায় 'সোমপীতয়ে' সোমপানায় চ 'ইন্দ্রাণীং' ইন্দ্রস্য পত্নীং 'বরুণানীং' বরুণস্য পত্নীং 'অগ্নায়ীং' অগ্নেঃ পত্নীং চ 'উপহ্বয়ে' আহ্বয়ামি।

১২ ইন্দ্রাণী ও বরুণানী এবং অগ্নায়ীদেবীদিগকে সোমপানের নিমিত্তে এবং আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তে এই যজ্ঞে আহ্বান করি।

দ্যাবাপৃথিব্যৌদেবতা

২২১

১৩ মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃ-তান্নোভরীমভিঃ॥

১৩ 'মহী' মহতী 'দ্যৌঃ' দ্যুলোক দেবতা 'পৃথিবী' ভূমিদেবতা 'চ' উভৌ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'ইমং যজ্ঞং' 'মিমিক্ষতাং' রসেন সেক্তুমিচ্ছতাং তথা 'ভরীমভিঃ' পোষণৈঃ 'নঃ' অস্মান্ 'পিপৃতাং' পূরয়তাং।

১৩ মহৎ যে দ্যুলোক দেবতা ও ভূলোক দেবতা উভয়েই আমারদিগের এই যজ্ঞকে জল দ্বারা অভিষেক করুণ এবং আমারদিগকে পালন করুন।

২২২

১৪ তয়োরিদ্ঘৃতবৎ পয়োবি-প্রারিহন্তি ধীতিভিঃ। গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে।

১৪ 'গন্ধর্বস্য ধ্রুবেপদে' আকাশে বর্তমানয়োঃ 'তয়োঃ' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ 'ইৎ' এব 'পয়ঃ' জলং 'ঘৃতবৎ' ঘৃতসদৃশং 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ 'ধীতিভিঃ' কর্মভিঃ 'রিহন্তি' লিহন্তি।

১৪ মেধাবী ঋত্বিকেরা দ্যুলোক ও ভূ-লোক প্রাপ্ত ঘৃত সদৃশ স্বস্বাদু জল আস্বাদন করেন।

পৃথিবী দেবতা

২২৩

১৫ স্যোনা পৃথিবিভবানৃক্ষরা-নিবেশনী। যচ্ছানঃ শর্ম্মসপ্রথঃ। ১।২।৬।

১৫ হে 'পৃথিবি' ত্বং 'স্যোনা' বিস্তীর্ণা 'অনৃক্ষরা' কণ্টকরহিতা 'নিবেশনী' নিবেশস্থানভূতা চ 'ভব' ভব তথা 'সপ্রথঃ' বিস্তীর্ণং 'শর্ম্ম' সুখং 'নঃ' অস্মভ্যং 'যচ্ছ' যচ্ছ দেহি। ১।২।৬।

১৫ হে পৃথিবী! তুমি বিস্তীর্ণ ও কণ্টক রহিত এবং নিবেশ স্থান ভূত হও আর আমারদিগকে অবিছিন্ন সুখ প্রদান কর।১।২।৬।

বিষ্ণুর্দেবতা

২২৪

১৬ অতোদেবা অবন্তুনো যতোবিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ।

১৬ 'বিষ্ণুঃ' 'সপ্তধামভিঃ' গায়ত্র্যাদিসপ্তচ্ছন্দোভিঃ সাধনভূতৈঃ সহ 'যতঃ' পৃথিব্যাঃ ভূপ্রদেশাৎ 'বিচক্রমে' বিবিধং পাদক্রমণং কৃতবান্ 'অতঃ' অস্মাৎ ভূপ্রদেশাৎ 'দেবাঃ' অস্মান্ 'অবন্তু' রক্ষন্তু।

১৬ বিষ্ণু গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তছন্দ দ্বারা পৃথিবীর যে প্রদেশ হইতে বিবিধ পাদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, দেবতারা সেই প্রদেশ হইতে আমারদিগকে রক্ষা করুন।

২২৫

১৭ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা-নিদধেপদং। সমূঢ় মস্য পাংসুরে।

১৭ 'বিষ্ণুঃ' 'ইদং' [illegible] 'ত্রেধা' [illegible] 'পদং' 'নিদধে' প্রক্ষিপ্তবান্। 'অস্য' বিষ্ণোঃ 'পাংসুরে' ধূলিযুক্তে পদে 'সমূঢ়ং' অন্তর্ভূতং সর্ব্বং জগৎ।

১৭ বিষ্ণু এই জগতে তিন পদ প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন, সমুদায় জগৎ তাঁহার ধূলি যুক্ত পদ দ্বারা ব্যাপ্ত আছে *।

২২৬

১৮ ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতোধর্ম্মাণি ধারয়ন্।

১৮ 'অদাভ্যঃ' কেনাপি হিংসিতুমশক্যঃ 'গোপাঃ' সর্ব্বস্য জগতঃ রক্ষকঃ 'বিষ্ণুঃ' 'ধর্ম্মাণি' 'ধারয়ন্' পোষয়ন্ সন্। 'অতঃ' এতেষু পৃথিব্যাদিষু 'ত্রীণি' 'পদা' পদানি 'বিচক্রমে' বিশেষেণ প্রক্ষিপ্তবান্।

১৮ দুর্দ্ধর্ষ ও সকল জগতের রক্ষাকারী বিষ্ণু ধর্ম্মের পুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে তিন পদ প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন।

২২৭

১৯ বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতোব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।

১৯ হে ঋত্বিগাদয়ঃ 'বিষ্ণোঃ' 'কর্ম্মাণি' পালনাদীনি 'পশ্যত' 'যতঃ' যৈঃ কর্মভিঃ 'ব্রতানি' কর্ম্মাণি 'পস্পশে' স্পৃষ্টবান্ কৃতবান্ সর্ব্বোযজমানঃ। স বিষ্ণুঃ 'ইন্দ্রস্য' 'যুজ্যঃ' অনুকূলঃ 'সখা' ভবতি।

১৯ হে ঋত্বিক্ ও অন্যান্য লোক সকল! বিষ্ণুর পালনাদি কর্ম্ম অবলোকন কর, সেই পালনাদি কর্ম্মের প্রভাবেই সকলে নির্ব্বিঘ্নে

* [illegible] প্রভৃতি আচার্য্য স্বীয় স্বীয় সংস্কারানুসারে এই মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন যথা যাস্ক ঋষি বলিতেছেন যে "বিষ্ণুর্বিশতের্বা ব্যশ্নোতের্বা যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ, সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণনাভঃ," সায়নাচার্য্য ইহার অর্থের বিবরণে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমাবতারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোন অবতারের প্রসঙ্গ নাই বরঞ্চ এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে এই মূল হইতেই বামন অবতারের উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে।

কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায় ও সখা।

২২৮

২০ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং।

২০ 'বিষ্ণোঃ' 'পরমং' উৎকৃষ্টং 'তৎ' শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং 'পদং' স্বর্গস্থানং 'সূরয়ঃ' বিদ্বাংসঃ 'সদা' 'পশ্যন্তি' 'দিবি' আকাশে 'আততং' সর্ব্বতঃপ্রসৃতং 'চক্ষুঃ' 'ইব' যথা স্বচ্ছং পশ্যতি তদ্বৎ।

২০ যেমন আকাশে চক্ষু বিস্তৃত হইলে তাহার স্বচ্ছতা দৃষ্ট হয় তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা শাস্ত্র রূপ নির্ম্মল নেত্র দ্বারা বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ভূত শাস্ত্র প্রসিদ্ধ স্বর্গ লোক দর্শন করেন।

২২৯

২১ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং। ১।২।৭।

২১ 'বিষ্ণোঃ' 'যৎপরমং পদং' প্রসিদ্ধমুক্তং 'তৎ' পদং 'বিপ্রাসঃ' বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ 'বিপন্যবঃ' বিশেষেণ স্তোতারঃ 'জাগৃবাংসঃ' প্রমাদরহিতাঃ 'সমিন্ধতে' সম্যগ্দীপয়ন্তি। ১।২।৭।

২১ বিশেষ স্তবকারী মেধাবী এবং প্রমাদ রহিত ব্যক্তিরা বিষ্ণুর সেই পরমস্থানকে সম্যক্ রূপে প্রকাশ করেন। ১।২।৭।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।*

শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে†। কিন্তু ইদানীং তাহার কোন সম্প্রদায় অবিকল দৃষ্ট হয় না। এইক্ষণে চারি সম্প্রদায় প্রবল, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য, এবং নিম্বাদিত্য। এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের প্রামাণ্য দেখাইবার নিমিত্তে বৈষ্ণবেরা পদ্মপুরাণীয় বচন বলিয়া এই শ্লোক পাঠ করেন।

সম্প্রদায়বিহীনাযে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলামতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীমাধ্বীরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌভাব্যা সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ *॥

কৃষ্ণ দাস ভক্তমালের টীকাতে এই বচনের কিয়দংশ পদ্মপুরাণের ও গৌতমীয় তন্ত্রের বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং প্রমাণপ্রমেয়রত্নাবলী নামক গ্রন্থের উক্তি স্বরূপে এই পশ্চাদুক্ত বচন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্যদিগের নাম প্রাপ্ত হইতেছে।

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

লক্ষ্মী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামিকে এবং সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, ইঁহারা নিম্বাদিত্যকে স্বীকার করিলেন †।

রামানুজ সম্প্রদায়

চতুঃ সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজ সম্প্রদায় অতি প্রধান। তাহার অন্য এক নাম শ্রীসম্প্রদায়। রামানুজ আচার্য্যের মত তাঁহার জন্ম ভূমি দাক্ষিণাত্য মধ্যে অধিক প্রবল। তৎপ্রদেশে ও বিশেষতঃ তাহার দক্ষি-

---

* সামান্যতঃ শ্রীযুক্ত উইলসন্ সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ অনুসারে এই সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও অন্য অন্য উপাসকদিগের বৃত্তান্ত লেখা যাইবেক, তদ্ভিন্ন অন্য অন্য গ্রন্থেরও যে সকল প্রমাণ গৃহীত হইবেক, তাহা উল্লেখ করা যাইবেক।

† ৩৭ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩২৮পৃষ্ঠা।

* কিন্তু পদ্মপুরাণ মধ্যে এ বচন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ভক্তমালেও খণ্ডের নাম এবং অধ্যায়ের সংখ্যা নাই যে তদনুসারে অনুসন্ধান করা যাইবেক।

† চৌবীস প্রথম হরি বপু ধরেঁ৷ত্যৌঁ চতুরব্যূহ কলিযুগ প্রগট্ৌ। শ্রীরামানুজ উদার সুধানিধি অবনি কল্পতরু॥ বিষ্ণুস্বামী বোহিত্থসিন্ধু সংসার পারকরু। মধ্বাচারজ মেঘ ভক্তিসরউসর ভরিয়া। নিম্বাদিত্য আদিত্য কুহর অজ্ঞান জুহরিয়া॥ জনম করম ভাগৌত ধর্ম্মসম্প্রদায়থাপী অঘট। চৌবীস প্রথম হরি ইত্যাদি হিন্দী ভক্তমালে।

হরি পূর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, কলি যুগে তাঁহার চারি দেহ প্রকট হইয়াছে। ভূলোকের কল্পতরু স্বরূপ, উদার স্বভাব, ও সুধানিধি শ্রীরামানুজ, সংসারপারক ও দয়াসাগর বিষ্ণুস্বামী, ভক্তি সরোবরের পূরণকারী জলধর স্বরূপ মধ্বাচার্য্য, অজ্ঞানান্ধকার প্রকাশকর নিম্বাদিত্য। তাঁহারা ভক্তি ও জন্ম কর্ম্ম বিভাগ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেকে ধর্ম্ম সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন।

ণ ভাগে বৈষ্ণবাদি অন্য অন্য পৌরাণিক বা তান্ত্রিক ধর্ম্মের পূর্ব্বে শৈব ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল; তদন্তঃপাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের সমস্ত উপাখ্যান ও সমস্ত জন শ্রুতি দ্বারা ইহা সপ্রমাণ বোধ হইতেছে। পাণ্ড্যরাজ্য ও চোলরাজ্যের প্রথম ভূপতি গণ পরম শিব ভক্ত রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের চরিত্র বর্ণনাতে শিব মাহাত্ম্যেরই বাহুল্য বর্ণনা আছে। তাঁহারা অনেকেই শিব প্রতিষ্ঠা করেন, এবং শিব বা ভবানীই তাঁহারদিগের রাজ্যের গ্রাম্য দেবতা ছিলেন। গ্রীক গ্রন্থকার এরিয়ান কন্যাকুমারীর নাম কুমার লিখিয়া কহিয়াছেন যে এক দেবীর নামে এই স্থানের নাম হইয়াছে। তৎকালেও সে স্থানে তাঁহার প্রতিমা ছিল, দুর্গার এক নাম কুমারী, তাঁহার মূর্ত্তি বিশেষ অদ্যাপি তথায় স্থাপিত আছে। এরিয়ান শুনিয়াছিলেন যে পূর্ব্বে এক দেবী তৎস্থানে স্নান করিতেন। অতএব ১৮০০ বা ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ভাগে শিব উপাসনা প্রচলিত থাকিবার নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছে। পরে কালক্রমে অন্য অন্য উপাসনা প্রচার হয়। অনন্তর সপ্তম শত শকাব্দের অন্তে বা অষ্টম শত শকাব্দের আরম্ভে শঙ্করাচার্য্য উদয় হইয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের উপদেশ করিলেন, এবং শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্যাদি মতও রক্ষণ করিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের আশ্রয়ে শৈব দিগের বিশেষ প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল, এবং বোধ হয় তৎ প্রযুক্তই বৈষ্ণবেরা আপনারদিগের দুর্ব্বল ধর্ম্ম প্রবল করিবার জন্য দৃঢ়তর যত্ন আরম্ভ করিলেন, এবং একাদশ শত শকাব্দে * রামানুজ আচার্য্য শৈব ধর্ম্ম নিরাকরণে সচেষ্ট হইয়া স্বনাম প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন *। তদবধি অন্য অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদয় হইতে লাগিল †।

রামানুজ আচার্য্যের চরিত্র দাক্ষিণাত্যে অতি প্রসিদ্ধ আছে। ভার্গব উপপুরাণানুসারে অনন্তদেব রামানুজ রূপে এবং বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ভূষণ সকল তাঁহার প্রধান প্রধান সহধর্ম্মী ও শিষ্য স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কর্ণাট ভাষায় লিখিত দিব্য চরিত্র নামক গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র বর্ণনা আছে, তাহাতেও তাঁহাকে অনন্ত অবতার রূপে বলিয়াছেন। পেরুম্বুর ‡ তাঁহার জন্ম ভূমি, তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য ও মাতার নাম ভূমিদেবী। তিনি কাঞ্চীপুরে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া প্রথমে সেই স্থানেই আত্ম সাম্প্রদায়িক মত উপদেশ করেন, এবং শ্রীরঙ্গে¶ থাকিয়া শ্রীরঙ্গনাথের উপাসনা করেন। সে স্থানে তিনি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি নানা দেশে উপস্থিত হইয়া নানা মতস্থ

---

* স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে ১০৪১ শকাব্দে রামানুজ বর্ত্তমান ছিলেন। শিল্পলিপির প্রমাণে তিনি ১০৫০ শকে বিদ্যমান ছিলেন (Buchanan's Mysore)। কর্ণাট রাজাগণের সবিস্তার চরিত্রে চোলাধিপতি ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তি ৪৬০ কলনীতে অর্থাৎ ৯৭৪ বা ৭৫ শকে জীবিত ছিলেন, রামানুজ আচার্য্য সেই রাজার পুত্র বীরুলাঙ্গা চোলের সমকালবর্ত্তী ছিলেন (Journ A,S, B,Vol,7 P.128)। উক্ত পুস্তকের স্থানে স্থানে লেখা আছে যে ৯৩৯ শকে রামানুজের যশোবৃদ্ধি হয়। Ibid,। উইল্কস্ সাহেব স্বীয় সংগৃহীত প্রমাণ দ্বারা অনুমান করেন যে তিনি ১১০৪ শকে জীবিত ছিলেন (Wilks's History of Mysore Vol.P,141.) তাঁহার সম কালবর্ত্তী বিষ্ণুবর্দ্ধনের ১০৫৫ শকাব্দের বহু শিল্প লিপি প্রাপ্ত হইয়াছে (Mackenzie Collection. P cxi)। এতমধ্যে শিল্প লিপির প্রমাণ বলবৎ হইতেছে। অতএব একাদশ শত শকাব্দের মধ্যকালে যে রামানুজের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রতি কোন আপত্তি বোধ হইতেছে না।

* বৈষ্ণবদিগের মতে

শ্রীশঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার। ভাগবত আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ রূপধর॥ কলিকালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন। করিব্যাখ্যা করে মায়া বাদার্থ স্থাপন॥ কৃষ্ণ উক্তি গোপন করিয়া সেবী দেব। উপাসনা প্রকাশিলা ত্রিবর্গের সেবা॥ ভক্তি কুব্যাখ্যা মেঘে আচ্ছাদন ছিল। রামানুজ স্বামি বাতে মেঘ উড়াইল॥ তবে শুদ্ধ ভক্তি রবি উদয় করিয়া। জগতের অন্ধকার দিল খোয়াইয়া।

কৃষ্ণদাসকৃত ভক্তমালটীকা ১০ মালা।

†Journ. R, A, S,No,6, p, 204,and206. Mackenzie Collection Introduction.

‡ মান্দ্রাজের পশ্চিমোত্তর অংশে পেরুম্বুর।

¶ ত্রিচিনপোলি অর্থাৎ ত্রিশির পল্লীর সন্নিহিত শ্রীরঙ্গদ্বীপ কাবেরী নদীর দুই শাখা দ্বারা বেষ্টিত আছে।

পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। পরে ব্যঙ্কট গিরি* প্রভৃতি বিবিধ স্থানের শিব মন্দির সকল অধিকার করিয়া বিষ্ণু উপাসনার স্থান করিলেন।

তিনি শ্রীরঙ্গধামে প্রত্যাগমন করিলে শৈব ও বৈষ্ণবে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হইল। তৎকালে চোল রাজ্যেশ্বর পরম শিব ভক্ত ছিলেন, কেহ কেহ কহেন তিনিই প্রসিদ্ধ কেরিকাল চোল। পরিশেষে ক্রমিকোণ্ড চোল বলিয়া নামান্তর প্রাপ্ত হয়েন। তিনি স্বাধিকারস্থ সকল ব্রাহ্মণকে কহিলেন তোমরা স্বনামাঙ্কিত এই রূপ অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া আমার নিকটে অর্পণ কর যে মহাদেব সকল দেবতার প্রধান। তন্মধ্যে অবাধ্য উগ্রস্বভাবান্বিত ব্যক্তিদিগকে উৎকোচ দিয়া এবং অপর ব্রাহ্মণদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া নিজ মতে সম্মত করিলেন। কিন্তু রামানুজকে কোন ক্রমে বশতাপন্ন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্তে অস্ত্রধারী লোক সকল প্রেরণ করিলেন। তিনি শিষ্য বর্গের সহায়তা ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া ঘাট পর্ব্বত আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণাটের জৈনরাজা বেতালদেব বেলালরায়ের শরণাপন্ন হইলেন। এরূপ উপাখ্যান আছে যে একটা ব্রহ্মরাক্ষস এই রাজার কন্যাকে আশ্রয় করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তিনি পীড়িতা হইয়াছিলেন, রামানুজ তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া রাজার প্রসাদ ভাজন হইলেন, এবং তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মাক্রান্ত করিলেন। এরূপ আখ্যানও আছে যে পূর্ব্বাবধি রাজমহিষীর বৈষ্ণবমতে প্রবৃত্তি ছিল, এবং তাঁহার অনুরোধ ক্রমে রাজা রামানুজ আচার্য্যকে আশ্রয় দিলেন, পরিশেষে তিনিও রাজ্ঞীর সহধর্ম্মি হইলেন†। তদবধি সেই রাজার বিষ্ণু বর্দ্ধন উপাধি হইল। তিনি যাদব গিরিতে‡ এক মন্দির স্থাপন করিয়া তাহাতে চয়লরায় নামে কৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। রামানুজ আচার্য্য সেই মন্দিরে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করেন। তদনন্তর তিনি আপনার দ্রোহাচারী চোল রাজার লোকান্তর প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাবেরী তীরস্থ শ্রীরঙ্গ ধামে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিলেন।

দাক্ষিণাত্যে রামানুজ সাম্প্রদায়িকদিগের ভূরি ভূরি আখড়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তৎ প্রদেশেই তাঁহার গদি স্থাপিত আছে। তৎসম্প্রদায়ের আচার্য্য গণ শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে তাহার অধিকারী হইয়া আসিতেছেন*। এই কারণ বশত উত্তর দেশীয় আচার্য্য দিগের অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য আচার্য্যদিগের প্রাধান্য প্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীসাম্প্রদায়িক উপাসক গণ বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং উভয়ের প্রত্যেক অবতারের পৃথক্ বা যুগল রূপের উপাসনা করেন। এই এক সম্প্রদায়েরও নানা ভেদ আছে। কেহ নারায়ণ, কেহ লক্ষ্মী, কেহ লক্ষ্মীনারায়ণ, কেহ রাম, কেহ সীতা, কেহ সীতারাম, কেহ কৃষ্ণ, কেহ রুক্মিণী, কেহ বা বিষ্ণুর অন্য অবতার বা তৎপত্নীর ভজনা করেন। এবম্প্রকার ইষ্টদেবতার বৈশিষ্ট্যপ্রযুক্ত শ্রীবৈষ্ণবদিগের নানা শ্রেণী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের উত্তর দেশে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীবৈষ্ণব মত লোকের তাদৃশ মনো-

---

* মান্দ্রাজ হইতে প্রায় ৩৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ব্যঙ্কটগিরি। ইহাকে ত্রিপতির পর্ব্বত বলে।

†Mackenzie Collection. P. cx.

‡ মৈল কোটেতে। মহীসুর প্রদেশস্থ শ্রীরঙ্গপত্তনের দশ ক্রোশ উত্তরে এই স্থান।

* শ্রীযুক্ত বকানন সাহেবের দাক্ষিণাত্য হইতে এ বিষয়ের যে সকল বৃত্তান্ত সংগৃহীত করেন তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে রামানুজ সপ্ত শত মঠ স্থাপন করেন, তাহার চারি মাত্র মঠ বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণ যদরিকাশ্রমে অর্থাৎ মৈল কোটেতে তাঁহার এক প্রধান মঠ আছে। তদ্ভিন্ন রামানুজ ৭৪ প্রকার বংশপরম্পরানুগত গুরুপদ স্থাপনা করেন, সেই সকল পদাভিষিক্ত গুরুগণ আপনারদিগের প্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্তে তৎসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীদিগের সহিত অদ্যাপি বিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের প্রাধান্য সামান্যতঃ প্রসিদ্ধ আছে (Buch Mysore. 2. 75)। অপর তিনি কহিয়াছেন যে ৮৯ গুরু পদ স্থাপিত হয়, সংন্যাসিদিগের ৫ এবং গৃহস্থদিগের ৮৪। [illegible] (Ibid. I. 144.)

কালে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি পঞ্চ বিধ রূপে মনুষ্যের নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন, প্রতিমা, বিভব, অবতার, ব্যূহ,ও সূক্ষ্ম রূপ। বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ*। সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম রূপের ছয় গুণ; বিরজ অর্থাৎ রজোগুণাভাব, বিমৃত্যু অর্থাৎ মরণ ধর্ম্মাভাব, বিশোক অর্থাৎ দুঃখাভাব, বিজিঘৎসা অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাভাব, সত্যকাম ও সত্য সঙ্কল্প, এবং অন্তর্যামিতা। সাধক স্বীয় সাধনার উৎকর্ষ অনুযায়ী ক্রমানুসারে এই সকল রূপের উপাসনা করিতে থাকেন। উপাসনাও পঞ্চ প্রকার; অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় এবং যোগ। দেবতাগৃহ গমন ও মার্জ্জনাদির নাম অভিগমন, পুষ্প গন্ধাদি পূজা দ্রব্য আহরণের নাম উপাদান, পূজার নামই ইজ্যা, তাহাতে বলিদানের নিষেধ প্রসিদ্ধই আছে, জপের নাম স্বাধ্যায়, এবং ধ্যান দ্বারা বিষ্ণুর সারূপ্য লাভের সাধন যোগ শব্দে উক্ত হয়‡। এই প্রকার উপাসনা ফলে সাধক বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া ভগবানের সহিত নির্ম্মল নিত্য সুখ সম্ভোগ করেন।

দাক্ষিণাত্যের বহুলোক রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত, বিন্ধ্যাচলের উত্তরে তন্মতাবলম্বী অল্প লোক দৃষ্ট হয়। এতদ্দেশে তাঁহারদিগের শ্রীবৈষ্ণব নামই প্রসিদ্ধ আছে। শৈবদিগের সহিত তাঁহারদিগের সম্পূর্ণ বিরোধ, এবং এতৎপ্রদেশীয় আধুনিক কুকোপাসক বৈষ্ণবদিগেরও সহিত তাঁহারদিগের তাদৃশ সম্প্রীতি নাই।

পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনা

মনুষ্য যে সকল কারণে পৃথিবীর অন্য সমুদয় জীবের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয় এক প্রধান কারণ; এবং তদ্দ্বারা মানব জাতির প্রতি জগদীশ্বরের কি অপার কৃপা প্রকাশ পাইতেছে। এই বাগ্‌যন্ত্র না থাকিলে আমারদিগের সমূহ প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির ইচ্ছা এবং মনের অপর অপর ভাব অন্ধ কূপস্থ মণির ন্যায় চির অপ্রকাশ থাকিত। যদিও মুখ নেত্র হস্তাদি অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা আমারদিগের ইচ্ছা প্রভৃতি সামান্যত ব্যক্ত হইতে পারে, তথাপি বাগ্‌যন্ত্র না থাকিলে অনেক অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপন করা হইত না, এবং ভাষা উচ্চারণের অসম্ভাবনা জন্য লিপি রচনাও কদাপি সম্ভব হইত না। মনুষ্যের শৈশব কালের বিষয় আলোচনা করিলে বিদিত হইবেক যে তাহার অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন ও ইচ্ছা প্রকাশের আবশ্যকতা অনুসারে তাহার বাগ্‌যন্ত্রই তদ্রূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আহার ক্ষুধা শান্তি জন্য দুগ্ধ, শীত উষ্ণ নিবারণ জন্য গাত্র আচ্ছাদন, শরীরে কোন পীড়া উপস্থিত হইলে তাহার উপশমার্থে ঔষধ সেবন ইত্যাদি অতি অল্প দ্রব্যের প্রয়োজন থাকে, তাহা জানাইবার নিমিত্তে তৎকালে তাহার ক্রন্দন এক মাত্র উপায় হইয়াছে। পরে যে পরিমাণে তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রয়োজনের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তৎ পরিমাণে সে তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও লাভ করিতে থাকে, কারণ তখন বাক্য প্রয়োগ ভিন্ন কেবল ক্রন্দন সেই নূতন নূতন প্রয়োজনের আর জ্ঞাপক হয় না। মনুষ্য [illegible] পশ্বাদির অতি [illegible] প্রকাশের [illegible]; [illegible] দ্বারা [illegible]

---

* শঙ্করাচার্য্য ভাগবতদিগের মত প্রসঙ্গে লেখেন যে বাসুদেব পরমাত্ম স্বরূপ, সঙ্কর্ষণ জীব স্বরূপ, প্রদ্যুম্ন মনঃ স্বরূপ, এবং অনিরুদ্ধ অহঙ্কার স্বরূপ।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ২ অ ২ পা ৪২ সূত্র।

ভাগবত পুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে [illegible] অধ্যায়ে লেখেন যে বাসুদেব চিত্তস্বরূপ, সঙ্কর্ষণ অহঙ্কার স্বরূপ, অনিরুদ্ধ মনঃ স্বরূপ এবং প্রদ্যুম্ন বুদ্ধি স্বরূপ।

‡ রামানুজের পূর্ব্বেও [illegible] বিষয়ের বিধান ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান ছিল। তাঁহার পূর্ব্বকালবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্য শারীরিক [illegible] দ্বিতীয় পাদের [illegible] ভাগবত মতের বৈষ্ণবদিগের [illegible] [illegible] [illegible]

হইলে বা অপর কোন বিপদগ্রস্ত হইলে স্বজাতির সাহায্য প্রার্থনা, ক্ষুধা শান্তির কারণ শাবকের মাতার নিকটে আহার প্রার্থনা ইত্যাদি যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজন জ্ঞাপন করিতে হইলে তাহারদিগের যে বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক স্বর আছে তদ্দ্বারাই তাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে, এবং তাহারদিগের শ্রবণ শক্তি এমত অসাধারণ যে কেবল ধ্বনি শ্রবণ দ্বারা সহস্রের মধ্যে মাতা আপনার শাবককে বা শাবক আপনার জননীকে অনায়াসে চিনিতে পারে, একারণ তাহারা মনুষ্যের ন্যায় বাক্ শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের নানা ইচ্ছা ও নানা কামনা ব্যক্ত করা বাগিন্দ্রিয় ব্যতিরেকে কি প্রকারে সম্ভব হয়? পরন্তু উপায়ান্তরে মনুষ্যের প্রয়োজন প্রকাশের সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাক্য দ্বারা মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতে না পারিলে পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষির ন্যায় তাহার দুঃখের কি সীমা থাকিত? কিন্তু যে পরম পিতা বালক ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র দুগ্ধ পান করিবে এই বিবেচনায় মাতৃ স্তনে রস ও রক্ত স্থানে তৎক্ষণাৎ দুগ্ধের সঞ্চার করেন, তিনি যে তাহার মনের কার্য্য সাধনার্থে তাহাকে বাক্ শক্তি প্রদান করিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি?

পরন্তু বাক্যযন্ত্রের রচনাতে জগৎ কর্ত্তার কিবা অনন্ত কৌশল দেদীপ্যমান হইতেছে! মনুষ্যের এক মাত্র কণ্ঠ স্বর কি বিচিত্র প্রকার হইয়াছে! যে প্রকার সূর্য্যের এক মাত্র কিরণ বস্তু বিশেষের সংযোগে বিবিধ বর্ণে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নাভি কণ্ঠ মধ্যস্থিত বায়ু বহির্গমন কালীন কণ্ঠ, তালু মূর্দ্ধা প্রভৃতি স্থানে জিহ্বাদির স্পন্দন দ্বারা ও প্রতিঘাত দ্বারা ভিন্নভিন্ন রূপ অকারাদি বর্ণ ক্রমে ধ্বনিত হয়। কিন্তু বিবেচনা কর যদি মনুষ্যের মুখস্থ জিহ্বাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আংশ পেশি সকলের মনের ভাব ও ইচ্ছা প্রকাশের যোগ্যতা না থাকিত এবং যথা প্রয়োজন সময়ানুসারে সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিকে একেবারে [illegible] করিতে না পারিত, [illegible] কণ্ঠ নিসৃত বায়ু প্রতিঘাত [illegible]সারে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিতে উচ্চারিত হইতে পারে, তবে শব্দের বিভিন্নতা অভাবে ভাষার উৎপত্তি হইত না। পুনশ্চ বায়ুর যদি স্থিতিস্থাপকতা শক্তি না থাকিত, যদ্দ্বারা সঙ্কুচিত বায়ু স্বতই বিবৃদ্ধ হইয়া শব্দ করিতে পারে, তাহা হইলে বাক্য প্রকাশ কদাপি সম্ভব হইত না। অতএব মনুষ্যের অন্তস্থ ভাব সকল প্রকাশ নিমিত্তে বাগিন্দ্রিয় যে তদুপযোগীরূপে রচিত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এই বাগ্‌যন্ত্র না থাকিলে মনুষ্যের বাক্য উচ্চারণের সামর্থ্য থাকিত না, সুতরাং লিপি রচনা সম্ভব হইত না। বস্তুত লিপি সকল কণ্ঠোচ্চারিত বাক্যের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াছে, কিন্তু যেখানে বাক্য না থাকে, সেখানে কি প্রকারে তাহার প্রতিনিধি সম্ভব হইতে পারে? যদ্যপি কোন প্রকার সামান্য সাঙ্কেতিক লিপি সম্ভব হইত, তথাপি বাগ্‌যন্ত্রাভাবে কেহ কাহার মনের ভাব ও অভিপ্রায়াদি সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিতে পারিত না, এবং অনেক সময়ে লেখনী ও লেখনাধারের দুষ্প্রাপ্তি প্রযুক্ত সকল সময়ে আমারদিগের অতি প্রয়োজনীয় বাসনা ও ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য হইত। এই বাগিন্দ্রিয়ের অভাবে মনুষ্য জাতির মধ্যে পরস্পর আত্মীয়তা ও প্রণয় ভাব থাকিত না; পরস্পরের অভাব মোচন বা কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় হইত না; বন্ধুর নিকটে স্বীয় সুখ দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক একের বৃদ্ধি ও অন্যের লাঘব করিতেও শক্ত হইতাম না। পরস্পর উপদেশ প্রাপ্তির উপায়াভাবে জ্ঞান ধর্ম্মের ইহা কি রূপে উন্নতি হইত? অতি [illegible] সবক্তাদিগের চিত্তদ্রব কারী ও অতি উৎসাহকারক বক্তৃতা দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কি তৃপ্তি হইত, বা শ্রোতার মন কি উদ্যমযুক্ত হইত? না বিদ্যার্থিদিগের অধ্যয়ন [illegible] হইত?

পরন্তু অন্য বারা তাহারদিগেরই উপকারের [illegible]

রের বাক্য শ্রবণে অসমর্থ, তাহারদিগের উপায় কি? অতএব দয়াবান্ পরমেশ্বর মনুষ্যকে সামান্যত এরূপ এক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে বাক্য প্রয়োগ ব্যতিরেকেও কেবল মুখ হস্ত নেত্রাদি অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা এক ব্যক্তি অন্যের নিকটে স্বীয় মনের ভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারে; সুতরাং বাক্ শক্তি বিহীনেরাও অপরের সমীপে আত্ম প্রার্থনা জানাইতে পারে, এবং বধির ব্যক্তিও অন্যের মনের ভাব গ্রহণ করিতে পারে। অপিচ এই সকল শারীরিক চিহ্ন দ্বারাই লৌকিক ভাষা শক্তি বিশিষ্টা হয়। লৌকিক ভাষা দেশ কালাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হয়; কিন্তু মনুষ্যের সংকেত জ্ঞান দেশ কি কাল বা অন্য কোন কারণেও ভিন্ন হইবার নহে। ইহার দ্বারা পরস্পর ভিন্ন ভাষি ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কাহার ভাষাজ্ঞ না হইলেও পরস্পর সকলে সকলের নিকটে স্ব স্ব মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে এবং এক জাতির ভাষা অন্য জাতি শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অপর বিবেচনা করিলে বালক দিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেও সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর দত্ত ঐ সংকেত জ্ঞান সম্যক্ সাপেক্ষ হইয়াছে; কারণ কর যন্ত্রাদি অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা কোন উদ্দেশ্য বস্তুর ইঙ্গিত ব্যতীত তাহারা তৎপ্রতিপাদক শব্দ শ্রবণ মাত্রে কি প্রকারে তাহার উপলব্ধি করিতে পারে? পশ্বাদির যদিও বাক্শক্তি নাই তথাপি তাহারা সঙ্কেত জ্ঞানের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই; তদ্দ্বারা প্রত্যেক পশু জাতির পুংস্ত্রী মধ্যে পরস্পর প্রণয়ের সংঘটন হয়, স্ব স্ব শাবকের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ভাবের প্রকাশ হয়, এবং প্রতি পশু স্বজাতীয় অন্য পশুর কাম ক্রোধ প্রভৃতি অপর অপর অন্তস্থ ভাব অনায়াসে বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। অতএব সঙ্কেত জ্ঞানের শক্তি প্রদান দ্বারা জীব মাত্রেতে জগদীশ্বরের যে অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ পাইতেছে তাহা বর্ণনাতীত।

এই সঙ্কেত জ্ঞান না থাকিলে [illegible] সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইত না; [illegible] অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব ও অবস্থা যাদৃশ যথার্থ রূপে প্রকাশ হয় তাদৃশ কেবল বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কখন সম্ভব হয় না। ঈশ্বর প্রেমাত্র ব্যক্তি যে কালে এই বিশ্ব কৌশলের প্রত্যেক অংশেতে পরম বরণীয় পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি এবং করুণা স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করেন, তখন তাঁহার তজ্জনিত অনির্ব্বচনীয় প্রেম পূর্ণ চিত্তের আনন্দ প্রভার বর্ণনা করা আনন ব্যতীত কি বাক্যের সাধ্য? শারদীয় পূর্ণেন্দু সদৃশ স্বীয় পবিত্র মনকে নিষ্পাপ জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ দেখিয়া সাধু ব্যক্তি যেরূপ প্রফুল্লিত হয়েন, সেই প্রফুল্লতার প্রকাশ কি কেবল বাগিন্দ্রিয়ের কর্ম্ম? ভ্রূকুটি কুটিল আরক্ত নেত্র ব্যতীত কি ক্রোধের ভাব ব্যক্ত হয়? বা দীন হীন ব্যক্তি দিগের বিনত মুখ ও যুগ্ম কর ব্যতিরিক্ত কেবল বাক্য কি অন্য মনুষ্যের দয়া আকর্ষণ করিতে পারে? এবং শ্রদ্ধা হীন কপট ব্যক্তি আপনাকে পরম ধার্ম্মিক রূপে জানাইবার জন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করুক, ধর্ম্মের বিবিধ বেশ ও ধারণ করুক, তথাপি বুদ্ধিমানের সমীপে তাহার ধূর্ত্ততা কি অপ্রকাশ থাকে? মুখের ভাব দ্বারা তাহার যথার্থ আন্তরিক ভাব অবশ্যই প্রকাশ পায়। এইরূপ দুশ্চরিত্র পাপাসক্ত পুরুষ লোক লজ্জা বা শাসন ভয়ে মিথ্যা বচন রচনা দ্বারা আপন দুষ্টভাব গোপন রাখিতে চেষ্টা করুক, তাদৃশ অন্য ব্যক্তির ও নিন্দা করুক, তথাপি তাহার গুপ্ত চরিত্র কি বুদ্ধি বিশিষ্টের নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকে? অপর জ্ঞানান্ধ ব্যক্তি পরম্পরাক্রান্ত বহু বাগ্বিজ্ঞতা দ্বারা জন সমাজে আপনাকে বিজ্ঞ রূপে প্রকাশ করুক, পরম তত্ত্বজ্ঞ রূপেও পরিচিত করুক, তথাপি তাহার আন্তরিক গাঢ় অন্ধকার কি কাল্পনিক বাহ্য আলোক দ্বারা অজ্ঞাত থাকে? অতএব স্থল বিশেষে ভাষা অপেক্ষা শারীরিক চিহ্ন দ্বারা মনুষ্যের মনোগত ভাব অধিক প্রকাশ পায়।

পরন্তু কেবল বাগ্যন্ত্র প্রদান করাতেই মানব জাতির প্রতি যে জগদীশ্বরের অসীম করুণার শেষ হইয়াছে এমত নহে, তাঁহার

উদার করুণার প্রত্যেক হিল্লোলে আমরা প্রতিক্ষণে নূতন নূতন প্রকারে সুখী হইতেছি। তিনি যেরূপ আমারদিগের মনের ইচ্ছা প্রকাশের নিমিত্তে বাগ্‌যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মনের আনন্দ প্রকাশের জন্য আমারদিগকে এক স্বর যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা রাজা অবধি অতি দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তিই আপন আপন মনের আহ্লাদ রাগ রাগিণী দ্বারা ব্যক্ত করিতেছে। বস্তুত যে বায়ু দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, সেই বায়ুর ধ্বনি যখন প্লুত অথবা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার স্বর সংজ্ঞা হয়, এবং তখন তাহা অত্যন্ত মনোরঞ্জনের কারণ হয়। এই নাদ প্রথমত নাভিদেশ হইতে অতি গম্ভীর রূপে ধ্বনিত হয়, পরে সেই স্বর যত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, তাহার ধ্বনি ক্রমশ তত উচ্চতর হইতে থাকে। এই প্রকার এক মাত্র স্বর হইতে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদাদি সপ্তবিধ স্বরের উৎপত্তি হইয়া বহু প্রকার রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য যৎকালীন প্রেমানন্দ স্ফুরিত পূর্ব্বোক্ত রাগ রাগিণীতে সঙ্গীত ধ্বনি প্রকাশ করিতে থাকে, তখন অত্যন্ত কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়, বিরস ব্যক্তিও রসান্বিত হয়, এবং অত্যন্ত শোকাকুল ব্যক্তিও প্রফুল্লানন হয়। মনুষ্যের উপকার বা সুখ সম্পাদন জন্যই যদি কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহার সঙ্গীত ক্ষমতা কি অমূল্য। কিন্তু মনুষ্যের ধ্বনি যদি তাদৃশ সপ্তবিধ স্বরে বিভক্ত না হইত, অথবা বায়ুর স্পন্দন বা আন্দোলন অনুসারে স্বরাদি কম্পিত বা গমকিত না হইত, তবে সঙ্গীত মাধুরী দ্বারা কদাপি শ্রুতি সুখ সম্ভব হইত না। অতএব সূক্ষ্ম কৌশল শীল জগদীশ্বর কি আশ্চর্য্য রূপে আমারদিগের স্বর যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবং কণ্ঠস্থ বায়ুর কি চমৎকার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে বীণা যন্ত্রাদি ব্যতিরেকেও মনুষ্য স্বীয় শরীরস্থ স্বর যন্ত্র দ্বারা মনের আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই আনন্দ স্বরূপের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ হইতেছে।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

যস্মিন্ যস্মিংস্তু বিষয়ে যোযোযাতি বিনিশ্চয়ং।
সতমেবাভিজানাতি নান্যং ভারতসত্তম।
এবং ব্যবসিতে লোকে বহুদোষে যুধিষ্ঠির।
আত্মমোক্ষনিমিত্তং বৈ যতেত মতিমান্ নরঃ।
নষ্টে ধনে বা দারে বা পুত্রে পিতরি বা মৃতে।
অহোদুঃখমিতি ধ্যায়ন্ শোকস্যাপচিতিঞ্চরেৎ
সুখাৎ সঞ্জায়তে দুঃখং দুঃখমেবং পুনঃ পুনঃ।
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
সুখদুঃখে মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততঃ।
সুখাত্তুং দুঃখমাপন্নঃ পুনরাপৎস্যতে সুখং।
ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং।
শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ।
শরীরমেবায়তনং সুখস্য
দুঃখস্য চাপ্যায়তনং শরীরং।
যৎ যৎ শরীরেণ করোতি কর্ম্ম
তেনৈব দেহী সমুপাশ্নুতে তৎ।
জীবিতঞ্চ শরীরেণ জাত্যৈব সহ জায়তে।
উভে সহ বিবর্ত্তেতে উভে সহ বিনশ্যতঃ।
স্নেহপাশৈর্ব্বহুবিধৈরাবিষ্টবিষয়াজনাঃ।
অকৃতার্থাশ্চ সীদন্তে জলেসৈকতসেতবঃ।
সঞ্চিনোত্যশুভং কর্ম্ম কলত্রাপেক্ষয়া নরঃ।
একঃ ক্লেশানবাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ।
পুত্রদার কুটুম্বেষু প্রসক্তাঃ সর্ব্বমানবাঃ।
শোকপঙ্কার্ণবে মগ্নাজীর্ণাবনগজাইব।
পুত্রনাশে বিত্তনাশে জ্ঞাতিসম্বন্ধিনামপি।
প্রাপ্যতে সুমহদ্দুঃখং দাবাগ্নিপ্রতিমং বিভো।
নচ প্রজ্ঞানমর্থানাং ন সুখানামলং ধনং।
ন বুদ্ধির্দ্ধনলাভায় ন জাড্যমসমৃদ্ধয়ে।
অন্ত্যপ্রাপ্তিং সুখং প্রাহুর্দুঃখমন্তরমন্ত্যয়োঃ।
যে চ বুদ্ধিসুখং প্রাপ্তাঃ দ্বন্দ্বাতীতা বিমৎসরাঃ।
তান্নৈবার্থা নচানর্থা ব্যথয়ন্তি কদাচন।
অথ য়ে বুদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যতিক্রান্তাশ্চ মূঢ়তাং।
তেঽতিবেলং প্রহৃষ্যন্তি সন্তাপমুপযান্তি চ।
নিত্যং প্রমুদিতা মূঢ়াদিবি দেবগণাইব।
অবলেপনমূঢ়াস্তে পরিমূঢ়া বিচেতসঃ।
সুখং দুঃখান্তমালস্যং দুঃখং দাক্ষ্যং সুখোদয়ং
ভূতিশ্চৈবং শ্রিয়া সার্দ্ধং দক্ষে বসতি নালসে।
সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ং।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ।
[illegible]

দিবসে দিবসে মূঢমাবিশন্তি ন পণ্ডিতং।
বুদ্ধিমন্তং কৃতং প্রজ্ঞং শুশ্রূষুমনসূয়কং।
দান্তংজিতেন্দ্রিয়ঞ্চাপি শোকোনস্পৃশতেনরং
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় গুপ্তচিত্তশ্চরেদ্বুধঃ।
প্রাজ্ঞং মূঢংতথাশূরং ভজতে যাদৃশং কৃতং।
এবমেব কিলৈতানি প্রিয়াণ্যেবা প্রিয়ানি চ।
জীবেষু পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানি চ।
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় সুখমাস্তে গুণান্বিতঃ।
সর্ব্বানি্ কামান্ জুগুপ্সেতক্রোধংকুর্বীতপৃষ্ঠতঃ
বৃত্ত এষহৃদিপ্রৌঢো মৃত্যুরেষ মনোভবঃ।
ক্রোধোনামশরীরস্থোদেহিনাংপ্রোচ্যতেবুধৈঃ
যদাসংহরতে কামান্ কূর্ম্মোঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
তদাত্মজ্যোতিরাত্মায মাত্মন্যেব প্রপশ্যতি।
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকং।
কর্মণা মনসাবাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা।
যাতুন্ত্যজাতুর্ম্মতিভির্যানজীর্য্যতি জীর্যতঃ।
মৃত্যুনাভ্যাহতোলোকো জরযাপরিবারিতঃ।
অহোরাত্রাঃ পতন্ত্যেতে ননুকস্মাৎ নবুধ্যসে
অনবাপ্তেষু কামেষু মৃত্যুরভ্যেতি মানবং।
পুষ্যানীব বিচিন্বন্ত মন্যত্রগতমানসং।
বৃকীবোরণ মাসাদ্য মৃত্যুরাদাযগচ্ছতি।
অদ্যৈব কুরুযচ্ছে,যো মাত্বাংকালোত্যগাদযং
অকৃতেষ্বেব কার্য্যেষু মৃত্যুর্বৈ সংপ্রকর্ষতি।
শ্বঃ কার্য্যমদ্যকুর্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং।
নহি প্রতীক্ষতেমৃত্যুঃ কৃতমস্য নবাকৃতং।
কোহিজানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালোভবিষ্যতি
যুবৈবধর্ম্মশীলঃস্যাদনিত্যং খলুজীবিতং।
কৃতেধর্ম্মে ভবেৎকীর্ত্তিরিহপ্রেত্য চ বৈসুখং।
মোহেনহি সমাবিষ্টঃ পুত্রদারার্থমুদ্যতঃ।
কৃত্বাকার্য্য মকার্য্যংবা পুষ্টমেষাংপ্রযচ্ছতি।
নহিংসয়তি যঃ প্রাণান্ মনোবাক্কায় হেতুভিঃ।
জীবিতার্থাপনয়নৈঃ কর্ম্মভির্নসবধ্যতে।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতং।
মৃত্যুরাপদ্যতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্যতেমৃতং।
যস্য বাঙ্মনসীস্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ সবৈ [illegible]
নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমংসুখং।
আত্মনাত্মমুৎপন্নঃ [illegible]।
[illegible] লোকে [illegible]।
[illegible]
[illegible]।

উৎসবাদুৎসবংযান্তি স্বর্গাৎস্বর্গংসুখাৎসুখং।
শ্রদ্দধানশ্চদান্তাশ্চ ধনাঢ্যাঃ শুভকারিণঃ।
সম্মানশ্চাবমানশ্চ লাভালাভৌ ক্ষযোদযৌ।
প্রবৃত্তানি নিবর্ত্তন্তে বিধানান্তে পুনঃ পুনঃ।
বালোযুবাচ বৃদ্ধশ্চ যৎকরোতি শুভাশুভং।
গর্ভশয্যামুপাদায় ভুজ্যতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যথাধেনুঃ সহস্রেষু বৎসোবিন্দতিমাতরং।
তথাপূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি।
শকুনানামিবাকাশে মৎস্যানামিবচোদকে।
পদং যথানদৃশ্যেত তথাজ্ঞানবিদাংগতিঃ।
অলমন্যৈরুপালম্ভৈঃ কীর্ত্তিতৈশ্চ ব্যতিক্রমৈঃ।
পেশলঞ্চানুরূপঞ্চ কর্ত্তব্যং হিতমাত্মনঃ।
সত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যমেকাক্ষরংতপঃ।
সত্যমেকাক্ষরোযজ্ঞঃ সত্যমেকাক্ষরংশ্রুতং।
সত্যং বেদেষুজাগর্ত্তি ফলং সত্যেপরংস্মৃতং।
সত্যাদ্ধর্ম্মোদমশ্চৈব সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং।

শান্তিপর্ব্বণি

বিজ্ঞাপন

১৪ শ্রাবণের বিশেষ সভার অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ শূন্য আছে অতএব তৎ পদে অন্য এক জনকে নিযুক্ত করিবার জন্য আগামী ১৪ ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেবের দূর দেশ সংস্থিতি প্রযুক্ত তাঁহাকে অবসর প্রদান করিয়া তাঁহার কর্ম্মে অন্য এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার এবং শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যক্ষ পদ শূন্য হওয়াতে তাঁহার পদেও অন্য এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব এই বিশেষ সভাতে বিচারের নিমিত্তে অধ্যক্ষেরা অনুমতি করিয়াছেন।

অধ্যক্ষদিগের বিবেচনাতে ধনাধ্যক্ষের পদ সভাতে কোন প্রয়োজন বোধ হয় না, অতএব সেই পদ রহিত করিবার প্রস্তাব এই বিশেষ সভাতে উত্থাপন করিতেও তাঁহারা অনুমতি করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৲
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ	৫৲
বৃত্তি সহিত কঠাদি সপ্তোপনিষৎ	১৲
বস্তুবিচার	।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
বাঙ্গলা ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ	॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৵০
ভূগোল	॥০
পদার্থ বিদ্যা	॥০
বর্ণমালা	৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	॥০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্যঅন্য বিষয়	॥০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড্....	।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	।০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৵০
কঠোপনিষৎ	৵০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন মহাশয় কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক্ সোসাইটির পূর্ব্বতন সম্পাদক "শ্রীযুক্ত জ, প্রিন্সেপ্ সাহেবের গুণানুবাদ বিষয়ক" এক পুস্তক প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি রিম ছয় টাকা। যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

গত ১৪ শ্রাবণের বিশেষ সভাতে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সহকারী সম্পাদকীয় পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

অশুদ্ধশোধন

৩০ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৩ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় স্তম্ভে ৩৪ পংক্তিতে যে "এবং কর এই দুই মন্ত্র" শব্দ আছে তাহার পরিবর্ত্তে "এবং এই দুই কর মন্ত্র" হইবে।

[illegible]

[illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥
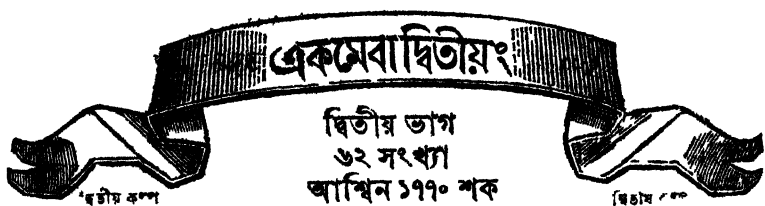
ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে ষষ্ঠং সূক্তং

মেধাতিথিঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ
বায়ুর্দ্দেবতা

২৩০

১ তীব্রাঃ সোমাস আগহ্যাশীর্বন্তঃ সুতা ইমে। বায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব ॥

১ হে বায়ো তীব্রাঃ তৃপ্তিকারিণঃ আশীর্বন্তঃ কল্যাণদায়কাঃ সুতাঃ অভিষুতাঃ ইমে 'সোমাসঃ' সোমাঃ সন্তি অতঃ ত্বং 'আগহি' আগচ্ছ আগত্য চ প্রস্থিতান্ প্রত্যানীতান্ তান্ 'সোমান্' পিব।

১ হে বায়ু! তৃপ্তি জনক ও মঙ্গল দায়ক এই সোমরস সকল প্রস্তুত রহিয়াছে, অতএব তুমি আগমন করিয়া নিবেদিত সেই সমুদয় পান কর।

ইন্দ্রবায়ু দেবতে

২৩১

২ উভা দেবা দিবিস্পৃশেন্দ্রবায়ূ হবামহে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥

২ 'দিবিস্পৃশা' [illegible]

[illegible] ইন্দ্রবায়ূ 'দেবা' দেবৌ অস্য সোমস্য পীতয়ে হবামহে আহ্বয়াম।

২ দ্যুলোক নিবাসী ইন্দ্র ও বায়ু এই উভয় দেবতাকে এই সোমরস পান করিবার নিমিত্তে আহ্বান করি।

২৩২

৩ ইন্দ্রবায়ূ মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত ঊতয়ে। সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী ॥

৩ মনোজুবা মনোবৎ বেগবন্তৌ সহস্রাক্ষা সহস্রাক্ষৌ সহস্রনয়নযুক্তৌ 'ধিয়স্পতী' বুদ্ধি পালকৌ ইন্দ্রবায়ূ দেবৌ উতয়ে রক্ষণায় বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ হবন্ত আহ্বয়ন্তি।

৩ মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট, সহস্রাক্ষ, বুদ্ধির পালক, ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাকে মেধাবীরা রক্ষার নিমিত্তে আহ্বান করেন।

মিত্রাবরুণৌ দেবতা

২৩৩

৪ মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে। জজ্ঞানা পূতদক্ষসা ॥

৪ 'সোমপীতয়ে' সোমপানার্থং মিত্রং [illegible] চ 'বয়ং' হবামহে আহ্বয়ামঃ। কীদৃশৌ তৌ [illegible] জজ্ঞানৌ জাতৌ প্রাদুর্ভবতৌ পূতদক্ষসা পূতবলৌ শুদ্ধবলৌ [illegible]

৪ কর্ম্ম সমীপে উপস্থিত ও পবিত্র বল মিত্র আর বরুণকে সোমপানের নিমিত্তে আমরা আহ্বান করি।

২৩৪

৫ ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী। তা মিত্রাবরুণা হুবে॥১।২।৮।

৫ 'ঋতেন' সত্যবচনেন 'ঋতাবৃধৌ' কর্ম্মফলবর্দ্ধকৌ 'ঋতস্য' প্রশস্তস্য 'জ্যোতিষঃ' 'পতী' পালকৌ 'যৌ' 'মিত্রাবরুণা' 'মিত্রাবরুণৌ' 'তা' তৌ 'হুবে' আহ্বয়ামি। ১।২।৮।

৫ সত্য বচনদ্বারা যজমানের কর্ম্মফলের বৃদ্ধিকারী ও প্রশস্তজ্যোতির পালক যে মিত্র আর বরুণ তাঁহারদিগকে আহ্বান করি। ১।২।৮।

২৩৫

৬ বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ। করতাং নঃ সুরাধসঃ॥

৬ 'বরুণঃ' 'মিত্রঃ' চ 'বিশ্বাভিঃ' সর্ব্বাভিঃ 'ঊতিভিঃ' রক্ষাভিঃ অস্মাকং 'প্রাবিতা' রক্ষকঃ 'ভুবৎ' ভবতু। তৌ উভৌ 'নঃ' অস্মান্ 'সুরাধসঃ' প্রভূতধনযুক্তান্ 'করতাং' কুরুতাং।

৬ মিত্র আর বরুণ সর্ব্বতোভাবে আমারদিগের রক্ষক হউন এবং আমারদিগকে প্রচুর ধনবান্ করুন।

মরুদ্গণইন্দ্রোদেবতা

২৩৬

৭ মরুত্বন্তং হবামহইন্দ্রমাসোমপীতয়ে। সজূর্গণেন তৃম্পতু॥

৭ 'মরুত্বন্তং' মরুদ্গণসহিতং 'ইন্দ্রং' 'সোমপীতয়ে' 'আ-হবামহে' আহ্বামহে আহ্বয়ামঃ। স চ ইন্দ্রঃ 'গণেন' মরুৎসমূহেন 'সজূঃ' সহ 'তৃম্পতু' তৃপ্তো ভবতু।

৭ মরুদ্গণ যুক্ত ইন্দ্রকে সোমপানের নিমিত্তে আমরা আহ্বান করি। সেই ইন্দ্র মরুদ্গণের সহিত তৃপ্ত হউন।

২৩৭

৮ ইন্দ্রজ্যেষ্ঠামরুদ্গণাদেবাসঃ পূষরাতয়ঃ। বিশ্বে মম শ্রুতা হবং॥

৮ হে 'ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ' ইন্দ্রঃ জ্যেষ্ঠঃ মুখ্যঃ যেষাং তে হে 'পূষরাতয়ঃ' পূষা দেবঃ রাতিঃ দাতা যেষাং তে 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'মরুদ্গণাঃ' 'দেবাসঃ' দেবাঃ যূয়ং 'মম' 'হবং' আহ্বানং 'শ্রুতা' শ্রুত শৃণুত।

৮ ইন্দ্র তোমারদিগের জ্যেষ্ঠ এবং পূষা তোমারদিগের দাতা হে মরুদ্দেবতা গণ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

২৩৮

৯ হত বৃত্রং সুদানবইন্দ্রেণ সহসা যুজা। মা নো দুঃশংসঈশত॥

৯ 'সুদানবঃ' শোভনদানযুক্তাঃ মরুদ্গণাঃ যূয়ং 'সহসা' বলবতা 'যুজা' যোগ্যেন 'ইন্দ্রেণ' সহ 'বৃত্রং' বৃত্রনামকং অসুরং 'হত' নাশয়ত। 'দুঃশংসঃ' দুষ্টেন শংসনেন কীর্ত্তনেন যুক্তঃ বৃত্রঃ 'নঃ' অস্মান প্রতি 'মা ঈশত' সমর্থো মাভূৎ।

৯ হে শোভনদানশীল মরুদ্গণ! বলবান্ ও যোগ্য ইন্দ্রের সহিত তোমরা বৃত্রাসুরকে নাশ কর, সেই নিন্দিত দুরাত্মা বৃত্রাসুর যেন আমারদিগের অনিষ্ট করিতে সমর্থ না হয়।

বিশ্বে দেবাদেবতা

২৩৯

১০ বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে। উগ্রাহি পৃশ্নিমাতরঃ॥১।২।৯।

১০ 'মরুতঃ' মরুৎসংজ্ঞকান্ 'বিশ্বান্' সর্ব্বান্ 'দেবান্' 'সোমপীতয়ে' 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ তে মরুতঃ 'উগ্রাঃ' শত্রুভিরসহ্যবলাঃ 'পৃশ্নিমাতরঃ' পৃশ্নের্নানাবিধবর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ 'হি' প্রসিদ্ধাঃ। ১।২।৯।

১০ উগ্র ও নানা বর্ণ বিশিষ্ট ভূমি সম্ভূত যে মরুদ্গণ তাঁহারদিগকে এবং বিশ্বেদেবা দেবতাদিগকে সোমপানের নিমিত্তে আমরা আহ্বান করি। ১।২।৯।

২৪০

১১ জয়তামিব তন্যতুর্মরুতামেতি ধৃষ্ণুয়া। যচ্ছুভং যাথনা নরঃ॥

১১ 'মরুতাং' দেবানাং 'তন্যতুঃ' শব্দঃ 'ধৃষ্ণুয়া' ধার্ষ্ট্যযুক্তঃ সন্ 'এতি' গচ্ছতি 'জয়তামিব' জয়যুক্তানামিব। 'যৎ' যদা হে 'নরঃ' নেতারঃ যজ্ঞফলস্য প্রাপয়িতারঃ মরুতঃ যূয়ং 'শুভং' গচ্ছং 'যাথনা' যাথন প্রাপ্নুথঃ।

১১ হে যজ্ঞ ফল দাতা মরুদ্গণ! তোমরা যখন শুভ যজ্ঞ প্রাপ্ত হও তখন রণজয়ি ব্যক্তিদিগের ন্যায় প্রকাণ্ড কোলাহল করিয়া থাক।

২৪১

১২ হস্কারাদ্বিদ্যুতস্পর্য্যতোজাতা অবন্তু নঃ। মরুতোমৃড়যন্তু নঃ॥

১২ 'হস্করাৎ' দীপ্তিকরাৎ 'বিদ্যুতঃ' বিশেষেণ দীপ্যমানাৎ 'অতঃ' অন্তরিক্ষাৎ 'পরি' সর্বতঃ 'জাতা' উৎপন্নাঃ 'মরুতঃ' 'নঃ' অস্মান্ 'অবন্তু' রক্ষন্তু তথাবিধাঃ মরুতঃ 'নঃ' অস্মান্ 'মৃড়যন্তু' সুখযন্তু।

১২ প্রকাশকারী ও শোভমান অন্তরিক্ষ হইতে উৎপন্ন যে মরুদ্গণ তাঁহারা আমারদিগকে রক্ষা এবং সুখ প্রদান করুন।

পূষা দেবতা

২৪২

১৩ আ পূষঞ্চিত্রবর্হিষমাঘৃণে ধরুণং দিবঃ। আজা নষ্টং যথা পশুং॥

১৩ হে 'আঘৃণে' প্রাপ্তদীপ্তে 'পূষন্' 'আজা' আজ গমনশীল, 'চিত্রবর্হিষং' বিচিত্রদর্ভৈর্যুক্তং 'ধরুণং' যাগস্য ধারকং সোমং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'আ' আনয় 'যথা' 'নষ্টং' অপহৃতং 'পশুং' আনয়তি তদ্বৎ।

১৩ হে দীপ্তিমান্ গমনশীল পূষা দেবতা! তুমি বিচিত্র দর্ভযুক্ত ও যজ্ঞ নিষ্পাদক সোমকে দেবলোক হইতে আহরণ কর, যেমন পশু অপহৃত হইলে তাহাকে আহরণ করে।

২৪৩

১৪ পূষা রাজানমাঘৃণিরপগূঢং গুহাহিতং। অবিন্দচ্চিত্রবর্হিষং॥

১৪ 'আঘৃণিঃ' আগতদীপ্তিযুক্তঃ 'পূষা' 'রাজানং' দীপ্তিমন্তং 'অপগূঢং' অত্যন্তগুপ্তং 'গুহাহিতং' দুর্গমে স্থিতং 'চিত্রবর্হিষং' বিচিত্রদর্ভৈর্যুক্তং সোমং 'অবিন্দৎ' অলভত।

১৪ দীপ্তিমান্ পূষা দেবতা দুর্গমস্থিত অতি গোপনীয় বিচিত্র দর্ভ যুক্ত প্রদীপ্ত সোম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৪৪

১৫ উতোসমহ্যমিন্দুভিঃ ষড়্যুক্তাঁ অনুসেষিধৎ। গোভির্যবং ন চর্কৃষৎ॥১।২।১০।

১৫ 'উতো' অপিচ 'মহ্যং' অস্মদর্থং 'সঃ' পূষা 'ইন্দুভিঃ' সোমৈঃ 'যুক্তাঁ' যুক্তান্ 'ষট্' বসন্তাদীন্ ঋতূন্ 'অনুসেষিধৎ' ক্রমেণ পুনঃ পুনঃ নয়ন্ সন্ বর্ত্ততে তত্র দৃষ্টান্তঃ 'গোভিঃ' বলীবর্দৈঃ 'ন' ইব যথা 'যবং' উদ্দিশ্য 'চর্কৃষৎ' ভূমিং পুনঃ পুনঃ কৃষতি তদ্বৎ। ১।২।১০।

১৫ আমারদিগের নিমিত্তে পূষা দেবতা সোমের সহিত সংযুক্ত ছয় ঋতুকে ক্রমেতে পরিবর্তন করিয়া আসিতেছেন যেমন কৃষক যব উদ্দেশ করিয়া গো দ্বারা ভূমি কর্ষণ করে। ১।২।১০।

আপোদেবতা

২৪৫

১৬ অম্বয়োযন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাং। পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ॥

১৬ 'অধ্বরীয়তাং' অধ্বরং যজ্ঞমিচ্ছতাং অস্মাকং 'অম্বয়ঃ' মাতৃস্থানীয়াঃ 'জাময়ঃ' হিতকারিণ্যঃ আপঃ 'মধুনা' মাধুর্যযুক্তং 'পয়ঃ' ক্ষীরং 'পৃঞ্চতীঃ' পৃঞ্চত্যঃ সম্পাদয়ন্ত্যঃ 'অধ্বভিঃ' যজ্ঞস্য মার্গৈঃ 'যন্তি' গচ্ছন্তি।

১৬ যজ্ঞ ইচ্ছা করিয়াছি যে আমরা আমারদিগের মাতৃ স্বরূপ হিতকারী যে জল

তাহা গো প্রভৃতির মধুর রসান্বিত দুগ্ধ বৃদ্ধি করত যজ্ঞ পথে গমন করিতেছে।

২৪৬

১৭ অমূর্যাউপসূর্য্যে যাভির্বা সূর্য্যঃ সহ। তানোহিন্বস্ত্বধ্বরং॥

১৭ 'অমূঃ' 'যাঃ' আপঃ 'উপসূর্য্যে' সূর্য্যস্য সমীপে অবস্থিতাঃ 'বা' অথবা 'সূর্য্যঃ' 'যাভিঃ' অদ্ভিঃ 'সহ' বর্ত্ততে 'তাঃ' 'আপঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'অধ্বরং' যজ্ঞং 'হিন্বন্ত' প্রীণয়ন্তু।

১৭ সূর্য্যের নিকটে যে জল স্থিতি করে অথবা সূর্য্য যে জলের সহিত স্থিতি করেন সেই জল আমারদিগের যজ্ঞকে তুষ্ট করুক।

২৪৭

১৮ অপোদেবীরুপহ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ। সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্তং হবিঃ॥

১৮ 'নঃ' অস্মাকং 'গাবঃ' 'যত্র' যাসু অপ্সু 'পিবন্তি' তাঃ 'অপঃ দেবীঃ' 'উপহ্বয়ে' আহুয়ামি 'সিন্ধুভ্যঃ' স্যন্দনশীলাভ্যঃ আদ্ভ্যঃ 'হবিঃ' 'কর্ত্তং' অস্মাভিঃ কর্ত্তব্যং অস্তি ইতি শেষঃ।

১৮ আমারদিগের গো সকল যে জল পান করে সেই জলদেবতাকে আমি আহ্বান করি যেহেতু স্যন্দমান জলদ্বারা হবি সম্পন্ন করিতে হইবেক।

পুরউষ্ণিকছন্দঃ

২৪৮

১৯ অপস্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে। দেবাভবত বাজিনঃ॥

১৯ 'অপ্সু' জলেষু 'অন্তঃ' মধ্যে 'অমৃতং' পীযূষং তথা 'অপ্সু' 'ভেষজং' ঔষধং বর্ত্ততে 'উত' অপিচ তাসাং 'অপাং' 'প্রশস্তয়ে' প্রশংসার্থং হে 'দেবাঃ' ঋত্বিজঃ যূয়ং 'বাজিনঃ' বেগবন্তঃ 'ভবত'। শীঘ্রং স্তুতিং কুরুত ইত্যর্থঃ।

১৯ জলেতে অমৃত এবং ঔষধ আছে অতএব হে ঋত্বিক্ সকল! ত্বরান্বিত হইয়া জলের স্তুতি কর।

অনুষ্টুপ্ছন্দঃ

২৪৯

২০ অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥১।২।১১।

২০ 'অপ্সু' জলেষু 'অন্তঃ' মধ্যে 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'ভেষজা' ভেষজানি ঔষধানি সন্তি ইতি 'মে' মহ্যং 'সোমঃ' দেবঃ 'অব্রবীৎ' উক্তবান্। তথা 'বিশ্বশম্ভুবং' সর্ব্বজগতাং সুখকরং 'অগ্নিং' 'চ' অপ্সু বর্ত্তমানং তথা 'বিশ্বভেষজীঃ' বিশ্বানি ভেষজানি ঔষধানি যাসু তাঃ 'আপঃ' অপঃ 'চ' অপ্সু বর্ত্তমানাঃ অব্রবীদিত্যর্থঃ।১।২।১১।

২০ ঔষধ সকল ও জগতের সুখকর অগ্নি এবং ঔষধবিশিষ্ট জল সকল জলের মধ্যে আছে ইহা সোম দেবতা আমাকে কহিয়াছেন।১।২।১১।

গায়ত্রং ছন্দঃ

২৫০

২১ আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে॥

২১ হে 'আপঃ' জলানি 'মম' 'তন্বে' শরীরার্থং 'বরূথং' রোগনিবারকং 'ভেষজং' ঔষধং 'পৃণীত' সম্পাদয়ত যেন বয়ং 'জ্যোক্' চিরং 'সূর্য্যং' 'দৃশে' দ্রষ্টুং 'চ' শক্নবাম।

২১ হে জল সকল! আমার শরীর রক্ষার নিমিত্তে রোগ নিবারক ঔষধ সম্পন্ন কর যাহাতে আমরা চিরকাল সূর্য্য দেখিতে সমর্থ হই।

অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ

২৫১

২২ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপউতানৃতং॥

[illegible]

কস্যাচিৎ 'অভিদুদ্রোহ' দ্রোহং কৃতবানস্মি 'যদ্বা' সাধুজনং 'শেপে' শপ্তবানস্মি 'উত' অপি চ 'অনৃতং' উক্তবানস্মি তৎ 'ইদং' সর্ব্বং অপরাধজাতং মত্তঃ 'প্রবহত' অন্যত্র নয়ত।

২২ হে জল সকল! আমার শরীরে যে কোন পাপ আছে — আমি যদি কোন লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকি বা সাধু জনকে অভিসম্পাত করিয়া থাকি অথবা মিথ্যা বাক্য কহিয়া থাকি সেই সকল পাপ আমার শরীর হইতে দূর কর।

২৫২

২৩ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা॥

১৩ 'অদ্য' অবভৃথার্থং 'আপঃ' অপঃ জলানি 'অন্বচারিষং' অনুপ্রবিষ্টোস্মি প্রবিশ্য চ 'রসেন' জলসারেণ 'সমগস্মহি' সঙ্গতাঃ স্মঃ। হে 'অগ্নে' 'পয়স্বান্' জলে বর্ত্তমানত্বেন পয়োযুক্তঃ ত্বং 'আগহি' আগচ্ছ তথা 'তং' তাদৃশং মাং 'মা' মাং 'বর্চ্চসা' তেজসা 'সংসৃজ' সংযোজয়।

২৩ অদ্য আমি অবভৃথস্নানের নিমিত্তে জলে প্রবেশ করিয়া রসের সহিত মিলিত হইয়াছি হে জলমধ্যস্থিত অগ্নি তুমি আগমন কর এবং স্নাত যে আমি আমাকে তেজস্বী কর।

অগ্নির্দ্দেবতা

২৫৩

২৪ সম্মাগ্নে বর্চ্চসা সৃজ সংপ্রজয়া সমায়ুষা। বিদ্যুর্ম্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ॥১।২।১২।

২৪ হে 'অগ্নে' 'বর্চ্চসা' তেজসা 'মা' মাং 'সংসৃজ' সংযুক্ত সংযোজয় তথা 'প্রজয়া' পুত্রাদিকয়া [illegible] 'সং' সংসৃজ তথা 'আয়ুষা' 'সং' সংসৃজ। 'দেবাঃ' 'মে' মম 'অস্য' যজমানস্য অনুষ্ঠানং 'বিদ্যুঃ' জানীয়ুঃ। কিঞ্চ 'ইন্দ্রঃ' 'ঋষিভিঃ' 'সহ' অনুষ্ঠানং 'বিদ্যাৎ' জানীয়াৎ।১।২।১২।

২৪ হে অগ্নি! আমাকে তেজস্বী কর ও পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন কর এবং আয়ুষ্মান্ কর। দেবতা সকল এবং ঋষিদিগের সহিত ইন্দ্র আমার এই যজমানের অনুষ্ঠান জ্ঞাত হউন।১।২।১২।

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে প্রথমং সূক্তং

শুনঃশেপঋষিঃ* ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা।

২৫৪

১ কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম। কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দ্দাৎ পিতরঞ্চ দৃশেয়ং মাতরঞ্চ॥

১ 'অমৃতানাং' দেবানাং মধ্যে 'কতমস্য' কিং জাতীয়স্য 'কস্য' 'দেবস্য' 'চারু' শোভনং 'নাম' 'নূনং' নিশ্চয়েন বয়ং 'মনামহে' উচ্চারয়ামঃ। 'কঃ' দেবঃ 'নঃ' অস্মান্ শুনঃশেপান্ 'মহ্যৈ' মহত্যৈ 'অদিতয়ে' পৃথিব্যৈ 'দাৎ' দদ্যাৎ। তথা সতি 'পুনঃ' অহং 'পিতরং চ' 'মাতরং চ' 'দৃশেয়ং' পশ্যেয়ং।

১ দেবতাদিগের মধ্যে কোন্ দেবতার শোভন নাম উচ্চারণ করিব, কোন্ দেবতা এই মহৎ পৃথিবীতে আমারদিগকে রক্ষা করিবেন যে পুনর্ব্বার আমরা পিতা মাতাকে দেখিব ¶।

অগ্নির্দ্দেবতা

২৫৫

২ অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম। স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দ্দাৎ পিতরঞ্চ দৃশেয়ং মাতরঞ্চ॥

---

* শুনঃশেপ ঋষি অজীগর্ত্ত ঋষির পুত্র।

¶ হেলন রাজা নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্তে শুনঃশেপ ঋষিকে যূপে বদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শুনঃশেপ ভীত হইয়া দেবতাদিগকে স্তুতি করেন, এই উপাখ্যানকে অভিপ্রায় করিয়া এই সূক্তের মন্ত্র সকল উক্ত হইয়াছে।

থিল কর, এবং নাভি দেশের বন্ধন শিথিল কর, অনন্তর হে অদিতির পুত্র বরুণ! তোমার কর্ম্মের অখণ্ডতা জন্য আমরা নিরপরাধী হইব।১।২।১৫।

মহাভারত

সভাপর্ব্ব।

সকল পাণ্ডবদিগের বিবাদ ও যুদ্ধ বর্ণনা মহাভারতের মূল তাৎপর্য্য। লিখিত বা বাচনিক যাবৎ জন শ্রুতি প্রমাণে এঘটনা অমূলক বোধ হয় না, এবং যদিও তৎসম্বন্ধীয় ভূরি বিষয়ের বাহুল্য বর্ণনা আছে, এবং লোকের ধর্ম্ম ও সংস্কার ঘটিত নানা কাল্পনিক আখ্যান তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে, কিন্তু তাহার সমস্ত বিবরণ অপ্রমাণ বলা যায় না। মহাভারতের সংজ্ঞা মহাকাব্য, অতএব কাব্য মধ্যে যে অবিকৃত স্বরূপ ইতিহাস থাকিবে এমত সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহার অনেক স্থানে, বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে অনুষঙ্গাধীন যে ভূরি ভূরি উপাখ্যান উত্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বহুকাল পূর্ব্বে এদেশে যাদৃশ ধর্ম্ম, রাজনীতি ও লোকাচারাদি প্রচলিত ছিল, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সভাপর্ব্ব ইহার এক উদাহরণ স্থল।

পাণ্ডবেরা রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করেন তাহার বিবরণ, এবং বিশেষতঃ রাজসূয় যজ্ঞের বৃত্তান্ত সভা পর্ব্বের বক্তব্য হইয়াছে। যুধিষ্ঠির যশ, মান, প্রতাপে সকল রাজার প্রধান হইলেন, অতএব তাঁহারদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া চক্রবর্ত্তী পদাভিষিক্ত হইবার নিমিত্তে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের মানস করিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে তাঁহার ভ্রাতৃগণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। নানা দিগ্দেশস্থ ভূপতিদিগের নিকট কর গ্রহণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত সমর্পণ করিলেন। সে সকল রাজার নিকট কর গ্রহণ মাত্র এতাদৃশ দিগ্বিজয়ের প্রয়োজন ছিল, নচেৎ তাঁহারদিগের রাজ্য যে যুধিষ্ঠিরের শাসনাধীন হইয়াছিল ইহা বলিবার তাৎপর্য্য নহে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ মধ্যে রাজাদিগের জয় পরাজয় প্রায় এই রূপই হইয়া আসিয়াছে। জয়শীল রাজা পরাজিত রাজার নিকট কর গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাঁহাকে আপনার শাসনাধীন করিতেন না। পাঠান বাদশাহীয় ও মোগলেরাও রাজপুতদিগের নিকট এই রূপ কর লইয়া তাহারদিগের দেশের বিষয়ের অধিকারী রাখিতেন। বোধ হয় ভারতবর্ষের স্বাধীন অবস্থাকালে কনিষ্ঠ রাজারা যুধিষ্ঠির তুল্য কোন প্রতাপান্বিত শ্রেষ্ঠ রাজা বিশেষের যে অধীনতা স্বীকার করিতেন, তাহা এই রূপই হইবেক। দিগ্বিজয় নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। পাণ্ডবদিগের জ্ঞাতিবর্গ আন্তরিক ঈর্ষা সত্ত্বেও তাহাতে সম্মত হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ এবিষয়ে মহা আমোদ প্রকাশ করিয়া অনুমতি প্রদান করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির মন্ত্রিবর্গকে ও সহদেবকে যজ্ঞারম্ভের আয়োজন করিতে ও সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পাঠাইতে অনুমতি দিলেন। নিমন্ত্রিত রাজবর্গাদির নিমিত্ত সুশোভন স্থান প্রদান, উত্তমোত্তম সুসেব্য দ্রব্যজাত, এবং সুরম্য সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্যাদি আয়োজনের বাহুল্য বর্ণনা আছে। নিমন্ত্রণার্থে নকুল স্বয়ং জ্ঞাতি বান্ধবাদির আলয়ে গমন করিলেন, এবং দেশদেশান্তরে দূত প্রস্থাপন করিলেন।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং মান্য বৈশ্য ও সকল শূদ্র নিমন্ত্রণের উল্লেখ আছে, * এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দ্বারা সকল বর্ণের সমান তৃপ্তি করিবার আখ্যান আছে। অতএব ধর্ম্মোদ্দিষ্ট যজ্ঞাদি কর্ম্মেতেও বৈশ্য ও শূদ্রের সমাদর ছিল। এইক্ষণে এদেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান নাই। দাক্ষিণাত্যে ও পশ্চিমাঞ্চলে যজ্ঞেতে বৈশ্য শূদ্রের নিমন্ত্রণ হয় না। ফলত মহাভারতে একরূপ প্রাচীন আচার ব্যবহার ধর্ম্মের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়

---

* আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানথ।
বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বানানয়তেতি চ॥

যে বোধ হয় তাহা মনু সংহিতা রচনারও পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গের সবিশেষ বৃত্তান্ত নাই, কেবল দেব যজন ও বেদ পাঠাদির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় কালীন যে সমস্ত মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য নিয়মিত রূপে বেদাধ্যাপনা স্থাপনা করেন, তাঁহারাই এ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। বেদব্যাস স্বয়ং যজ্ঞের ব্রহ্মা হইলেন, এবং তাঁহার শিষ্য পৈল ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি অধ্বর্য্যু ও হোতৃ কর্ম্মাদি সম্পাদন নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন। মহারাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বর্গকে যথাযোগ্য বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন। দুঃশাসন ভক্ষ্য ভোজ্যের অধিকারী হইলেন। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণদিগের অভ্যর্থনা কার্য্যে, সঞ্জয় রাজগণের সমাদরে নিযুক্ত হইলেন, এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ মহামতিদ্বয় বিষয়ের কৃতাকৃত পরিজ্ঞান নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন। কৃপাচার্য্য রত্ন রক্ষণ এবং বিবিধ রত্নের তত্ত্বাবেক্ষণে ও দক্ষিণাদানে ব্রতী হইলেন। বিদুর ব্যয়াধিকারী হইলেন, পাণ্ডবারি দুর্য্যোধন নানা দিগ্দেশীয় লোকের প্রদত্ত উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিপ্রবর্গের পাদপ্রক্ষালন করিতে থাকিলেন।

অভিষেক কালীন অনুগত রাজা বা রাজপুরুষদিগের উপহার দানের ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যের যাদৃশ বর্ণনা আছে তাহা অতি কৌতুহলের বিষয়। বাহ্লীকাধিপতি এক স্বর্ণ মণ্ডিত রথ আনয়ন করিলেন, কাম্বোজ ভূপতি সুদক্ষিণ তাহাতে শ্বেতকান্তি কাম্বোজ অশ্ব যোজনা করিলেন, সুনীথ রথের অনুকর্ষ * আহরণ করিলেন, চেদিদেশাধিপতি ধ্বজ আনয়ন করিলেন, দক্ষিণ দেশাধিপতি উরশ্ছদ, এবং মাগধেশ্বর উষ্ণীষ ও মাল্য আনয়ন করিলেন। বসুদান রাজহস্তী আনয়ন করিলেন। মৎস্যাধিপতি শকট, একলব্য উপানহ, এবং অবন্তীশ্বর অভিষেক বারি আনয়ন করিলেন। চেকিতান তূণীর, কাশীরাজ ধনুঃ, ও মদ্রাধিপতি শল্য খড়্গ আহরণ করিলেন, এবং যদুবংশীয় রাজা সাত্যকি ছত্র ধারণ করিলেন। ভীম ও অর্জ্জুন ব্যজন, এবং নকুল ও সহদেব চামর চালনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খস্থিত বারি সেচন পূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেক কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। এতৎ পূর্ব্বে ব্যাস সহকারে ধৌম্যেরও রাজাকে অভিষেক করিবার উল্লেখ আছে। অদ্যাপি কোন কোন হিন্দু রাজার সভাতে এতাদৃশ রাজোপকরণের ব্যবহার আছে।

সভাপর্ব্বের অন্তর্গত দ্যূত পর্ব্ব মধ্যে নানা দেশোৎপন্ন দ্রব্যের যে বিবরণ আছে তাহা কৌতুহলের বিষয় বটে। তাহাতে এই রূপ বর্ণনা আছে যে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া নানা দিগ্দেশীয় ভূপাল গণ পাণ্ডবদিগের কর দান জন্য যে সকল বহুমূল্য সামগ্রী আহরণ করিয়াছিল তাহা বিস্তারিত কহিতেছেন; কোন্ কোন্ দেশের কোন্ দ্রব্য তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চয় করা যদিও দুঃসাধ্য, কিন্তু অনেক অংশে গ্রন্থকারের বাক্য সপ্রমাণ হইতেছে। 'কাম্বোজ ভূপতি বিড়ালের * ও গুহাবাসী পশুর লোমজাত স্বর্ণালঙ্কৃত বস্ত্র অর্থাৎ শাল ও কিংখাপ, এবং উত্তমোত্তম চর্ম্ম উপহার দিলেন। এবং তিত্তির তুল্য চিত্রবর্ণভূষিত ও শুক পক্ষি নাসিকা সম নাসিকাযুক্ত অশ্ব এবং হৃষ্ট পুষ্ট উষ্ট্র ও বামী † সকল প্রদান করিলেন।' ‡ অনুমানে বোধ হয় যে বোখারার দক্ষিণ অংশে পারোপামিশ পর্ব্বতে ও তাহার উত্তর ভূমিতে কাম্বোজদিগের নিবাস ছিল; পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যজাতও তৎ প্রদেশে উৎপন্ন হয়, সুতরাং সেই অনুমানই দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

---

* রথের অধঃস্থিত কাষ্ঠ।

* আফগান স্থানের বুখাক নামক বিড়াল অতি প্রসিদ্ধ: তাহার অতি দীর্ঘলোম হয়। ঐ বিড়াল বিক্রয়ার্থ নানা দেশে প্রেরিত হয়।

† বামী শব্দের অর্থ ঘোটকী, গর্দ্দভী, হস্তিনী, ও শৃগালী। এস্থলে ঘোটকী বা গর্দ্দভী অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকিবেক।

‡ ৫৬ সংখ্যক পত্রিকার [illegible] পৃষ্ঠে দেখিবে।

'মরুকচ্ছ নিবাসী লোক গান্ধার দেশ জাত অশ্ব লইয়া উপনীত হইলেন।' সমুদ্রের প্রান্তবর্ত্তী দেশের নাম কচ্ছ, এবং নির্জ্জল দেশের নাম মরু। বিশেষতঃ সিন্ধু নদীর অব্যবহিত পূর্ব্ব অংশে মরু দেশ ও তাহার দক্ষিণে সমুদ্র তীরে কচ্ছ দেশ প্রসিদ্ধই আছে *। অতএব এস্থানে মরু কচ্ছ নিবাসী লোক যে সেই সিন্ধু ও কচ্ছ দেশীয় মনুষ্য তাহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীত হইতেছে, এবং তাহারদিগের অশ্ব যে উৎকৃষ্ট তাহাও সুবিদিত আছে। মূলে লেখা আছে যে তাহারা গান্ধার অর্থাৎ কান্দাহার ও তৎসান্নিধ্য দেশ জাত অশ্ব আনয়ন করিলেক; বাস্তবিকও তদ্দেশ উত্তম অশ্বোৎপাদক রূপে খ্যাত আছে †।

'তদনন্তর সিন্ধু নদী পারস্থ ও সমুদ্র তীরস্থ বৈরাম, পারদ, আভীর, এবং কিতব জাতীয় লোক বিবিধ রত্ন আহরণ পূর্ব্বক আগমন করিলেক। দেবমাতৃক ও নদীমাতৃক দেশোৎপন্ন ধান্য তাহারদিগের উপজীব্য ছিল।' আভীরেরা আহির নামে অদ্যাপি গুর্জ্জর রাষ্ট্রে বাস করে, এবং টলেমি তৎপ্রদেশীয় এক জাতির আবিরিয়া নাম বলিয়াছেন। এই সমস্ত লোক ছাগ, মেষ, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, স্বর্ণ, ফলজমধু এবং বিবিধ প্রকার কম্বল উপহার দিলেক। গুর্জ্জররাষ্ট্রের ছাগ মেষাদি পশু অতি সুন্দর ও হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে। ফলজমধু কোন্ দেশের কোন্ বস্তু তাহা বলা যায় না, বস্তুতঃ ইহা ফল বিশেষের কোন প্রকার নির্য্যাস হইতে পারে।

'প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ম্লেচ্ছাধিপতি বলবান্ ভগদত্ত যবন গণের সমভিব্যাহারে বেগবান্ আজানেয় ¶ অশ্ব এবং লৌহ ভাণ্ড ও বিশুদ্ধ দন্ত রচিত ৎসরুযুক্ত খড়্গ আনয়ন করিলেন।' প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং কামরূপ এক পর্য্যায়ের শব্দ, কিন্তু যবনের [illegible] পশ্চিম দিগ্বাসী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। [illegible] র্ম্মেনি দেশীয় লাসেন সাহেব [illegible] যের ব্যবস্থা নিরূপণ নিমিত্ত বহু বিচার [illegible] য়া এই মাত্র সংক্ষেপ উপসংহার [illegible] শক্ত হইয়াছেন যে, এদেশ হিমালয়ের উত্তরাংশে, কোন কোন [illegible] দেশের সন্নিহিত বোধ হয়।

তদনন্তর কিয়ৎসংখ্যক [illegible] বিশিষ্ট লোকের প্রসঙ্গ আছে। 'একপাদ, ত্রিনেত্র, ললাটনেত্র, লোমশ, [illegible] বহু বস্ত্র পরিধায়ী এবং পুরুষভক্ষক লোক সকল নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগমন করিয়া স্বর্ণ, রজত, বনোদ্ভব অশ্ব, এবং বঙ্ক্ষু নদীর তীরবর্ত্তী কৃষ্ণগ্রীব ও স্থূল কায় গর্দ্দভ সকল উপহার দিলেক।' গ্রীক গ্রন্থকর্ত্তা হিরোডোটস, এবং টিসিয়স হিমালয়ের উত্তর দিগ্বাসী কিয়ৎ জাতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয় অসভ্য পর্ব্বতীয় মনুষ্যদিগের বিকৃত ও কুৎসিত অবয়ব এ জনশ্রুতির মূল হইবেক। বঙ্ক্ষু নদীর স্থানে কদাপি চক্ষু বা চক্ষুস্ পাঠও থাকে, এবং তাহা ওকসস্ নদী বলিয়া অনুমান করা যায়। হিমালয়ের উত্তরে আসিয়া খণ্ডের মধ্যবর্ত্তি ক্ষেত্রে অদ্যাপি বন্য অশ্ব ও বন্য গর্দ্দভ সকল প্রচরণ করে।

'শক, তুখার ও কঙ্কাদি অপরাপর আরণ্য ও পর্ব্বতীয় লোকের অতি মনোহর লোমজ, কীটজ, পট্টজ, ও মৃগচর্ম্মজ বস্ত্র এবং অতি কোমল মেষচর্ম্মজ বস্ত্র, এবং দীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি, পরশ্বধ ও পশ্চিম দেশোদ্ভব পরশু এবং বিবিধ রস, গন্ধ ও রত্ন প্রদান করিবার বিবরণ আছে।' ইহা সুবিদিত আছে যে শকেরা তুর্কিস্থানের পূর্ব্ব অংশে ওকসস্ ও জগ্‌জর্ত্তিস্ নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তি স্থানে বাস করিত ¶। তুখারেরা অবশ্য তোখারিস্থানের লোক, এবং পূর্ব্বোক্ত কঙ্কাদি অন্য অন্য জাতির তৎসাহচর্য্য প্রযুক্ত তাহারা ঐ শক তুখারদিগেরই

* ৫৬ সংখ্যক পত্রিকা সংযুক্ত দেশ মানচিত্র দৃষ্টি করি-

† ৫৬ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৭ পৃষ্ঠ।
¶ শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বিশেষ যুক্ত অশ্ব।

¶ ৫৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৭ পৃষ্ঠে দেখিবে।

প্রতিবাসী হইতে পারে। তৎ প্রদেশীয় কোন কোন জাতি যে অতি পূর্ব্বকালে শিল্প নিপুণ ছিল, চীনদিগের গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। “কিপিন, তিয়ৌ-চি এবং অন্য জাতীয় মনুষ্যেরা বড় পরিশ্রমী লোক। তাহারা বাস্তুবিদ্যা ও ভাস্কর কর্ম্মে, প্রতি-কৃতি ও বয়নবৈচিত্র্যে এবং স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র ও টিন ধাতুর পাত্র নির্ম্মাণে সুনিপুণ। সে দেশের পালিত পশু সকলের পৃষ্ঠ দেশ কুব্জা-কৃতি। হস্তী, মহিষ, কস্তুরী, বানর, ও ময়ূর এবং প্রবাল, ইন্দ্রনীল, * সুনির্ম্মল স্ফটিক, কাচ, এবং বহুমূল্য রত্ন সকল সে দেশে উৎপন্ন হয়। সে স্থানের ভূমিতে ধান্য ও শস্য অপর্য্যাপ্ত হয়। কুঙ্কুম, হিঙ্গু, বোল† গন্ধরস এবং হিঙ্গুল, মক্কার গুগ্গুল নিঃস্রব‡, হিমংতাই, হিমসোণ ও অন্য অন্য গন্ধ দ্রব্য জন্মে§।” চীন গ্রন্থ প্রণীত এই বৃত্তান্তের সহিত হিমালয়ের উত্তর পার্শ্ব-বর্ত্তী শক তুখারাদি লোকের প্রদত্ত উপহার বর্ণনা সম্পূর্ণ সংগত হইতেছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে সকল দেশের যদ্রূপ অবস্থা ছিল, চীন গ্রন্থে তাহারই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, অতএব ইহা বিবেচনায় যোগ্য বটে যে তৎকালের বিষয়ের সহিত মহাভারতোক্ত বর্ণনার ঐক্য হইতেছে।

“পূর্ব্বদেশাধিপতি ভূপতি গণ বৃহৎ বৃহৎ হস্তী ও অশ্ব, অপর্য্যাপ্ত সুবর্ণ, বহুমূল্য আসন, মণি কাঞ্চনময় চিত্রিত ও গজদন্তময় যান ও শয্যা, বিচিত্র কবচ, বিবিধ অস্ত্র, বিনীত অশ্বযো-জিত এবং ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিবারিত ও স্বর্ণ ভূ-ষিত নানাবিধ রথ, বিচিত্র পরিস্তোম ¶, এবং নানাপ্রকার রত্ন ও শরাদি অস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞ সদনে প্রবেশ করিলেন।” উক্ত পূর্ব্বদেশ ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি কি বহিঃপাতি তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। ভারতবর্ষের বহিঃস্থ দেশ হইলে চীন দে-শীয় লোকদিগের এ সমস্ত উপহার প্রদান করা সম্ভব হয়, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ অর্থাৎ প্রাচীন দিল্লীর পূর্ব্ব দক্ষি-ণবর্ত্তী কাশী, মগধ ও উত্তর বাঙ্গলার শিল্পী লোকেরাও তাহা প্রস্তুত করিতে পারিত।

তদনন্তর অতি কৌতূহল সূচক এক বর্ণনা আছে। ‘মেরু ও মন্দর পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি দেশে শৈলোদা নদী তীরস্থ যাবৎ লোক কীচক বেণুর মনোরম ছায়া সেবন করে, যাহারদিগের নাম খস, একাসন, অর্হ, প্রদর, দীর্ঘবেণু, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গণ, ও পরতঙ্গণ, তাহারা পিপীলিক নামক সুবর্ণ আহরণ করিলেক।’ পিপীলিকা দ্বারা এই স্বর্ণ উদ্ধৃত হয়, এনিমিত্তে তাহার নাম পি-পীলিকস্বর্ণ। খৃষ্টীয় শকের পঞ্চশত বৎসরেও অধিক কাল পূর্ব্বাবধি এই পিপীলিক স্ব-র্ণের উপাখ্যান ইউরোপে প্রসিদ্ধ আছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বোধ হইতেছে পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের এপ্রকার সংস্কার ছিল যে পিপীলিকা সেই স্বর্ণ খনির মৃত্তিকা উ-দ্ধার করিয়া তাহা প্রকাশ করিত। এই সামান্য মূল হইতে কি অদ্ভুত বর্ণনা কল্পিত হইয়াছে। হিরোডোটস বলিয়াছেন স্বর্ণখনি ক্ষেত্রে সুবর্ণোৎপাদক পিপীলিকা সকল বাস করে। তাহারদিগের শরীর কুক্কুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন, কিন্তু উল্কা-মুখী অপেক্ষা স্থূল। পারসীক রাজা কতকগুলীন ঐ পিপীলিকা আহরণ করাইয়া আপনার নিকট রাখিয়াছেন। তাহার-দিগের ভয়ে হিন্দুদিগের স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ আহরণ করিতে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হয়। যাহা হউক গ্রীকদিগের গ্রন্থানুসারে হিমালয় ও কিউন্‌লুন পর্ব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে এই স্বর্ণোৎপাদক দেশ, এবং তৎপ্র-দেশ মহাভারতোক্ত মেরু ও মন্দরের মধ্য-বর্ত্তী স্থানও বটে। তৎ প্রদেশই যে উক্ত মহাভারতীয় আখ্যানের প্রতিপাদ্য, তাহা পিপীলিকস্বর্ণ সম্বলিত পশ্চাদুক্ত অন্য অন্য

* Amber † Myrrh. ‡ Balm of Mecca.

¶ এই দুই শব্দ যে কোন ভাষার শব্দ তাহা বলা যায় না। ভারতবর্ষের কোন দেশ ভাষাতে এই দুই দ্রব্যের প্রতিপাদক কোন শব্দ আছে কি না বলা যায় না।

§ Nouv. Melanges. i. 2 11.

‡ গজ পৃষ্ঠস্থ চিত্রকম্বল।

সামগ্রীর বিবরণেও প্রতীত হইতেছে, যথা পুষ্প ও ওষধি, শুক্ল চমর * ও কৃষ্ণ পুচ্ছযুক্ত চমর, ক্ষৌদ্রমধু † এবং হিমালয়োৎপন্ন পুষ্প জনিত মধু। চমরাদি সমস্ত দ্রব্য হিমালয় ও তিব্বতের মধ্যে জন্মে, এবং তৎ প্রদেশীয় পর্ব্বতীয় লোকের তাহা উপহার দেওয়া সম্যক্ সঙ্গত হয়।

তদনন্তর হিমালয়ের পূর্ব্ব ভাগস্থ লৌহিত্য নদ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী লোকের ও কিরাতাদি অসভ্য লোকদিগের অগুরুচন্দন, কৃষ্ণচন্দন, নানাবিধ গন্ধ ও রত্ন, বিচিত্র পশু পক্ষী, চর্ম্ম ও পর্ব্বতাহৃত সুবর্ণ এবং কিরাত জাতীয় দাসী উপহার দিবার উল্লেখ আছে। হিমালয়ের পূর্ব্বভাগে কিরাত দেশ প্রসিদ্ধ আছে ‡। তদনন্তর আর কতক জাতির উপঢৌকন দিবার যে সামান্য উল্লেখ আছে, তাহাতে বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই। তন্মধ্যে বঙ্গ, পুণ্ড্রক, এবং কলিঙ্গ দেশীয় লোকদিগের দীর্ঘ দন্ত ও চিত্র সজ্জাবৃত হস্তী; চোল ও পাণ্ড্যদিগের মলয় ও দর্দ্দুর§ পর্ব্বত জাত চন্দন ও অগুরু, স্বর্ণ ও সূক্ষ্ম বস্ত্র, ও বিবিধ প্রকার মণি রত্ন; এবং সিংহল দ্বীপস্থ লোকের সমুদ্রোৎপন্ন বৈদূর্য্য মণি, মুক্তাভার, এবং হস্তী কুথ আহরণের যে আখ্যান আছে তাহা সেই সকল দেশোৎপন্ন দ্রব্য জাতেরই বাস্তবিক বিবরণ।

সভাপর্ব্ব মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী ও বহিঃপাতী এবং বিশেষতঃ তাহার উত্তর ও পূর্ব্বোত্তর দেশীয় এই সকল দ্রব্য আহরণের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এবিবরণ যদিও অসম্পূর্ণ এবং কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত, তথাপি ইহার দ্বারা প্রাচীন কালে [illegible] দেশের মধ্য প্রদেশে ও ভারতবর্ষে যেরূপ [illegible] জ্য ও কারুকর্ম্মের অবস্থা ছিল, তাহা [illegible] শে বিদিত হইতেছে। ইহার সহিত [illegible] ডোটস প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারদিগের উক্তির ঐক্য করিয়া প্রতীতি হইতেছে যে এই উভয় বৃত্তান্তেই এক সময়ের অনেক [illegible] আছে। ২৩৩২ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] জন্ম হয়, মহাভারতের আখ্যান অবশ্য তদপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে। মহাভারত সংগ্রহের কাল যে সময় হউক, কিন্তু ঐ বৃত্তান্ত তাহার পূর্ব্বে ছিল। অতএব ইহা অনুমান সিদ্ধ বটে যে ২৩৫০ বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সহিত তৎ পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সকলের বাণিজ্য ব্যবসায় প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল, এবং বাণিজ্য দ্বারা ভারতবর্ষের লোক আপনারদিগের ধান্য, কার্পাস, সর্করা ও লবনাদির বিনিময়ে স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু, নানাবিধ রত্ন, ঊর্ণবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, কারু প্রস্তুত বিচিত্র প্রকার চর্ম্ম ও লোম, এবং বিবিধ প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ও গন্ধ রসাদি প্রাপ্ত হইতেন।

Journ. R. A. S. No. 13. Art. 19.

তত্ত্বনিরূপণ

তৃতীয় অধ্যায়

সমান অবস্থাতে কোন পরিবর্ত্তনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কে কারণ বলা যায়। কারণের এই সম্পূর্ণ লক্ষণ। পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক, কিন্তু তাহার মধ্যে যে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই কারণ। কোন মনুষ্যের মস্তক ছিন্ন হইবার পূর্ব্বক্ষণেই যে সময়ে করবাল চালিত হইল, সেই সময়ে কোন বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইল এবং গঙ্গা নদীর জল বৃদ্ধি হইল, যদিও সেই মনুষ্যের মস্তক ছিন্ন হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী যেমন চালিত করবাল, তদ্রূপ বৃক্ষ চ্যুত ফল এবং গঙ্গা নদীর প্রবৃদ্ধ জল, তথাপি তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী যে চালিত করবাল সেই তাহার কারণ। অতএব কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কারণের লক্ষণ করিলে সেই লক্ষ-

* চমর আরণ্য গো, তাহারাই পুচ্ছ লোমে চামর হয়।

† এক প্রকার পিঙ্গল বর্ণ মক্ষিকা আছে, তাহার নাম ক্ষুদ্র; সেই ক্ষুদ্র মক্ষিকা দ্বারা উৎপন্ন যে মধু তাহার নাম ক্ষৌদ্র।

‡ ৫৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৮০ পৃষ্ঠে।

§ রঘু বংশের রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা পাঠে প্রতীত হইতেছে যে দাক্ষিণাত্য মধ্যে মলয় পর্ব্বতের নিকটে ও সহ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে দর্দ্দুর পর্ব্বত।

ণেতে দোষ স্পর্শ হয়; নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের স্বরূপ লক্ষণ। জগতের বর্ত্তমান নিয়মে এককালে কোটি কোটি ঘটনা শ্রেণী হইতেছে, সুতরাং ইহাতে এক পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী অসংখ্য হইতেছে, তাহার মধ্যে যে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী সেই কারণ। যদি এই জগতে কেবল এক মাত্র ঘটনা শ্রেণী থাকিত, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী একই হইত এবং তাহা হইলে কারণকে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলেও তাহার লক্ষণেতে কোন প্রকার দোষ পড়িত না।

সমান অবস্থা ভিন্ন কোন বস্তু নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ হইতে পারে না। সাধারণতঃ যদিও করবালকে মনুষ্যবধের কারণ বলি তথাপি আমারদিগের ইহা বলিবার কখন তাৎপর্য্য নহে যে করবাল যে অবস্থায় থাকুক এবং মনুষ্য যে অবস্থায় থাকুক তাহাতেই মনুষ্য বধের প্রতি কারণ করবাল হইবেক। যদি করবালের এমত ভিন্ন অবস্থা হয় যে তাহা অশানিত, ধার হীন এবং মলিন এবং বধ্য মনুষ্যের এমত ভিন্ন অবস্থা হয় যে সে লৌহ কবচ দ্বারা সম্যক্ রূপে প্রচ্ছন্ন, তবে কখন সেই ভিন্ন অবস্থাপন্ন করবাল সেই ভিন্ন অবস্থা স্থিত মনুষ্যের বধ হইবার প্রতি কারণ হইতে পারে না। [illegible] করবাল শানিত এবং মনুষ্য ও কবচ বিহীন তথাপি যদি সেই করবাল এবং মনুষ্য পরস্পর এমত অবস্থাতে থাকে যে পরস্পর সংস্পর্শ না হয় তবে সেই অসমান অবস্থাতে কদাপি সেই করবাল সেই মনুষ্য বধের প্রতি কারণ হইতে পারে না*

অতএব সমান অবস্থা ভিন্ন কোন বস্তু নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ হইতে পারে না। যদি সমান অবস্থায় না থাকিলে কোন বস্তু নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না তবে কারণের লক্ষণেতে এমত স্পষ্ট বলা অবশ্য উচিত হয় যে সমান অবস্থাতে কোন পরিবর্ত্তনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী যে সেই কারণ।

মনুষ্যের মস্তক ছিন্ন হইবার প্রতি কখন মনুষ্যকে কারণ বলি কখন বা করবালকে কারণ বলি; যখন মনুষ্যকে কারণ বলি তখন ব্যবহিত কারণ বলি এবং যখন করবালকে কারণ বলি তখন অব্যবহিত কারণ বলি।

প্রতি পরিবর্ত্তনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ যে একই হইবে এমত নহে। মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ হওয়া এক পরিবর্ত্তন কিন্তু তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ সর্পের দংশন হইলেও হইতে পারে, খড়্গাঘাত হইলেও হইতে পারে, জ্বররোগ হইলেও হইতে পারে অন্য আর কোন উপদ্রব হইলেও হইতে পারে।

* যদ্রূপ এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে করবাল এবং মনুষ্যের পরস্পর সংস্পর্শ অবস্থা না হইলে করবাল মনুষ্য বধের প্রতি কারণ হইতে পারে না তদ্রূপ অন্যত্রও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে, যেমন কাষ্ঠেতে অগ্নি সংযোগ না হইলে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না। অনেক স্থলে এই প্রকার দৃষ্টি হয় এমত যে এই সাধারণ নিয়ম যে দুই বস্তুর সংযোগ না হইলে কোন বস্তু কারণ হইতে পারে না ইহা নহে। পরস্পর অসংলগ্ন থাকিয়া দূর হইতেও অনেক বস্তু অনেক কার্য্যের কারণ হইতেছে, যেমন সূর্য্য দূর হইতে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, চন্দ্র দূর হইতে সমুদ্রজলের হ্রাস বৃদ্ধি করিতেছে, পৃথিবী দূর হইতে তাল ফলাদি তাহাতে পড়িবার প্রতিকারণ হইতেছে।

মুণ্ডকোপনিষৎ

দ্বিতীয় মুণ্ডক

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥১॥

অপরবিদ্যায়াঃ সর্ব্বং কার্য্যমুক্তং স চ সংসারো যস্মাদক্ষরাৎ সম্ভবতি যস্মিংশ্চ লীয়তে তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যং যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি তৎপরস্যাঃ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ বিষয়ঃ স চ বক্তব্য ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে যৎ অপরবিদ্যাবিষয়ং কর্ম্মফললক্ষণং সত্যং তদাপেক্ষিকং ইদন্তু পরবিদ্যাবিষয়ং পরমার্থসত্যং। 'তৎ এতৎ সত্যং' যথাভূতং বিদ্যাবিষয়ং। অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎ সত্যমক্ষরং প্রতিপদ্যেরন্নিতি দৃষ্টান্তমাহ। 'যথা' 'সুদীপ্তাৎ' সুষ্ঠু দীপ্তাৎ 'পাবকাৎ' অগ্নেঃ 'বিস্ফুলিঙ্গাঃ' অগ্ন্যবয়বাঃ 'সহস্রশঃ' অনেকশঃ 'প্রভবন্তে' নির্গচ্ছন্তি 'সরূপাঃ' অগ্নিসলক্ষণা এব। 'তথা' উক্তলক্ষণাৎ 'অক্ষরাৎ' 'বিবিধাঃ' নানাদেহোপাধিভেদমনুবিধীয়মানত্বাৎ হে 'সোম্য' 'ভাবাঃ' জীবাঃ 'প্রজায়ন্তে' 'তত্র চ এব' তস্মিন্নেবাক্ষরে 'অপিযন্তি' বিলীয়ন্তে ॥ ১ ॥

হে সৌম্য এই সত্য যে যে প্রকার সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র দীপ্যমান বিস্ফুলিঙ্গ সকল উৎপন্ন হয়, সেই রূপ ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার জীব সকল উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃপরঃ ॥২॥

'দিব্যঃ' দ্যোতনাবান্ 'হি' 'অমূর্ত্তঃ' সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ 'পুরুষঃ' পূর্ণঃ সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্ততইতি 'সবাহ্যাভ্যন্তরঃ' 'হি' ন জায়তে কুতশ্চিদিতি 'অজঃ'। অবিদ্যমানশ্চলনাত্মকো বায়ুর্যস্মিন্নসৌ 'অপ্রাণঃ' 'হি' মনোঽপ্যবিদ্যমানং যস্মিন্ সোয়ং 'অমনাঃ' তস্মাৎ 'শুভ্রঃ' শুদ্ধঃ 'হি' অতঃ 'পরতঃ' 'অক্ষরাৎ' নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাৎ অব্যাকৃতাখ্যাৎ 'পরঃ' নিরুপাধিকঃ পুরুষইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

জন্ম রহিত, প্রাণ মন ও মূর্ত্তি রহিত, এবং অব্যাকৃত হইতে ভিন্ন দীপ্তিমান্ পূর্ণ এবং পবিত্র যে ব্রহ্ম তিনি সকলের বাহিরে ও অন্তরে স্থিতি করেন ॥ ২ ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥৩॥

'এতস্মাৎ' পুরুষাৎ 'জায়তে' উৎপদ্যতে 'প্রাণঃ' এবং 'মনঃ' 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি' সর্ব্বাণি 'চ' ইন্দ্রিয়াণি। তথা 'খং' আকাশং 'বায়ুঃ' 'জ্যোতিঃ' অগ্নিঃ 'আপঃ' উদকং 'পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী' ॥ ৩ ॥

এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও সকলের আধার যে পৃথিবী তাহা উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪॥

তস্মাদেব পুরুষাৎ বিরাট্ জায়তে। তঞ্চ বিশিনষ্টি। 'অগ্নিঃ' দ্যুলোকঃ 'মূর্দ্ধা' শিরঃ। 'চক্ষুষী' চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ 'চন্দ্রসূর্য্যৌ'। 'দিশঃ শ্রোত্রে'। 'বাক্' 'বিবৃতাঃ' উদ্ঘাটিতাঃ 'চ বেদাঃ'। 'বায়ুঃ প্রাণঃ' 'হৃদয়ং' অন্তঃকরণং 'বিশ্বং' সমস্তং জগৎ 'অস্য' 'পদ্ভ্যাং' জাতা 'পৃথিবী' 'হি' 'এষঃ' দেবঃ শরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং অন্তরাত্মা 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ॥ ৪॥

ব্রহ্ম হইতে বিরাট্‌রূপ যে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হয়েন, স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, দিক্ সকল তাঁহার শ্রোত্র, বেদ সকল তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, সমস্ত জগৎ তাঁহার অন্তঃকরণ, পৃথিবী তাঁহার চরণ, তিনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা হয়েন ॥ ৪ ॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাং। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ যাঃ সংসরন্তি প্রজাস্তা অপি তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রজায়ন্তইত্যাহ। 'তস্মাৎ' পুরুষাৎ প্রজাবস্থানবিশেষরূপঃ 'অগ্নিঃ' জায়তে 'স চ' অগ্নেঃ 'সূর্য্যঃ' 'সমিধঃ' সূর্য্যো হি দ্যুলোকস্য সমিধইব। ততো নিষ্পন্নাৎ 'সোমাৎ' 'পর্জ্জন্যঃ' দ্বিতীয়োহগ্নিঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ পর্জ্জন্যাৎ 'ওষধয়ঃ' 'পৃথিব্যাং' সম্ভবন্তি ওষধিভ্যঃ পুরুষাগ্নৌ হুতাভ্যঃ 'পুমান্' অগ্নিঃ 'রেতঃ সিঞ্চতি' 'যোষিতায়াং' যোষিতি যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়াং। ইত্যেবং ক্রমেণ 'বহ্বীঃ' বহ্ব্যঃ 'প্রজাঃ' 'পুরুষাৎ' পরস্মাৎ 'সংপ্রসূতাঃ' সমুৎপন্নাঃ ॥৫॥

ব্রহ্ম হইতে অগ্নি রূপ অন্তরীক্ষ লোক উৎপন্ন হয়, যাহার সমিধ সূর্য্য। তাহা হইতে নিষ্পন্ন যে চন্দ্র তাহা হইতে অগ্নি রূপ মেঘ উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে পৃথিবী রূপ অগ্নিতে ওষধি হয়, সেই ওষধি পুরুষরূপ অগ্নিতে হুত হয়, তাহা হইতে পুরুষ স্ত্রীরূপ অগ্নিতে রেতঃ সেচন করে, এই রূপে ব্রহ্ম হইতে প্রজা সকল জন্মে ॥ ৫ ॥

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সম্বৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥৬॥

'তস্মাৎ' পুরুষাৎ 'ঋচঃ' নিয়তাক্ষরপাদাঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টাঃ মন্ত্রাঃ। 'সাম' পাঞ্চভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ স্তোভাদিগীতিবিশিষ্টং। 'যজূংষি' অনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপাণি। 'দীক্ষাঃ' মৌঞ্জ্যাদিলক্ষণাঃ কর্ত্তৃনিয়মবিশেষাঃ। 'যজ্ঞাঃ চ সর্ব্বে' অগ্নিহোত্রাদয়ঃ। 'ক্রতবঃ' সযূপাঃ। 'দক্ষিণাঃ চ' একাদ্যাপরিমিতসর্ব্বস্বান্তাঃ। 'সম্বৎসরঃ চ' কালঃ। 'যজমানঃ চ' কর্ম্মকর্ত্তা। 'লোকাঃ' তস্য ফলভূতাঃ। তে বিশিষ্যন্তে 'সোমঃ' 'যত্র' যেষু লোকেষু 'পবতে' পুনাতি লোকান্। 'যত্র' যেষু চ 'সূর্য্যঃ' তপতি। যে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিদ্বদবিদ্বৎকর্ত্তৃফলভূতাঃ ॥৬॥

তাঁহা হইতে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, মৌঞ্জীধারণাদি কর্ত্তৃ নিয়ম বিশেষ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, সযূপ যজ্ঞ, দক্ষিণা, কাল, এবং কর্ম্মফলভূত চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ বিশিষ্ট লোক সকল উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥৭॥

'তস্মাৎ চ' পুরুষাৎ 'দেবাঃ বহুধা সম্প্রসূতাঃ'

'সাধ্যাঃ' দেববিশেষাঃ 'মনুষ্যাঃ পশবঃ' 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ। কিঞ্চ 'প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ' 'তপঃ চ' 'শ্রদ্ধা' আস্তিক্যবুদ্ধিঃ 'সত্যং' যথাভূতার্থবচনং ব্রহ্মচর্য্যং 'বিধিঃ চ' ইতিকর্ত্তব্যতা চ ॥৭॥

তাঁহা হইতে নানা প্রকার দেবতা, গণ দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষি, প্রাণ ও অপান বায়ু, ব্রীহি, যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং ইতি কর্ত্তব্যতা সকলই উৎপন্ন হয় ॥ ৭ ॥

সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৮॥

'সপ্ত' শীর্ষণ্যাঃ 'প্রাণাঃ' 'তস্মাৎ' পুরুষাৎ 'প্রভবন্তি' তেষাঞ্চ 'সপ্ত' 'অর্চ্চিষঃ' দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি সপ্ত 'সমিধঃ' বিষয়াঃ বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ। 'সপ্তহোমাঃ' তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি। কিঞ্চ সপ্ত ইমে লোকাঃ ইন্দ্রিয়স্থানানি 'যেষু চরন্তি প্রাণাঃ'। গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা শেরত ইতি 'গুহাশয়াঃ' 'নিহিতাঃ' 'সপ্ত সপ্ত' প্রতিপ্রাণিভেদং ॥৮॥

তাঁহা হইতে মস্তকস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়, এবং ঐ ইন্দ্রিয় সকলের স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রকাশক সপ্ত শক্তি, সপ্ত বিষয়, সপ্ত বিষয়জ্ঞান, এবং ইন্দ্রিয় গণের স্থিতির উপযুক্ত প্রতিপ্রাণিতে যে সপ্ত সপ্ত ইন্দ্রিয় স্থান তাহা উৎপন্ন হয়*॥৮॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯ ॥

'অতঃ' পুরুষাৎ 'সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ চ সর্ব্বে' 'অস্মাৎ' পুরুষাৎ 'স্যন্দন্তে' স্রবন্তি 'সিন্ধবঃ' নদ্যঃ 'সর্ব্বরূপাঃ'। 'অতঃ চ' অস্মাদেব চ পুরুষাৎ 'সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ রসঃ চ' 'যেন' রসেন 'ভূতৈঃ' পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ 'তিষ্ঠতে' তিষ্ঠতি 'হি' 'এষঃ' 'অন্তরাত্মা' ॥৯॥

এই ব্রহ্ম হইতে সমুদ্র, পর্ব্বত, এবং নানা প্রকার নদী সকল উৎপন্ন হয়; ইঁহা হইতেই ওষধি ও রস উৎপন্ন হয়, যে রসের সহিত পঞ্চভূত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই ব্রহ্মই দেহেতে অন্তরাত্মা রূপে স্থিতি করিতেছেন ॥ ৯ ॥

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্মপরামৃতং। এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥১০॥

অতঃ 'পুরুষঃ এব ইদং বিশ্বং' কিং পুনরিদমিত্যুচ্যতে 'কর্ম্ম' অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং 'তপঃ' জ্ঞানং 'ব্রহ্মপরামৃতং' ব্রহ্মপরমমৃতং। 'এতৎ' ব্রহ্মপরামৃতং 'যঃ বেদ' 'নিহিতং' স্থিতং 'গুহায়াং' হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাং 'সঃ' এবং বিজ্ঞানাৎ 'অবিদ্যাগ্রন্থিং' গ্রন্থিমিব দৃঢ়ীভূতামবিদ্যাবাসনাং 'বিকিরতি' বিক্ষিপতি 'ইহ' জীবন্নেব হে 'সোম্য' প্রিয়দর্শন ॥ ১০ ॥

হে প্রিয় শৌনক! অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং জ্ঞান এসমস্ত সেই পরম পুরুষই হয়েন। যে ব্যক্তি এই অমৃত পরব্রহ্মকে প্রাণিদিগের অন্তর্যামী করিয়া জানেন তিনি অজ্ঞানের গ্রন্থিরূপ যে অন্তঃকরণস্থ দৃঢ় বদ্ধ কামনা সকল তাহা ইহকালেই পরিত্যাগ করেন ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমখণ্ড।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা আগামী দুর্গোৎসবোপলক্ষে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম স্থান প্রবাস হইতে স্বীয় স্বীয় বাটীতে অথবা স্থানান্তরে গমন করিবেন তাঁহারদিগের আগামী কার্ত্তিক মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কোন্ স্থানে প্রেরণ করা যাইবেক তাহা তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৭ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টায় সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

---

* মুখ রন্ধ্র এক, নাসিকারন্ধ্র দুই, চক্ষুস্থান দুই, কর্ণ দুই এই সপ্ত ইন্দ্রিয় স্থানকে অভিপ্রায় করিয়া এই শ্রুতি উক্ত হইয়াছে।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা॥ ৩ আশ্বিন সম্বৎ ১৯০৩। কলিকাতাব্দ ১৭৬৮।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য এক খণ্ড এই পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে

দ্বিতীয়ং সূক্তং

শুনঃশেপঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ

বরুণোদেবতা

২৬৯

১ যচ্চিদ্ধিতে বিশোযথা প্র দেব বরুণ ব্রতং। মিনীমসি দ্যবি দ্যবি।

১ হে ‘বরুণ’ ‘দেব’ ‘যথা’ লোকে ‘বিশঃ’ প্রজাঃ কঞ্চিৎপ্রতি প্রমন্নাঃ ভবন্তি তথা ‘তে’ তব ‘যৎ’ কিঞ্চিৎ ব্রতং’ কর্ম্ম ‘চিৎ’ এব ‘হি’ খলু ‘দ্যবি দ্যবি’ প্রতিদিনং বয়ং‘প্র-মিনীমসি’ প্রমিনীমঃ প্রমাদেন হিংসিতবন্তঃ তৎব্রতং প্রসন্নঃ সন্ সাঙ্গং কুরু ইতিশেষঃ।

১ হে বরুণ দেবতা! আমরা তোমার যে কোন কর্ম্ম অনবধান বশতঃ অযথাভূত করি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহা সম্পন্ন কর, যেমন পৃথিবীস্থ কোন লোক কোন ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হয়।

২৭০

২ মা নোবধায় হত্নবে জিহীডানস্য রীরধঃ। মা হৃণানস্য মন্যবে।

২ হে বরুণ ‘জিহীডানস্য’ অনাদরং কৃতবতঃ ‘হত্নবে’ হন্তুঃ পাপহননশীলস্য তব ‘বধায়’ অৎকর্তৃকায় বধায় ‘নঃ’ অস্মান্ ‘মা’ ‘রীরধঃ’ বিষয়ভূতান্ কুরু। তথা ‘হৃণানস্য’ ক্রুদ্ধস্য তব ‘মন্যবে’ অৎকর্তৃকায় ক্রোধায় চ অস্মান্ ‘মা’ রীরধঃ।

২ হে পাপ নাশক বরুণ দেবতা! তুমি আমারদিগকে অনাদর করিয়া বধ করিও না এবং ক্রুদ্ধ দেবতা তুমি আমারদিগের প্রতি ক্রোধ করিও না।

২৭১

৩ বি মৃডীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সন্দিতং। গীর্ভির্ব্বরুণ সীমহি।

৩ হে ‘বরুণ’ ‘মৃডীকায়’ অস্মৎসুখায় ‘তে’ তব ‘মনঃ’ ‘গীর্ভিঃ’ স্তুতিভিঃ ‘বি সীমহি’ বিসীমঃ বধ্নীমঃ প্রসাদয়ামঃ। ‘রথীঃ’ রথী রথস্বামী ‘ন’ ইব যথা ‘সন্দিতং’ শ্রান্তং ‘অশ্বং’ গ্রাসাদিনা প্রসাদয়তি তদ্বৎ।

৩ হে বরুণ দেবতা! আমারদিগের সুখের নিমিত্তে স্তুতি দ্বারা তোমার মনকে আমরা প্রসন্ন করিতেছি, যেমন সারথি শ্রান্তিযুক্ত অশ্বকে তৃণাদি দিয়া প্রসন্ন করে।

২৭২

৪ পরা হি মে বিমন্যবঃ পতন্তি বস্য ইষ্টয়ে। বয়োন বসতীরুপ।

৪ হে বরুণ ‘মে’ মম ‘বিমন্যবঃ’ ক্রোধরহিতা

বুদ্ধয়ঃ 'বয়ঃ' বসীয়সঃ জীবনস্য 'ইষ্টয়ে' প্রাপ্ত্যর্থং 'পরা পতন্তি' পরাপতন্তি প্রশস্তাঃ ভবন্তি 'হি' খলু 'বয়ঃ' পক্ষিণঃ 'ন' ইব যথা পক্ষিণঃ 'বসতীঃ' নিবাসস্থানানি 'উপ' উপলক্ষ্য প্রশস্তাঃ ভবন্তি তদ্বৎ।

৪ হে বরুণ দেবতা! আমার ক্রোধ রহিত বুদ্ধি জীবন প্রাপ্তির নিমিত্তে উৎসাহিত হইতেছে, যেমন পক্ষিগণ নীড় প্রাপ্তির নিমিত্তে প্রফুল্ল হয়।

২৭৩

৫ কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে। মৃডীকায়োরুচক্ষসং ।১।২।১৬।

৫ 'মৃডীকায়' অস্মৎসুখায় 'ক্ষত্রশ্রিয়ং' বলসেবিনং 'নরং' সুখস্য নেতারং 'উরুচক্ষসং' বহুনাং সুষ্ঠারং 'বরুণং' 'কদা' কস্মিন্ কালে বয়ং অস্মিন্ কর্ম্মণি 'আ' 'আগময্য' 'করামহে' করবাম ।১।২।১৬।

৫ কবে আমরা আমারদিগের সুখের নিমিত্তে বলিষ্ঠ, সুখদাতা, বহুদর্শী বরুণ দেবতাকে এই কর্ম্মে আনয়ন করিব ।১।২।১৬।

২৭৪

৬ তদিৎ সমানমাশাতে বেনন্তা ন প্রযুচ্ছতঃ। ধৃতব্রতায় দাশুষে।

৬ 'ধৃতব্রতায়' অনুষ্ঠিতকর্ম্মণে 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'বেনন্তা' বেনন্তৌ কাময়মানৌ মিত্রাবরুণৌ 'সমানং' 'তৎ' হবিঃ 'ইৎ' এব 'আশাতে' অশ্নুবাতে। তথা 'ন' 'প্রযুচ্ছতঃ' প্রমাদং কুরুতঃ।

৬ যজমান সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান ও যজ্ঞে হবি দান করুক এই কামনা করেন যে মিত্র আর বরুণ তাঁহারা উভয়ে হবির সমানাংশ ভোজন করেন এবং প্রমাদ রহিত হয়েন।

২৭৫

৭ বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ।

৭ 'যঃ' বরুণঃ 'অন্তরিক্ষেণ' আকাশমার্গেণ 'পততাং' গচ্ছতাং 'বীনাং' পক্ষিণাং 'পদং' স্থানং 'বেদা' বেদ জানাতি তথা 'সমুদ্রিয়ঃ' সমুদ্রে অবস্থিতঃ বরুণঃ জলে গচ্ছন্ত্যাঃ 'নাবঃ' পদং 'বেদ' সঃ অনুগৃহ্ণাতু ইতিশেষঃ।

৭ যে বরুণ দেবতা আকাশে গমনশীল পক্ষিদিগের স্থানকে জানেন, যে সমুদ্র স্থায়ী বরুণ জলে গমনশীল নৌকা সকলের স্থান জানেন, তিনি আমারদিগকে অনুগ্রহ করুন।

২৭৬

৮ বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে।

৮ 'ধৃতব্রতঃ' স্বীকৃতকর্ম্মা সঃ বরুণঃ 'প্রজাবতঃ' প্রজাযুক্তান 'দ্বাদশ' 'মাসঃ' মাসান্ 'বেদ' জানাতি তথা 'যঃ' অধিকমাসঃ সম্বৎসরমধ্যে 'উপজায়তে' তং 'বেদা' বেদ সঃ অনুগৃহ্ণাতু।

৮ যে স্বীকৃত কর্ম্মা বরুণ প্রজা বিশিষ্ট দ্বাদশ মাসকে জানেন এবং সম্বৎসরের মধ্যে যে অধিক মাস হয় তাহাও জানেন তিনি আমারদিগকে অনুগ্রহ করুন।

২৭৭

৯ বেদ বাতস্য বর্ত্তনিমুরোর্ঋষ্বস্য বৃহতঃ। বেদা যে অধ্যাসতে।

৯ 'উরোঃ' বিস্তীর্ণস্য 'ঋষ্বস্য' দর্শনীয়স্য 'বৃহতঃ' গুণৈরধিকস্য 'বাতস্য' বায়োঃ 'বর্ত্তনিং' মার্গং যঃ বরুণঃ 'বেদ' জানাতি। 'যে' দেবাঃ 'অধ্যাসতে' উপরি তিষ্ঠন্তি তানপি 'বেদা' বেদ সঃ অনুগৃহ্ণাতু।

৯ বিস্তীর্ণ ও দর্শনীয় এবং গুণ দ্বারা শ্রেষ্ঠ এপ্রকার বায়ুর পথ যে বরুণ দেবতা জানেন এবং উপরিস্থিত দেবতাদিগকেও জানেন তিনি আমারদিগকে অনুগ্রহ করুন।

২৭৮

১০ নিষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা। সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ ।১।২।১৭।

১০ 'ধৃতব্রতঃ' স্বীকৃতকর্ম্মা 'সুক্রতুঃ' শোভনকর্ম্মা 'বরুণঃ' 'সাম্রাজ্যায়' সাম্রাজ্যং কর্ত্তুং 'পস্ত্যাসু' দেবেষু 'আ' আগত্য 'নিষসাদ' নিষণ্ণোভূৎ ।১।২।১৭।

১০ ধৃতব্রত ও শোভন কর্ম্মা বরুণ সাম্রাজ্য করিবার জন্য দেবতাদিগের নিকটে আগমন করিয়া উপবেশন করিয়াছেন ।১।২।১৭

২৭৯

১১ অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভিপশ্যতি। কৃতানি যা চ কর্ত্বা।

১১ 'চিকিত্বাঁ' চিকিত্বান্ প্রজ্ঞাবান্ জনঃ 'যা' যানি 'কৃতানি' 'কর্ত্বা' কর্ত্তব্যানি 'চ' 'অদ্ভুতা' অদ্ভুতানি আশ্চর্য্যানি তানি 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'অতঃ' বরুণাৎ 'অভিপশ্যতি' জানাতি।

১১ কৃত ও কর্ত্তব্য যে কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম সমুদায়ই প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি এই বরুণের অনুগ্রহে জানিতেছেন।

২৮০

১২ স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ। প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ।

১২ 'সঃ' 'আদিত্যঃ' অদিতেঃ পুত্রঃ 'সুক্রতুঃ' শোভনপ্রজ্ঞঃ বরুণঃ 'বিশ্বা' বিশ্বেষু সর্ব্বেষু 'অহা' অহঃসু 'নঃ' অস্মান্ 'সুপথা' শোভনেন মার্গেণ যুক্তান্ 'করৎ' করোতু তথা 'নঃ' নঃ অস্মাকং 'আয়ূংষি' 'প্র-তারিষৎ' প্রতারিষৎ প্রবর্দ্ধয়তু।

১২ অদিতির পুত্র শোভন প্রজ্ঞ সেই বরুণ দেবতা প্রত্যহ আমারদিগকে সৎপথবর্ত্তী করুন আর আমারদিগের আয়ু বৃদ্ধি করুন।

২৮১

১৩ বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজং। পরি স্পশো নিষেদিরে।

১৩ 'হিরণ্যয়ং' সুবর্ণময়ং 'দ্রাপিং' কবচং 'বিভ্রৎ' ধারয়ন্ 'বরুণঃ' 'নির্ণিজং' স্বকীয়ং শরীরং 'বস্ত' আচ্ছাদয়তি। কবচস্য 'স্পশঃ' হিরণ্যস্পর্শিনঃ রশ্ময়ঃ 'পরি-নিষেদিরে' পরিনিষেদিরে সর্ব্বতো নিষণ্ণাঃ।

১৩ সুবর্ণময় কবচ দ্বারা বরুণ আপনার শরীর আচ্ছাদন করেন, সেই কবচের কিরণ সকল সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত হইয়াছে।

২৮২

১৪ ন যং দিপ্সন্তি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জনানাং। ন দেবমভিমাতয়ঃ।

১৪ 'দিপ্সবঃ' হিংসিতুমিচ্ছন্তঃ বৈরিণঃ 'যং' বরুণং 'ন' 'দিপ্সন্তি' হিংসিতুমিচ্ছাং কুর্ব্বন্তি। 'জনানাং' প্রাণিনাং 'দ্রুহ্বাণঃ' দ্রোহকারিণঃ যং বরুণং 'ন' [illegible]ন্তি। 'অভিমাতয়ঃ' পাপমানাঃ 'দেবং' তং বরুণং 'ন' স্পৃশন্তি।

১৪ হিংসক শত্রু সকল যে বরুণের অনিষ্ট চেষ্টা করে না, প্রাণিদিগের দ্রোহকারী শত্রুগণ যে বরুণের দ্রোহ করে না, সেই বরুণকে পাপ সকলও স্পর্শ করে না।

২৮৩

১৫ উত যো মানুষেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা। অস্মাকমুদরেষ্বা।১।২।১৮।

১৫ 'যঃ' বরুণঃ 'মানুষেষু' 'যশঃ' অন্নং 'আ-চক্রে' আচক্রে সর্ব্বতঃ কৃতবান্। 'উত' অপিচ 'সঃ' বরুণঃ 'আ' সর্ব্বতঃ 'অসামি' সম্পূর্ণঞ্চক্রে ন তু ন্যূনং কৃতবান্। বিশেষতঃ 'অস্মাকং' 'উদরেষু' অন্নং 'আ' চক্রে।১।২।১৮।

১৫ যে বরুণ এই মনুষ্য লোকে পর্য্যাপ্ত রূপে অন্ন নিষ্পাদন করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বত্র অন্ন সম্পন্ন করিয়াছেন, বিশেষত আমারদিগের উদরেতে অন্ন দান করিয়াছেন।১।২।১৮।

২৮৪

১৬ পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু। ইচ্ছন্তীরুরুচক্ষসং।

১৬ 'উরুচক্ষসং' বহুদ্রষ্টারং বরুণং 'ইচ্ছন্তীঃ' ইচ্ছন্ত্যঃ 'মে' মম 'ধীতয়ঃ' বুদ্ধয়ঃ 'পরা-যন্তি' পরাযন্তি নিবৃত্তিরহিতাঃ গচ্ছন্তি 'গাবঃ' 'ন' ইব যথা গাবঃ 'গব্যূতীঃ' গোষ্ঠানি 'অনু' অনুলক্ষ্য গচ্ছন্তি তদ্বৎ।

১৬ বহু দ্রষ্টা বরুণকে অন্বেষণ করত আমার বুদ্ধি অনিবারিত হইয়া গমন করিতেছে, যেমন গোসকল গোষ্ঠের প্রতি লক্ষ করিয়া অনিবারিত হইয়া গমন করে।

২৮৫

১৭ সন্নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভৃতং। হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ং।

১৭ 'যতঃ' যস্মাৎ কারণাৎ 'মে' মম জীবনার্থং 'মধু' মধুরং হবিঃ ময়া 'আভৃতং' সম্পাদিতং তস্মাৎ কারণাৎ হে বরুণ 'হোতা' হোমকর্ত্তা 'ইব' ত্বং অপি 'প্রিয়ং' হবিঃ 'অদসে' অশ্নাসি। 'পুনঃ' স্বাহাকারাদূর্দ্ধং তৃপ্তঃ ত্বং অহঞ্চ 'নু' অবশ্যং 'সংবোচাবহৈ' সংবোচাবহৈ সম্মুখ প্রিয়বার্ত্তাং করবাবহৈ।

১৭ যেহেতু জীবন রক্ষার নিমিত্তে আমি মধুর হবি সম্পন্ন করিয়াছি, সেই হেতু হে বরুণ! হোতার ন্যায় তুমিও এই প্রিয়হবি ভোজন করিতেছ, অনন্তর স্বাহাকারের পরে তুমি ও আমি উভয়ে তৃপ্ত এবং একত্র উপবিষ্ট হইয়া মিষ্টালাপ করিব।

২৮৬

১৮ দর্শন্নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি। এতা জুষত মে গিরঃ।

১৮ 'বিশ্বদর্শতং' সর্ব্বৈর্দর্শনীয়ং বরুণং 'নু' অদ্য অহং 'দর্শং' অদর্শং দৃষ্টবান্। তথা 'ক্ষমি' ক্ষমায়াং ভূম্যো বরুণস্য 'রথং' 'অধি-দর্শং' অধিকদর্শং অধ্যাদর্শং আধিক্যেন দৃষ্টবানস্মি। 'মে' মম 'এতাঃ' উচ্চার্য্যমাণাঃ 'গিরঃ' স্তুতীঃ বরুণঃ 'জুষত' সেবিতবান্।

১৮ সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দর্শন করিয়াছি, এবং ভূতলে বরুণের রথ বিশেষ রূপে দেখিয়াছি, বরুণও আমার কৃত এই স্তুতি সকল স্বীকার করিয়াছেন।

২৮৭

১৯ ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃডয়। ত্বামবস্যুরাচকে।

১৯ হে 'বরুণ' 'মে' মম 'ইমং' 'হবং' আহ্বানং 'শ্রুধী' শ্রুধি শৃণু। তথা 'অদ্য' অদ্য 'চ' অস্মান্ 'মৃডয়' সুখয়। 'অবস্যুঃ' রক্ষণেচ্ছুঃ অহং 'ত্বাং' 'আচকে' অভিমুখ্যেন শব্দয়ামি যাচে ইত্যর্থঃ।

১৯ হে বরুণ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, আর অদ্য আমারদিগকে সুখী কর, আমি শরণাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

২৮৮

২০ ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি। স যামনি প্রতি শ্রুধি।

২০ হে 'মেধির' মেধাবিন্ বরুণ 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'চ' 'গ্মঃ' ভূলোকস্য 'চ' অপি এবমাত্মকস্য 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য লোকস্য মধ্যে 'ত্বং' 'রাজসি' দীপ্যসে। 'সঃ' ত্বং 'যামনি' ক্ষেমপ্রাপ্তৌ অস্মান্ 'প্রতি শ্রুধি' আজ্ঞাপয়।

২০ হে মেধাবী বরুণ! দ্যুলোক ও ভূলোক আদি সমস্ত বিশ্ব মধ্যে তুমি দীপ্যমান হইতেছ, তুমি শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে আমারদিগকে আজ্ঞা কর।

২৮৯

২১ উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমঞ্চৃতা। অবাধমানি জীবসে ।১।২।১৯।

২১ হে বরুণ 'জীবসে' জীবনার্থং 'নঃ' অস্মাকং 'উত্তমং' শিরোগতং 'পাশং' 'উৎ-মুমুগ্ধি' উন্মুগ্ধি উৎকৃষ্য মোচয়। 'মধ্যমং' উদরগতং 'পাশং' 'বি-চৃত' বিচৃত্য বিমুচ্য মোচয়। 'অধমানি' অধমান্ পাদগতান্ পাশান্ 'অব' অবচৃত্য অবকৃষ্য মোচয় ।১।২।১৯।

২১ হে বরুণ! আমারদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্তে মস্তকের বন্ধন মোচন কর ও উদরের বন্ধন মোচন কর এবং পদ দ্বয়ের বন্ধন মোচন কর ।১।২।১৯।

তৃতীয়ং সূক্তং

শুনঃশেপ ঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ

অগ্নির্দ্দেবতা

২৯০

১ বসিষ্বা হি মিয়েধ্য বস্ত্রাণ্যূর্জাংপতে। সেমন্নো অধ্বরং যজ।

১ হে 'মিয়েধ্য' মেধ্য যজ্ঞস্য যোগ্য 'ঊর্জাম্পতে' অন্নানাং পালক অগ্নে 'বস্ত্রাণি' আচ্ছাদকানি তেজাংসি 'আ-বসিষ্ব' আবসিষ্ব প্রজ্বলিতানি কুরু ইত্যর্থঃ। 'হি' যস্মাৎ তানি প্রজ্বলিতানি তস্মাৎ 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মদীয়ং 'ইমং' 'অধ্বরং' যজ্ঞং 'যজ' নিষ্পাদয়।

১ হে যজ্ঞ যোগ্য অন্নের পালক অগ্নি! তোমার তেজ সকল প্রজ্বলিত কর। যেহেতু তেজ সকল প্রজ্বলিত অতএব তুমি আমারদিগের এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন কর।

২৯১

২ নি নোহোতা বরেণ্যঃ সদা-যবিষ্ঠ মন্মভিঃ। অগ্নে দিবিত্মতা বচঃ।

২ হে 'সদাযবিষ্ঠ' সর্ব্বদাযুবতম 'অগ্নে' 'মন্মভিঃ' জ্ঞাপকৈঃ তেজোভির্যুক্তঃ 'বরেণ্যঃ' বরণীয়ঃ 'হোতা' হোমনিষ্পাদকঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'দিবিত্মতা' দীপ্তিমতা 'বচঃ' বচসা স্তূয়মানঃ সন্ 'নি' নিষীদ ইতি-শেষঃ।

২ হে সর্ব্বদা যুবতম অগ্নি! প্রকাশক তেজযুক্ত ও প্রার্থনীয় এবং আমারদিগের হোম নিষ্পাদক তুমি শোভন বাক্য দ্বারা স্তুত হইয়া উপবেশন কর।

২৯২

৩ আ হি ষ্মা সূনবে পিতাপির্য-জত্যাপয়ে। সখা সখ্যে বরেণ্যঃ।

৩ হে অগ্নে 'বরেণ্যঃ' বরণীয়ঃ 'পিতা' পিতৃস্বরূপঃ ত্বং 'সূনবে' পুত্রায় মহৎ অভীষ্টং দেহীতিশেষঃ। যথা 'আপিঃ' বন্ধুঃ 'আপয়ে' বন্ধবে হিতং হিষ্ম 'হি' খলু 'আ-যজতি' আযজতি সর্ব্বথা দদাতি 'স্ম' সখা চ 'সখ্যে' প্রিয়ঃ 'সখ্যে' প্রিয়ায় সর্ব্বথা দদাতি তদ্বৎ।

৩ হে অগ্নি! বন্ধু যেমন বন্ধুর উপকার করে এবং আত্মীয় যেমন আত্মীয়ের উপকার করে, সেই রূপ প্রার্থনীয় ও পিতার স্বরূপ তুমি পুত্র রূপ আমারদিগকে অভীষ্ট প্রদান কর।

২৯৩

৪ আ নো বর্হী রিশাদসো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা। সীদন্তু মনুষো যথা।

৪ হে অগ্নে 'রিশাদসঃ' হিংসকানু ভক্ষকাঃ 'বরুণঃ মিত্রঃ অর্য্যমা' এতে দেবাঃ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'বর্হিঃ' যজ্ঞং 'আ সীদন্তু' আসীদন্তু উপবিশন্তু 'যথা' 'মনুষঃ' প্রজাপতেঃ যজ্ঞং তে দেবাঃ আসীদন্তি তদ্বৎ।

৪ হে অগ্নি! হিংসকদিগের ভক্ষক বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা এই তিন দেবতা প্রজাপতির যজ্ঞে যেরূপ অধিষ্ঠান করেন সেইরূপ আমারদিগের যজ্ঞেতেও অধিষ্ঠান করুন।

২৯৪

৫ পূর্ব্ব্য হোতরস্য নো মন্দস্ব সখ্যস্য চ। ইমা উষু শ্রুধী গিরঃ।১।২।২০।

৫ হে অগ্নে 'পূর্ব্ব্য' পূর্ব্বমুৎপন্ন পৃথিব্যাদ্যপেক্ষয়া 'হোতঃ' হোমনিষ্পাদক 'নঃ' অস্মাকং 'অস্য' যজ্ঞস্য 'সখ্যস্য' অনুগ্রহস্য 'চ' সিদ্ধয়ে ত্বং 'মন্দস্ব' হৃষ্টোভব তথা 'ইমাঃ' 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'উষু' অপি 'শ্রুধী' শ্রুধি শৃণু।১।২।২০।

৫ হে পৃথিব্যাদির পূর্ব্বে উৎপন্ন হোম নিষ্পাদক অগ্নি! তুমি তুষ্ট হইয়া আমারদিগের যজ্ঞ সিদ্ধি কর ও আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর, এবং আমারদিগের এই স্তুতিও শ্রবণ কর।১।২।২০।

২৯৫

৬ যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবং দেবং যজামহে। ত্বে ইদ্ধূয়তে হবিঃ।

৬ হে অগ্নে 'যচ্চিদ্ধি' যদ্যপি 'শশ্বতা' শাশ্বতেন নিত্যেন 'তনা' বিস্তৃতেন হবিষা 'দেবং দেবং' নানা দেবতাং 'যজামহে' তথাপি তৎ 'হবিঃ' সর্ব্বং 'ত্বে' ত্বয়ি 'ইৎ' এব 'হূয়তে' অস্মাভিঃ।

৬ হে অগ্নি! নিত্যকাল বিস্তৃত হবিদ্বারা আমরা নানা দেবতার অর্চ্চনা করি বটে কিন্তু সকল হবি তোমাতেই সমর্পিত হয়।

২৯৬

৭ প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্পতি-র্হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ। প্রিয়াঃ স্বগ্নয়ো বয়ং।

৭ 'বিশ্পতিঃ' প্রজাপালকঃ 'হোতা' হোমনিষ্পাদকঃ 'মন্দ্রঃ' হৃষ্টঃ 'বরেণ্যঃ' বরণীয়ঃ অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'প্রিয়ঃ' 'অস্তু' 'বয়ং' অপি 'স্বগ্নয়ঃ' শোভনাগ্নিযুক্তাঃ সন্তঃ অগ্নেঃ 'প্রিয়াঃ' ভূয়াস্ম ইতিশেষঃ।

৭ প্রজা পালক, হোম নিষ্পাদক, সদা সন্তুষ্ট ও বরণীয় অগ্নি আমারদিগের প্রিয় হউন, আমরাও শোভনীয় অগ্নিযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রিয় হই।

২৯৭

৮ স্বগ্নয়োহি বার্য্যং দেবাসো দধিরে চ নঃ। স্বগ্নয়োমনামহে।

৮ 'স্বগ্নয়ঃ' শোভনাগ্নিযুক্তাঃ 'দেবাসঃ' দেবাঃ দীপ্যমানাঃ ঋত্বিজঃ 'নঃ' অস্মাকং 'বার্য্যং' বরণীয়ং হবিঃ 'হি' যস্মাৎ 'চ' 'দধিরে' ধৃতবন্তঃ তস্মাৎ 'স্বগ্নয়ঃ' শোভনাগ্নিযুক্তাঃ বয়ং শুভং 'মনামহে' যাচামহে।

৮ শোভন অগ্নি যুক্ত, দীপ্যমান ঋত্বিক্ সকল যেহেতু আমারদিগের বরণীয় হবি ধারণ করিয়াছেন সেই হেতু শোভন অগ্নিযুক্ত আমরাও মঙ্গল প্রার্থনা করি।

২৯৮

৯ অথা নউভয়েষামমৃত মর্ত্ত্যানাং। মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ।

৯ হে 'অমৃত' মরণরহিত অগ্নে 'অথ' অথ কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং 'মর্ত্ত্যানাং' মনুষ্যাণাং 'নঃ' অস্মাকং তব চ 'উভয়েষাং' 'মিথঃ' পরস্পরং 'প্রশস্তয়ঃ' প্রশংসাঃ 'সন্তু'।

৯ হে অমর অগ্নি! কর্ম্মানুষ্ঠানের পর, অস্মদাদি মনুষ্যদিগের ও তোমার এই উভয় পক্ষেরই পরস্পর প্রশংসা হউক, অর্থাৎ তুমি আমারদিগের প্রশংসা কর ও আমরা তোমার প্রশংসা করি।

২৯৯

১০ বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ। চনোধাঃ সহসো যহো ।১।২।২১।

১০ হে 'সহসঃ' বলস্য 'যহো' পুত্র বলিষ্ঠ 'অগ্নে' 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ 'অগ্নিভিঃ' আহবনীয়াদিভিঃ যুক্তঃ সন্ 'ইমং যজ্ঞং' 'ইদং' 'বচঃ' স্তোত্রং চ সেবমানঃ 'চনঃ' অন্নং অস্মভ্যং 'ধাঃ' ধেহি ।১।২।২১।

১০ হে বলিষ্ঠ অগ্নি! আহবনীয়াদি সকল অগ্নির সহিত যুক্ত হইয়া এই যজ্ঞ ও এই স্তোত্র স্বীকার করত আমারদিগকে অন্ন দান কর ।১।২।২১।

চতুর্থং সূক্তং

শুনঃশেপঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ
অগ্নির্দ্দেবতা

৩০০

১ অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজন্তমধ্বরাণাং।

১ 'অধ্বরাণাং' যজ্ঞানাং 'সম্রাজন্তং' স্বামিনং 'অগ্নিং' 'ত্বা' ত্বাং 'নমোভিঃ' নমস্কারৈঃ বয়ং 'বন্দধ্যৈ' বন্দিতুং প্রবৃত্তাঃ। 'বারবন্তং' বালবিশিষ্টং 'অশ্বং' 'ন' ইব যথা অশ্বঃ বালৈঃ মক্ষিকাদীন্ পরিহরতি তথা ত্বং জ্বালাভিঃ অস্মদ্বিরোধিনঃ সংহরনীত্যর্থঃ।

১ সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর অগ্নিকে আমরা প্রণাম দ্বারা বন্দনা করি, তিনি আমারদিগের শত্রু সকল সংহার করুন, যেমন লম্বকেশ যুক্ত অশ্ব মক্ষিকাদির পরিহার করে।

৩০১

২ সঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ। মীঢ্বাঁ অস্মাকং বভূয়াৎ।

২ 'শবসা' শবসঃ বলস্য 'সূনুঃ' পুত্রঃ 'পৃথুপ্রগামা' পৃথুপ্রগমনঃ প্রকৃষ্টগমনশীলঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'ঘ' এব 'নঃ' অস্মাকং 'সুশেবঃ' সুখজনকঃ ভবতু। তথা 'অস্মাকং' কামানাং 'মীঢ্বান্' মীঢ্বান্ বর্ষিতা 'বভূয়াৎ' ভূয়াৎ ভবতু।

২ বলিষ্ঠ ও প্রকৃষ্টগমনশীল অগ্নিই আমারদিগের সুখ জনক হউন এবং আমারদিগের কামনা কল প্রদাতা হউন।

৩০২

৩ সনো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্ত্যাদঘায়োঃ। পাহি সদমিদ্বিশ্বায়ুঃ।

৩ হে অগ্নে 'বিশ্বায়ুঃ' [illegible] 'সঃ' ত্বং 'দূরাৎ' [illegible] 'অঘায়োঃ' [illegible] পাপং কর্ত্তুমিচ্ছতঃ 'মর্ত্ত্যাৎ' [illegible] 'নঃ' [illegible] 'সদমিৎ' সর্ব্বদৈব 'নিপাহি' নিতরাং রক্ষ [illegible]

৩ হে অগ্নি! সর্ব্বত্র গমনশীল তুমি দূর হইতেই হউক বা নিকট হইতেই হউক পাপকারী মনুষ্য হইতে সর্ব্বদা আমারদিগকে রক্ষা কর।

৩০৩

৪ ইমমূষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং। অগ্নে দেবেষু প্রবোচঃ।

৪ হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'অস্মাকং' 'ইমং' 'সনিং' হবিৰ্দানং তথা 'নব্যাংসং' নবতরং 'গায়ত্রং' স্তুতিরূপং বচঃ 'উষু' অপি 'দেবেষু' 'প্রবোচঃ' প্রব্রূহি।

৪ হে অগ্নি! তুমি আমারদিগের এই হবি দান এবং নূতন স্তুতিরূপ বাক্য দেবতাদিগের নিকটে বিজ্ঞাপন কর।

৩০৪

৫ আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু। শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ।১।২।২২।

৫ হে অগ্নে 'পরমেষু' উৎকৃষ্টেষু স্বর্গবর্ত্তিষু 'বাজেষু' অন্নেষু 'নঃ' অস্মান্ 'আ-ভজ' আভজ প্রেরয় তথা 'মধ্যমেষু' অন্তরিক্ষলোকবর্ত্তিষু বাজেষু 'আ' আভজ তথা 'অন্তমস্য' অন্তিকতমস্য ভূলোকস্য সম্বন্ধীনি 'বস্বঃ' বসূনি 'শিক্ষা' শিক্ষ দেহি।১।২।২২।

৫ হে অগ্নি! স্বর্গ লোকস্থিত ও অন্তরিক্ষস্থিত অন্ন লাভার্থে আমারদিগকে প্রেরণ কর, এবং ভূলোকস্থিত ধন সকল আমারদিগকে দান কর।১।২।২২।

৩০৫

৬ বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্ম্মা উপাক আ। সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি।

৬ হে 'চিত্রভানো' বিচিত্রদীপ্তিযুক্ত অগ্নে 'বিভক্তা' বিশিষ্টধনস্য প্রাপয়িতা 'অসি' 'আ' ইব যথা 'সিন্ধোঃ' নদ্যাঃ 'উপাকে' সমীপে [illegible] ... 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে যজমানায় 'সদ্যঃ' 'ক্ষরসি' কর্ম্মফলস্য বর্ষণং করোষি।

৬ হে বিচিত্র প্রভাযুক্ত অগ্নি! [illegible]

সকল স্বকীয় কূলেতে তরঙ্গ প্রেরণ করে তদ্রূপ প্রচুর ধনদাতা তুমি অবিলম্বে হবিৰ্দাতা যজমানের কর্ম্ম ফল প্রদান করিয়া থাক।

৩০৬

৭ যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ।

৭ হে 'অগ্নে' 'পৃৎসু' সংগ্রামেষু 'যং' 'মর্ত্ত্যং' মনুষ্যং 'অবাঃ' অবসি রক্ষসি 'যং' চ 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'জুনাঃ' প্রেরয়সি 'সঃ' মর্ত্ত্যঃ 'শশ্বতীরিষঃ' নিত্যানি অন্নানি 'যন্তা' হন্তুং বিভাগেন নিয়ন্তুং সমর্থো ভবতি।

৭ হে অগ্নি! যে মনুষ্যকে তুমি সংগ্রামেতে রক্ষা কর আর যাহাকে সংগ্রামেতে প্রেরণ কর, সে মনুষ্য নিত্য অন্নের নিয়ম করিতে সমর্থ হয়।

৩০৭

৮ নকিরস্য সহন্ত্য পর্য্যেতা কয়স্য চিৎ। বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ।

৮ হে 'সহন্ত্য' শত্রুদমনশীল অগ্নে 'কয়স্য' কস্য 'চিৎ' অপি ভক্তস্য 'অস্য' যজমানস্য 'পর্য্যেতা' আক্রমিতা শত্রুঃ 'নকিঃ' নাস্তি। কিন্তু অস্য যজমানস্য 'শ্রবায্যঃ' শ্রবণীয়ঃ 'বাজঃ' বলং 'অস্তি'।

৮ হে শত্রু দমনকারী অগ্নি! তোমার কোন ভক্ত যজমানের অনিষ্টকারী শত্রু নাই, এবং এই যজমানেরও শ্রবণ যোগ্য শক্তি আছে।

৩০৮

৯ স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্বদ্ভিরস্তু তরুতা। বিপ্রেভিরস্তু সনিতা।

৯ 'বিশ্বচর্ষণিঃ' সর্ব্বমনুষ্যোপেতঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'অর্বদ্ভিঃ' অশ্বৈঃ 'বাজং' সংগ্রামং 'তরুতা' তারয়িতা 'অস্তু' তথা 'বিপ্রেভিঃ' বিপ্রৈঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ [illegible] 'সনিতা' [illegible] 'অস্তু'।

৯ সর্ব্ব মনুষ্যযুক্ত সেই অগ্নি সংগ্রামে অশ্ব দ্বারা আমারদিগের ত্রাণ কর্ত্তা হউন এবং মেধাবী ঋত্বিক্‌দিগের সহিত তুষ্ট হইয়া কর্ম্ম ফল দান করুন।

৩০৯

১০ জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং ।১।২।২৩।

১০ হে 'জরাবোধ' জরয়া স্তুত্যা বোধ্যমান অগ্নে 'বিশে বিশে' তত্তদ্যজমানানুগ্রহার্থং 'যজ্ঞিয়ায়' যজ্ঞানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং চ 'তৎ' দেবযজনং 'বিবিড্ঢি' প্রবিশ। যজমানোঽপি 'রুদ্রায়' ক্রূরায় তুভ্যং 'দৃশীকং' দর্শনীয়ং 'স্তোমং' স্তোত্রং করোতীতিশেষঃ ।১।২।২৩।

১০ হে স্তুতি দ্বারা বোধ্যমান অগ্নি! যজমানের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও তৎকৃত যজ্ঞানুষ্ঠানের সিদ্ধির নিমিত্তে তুমি এই দেবার্চ্চনেতে অধিষ্ঠান কর, যজমানও তোমার সম্যক্ স্তব করিতেছে।১।২।২৩।

৩১০

১১ স নো মহাঁ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ। ধিয়ে বাজায় হিন্বতু।

১১ 'মহান্' গুণৈরধিকঃ 'অনিমানঃ' অপরিচ্ছিন্নঃ 'ধূমকেতুঃ' ধূমেন জ্ঞায়মানঃ 'পুরুশ্চন্দ্রঃ' বহুদীপ্তিঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মান্ 'ধিয়ে' কর্ম্মণে 'বাজায়' অন্নায় চ 'হিন্বতু' প্রীণয়তু।

১১ মহান্, অপরিচ্ছিন্ন, ধূম দ্বারা জ্ঞেয় এবং বহু দীপ্তিযুক্ত, সেই অগ্নি আমারদিগকে কর্ম্মের নিমিত্তে ও অন্নের নিমিত্তে তৃপ্ত রাখুন।

৩১১

১২ স রেবাঁ ইব বিশ্‌পতির্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ। উকথৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ।

১২ 'বিশ্‌পতিঃ' প্রজাপালকঃ 'দৈব্যঃ' দেবসম্বন্ধী 'কেতুঃ' দূতবৎ জ্ঞাপকঃ 'বৃহদ্ভানুঃ' প্রৌঢ়রশ্মিঃ 'সঃ' 'অগ্নিঃ' 'উকথৈঃ' স্তোত্রৈঃ যুক্তানাং 'নঃ' অস্মাকং স্তোত্রং 'শৃণোতু' 'রেবাঁ' রেবান্ ধনবান্ 'ইব' যথা ধনবান্ জনঃ বন্দিনাং স্তোত্রং শৃণোতি তদ্বৎ।

১২ প্রজা পালক ও দেবতাদিগের দূত স্বরূপ এবং মহাপ্রভা বিশিষ্ট সেই অগ্নি আমারদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন, যেমন ধনবান্ লোক বন্দিদিগের স্তোত্র শ্রবণ করে।

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ

বিশ্বেদেবাদেবতা

৩১২

১৩ নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ। যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমা বৃক্ষি দেবাঃ ।১।২।২৪।

১৩ 'মহদ্ভ্যঃ' গুণৈরধিকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ 'নমঃ' 'অর্ভকেভ্যঃ' গুণৈর্ন্যূনেভ্যঃ 'নমঃ' 'যুবভ্যঃ' তরুণেভ্যঃ 'নমঃ' 'আশিনেভ্যঃ' বয়সা ব্যাপ্তেভ্যঃ 'নমঃ'। 'যদি' 'শক্নবাম' শক্তাঃ বয়ং তদা 'দেবান্' 'যজাম' হে 'দেবাঃ' 'জ্যায়সঃ' জ্যেষ্ঠস্য দেবতাবিশেষস্য 'আ' সর্ব্বতঃ 'শংসং' স্তোত্রং অহং 'মা বৃক্ষি' বিচ্ছিন্নং মাকার্ষং ।১।২।২৪।

১৩ অধিকগুণ বিশিষ্ট, অল্পগুণ বিশিষ্ট যুবা ও বৃদ্ধ সকল দেবতাকেই নমস্কার করি। আর যদি সামর্থ্য হয় তবে দেবতাদিগের যজ্ঞও করি। হে দেবতা সকল! জ্যেষ্ঠ দেবতার স্তোত্র আমি সর্ব্বতোভাবে ও অবিচ্ছেদে করিয়াছি।১।২।২৪।

রামানন্দী অর্থাৎ রামাওৎ

ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে রামানুজ অপেক্ষা রামানন্দি বৈষ্ণবদিগের ন্যায় অধিক প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহারা রামচন্দ্র ও তৎ সহবর্ত্তী সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের উপাসনা করেন। কেহ কেহ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রামানন্দকে রামানুজের শিষ্য বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহা কোন ক্রমে যুক্তি সিদ্ধ হয় না। রামানুজ পর্য্যন্ত যে গুরুশিষ্যের পরম্পরা লিখিত

আছে, তদনুসারে তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্য প্রণালী মধ্যে রামানন্দ পঞ্চম হয়েন। যথা রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ *। ইহা হইলে ১২০০ অধিক দশম শত শকাব্দের মধ্য ভাগে রামানন্দের বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। কিন্তু পশ্চাৎ অন্য অন্য গুরুদিগের বৃত্তান্ত দর্শনে সপ্রমাণ হইবে যে রামানন্দ চাতুর্দ্দশ শত শকাব্দের আরম্ভে ও তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে † বিদ্যমান ছিলেন, অতএব তাঁহার জীবিত সময়ের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুমান প্রামাণিক নহে, সুতরাং তিনি রামানুজের শিষ্য পরম্পরার অন্তর্গত কি না তাহাও সন্দেহ স্থল।

এই প্রকার জন শ্রুতি আছে যে রামানন্দ কিয়ৎকাল দেশ ভ্রমণ করিয়া মঠেতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার সতীর্থ গণ কহিলেন " ভোজ্য ও ভোজন ক্রিয়ার সঙ্গোপন করা রামানুজ সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু তুমি দেশ পর্য্যটন কালে যে এ নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইয়াছিলে এমত কখনই সম্ভাবিত নহে।" গুরু রাঘবানন্দও তাঁহারদিগের মতে সম্মত হইয়া রামানন্দকে পৃথক্ ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি এপ্রকারে অবমানিত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং তাঁহারদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বনামপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় স্থাপনা করিলেন।

রামানন্দ বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে অবস্থিতি করিলেন। এপ্রকার জনশ্রুতি আছে যে পূর্ব্বে সে স্থানে তাঁহার শিষ্যদিগের এক মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোন মোসলমান রাজা তাহা ভগ্ন করেন। এক্ষণে তৎ সন্নিধানে এক প্রস্তরময় স্থান আছে, লোকে কহে তাহাতে রামানন্দের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। তদ্ভিন্ন এখনও কাশীতে রামানন্দীদিগের অনেক প্রসিদ্ধ মঠ আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে পঞ্চায়েৎ হইয়া থাকে, হিন্দুস্থানের রামাতেরা তন্মতানুবর্ত্তী হইয়া ব্যবহার করেন। প্রায় সকল সাম্প্রদায়িক উপাসকদিগের দুই প্রধান শ্রেণী, বৈষয়িক এবং ধর্ম্মব্রতী। ধর্ম্মব্রতী উপাসকেরা দুই প্রকার, উদাসীন ও গৃহস্থ। যদিও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা গৃহস্থ গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করেন, এবং ঐ সম্প্রদায়ের গোস্বামীরা গৃহস্থাশ্রমী হইয়া বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তথাপি উদাসীনদিগের প্রাধান্য সামান্যতঃ প্রসিদ্ধ আছে, কারণ সাংসারিক চিন্তা দ্বারা তাঁহারদিগের অবিশ্রামে ধর্ম্ম চিন্তার বিঘ্ন জন্মে না। খ্রীষ্টীয় শকের চতুর্থ শত বর্ষে এই সংসারাশ্রমবিরুদ্ধ মত খ্রীস্টীয়ানদিগের মধ্যেও প্রচার হয়। উদাসীনেরা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক ভিক্ষা ও বাণিজ্যাদি দ্বারা উদর পূর্ত্তি করেন। স্থানে স্থানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মঠ, অস্থল বা আখড়া আছে, ভ্রমণ কালে তাহারা কোন মঠে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করেন। বয়োধিক বা জরাগ্রস্ত হইলে মঠবিশেষে আশ্রয় লইয়া কাল যাপন করেন বা স্বয়ং এক মঠ সংস্থাপন করেন।

মঠ, অস্থল বা আখড়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী গুরুদিগের আবাস স্থান, অতএব তদ্বিষয় বিবরণ করা এপ্রস্তাবের উপযোগী হইতেছে। মঠস্বামীদিগের ধন সম্পত্তির ন্যূনাধিক্যানুসারে তাহার উৎকর্ষ ও বিস্তার হইয়া থাকে। সামান্যতঃ তাহাতে এক বিগ্রহ মন্দির বা মঠপ্রতিষ্ঠাপকের অথবা কোন প্রধানগুরুর সমাধি, এবং মহন্ত ও তাহার সহবাসী শিষ্যদিগের কতিপয় বাস্তুগৃহ থাকে; ও তদ্ভিন্ন যে সকল উদাসীন ও তীর্থযাত্রিরা মঠ দর্শনার্থ আগমন করে, তাহারদিগের আশ্রয় নিমিত্ত এক ধর্ম্মশালা থাকে। তথায় স্বা-

* ভক্তমালাতে রামানুজের শিষ্যপরম্পরায় যে [illegible] আছে, তাহার সহিত ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। তদনুসারে প্রথম রামানুজ, দ্বিতীয় দেবাচার্য্য, তৃতীয় রাঘবানন্দ, চতুর্থ রামানন্দ।

† যখন কবীরের চরিত্র লেখা যাইবে তখন দৃষ্ট হইবে যে কবীর চাতুর্দ্দশশত শকাব্দের মধ্যভাগে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গুরু রামানন্দ স্বামীর চাতুর্দ্দশ শত শকাব্দের আরম্ভে ও তাহার কিঞ্চিৎ [illegible] বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত [illegible] যুক্তিসিদ্ধ হয়।

হারও গমনাগমনের নিবারণ নাই। মঠস্বামী ও মহন্তের তিনের অন্যূন চল্লিশের অনধিক সহবাসী চেলা অর্থাৎ শিষ্য থাকে। তদ্ভিন্ন আর কতকগুলি শিষ্য থাকে, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসে না থাকিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করে। মঠস্থায়ী শিষ্যেরাই প্রধান শিষ্য। তাঁহারদিগের পরিচারক ও শিষ্য স্বরূপ কিয়ৎসংখ্যক কনিষ্ঠ চেলা থাকে, তাহারা তৎ সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করে। মহন্তের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তিনি যদি গৃহস্থাশ্রমী হয়েন, তবে তাঁহার সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে তাঁহার পদের অধিকারী হয়েন, নতুবা নানা মঠের মহন্তেরা একত্র সমাগমন পূর্ব্বক এক সমাজ করিয়া তাঁহার কোন সুবিজ্ঞ প্রধান শিষ্যকে তৎপদে অভিষিক্ত করেন। প্রতি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে এক এক প্রধান মঠ থাকে, এবং সামান্যতঃ সকল মঠের অধ্যক্ষেরা আপন আপন সম্প্রদায় স্বামী সম্পর্কীয় মঠেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন। এই শেষোক্ত মঠের মহন্ত, অভাবে কোন প্রসিদ্ধ প্রধান মঠের মহন্ত ঐ সমাজের অধিপতি হয়েন। পরলোকবাসী মহন্তের শিষ্যদিগের মধ্যে যিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েন তিনি তাঁহার পদে অভিষিক্ত হয়েন। যদি তাঁহারদিগের মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ না হয়, তবে মঠান্তরের কোন যোগ্যশিষ্য তৎপদ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু প্রায় তাহা আবশ্যক হয় না। ব্যক্তি নিশ্চয় হইলে বিহিত বিধানে নব মহন্তের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি সমাজাধিপতিপ্রদত্ত টিকা, টুপি, ও মালাদি উপকরণ দ্বারা বিভূষিত হয়েন। পূর্ব্বে এবিষয়ে হিন্দু বা মোসলমান রাজার সবিশেষ মনোযোগী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ ছিল, অতএব তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমাজের আধিপত্য করিতেন বা প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেন। এইক্ষণে যে মঠ যে হিন্দু রাজা বা ভূম্যধিকারির অধিকারস্থ থাকে বা যাঁহার আনুকূল্যে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তিনিই কখন কখন মহন্ত নিয়োগ কার্য্যে আধিপত্য ও সহায়তা করেন। এক সম্প্রদায়ের মহন্ত নিয়োগে অন্য অন্য সম্প্রদায়ী মঠস্বামীরাও সাহায্য করেন। মহন্তেরা স্ব স্ব শিষ্য গণ সমভিব্যাহারে আগমন করেন, তদ্ভিন্ন বিবিধ প্রকার উদাসীন লোকের সমাগম হয়, সুতরাং তথায় শত শত বা কদাপি সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমারোহ হইয়া থাকে। তাঁহারা যে মঠে সমাগত হয়েন, তথাকার ব্যয় দ্বারাই তাঁহারদিগের ভোজনাদি নির্ব্বাহ হয়। তাহাতে নির্ব্বৃতি না হইলে সকলে আপন আপন উপায় চেষ্টা করেন। এপ্রকার মহন্ত নিয়োগ করা দশ বা দ্বাদশ দিবসের কর্ম্ম। ঐকাল মধ্যে সমাজে মঠের নিয়ম ও মতামত ঘটিত নানা বিষয়ের বিচার হইয়া থাকে।

অনেক মঠেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেবোত্তর ভূমি থাকে, কিন্তু কাশী এবং অন্য অন্য প্রধান নগর ব্যতিরেকে আর আর স্থানে যে সকল মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার প্রত্যেকের উপস্বত্ব অধিক নহে। সামান্যত ৩০বা৪০ বিঘা ভূমি থাকে; ৫০০ বিঘা ভূমিতে যাহার স্বত্বাধিকার আছে এমত মঠের সংখ্যা সকলজেলাতেই অতি অল্প। মঠস্বামীরা স্বয়ং তাহা লোক দ্বারা কর্ষণাদি করিয়া শস্যোৎপাদন করেন, বা প্রজাসমর্পিত করিয়া করগ্রহণ করেন। যদিও প্রতি মঠের উপস্বত্ব যৎসামান্য, কিন্তু সমুদয়ের সমষ্টি করিলে অনেক হয়। দেবোত্তর ভূমি ব্যতিরেকে ধনাগমের অন্য অন্য উপায়ও আছে। বৈষয়িক শিষ্য গণ বাহুল্য রূপে স্ব স্ব গুরুর মঠের আনুকূল্য করেন। এবং মঠাধ্যক্ষেরা ব্যবসায় দ্বারাও উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, ও শিষ্যেরা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে প্রতি দিবস ভিক্ষা পর্য্যটন দ্বারা ভক্ষ্য সামগ্রী আহরণ করেন। এই সকল মঠস্থ বৈষ্ণব লোক যদিও কখন কখন চৌর্য্য লম্পটতা ও হত্যাদি দোষে দোষী হইয়াছে, কিন্তু সামান্যতঃ তাহারা উপদ্রব কারী নহে, এবং অনেক মঠের মহন্তেরা মান্য ও জ্ঞানাপন্ন বটে।

রামচন্দ্র রামানন্দীদিগের ইষ্ট দেবতা, তাঁহারা বিষ্ণুর [illegible] অন্য অবতারেও [illegible]

করেন, কিন্তু কলিকালে রামোপাসনারই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের রামাওৎ সংজ্ঞা হইয়াছে। তাঁহারা রামানুজদিগের ন্যায় রামসীতার পৃথক্ বা যুগল মূর্ত্তি আরাধনা করেন। এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তিরও বিশেষ রূপ উপাসনা করিয়া থাকেন*, ও তাঁহারা অপরাপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় তুলসী ও শালগ্রাম শিলাকে মান্য করেন। তাঁহারদিগের পূজার পদ্ধতি অন্য অন্য উপাসকদিগের সমান, কিন্তু তৎ সম্প্রদায়ভুক্ত সংসারবিরক্ত বৈরাগীরা অনেকেই রাম ও কৃষ্ণের মুহুর্মুহুঃ নামোচ্চারণ ব্যতিরেকে আর কোন প্রকার পূজার প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

শ্রীসম্প্রদায়ীদিগের কঠোর নিয়ম হইতে স্বীয় শিষ্যদিগকে উদ্ধার করা রামানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং রামাওৎদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান তাদৃশ ক্লেশকর নহে। এপ্রকার জনশ্রুতি আছে যে এই কারণ বশতঃ তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে অবধূত উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহারা পান ভোজন বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়মানুবর্ত্তী† না হইয়া আপন আপন রুচিক্রমে বা প্রসিদ্ধ লৌকিক ব্যবহারানুসারে তৎকার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, 'শ্রীরাম' তাঁহারদিগের বীজ মন্ত্র এবং 'জয় শ্রীরাম' 'জয়রাম' বা 'সীতারাম' তাঁহারদিগের অভিবাদন বাক্য। তাঁহারদিগের তিলক রামানুজদিগের তুল্য; কিন্তু তাঁহারা আপন আপন রুচিক্রমে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রমধ্যবর্ত্তি রেখার রূপ ও পরিমাণের কিঞ্চিৎ বিশেষ করেন, এবং সামান্যতঃ রামানুজদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হ্রস্ব করিয়া থাকেন।

এপ্রকার জনশ্রুতি আছে যে রামানন্দের শিষ্যেরা বর্ত্তমান বহু সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তন্মধ্যে কবীরাদি দ্বাদশ জন শিষ্য অতি প্রসিদ্ধ ও যশস্বী। যদিও রামানন্দী মতের সহিত তাঁহারদিগের মতের বিস্তর বিশেষ আছে, তথাপি রামানন্দীদিগের সহিত কবীরাদির শিষ্যদিগের সম্যক্ সম্প্রীতি আছে, এবং কবীরাদি সমুদয় সংপ্রদায়েরও পরস্পরে ঐক্য আছে।

তাঁহার ঐ দ্বাদশ শিষ্যের নাম অনন্তানন্দ, কবীর, রৈদাস, পীপা, সুরসুরানন্দ, সুখানন্দ, ভাবানন্দ, ধন্না, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ, শ্রিয়ানন্দ‡। তন্মধ্যে কবীর জোলাতাঁতি, রৈদাস চামার, পীপা রাজপুত, ধন্না জাট, এবং সেন নাপিত; ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে রামানন্দ সকল জাতিকেই শিষ্য করিতেন। বস্তুত ভক্তমালে লিখিত আছে যে রামানন্দীদিগের মতে জাতিভেদ নাই। তাঁহারা উপাস্য উপাসকের অভেদ স্বীকার করিয়া কহেন যে ভগবান্ যখন মৎস্য বরাহ কূর্ম্মাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ভক্তদিগের চর্ম্মকারাদি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করা অবশ্য সম্ভাবিত হয়। রামানন্দশিষ্যদিগের বিচিত্র চরিত্র এবং তাঁহারদিগের সংস্থাপিত মত সকল পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে তিনি পূর্ব্বাচরিত আচার ব্যবহারের শৈথিল্য বিষয়ে নব উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মব্রতী লোকের জাতিভেদ ও শৌচাশৌচাদির নিবারণ করিয়া এই উপদেশ প্রদান করেন যে যিনি ধর্ম্মের নিমিত্ত আত্মীয়, পরিবার, মিত্র, বান্ধবাদির প্রীতিবন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহার আর জাত্যাদি বিষয়ে ভেদাভেদ জ্ঞান নাই। রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ দ্বারাও তাহা নিশ্চয় হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ আচার্য্য যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় বেদভাষ্য ও স্বমত প্রতিপাদক সিদ্ধা-

---

* কাশীতে এ সম্প্রদায়ের যে যে মন্দির আছে তন্মধ্যে দুই মন্দির রাধাকৃষ্ণের উপাসনা স্থান।

† পান ভোজন বিষয়ে এসম্প্রদায়ভুক্ত বৈরাগীদিগের বর্ণ জাতি বিচার নাই, তাঁহারদিগকে এক প্রকার কুলাচারী ও বর্ণাতীত বলা যায়।

‡ ভক্তমালায় কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে যথা ১ রঘুনাথ, ২ অনন্তানন্দ, ৩ কবীর, ৪ সুখাসুর, ৫ জীব, ৬ পদ্মাবৎ, ৭ পীপা, ৮ ভবানন্দ, ৯ রৈদাস, ১০ ধন্না, ১১ সেন, ১২ সুরসুরা।

ন্ত গ্রন্থ সকলই তাঁহারদিগের প্রধান প্রধান গ্রন্থ, এবং ব্রাহ্মণ বর্ণই তাঁহারদিগের মতের উপদেশ করিয়া থাকেন। এইক্ষণে রামানন্দ রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার মতানুগামী বৈষ্ণবেরা যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দেশভাষাতে লিখিত হওয়াতে সর্ব্ব জাতির বোধ সুলভ ও সুপ্রাপ্য হইয়াছে, এবং সর্ব্ব জাতীয় লোকই তদ্দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ গুরুপদের অধিকারী হইতে পারেন।

রামানন্দের শিষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা সম্প্রদায় স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের বিষয় উত্তরোত্তর পত্রিকাতে বিবরণ করা যাইবেক। তদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক শিষ্য ও তৎ সম্প্রদায়ী কতিপয় প্রধান সাধকের নাম অতি প্রসিদ্ধ আছে। ভক্তমাল গ্রন্থে তাঁহারদিগের যেরূপ আখ্যান আছে, তাহারই যৎ কিঞ্চিৎ ভাষিত করা যাইতেছে। তাহাতে যদিও তাঁহারদিগের চরিত্রের স্বরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া না যাউক, উক্ত বৈষ্ণব রঞ্জন গ্রন্থের ভাব কিঞ্চিৎ জানা যাইবে। রাজপুত জাতীয় পিপাজী গাঙ্গরোণের রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে তাঁহার সেধর্ম্মে বিরক্তি হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিল। তিনি কাশীতে গমন করিয়া রামানন্দস্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ভক্তির সাধুত পরিতৃপ্ত পিপা রাজা এবং তাঁহার সীত নাম্নী বিষ্ণুপ্রেমানুরাগিণী কনিষ্ঠা পত্নী, উভয়ে এই মায়াময় অনিত্য সংসারে বিরক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা বৈরাগী এবং রাজমহিষী বৈরাগিণী হইয়া রামানন্দ স্বামীর সমভিব্যাহারে দ্বারকা গমন করিলেন। প্রত্যাগমন কালে পথমধ্যে পাঠান জাতীয় কতিপয় দুরন্ত ব্যক্তি বৈরাগিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, পরে রামচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দস্যুদিগকে হত করেন। ভক্তমালায় এই বৈরাগী রাজার চরিত্রের বাহুল্য বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে প্রায় সকলই অসংলগ্ন ও অসম্ভাবিত কথা। লিখিত আছে তিনি দ্বারকায় গিয়া সমুদ্র গর্ভমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দর্শনার্থ মগ্ন হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ সে স্থানে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। একদা তিনি অরণ্য মধ্যে এক প্রচণ্ড সিংহ দেখিয়া তাহার কণ্ঠেতে তুলসী মালা লম্বমান করিয়া রামমন্ত্র উপদেশ দিলেন, তৎক্ষণাৎ সে শান্ত হইল। অনন্তর তিনি সিংহকে আরও উপদেশ দিলেন যে গোহত্যা ও মনুষ্য হত্যা অতি গর্হিত কর্ম্ম। সিংহও তাহা শুনিয়া আপনার পূর্ব্বাচরিত পাপের নিমিত্ত যথেষ্ট অনুতাপ করিল, এবং এরূপ কুকর্ম্ম আর করিব না এই নিশ্চয় করিয়া প্রস্থান করিল।

ভক্তমালোক্ত যত উপাখ্যান, সকলই এইরূপ। রামানন্দ স্বামীর অন্য এক জন শিষ্য সুরসুরানন্দের চরিত্র বিষয়ে এই রূপ আখ্যান আছে যে এক জন ম্লেচ্ছ তাঁহাকে কতিপয় পিষ্টক দিয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখান্তর্গত হইবা মাত্র তুলসী পত্র হইল। ধন্না জাট জাতীয়। এক জন ব্রাহ্মণ পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে এক শিলা খণ্ড দিয়া কহিল তুমি যাহা কিছু আহার করিবা তাহার অগ্রভাগ ইঁহাকে দিবা। ধন্না সেই শিলাকে বিষ্ণুস্থানীয় ভাবিয়া ব্রাহ্মণের উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহার অচল শ্রদ্ধাতে সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহার গোচারণ করিতেন। অবশেষ তাঁহাকে রামানন্দের শিষ্য হইতে আদেশ করিলেন। ধন্না ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কাশীগমন পূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

রামানন্দের আর এক জন শিষ্যের নাম নরহরি বা হর্য্যানন্দ। এপ্রকার উপাখ্যান আছে যে তিনি আপনার শিষ্য বিশেষ দ্বারা সমীপবর্ত্তী কোন শক্তি মন্দির হইতে রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ ভগ্ন করিয়া আনাইয়াছিলেন। এ উপাখ্যান তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে একতর পক্ষপাতের নিদর্শন হইতে পারে।

রঘুনাথ রামান[illegible]

ছিলেন। অন্যত্র ইঁহার স্থানে আশানন্দ নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

ভক্তমালে রামানন্দ স্বামীর আর আর শিষ্যের যে যে উপাখ্যান আছে, প্রয়োজনানুসারে পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইবেক। সম্প্রতি তৎ গ্রন্থ হইতে তাহার রচনা কর্ত্তা নাভাজি, সুপ্রসিদ্ধ সুরদাস ও তুলসীদাস, এবং সুললিতগীতগোবিন্দগাথক জয়দেব এই চারি জনের বৃত্তান্ত প্রকটন করা প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। ডোমকুলে নাভাজির জন্ম হয়। ভক্তমালের পূর্ব্ব পূর্ব্ব টীকাকারেরা কহিয়াছেন যে হনূমান্ বংশে তাঁহার উদ্ভব হয়। এক জন আধুনিক টীকাকার বলেন যে বৈষ্ণবের জাতি কুল বক্তব্য নহে; মারোয়ার ভাষাতে ডোম শব্দের অর্থ হনূমান্ এপ্রযুক্ত প্রাচীন টীকাকারেরা তাঁহাকে হনূমান্ বংশোদ্ভব বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে না পারিয়া অরণ্যেতে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কীল এবং অগ্রদাস নামে দুই জন বৈষ্ণব অকস্মাৎ ঐ অনাথ শিশুকে দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, এবং কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাঁহার নেত্রে সেচন করিবামাত্র তিনি চক্ষুদান পাইলেন। তাঁহারা নাভাজিকে আপনারদিগের মঠেতে আনয়ন পূর্ব্বক বৈষ্ণবসেবাতে নিযুক্ত রাখিলেন, এবং অগ্রদাস তাঁহাকে মন্ত্রোপদেশ করিলেন। পরে নাভাজি বয়ঃস্থ হইলে স্বকীয় গুরুর অনুমত্যনুসারে ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করিলেন। অনেক স্থানে নাভাজিকে অক্বর বাদশাহ ও মানসিংহের সমকালবর্ত্তী করিয়া বলিয়াছেন, সুতরাং তদনুসারে তাঁহাকে সার্দ্ধ দুইশত বা পাদোন তিনশত বৎসর পূর্ব্বকার মনুষ্য বলিতে হয়। কিন্তু ভক্তমালের অন্য এক উপাখ্যান অনুসারে তিনি তদপেক্ষাও আধুনিক হইতেছেন, কারণ তাহাতে এরূপ উক্তি আছে যে শা জাহানের সমকালবর্ত্তী তুলসীদাস বৃন্দাবন ধামে নাভাজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতএব বোধ হয় অকবরের রাজ্য কালের শেষে ও শা জাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে* নাভাজির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

সুরদাসের তাদৃশ সবিশেষ উপাখ্যান নাই। তিনি অন্ধ, প্রসিদ্ধ কবি, ও পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং বিষ্ণু বিষয়েই সকল গান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এপ্রকার জনশ্রুতি আছে যে তিনি ১২৫০০০ পদ রচনা করেন। তাঁহাকে এক জন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিলেও হয়, কারণ যে সকল অন্ধ ভিক্ষুক বাদ্যযন্ত্র বিশেষ সঙ্গে লইয়া বিষ্ণু স্তুতি গান করিয়া ভিক্ষা পর্য্যটন করে, লোকে তাহারদিগকে সুরদাসি বলে। কাশীর এক ক্রোশ উত্তরে শিবপুর নামক গ্রামে তাঁহার সমাধি হইবার আখ্যান আছে। ভক্তমালে সুরদাস নামে এক ব্যক্তির উপাখ্যান আছে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত অন্ধ সুরদাস না হইবেন। তিনি ব্রাহ্মণ, অকবর বাদশাহের রাজত্ব কালীন সণ্ডীল পরগণার আমিন ছিলেন। তাঁহার চরিত্র পবিত্র না হউক, বিষ্ণুর প্রতি বিলক্ষণ মতি ছিল। তিনি রাজস্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক বৃন্দাবনের মদনমোহনকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া রাজকোষে প্রস্তর পূর্ণ সিন্দুক সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন‡। রাজমন্ত্রী তোড়রমল তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারস্থ করিলেন। পরন্তু সুরদাস অকবরের সন্নিধানে আবেদন করিলে দয়াবান্ বাদশাহ বোধ হয় সুরদাসকে ক্ষিপ্ত বিবেচনা করিয়া মোচন করিলেন। তদবধি তিনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়া বৈরাগ্যানুষ্ঠানে আয়ুঃক্ষেপণ করিলেন।

---

* ১৫২৭ শকে অকবরের মৃত্যু হয়, এবং ১৫৪৯ শকে শা জাহানের অভিষেক হয়।

‡ তৎসঙ্গে এই কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন
তেরহ লাখ সণ্ডীলে উপজে সক্কন মিলে গটকে।
সুরদাস মদনমোহন আধীরাত হি সটকে॥

ইহার এই প্রকার অর্থ হইতে পারে, যথা
সুরদাস মদন মোহনের অর্দ্ধ রাত্রির সেবা জন্য সণ্ডীলের উপস্বত্ব তেরো লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন, সকল সাধু মিলে তাহা বিভাগ করিয়া লইয়াছে।

ভক্তমালে তুলসীদাসের এইরূপ উপাখ্যান আছে যে তিনি স্বকীয় পত্নীর দ্বারা রামোপাসনায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। তিনি দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিয়া কাশী গমন পূর্ব্বক চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, এবং হনুমান্ তাঁহাকে কবিত্বশক্তি ও অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন। তখন শা জাহান দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন, তুলসীদাসের যশঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহার আনয়ন নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন, এবং তিনি উপস্থিত হইলে কহিলেন তুমি রামচন্দ্রকে আনয়ন কর। তুলসীদাস ইহাতে অস্বীকৃত হইলে বাদশাহ তাঁহাকে কারাগারস্থ করিলেন। তাহাতে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল। লক্ষ লক্ষ বানর একত্র সমাগত হইয়া কারাগার ও তৎসন্নিহিত গৃহসকল ভগ্ন করিতে লাগিল। তখন পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা ভয়প্রযুক্ত তুলসীদাসের মোচনার্থ রাজ সন্নিধানে আবেদন করিলেক। শা জাহান তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন তুমি যে অবমানিত হইয়াছ তাহার প্রতীকারার্থ কোন বর প্রার্থনা কর। তুলসীদাস এই প্রকার আশ্বাসিত হইয়া বাদশাহের দিল্লী পরিত্যাগের প্রার্থনা করিলেন। শা জাহান তদনুসারে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া শা জাহানাবাদ নামে এক নগর স্থাপনা করিলেন। তদনন্তর তুলসীদাস বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া নাভাজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সেখানে অবস্থিতি করিয়া রাধাকৃষ্ণের অপেক্ষা সীতারামের উপাসনার প্রাধান্য পক্ষে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাসের স্বকৃতগ্রন্থ ও পরম্পরাগত জনশ্রুতি দ্বারা তাঁহার যে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানের সঙ্গে কোন কোন স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। তদনুসারে চিত্রকূট পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। কিঞ্চিদ্বয়োধিক হইলে তিনি কাশীর রাজার দেওয়ান হইয়া কাশী নগরে স্থিতি করেন। অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি গুরুর সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন সমীপে গোবর্দ্ধনে গমন করেন, তথা হইতে কাশীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ১৬৩১ সম্বতে হিন্দী ভাষাতে রামায়ণ অনুবাদ করেন। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যতিরেকে তিনি সৎশঈ, রামগুণাবলী, গীতাবলী, ও বিনয়পত্রিকা রচনা করেন। তিনি কাশী ধামেই স্থায়ী হইয়া সেখানে এক রামসীতার মন্দির ও তৎসন্নিহিত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এ উভয়ই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অবশেষে জাহাঙ্গির বাদশাহের রাজত্বকালীন ১৬৮০ সম্বতে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।

সম্বৎ ষোলহ শয় অশী গঙ্গাকে তীর।
সাবণ শুক্লা সপ্তম তুলসী তজ্যো শরীর॥

কিন্তু তাঁহার শাজাহান বাদশাহ সম্বন্ধীয় যে উপাখ্যান আছে, এ বৃত্তান্তের সহিত তাহার সময়ের ঐক্য হয় না।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। তাঁহার কাব্য শক্তি ও পরম বিষ্ণু ভক্তি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। প্রথমে তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার বৈষ্ণবী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এক জন ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে আপন কন্যাকে জগন্নাথের সেবায় নিয়োজনার্থ সমর্পণ করিলে জগন্নাথ মুরারি আদেশ করিলেন আমি তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম, সে আমার দাসী হইল, জয়দেব নামে আমার যে এক দাস আছে তাহাকে এই কন্যা সমর্পণ কর। বৃক্ষতল মাত্র জয়দেবের আশ্রয়, অনিকেত তিনি, প্রথমতঃ স্ত্রী গ্রহণের ভার স্বীকার করিলেন না। তথাপি ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যাকে জয়দেবের সন্নিধানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব কন্যাকে [illegible] করিতে কহিলে কন্যা করুণ বাক্যে কহিল।

পিতা সমর্পিল [illegible] আজ্ঞা।
তুমি [illegible] স্বামী মোর [illegible]॥
[illegible]।

কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব ॥

ভক্তমাল।

ইহা শুনিয়া জয়দেব মনে মনে চিন্তা করিলেন, অতঃপর মায়াপাশে বদ্ধ হইতে হইল। জগন্নাথ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহার আজ্ঞা কদাপি অন্যথা হইবার নহে, ইহা নিশ্চয় করিয়া অগত্যা গার্হস্থ্য আশ্রম আশ্রয় করিলেন, এবং তাঁহার যে বিগ্রহ সেবা ছিল তাঁহার প্রত্যাদেশ ক্রমে তাঁহাকে নিজ নিকেতনে আনয়ন করিলেন। গার্হস্থ্য আশ্রম স্বীকারের পর জয়দেব সুপ্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ রচনা করেন। এপ্রকার আখ্যান আছে যে নীলাচলের রাজা ঐ নামে আর এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যখন উভয় গ্রন্থ জগন্নাথের সমক্ষে স্থাপিত হইল, তখন গোবিন্দদেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ভূপতির গ্রন্থ মন্দিরের বহির্ভূত করিলেন। জয়দেবের মাহাত্ম্য বিষয়ে আর আর যে সকল অদ্ভুত কথা আছে, তাহা বিবরণ করাতে কোন ফল সম্ভাবনা নাই। জয়দেবের নিত্য স্নানের ক্লেশ নিবারণ নিমিত্ত জাহ্নবীর উপযাচিকা হইয়া তাঁহার গ্রামে আসিবার যে আখ্যান আছে, তদ্দ্বারা কেন্দুবিল্ব গ্রাম গঙ্গাতীরস্থ বোধ হয়।

গঙ্গাতীরস্থ উদাসীনদিগের মধ্যে রামাওৎ বৈরাগিই অনেক। তন্মধ্যে স্থান বিশেষে ন্যূনাতিরেক আছে। বাঙ্গলা অপেক্ষা পশ্চিম প্রদেশে অধিক, এবং যদিও বাঙ্গলার পশ্চিম আলাহাবাদ পর্য্যন্ত তাঁহারা বহু সংখ্যাতে স্থিতি করেন, কিন্তু তথায় শৈব সংন্যাসিদিগের ধন ও প্রভুত্ব অতি বাহুল্য। আগ্রা প্রদেশস্থ উদাসীনদিগকে দশ ভাগ করিলে প্রায় সাত ভাগ রামাওৎ হয়। রামানন্দীদিগের গৃহস্থ শিষ্য মধ্যে রাজপুত ও যুদ্ধবৃত্তি ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত প্রায় সকলেই দরিদ্র ও ইতর জাতীয় লোক।

পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনা।

ঈশ্বরের যে কোন কার্য্যের প্রতি নেত্র পাত করা যায় তাহাতেই তাঁহার অনন্ত কৌশলের চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয়, এবং তাহার কোন না কোন প্রকারে জীবদিগের সুখ সাধক হইয়া তাঁহার অপার করুণা মহত্ত্বকে প্রতিপন্ন করে। যদিও কেবল হস্ত বা নেত্র রচনা বিষয় আলোচনা করিলেই চমৎকৃত হইতে হয় তথাপি মনুষ্যের ত্বগিন্দ্রিয়ের সৃষ্টিতে তাহার যে কৌশল প্রকাশ পাইতেছে তাহাও সামান্য নহে। এই ত্বগিন্দ্রিয় অন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের অগ্রজ হইয়াছে, কারণ শ্রোত্রাদি অপর চারি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি জীবদিগের ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্রমশ প্রকাশিত হইতে থাকে; কিন্তু স্পর্শ জ্ঞান তাহারদিগের আগর্ভ সহবর্ত্তী হইয়াছে, ফলত জীবদিগের চেতনস্বভাব স্পর্শ জ্ঞান হইতেই আরম্ভ হয়। মনুষ্য যৎকালীন অন্ধকারাবৃত মাতৃগর্ভ হইতে প্রচ্যুত হইয়া অবনীর ক্রোড়ে পতিত হয়েন, সেই সুখ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি এই কর্ম্ম ভূমি স্বরূপ অনিত্য সংসারে দুঃখময় দুঃসহ দাবানলের সুতীক্ষ্ণ শিখা দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে সংস্পৃষ্ট হয়েন, তখন তিনি সেই শারীরিক পরিবর্ত্তন ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব করেন। এই ত্বগিন্দ্রিয়ের রচনাতে যে আশ্চর্য্য বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে তাহার বর্ণনা করিতে হইলে জীবের শরীরস্থ চর্ম্মের বিবরণ বক্তব্য হইয়াছে। স্পর্শ বোধের উপায় সকলের মধ্যে চর্ম্ম এক প্রধান উপায়; এই চর্ম্ম ত্রিবিধ স্তর বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে তৃতীয় অর্থাৎ নিম্নস্থ স্তরের যে ত্বক্ তাহাই যথার্থ চর্ম্ম; এবং তাহা অন্য অন্য স্তরের চর্ম্ম অপেক্ষা কোমলতর, স্থূলতর, বিস্তরণীয় এবং স্থিতিস্থাপক গুণ বিশিষ্ট; বিশেষত স্পর্শ বোধের মূল যন্ত্র যে শিরা বিশেষ তাহাও এই প্রকৃত চর্ম্মের অন্তর্গত। দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্যম স্তরের চর্ম্ম সর্ব্বোপরিস্থ বহিশ্চর্ম্মের বর্ণ প্রকাশক বস্তুর আধার স্থান হইয়াছে। আর সর্ব্বোপরিস্থ প্রথম স্তরের যে চর্ম্ম তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত চর্ম্মের আচ্ছাদক ও রক্ষক হইয়াছে; এই বহিশ্চর্ম্ম স্বভাবত স্পর্শ বোধ রহিত ও কিঞ্চিৎ দৃঢ়তর এবং সূক্ষ্ম জালের ন্যায় হওয়াতে তাহাতে ঈশ্বরের যে সূক্ষ্ম দর্শিতা প্র-

তীত হইতেছে তাহা দেখ। তৃতীয় স্তরের প্রকৃত চর্ম্ম অত্যন্ত কোমল.বিশেষত তাহাতে যে অসংখ্য সূক্ষ্মতর শিরাদি ব্যাপ্ত আছে সে সকল শিরা বস্তুর স্পর্শ মাত্রেই ব্যথিত হয় এনিমিত্ত প্রকৃত ত্বক্ স্পর্শের যোগ্য নহে; কিন্তু ত্বকেতে বস্তুর সম্পর্ক ব্যতিরেকেও স্পর্শ বোধ অসম্ভব। অতএব পরম কৌশলজ্ঞ পরমেশ্বর তাহার এরূপ এক আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে তাহা আবরণ বস্ত্রের ন্যায় স্বয়ং অচেতন হইলেও স্বীয় সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত প্রকৃত চর্ম্মের স্পর্শ শক্তির প্রতিবন্ধক না হইয়া বাহ্য বস্তুর সাক্ষাৎ সংঘর্ষণাদি জন্য বা বিষাক্ত পদার্থের সংশ্লেষ নিমিত্ত ক্লেশ হইতে তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে; এবং আপনিও মন্দ বস্তুর সংস্পর্শে দূষিত হয় না। যদি এই আচ্ছাদন চর্ম্ম না থাকিত, তবে গাত্রে কোন বস্তু সংলগ্ন মাত্রেই মনেতে অসহ্য যাতনার উদ্রেক হইত এবং বিষাক্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে প্রকৃত চর্ম্ম দোষান্বিত হইয়া জীবদিগের শারীরিক সুস্থতা ভঙ্গের বরঞ্চ বিনাশেরও কারণ হইত, সুতরাং ত্বগিন্দ্রিয় জীবের সুখ জনক না হইয়া সর্ব্বদা বিষম যন্ত্রণারই হেতু হইয়া উঠিত।

পরন্তু ত্বগিন্দ্রিয় হইতে ক্লেশ মাত্রেরই অনুভব হয় না এমত নহে তথাপি কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে নিশ্চয় হইবে, যে ত্বগিন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় ক্লেশ আমারদিগের বিশেষ ক্ষতি কারক না হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা হইতে বরঞ্চ বিনাশের গ্রাস হইতে পূর্ব্বাহ্ণে আমারদিগকে সাবধান করে। বাস্তবিক দুঃখের লৌহ দণ্ডের প্রহার ব্যতীত কি অজ্ঞ জীবের শিক্ষা হয়? অগ্নির স্পর্শ জন্য জ্বালা বোধ না হইলে তাহা স্পর্শ করিতে কে বিরত হইত? অস্ত্র প্রহারে শরীর ছেদন জন্য মৃত্যু যাতনার আশঙ্কা না থাকিলে অস্ত্র ধারি দস্যুকে কে ভয় করিত? অতএব ক্লেশ বোধ যে জীবদিগের মঙ্গল জনক হইয়াছে ইহার সংশয় কি? বিশেষত ইহা জানা উচিত, যে শরীরের অন্তর্গত অংশ অস্থি মাংসপেশির ক্লেশাদি যদ্রূপ ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা বোধ হয় না, তদ্রূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের ক্লেশাদি অস্থি মাংস পেশি প্রভৃতিতে অনুভব হয় না; সুতরাং অগ্নিস্পর্শে যদি ত্বগিন্দ্রিয়েতে জ্বালাবোধ না হইত তবে দেহ মধ্যে অগ্নি প্রবেশ হইয়া অন্তঃস্থিত অবয়ব সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিলেও আমরা কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। এই সকল বিবেচনা করিলে ত্বগিন্দ্রিয়স্থ দুঃখ বোধ সামর্থ্য যে প্রাণিদিগের দেহ ধারণের প্রতি এক প্রধান কারণ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, এবং তজ্জন্য জীবদিগের প্রতি জগদীশ্বরের কি অসীম করুণা প্রকাশ পাইতেছে! অপরন্তু যাহার দ্বারা আমারদিগের উপকার না হয় পরমেশ্বর এমত দুঃখের লেশ মাত্রও প্রদান করেন নাই, অগ্নি প্রভৃতির স্পর্শ দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয়েতে যেরূপ ক্লেশ বোধ হয়, শরীরের অভ্যন্তরের অস্থি মাংসাদিতে তদ্রূপ ক্লেশ অনুভব করিবার শক্তি থাকিলে সে শক্তি দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। কোন বস্তু অগ্রে চর্ম্ম স্পর্শ না করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না. অতএব স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্লেশ অনুভব দ্বারাই আমরা সাবধান হইতে পারি। সাবধান হইবার জন্য অভ্যন্তরের ক্লেশের কোন প্রয়োজন নাই,তদ্দ্বারা কেবল নিরর্থক যন্ত্রণারই সম্ভাবনা থাকিত। অতএব এ বিবেচনায় ও ঐ সকল অঙ্গের চর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্লেশ বোধ শক্তি না থাকা যুক্তি-সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ অস্থি মাংস পেশি অঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ক্লেশের অধীন, তাহা আমরা জানিতে না পারিলেও অতি উচ্চ স্থান হইতে পতন জন্য কিম্বা কোন কঠিনতর পদার্থের আঘাত দ্বারা বেদনা প্রাপ্তির অসম্ভাবনায় আমরা তাহা হইতে কখন সাবধান হইতে চেষ্টা করিতাম না, ইহা হইলে দেহ রক্ষা কি সম্ভব হইত? কিন্তু যিনি আমারদিগের সৃষ্টি কর্ত্তা, তিনিই আমারদিগের রক্ষা কর্ত্তা, তিনি আমারদিগের রক্ষার জন্য যে বিবিধ উপায় সৃষ্টি করিবেন ইহা কোন বিচিত্র!

যেরূপ বহিস্থিত [illegible] সর্ব্ব শরী-

রের আচ্ছাদক ও রক্ষক হইয়াছে, সেইরূপ তাহা শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্রয়োজনানুসারে প্রস্তুত হইয়াছে। পদ ও করদ্বয়ের যে অংশের সর্ব্বদা ব্যবহার আবশ্যক, সেই অংশের বহিশ্চর্ম্ম প্রথমাবধিই সাধারণাপেক্ষা স্থূল দৃষ্ট হইতেছে. এবং তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত মত কঠিনতর হয়। অঙ্গুলীর নখ বস্তুত এই বহিশ্চর্ম্মেরই অংশ মাত্র। বহিশ্চর্ম্ম স্থূল ও কঠিন হওয়াতে তদ্দ্বারা যে স্পর্শজ্ঞানের বিশেষ ন্যূনতা হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা সর্ব্বদা বাহ্য বস্তুর সঙ্ঘর্ষণাদিজন্য যে সকল ক্লেশের সম্ভাবনা. তাহার নিবারণ হইয়া হস্ত পদ দুই কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যবহার যোগ্য হইয়াছে। যদি করতলস্থ বহিশ্চর্ম্ম তাদৃশ না হইত তবে অত্যন্ত কঠিন বা অসরল বস্তুর ধারণ কালীন অতি অসহ্য যন্ত্রণা জ্ঞান হইত, সুতরাং অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় কৃষিকর্ম্ম বা অন্য সামান্য কর্ম্মও নিষ্পন্ন করা দুঃসাধ্য হইত। এই প্রকার পদ তলের বহিশ্চর্ম্ম স্থূলতর না হইলে গমনাদিক্রিয়া ক্লেশকর হইত। কিন্তু এ স্থলেও জগৎ কারণ পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল তত প্রতীয়মান নহে যত তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ত্বক্ রচনাতে সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। যদিবা প্রত্যক্ষ আছে যে শরীরস্থ চর্ম্ম যে সকল ক্লেশের অধীন চক্ষুস্থ চর্ম্মেও সেই সমুদয় ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তথাপি এমন অনেক বস্তু আছে যে সামান্য স্পর্শের বিষয় হউক বা না হউক শরীরস্থ ত্বকে সংলগ্ন হইলে কোন পীড়া দায়ক হয় না, সেই সকল বস্তু যদি নেত্রেতে পতিত হয় তবে অত্যন্ত হানিকর, বরঞ্চ তাহার নাশেরও কারণ হয়, এ জন্যে পরম জ্ঞানবান্ জগদীশ্বর নেত্রস্থ ত্বক্কে এপ্রকার তরল এবং সূক্ষ্ম বোধক্ষম করিয়াছেন, যে অণুপ্রমাণ বস্তু তাহাতে সংলগ্ন হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ যাতনা জ্ঞান হয়। এইক্ষণে বিবেচনা কর যদি চক্ষুর এই রূপ ক্লেশ বোধ শক্তি না থাকিত সুতরাং সেই ক্লেশের কারণ নিরাকরণের উপায়ক্ষম না থাকিত, তবে ক্ষণকাল আমরা কি এই অমূল্য অতুল্য রত্নস্বরূপ নেত্রকে রক্ষা করিতে পারিতাম?।

শরীরস্থ উপরিভাগের চর্ম্ম সামান্যতঃ সূক্ষ্ম হইয়াও আবশ্যকমতে যেরূপ স্থান বিশেষে স্থূল ও কঠিন হইয়াছে, তদ্রূপ স্পর্শ বোধও সেই সেই স্থানে সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছে। হস্ত ও জিহ্বার সহিত বাহ্য বস্তুর সর্ব্বদা সম্বন্ধ হয়, সুতরাং সমুদায় শরীরের ত্বক্ অপেক্ষা সেই সকল স্থানের ত্বক্ স্থূলতর হওয়াতে সেই সকল অঙ্গেতে অধিক পরিমাণে স্পর্শ বোধ ক্ষমতা আবশ্যক হয়; অতএব সেই সকল অঙ্গে বিশেষত করতলে অধিক সংখ্যক স্পর্শশিরার সম্বন্ধ আছে; এপ্রযুক্ত সেসকল অঙ্গের উপরিস্থ ত্বক্ স্থূল ও কঠিনতর হইয়াও তজ্জন্য স্পর্শ জ্ঞান ন্যূন হয় নাই। বস্তুত স্পর্শশিরা সকলই আমারদিগের স্পর্শ জ্ঞানের যে মূল যন্ত্র তাহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। এই সকল স্পর্শশিরা এপ্রকার সূক্ষ্মতম যে তাহা সামান্য দৃষ্টির অগোচর; এবং তাহার সংখ্যা করা যায় না; ফলতঃ প্রকৃত ত্বকে কেশ পরিমাণেও স্থান প্রাপ্ত হয় না যেখানে স্পর্শশিরাদির সম্বন্ধ নাই, বা সূচ্যগ্রভাগ প্রবিষ্ট হইলে কোন এক শিরা বিদ্ধ না হয়। এই সকল স্পর্শশিরা প্রকৃত চর্ম্মের ছিদ্র সমূহ হইতে নির্গত হইয়া উপরিস্থ বহিশ্চর্ম্মের অন্তঃপৃষ্ঠদেশে অসংখ্য রক্তবহা নাড়ী সন্নিবিষ্ট, তাহারে শাখাবৎ ব্যাপ্ত আছে এবং ঐ সকল নাড়ীস্থিত রক্ত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শিরা সকল স্ব স্ব কর্ম্মে ক্ষমতাবান্ রহিয়াছে। যখন স্পর্শ শিরাতে রক্তের সংস্রব না থাকে, তখন ত্বকেতে অগ্নি সংলগ্ন হইলেও বোধ হয় না; অতএব স্পর্শ শিরার সহিত রক্তের সম্বন্ধ জন্যই যে ত্বগিন্দ্রিয়ের সার্থকতা হইয়াছে ইহা নিশ্চয় হইতেছে।

ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যেরূপ চক্ষেতে সূর্য্যের কিরণ প্রতিভাত হইলে তদন্তর্গত দৃষ্টি শিরার বিশেষ ভাবান্তর জন্য মনেতে স্বভাবতঃ রূপ জ্ঞান হয়, এইরূপ ত্বকেতে বস্তুর সংলগ্ন মাত্রে তদন্তর্গত স্পর্শ শিরার ভাবান্তর প্রযুক্ত মনেতে স্পর্শ বোধ

হয়। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা সামান্যতঃ শীত উষ্ণ এই দুই প্রকার মাত্র স্পর্শ বোধ হয়। পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছে যে শরীরস্থ তাপাংশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে বাহ্য বস্তুর তাপাংশ অল্প বা বিস্তর বোধ হয়। স্পৃষ্ট দ্রব্যের তাপাংশ অপেক্ষা স্পর্শক হস্তের তাপাংশ যদি অধিক হয় তবে সেই দ্রব্যকে শীতল জ্ঞান হয়: এবং হস্তের তাপাংশের সহিত স্পৃষ্ট বস্তুগত তাপাংশের সমতা হইলে শীত উত্তাপের মধ্যাবস্থায় তাহা আমাদিগের স্পর্শের বিষয় হয়; আর হস্তের তাপাংশ যদি কোন বস্তুর তাপাংশ হইতে ন্যূন হয় তবে সেই বস্তু অধিকতর উত্তপ্ত বোধ হয়। পরন্তু বাহ্য বস্তু সম্বন্ধীয় শীত উষ্ণত্ব বোধের কারণ যে শরীরস্থ তাপাংশের পরিবর্ত্তন তাহা কেবল চর্ম্মেতেই হয়, অন্তঃশরীরস্থ তাপাংশ তাদৃশ পরিবর্ত্তনশীল নহে; আন্তরিক উষ্ণতা একই প্রকার। যদি দেহের অন্তস্তাপাংশ পরিবর্ত্তনশীল হইত, তবে তাহা নিরর্থক হইত; কারণ চতুর্দ্দিকস্থ বাহ্য তাপাংশের সহিত ত্বকেরই নৈকট্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে; এবঞ্চ অন্তস্থ শরীরাংশ সকল স্পর্শ শক্তি রহিত, ইহাতে যদি চর্ম্মস্থ তাপাংশ তাদৃশ পরিবর্ত্তন স্বভাব বিশিষ্ট না হইত, তবে বাহ্য শীত উষ্ণতা জ্ঞানে অসমর্থ হইলে অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত উষ্ণতা দ্বারা আমারদিগের প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা থাকিত; অতএব বিচারত দেহের উপর্য্যংশের উত্তাপ পরিবর্ত্তনশীল হওয়াই সম্যক্ আবশ্যক হইয়াছে। পরন্তু ইহাতেও ঈশ্বরের জগৎ প্রকাশক পূর্ণজ্ঞানজ্যোতির শেষ হয় নাই। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে বিচিত্র অথবা পরস্পর বিপরীত গুণাক্রান্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ ব্যতীত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তেজো হ্রাস হয়। চক্ষু দ্বারা যদি একই বর্ণের ক্রমিক দর্শন হয়, তবে তাহার তেজের হানি হয়; প্রত্যক্ষ দেখ যখন এক বস্তুর প্রতি কতক কাল এক দৃষ্টিতে ঈক্ষণ করা যায়, তখন সেই বস্তু দৃষ্টিপথ হইতে ক্রমশঃ বিলয় হইতে থাকে; এই প্রকার কেবল শীতল বা উষ্ণ বস্তুর সর্ব্বদা স্পর্শ দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয় অবসন্ন হয়। অতএব বিচিত্র বস্তুর জ্ঞান দ্বারা যে ইন্দ্রিয় সকল সতেজ রহিয়াছে ইহা অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবেক।

এই প্রকার যখন সমুদয় বিশ্বের প্রত্যেক অংশের রচনাতে বিশ্বকারণের অভ্রান্ত কৌশল, আশ্চর্য্য শক্তি এবং অশেষ করুণা সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান হইতেছে, তখন স্বভাব বা প্রধান অথবা অসৎকে এই জগতের কারণ রূপে স্বীকার করা অপেক্ষা অধিক অজ্ঞানান্ধতা আর কি হইতে পারে?।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

দ্বিবিধোজায়তে ব্যাধিঃ শারীরোমানসস্তথা।
পরস্পরং তয়োর্জ্জন্ম নির্দ্বন্দ্বং নোপলভ্যতে॥
শারীরাজ্জায়তে ব্যাধির্ম্মানসোনাত্র সংশয়ঃ।
মানসাজ্জায়তে চাপি শারীরইতিনিশ্চয়ঃ॥
শারীরং মানসং দুঃখং যোতীতমনুশোচতি।
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ চ বিন্দতি॥
শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ ত্রযঃ শারীরজাগুণাঃ।
তেষাং গুণানাং সাম্যং যৎ তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণং॥
তেষামন্যতমোদ্রেকে বিধানমুপদিশ্যতে।
উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণংপ্রবাধ্যতে॥
সত্বং রজস্তমইতি মানসাঃ স্যুস্ত্রয়োগুণাঃ।
তেষাং গুণানাং সাম্যংযত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণং॥
তেষামন্যতমোদ্রেকে বিধানমুপদিশ্যতে।
হর্ষেণ বাধ্যতে শোকোহর্ষঃ শোকেন বাধ্যতে॥
কশ্চিৎসুখে বর্ত্তমানোদুঃখস্যস্মর্ত্তুমিচ্ছতি।
কশ্চিৎ দুঃখে বর্ত্তমানঃ সুখস্য স্মর্ত্তুমিচ্ছতি॥
অর্থাজ্জর্ম্মশ্চ কামশ্চ স্বর্গশ্চৈব নরাধিপ।
প্রাণযাত্রাপি লোকস্য বিনার্থং নপ্রসিধ্যতি॥
অর্থেনেহ বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাগ্রীষ্মে কুসরিতোযথা॥
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ সপুমান্লোকে যস্যার্থাঃ সচ পণ্ডিতঃ॥
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যোবিবিৎসতা।
অর্থৈরর্থানিবধ্যন্তে গজৈরিব মহাগজাঃ॥
ধর্ম্মঃ কামশ্চ হর্ষশ্চ ধৃতিঃ ক্রোধঃ শ্রুতং মদঃ।
অর্থাদেতানি সর্ব্বাণি প্রবর্ত্তন্তে নরাধিপ॥
ধনাৎ কুলং প্রভবতি ধনাদ্ধর্ম্মঃ প্রবর্দ্ধতে।
অসাধুঃ সাধুতামেতি সাধুর্ব্বজি দারুণঃ॥

অরিশ্চ মিত্রং ভবতি মিত্রঞ্চাপি প্রদুষ্যতি।
অনিত্যচিত্তঃপুরুষঃ তস্মিন্ কোজাতু বিশ্বসেৎ॥
তস্মাৎপ্রধানং যৎ কার্য্যংপ্রত্যক্ষস্তৎসমাচরেৎ।
যস্য বৃদ্ধ্যা ন তৃপ্যেত ক্ষযে দীনতরোভবেৎ॥
এতদুত্তমমিত্রস্য নিমিত্তমিতি চক্ষতে।
যস্মন্যেত মমাভাবাদস্যাভাবোভবেদিতি॥
তস্মিন্ কুর্বীত বিশ্বাসং যথা পিতরি বৈ তথা।
ক্ষতাস্তীতং বিজানীযাদুত্তমং মিত্রলক্ষণং॥
যে তস্য ক্ষতমিচ্ছন্তি তে তস্য রিপবঃস্মৃতাঃ।
ব্যসনান্নিত্যভীতোযঃ সমৃদ্ধ্যাযোন দুষ্যতি॥
যৎস্যাদেবম্বিধং মিত্রং তদাত্মসমমুচ্যতে।
সুখাৎ বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাস্তি সংশয়ঃ॥
স্নিগ্ধস্য চেন্দ্রিয়ার্থেষু মোহান্মরণমপ্রিযং।
পরিত্যজতি যোদুঃখং সুখং বাপ্যুভযং নরঃ॥
অভ্যেতিব্রহ্ম সোত্যন্তং নতে শোচন্তিপণ্ডিতাঃ।
জ্ঞানপূর্ব্বা ভবেল্লিপ্সা লিপ্সাপূর্ব্বাভিসন্ধিতা॥
অভিসন্ধিপূর্ব্বকং কর্ম্ম কর্ম্মমূলং ততঃ ফলং।
ফলং কর্ম্মাত্মকং বিদ্যাৎ কর্ম্ম জ্ঞেযাত্মকং তথা॥
জ্ঞেয়ং জ্ঞানাত্মকম্বিদ্যাজ্ জ্ঞানংজ্ঞেযপ্রতিষ্ঠিতং
মহদ্ধিপরমং ভূতং যৎপ্রপশ্যন্তি যোগিনঃ॥
অবুধাস্তন্ন পশ্যন্তি হ্যাত্মস্থং গুণবুদ্ধযঃ।
নাদির্ন মধ্যং নৈবান্তস্তস্য দেবস্য বিদ্যতে॥
অনাদিত্বাদমধ্যত্বাদনন্তত্বাচ্চ সোব্যযঃ।
অত্যেতি সর্ব্বদুঃখানি দুঃখং হ্যন্তবদুচ্যতে॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং প্রোক্তং তদ্ধাম পরমং পদং।
তদ্গত্বা কালবিষযাদ্বিমুক্তামোক্ষমাশ্রিতাঃ॥
গুণেষ্বেতে প্রকাশন্তে নির্গুণত্বাত্ততঃ পরং।
নিবৃত্তিলক্ষণোধর্ম্মস্তথানন্ত্যায কল্পতে॥
ঋচোযজূংষি সামানি শরীরাণি ব্যপাশ্রিতাঃ।
জিহ্বাগ্রেষু প্রবর্ত্তন্তে যত্নসাধ্যাবিনাশিনঃ॥
ন চৈবমিষ্যতে ব্রহ্ম শরীরাশ্রযসম্ভবং।
ন যত্নসাধ্যং তদ্ব্রহ্ম নাদিমধ্যং ন চান্তবৎ॥

শান্তিপর্ব্বণি।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত র, মবস সাহেব কাশীনগরস্থ জনগণের হিতার্থে এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করণার্থ আমারদিগের নিকট যে অনুষ্ঠান পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইতেছে। কাশী অতিশয় জনাকুল স্থান, তথায় সর্ব্বদাই ভূরি ভূরি তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়, এবং মধ্যে মধ্যে রোগবিশেষের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তথায় এপ্রকার চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে বহু লোকের পরম উপকার হইবে — অসংখ্য ব্যক্তি রোগের ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইবে ও মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইবে। অতএব এমত মহৎ বিষয়ে পরোপকারী ব্যক্তিরা স্বসাধ্যমত আনুকূল্য করিতে কদাপি বিরত হইবেন না।

কাশীতে চিকিৎসালয় সংস্থাপন বিষয়ক অনুষ্ঠানপত্র।

মহানগর কাশীধামে বর্ত্তমানে যে প্রকার লোক সকলের মৃত্যু হইতেছে তাহাতে ইউরোপীয় চিকিৎসা যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকের পীড়া শান্তিপক্ষে বিশেষ উপকার হইতে পারে এমত চিকিৎসা অত্যাবশ্যক বিধায়ে আমার মানস যে সিবিল সাহেবদিগের সহায়তায় বাঞ্ছিত বিষয় সফল করণার্থ সাধ্যমতে যত্নশীল হই, এবং এতাদৃশ বৃহৎ কর্ম্মের নিমিত্ত যদ্যপি উপযুক্ত সম্পত্তি লাভ করা যায় তবে এই নিবেদন করিতেছি যে এক চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করা আবশ্যক, যাহা স্বেচ্ছানুযায়ী দানের দ্বারা প্রস্তুত হইবেক এবং তাহার নাম বানারস্ সিটি হস্পিটল্ হইবেক।

২ এইমত চিকিৎসালয় অভাবে স্পষ্ট রূপে অমঙ্গল প্রকাশ পাইতেছে যেহেতু এই মহানগরে ৩০০০০০ লোক বসতি করিতেছে, তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে যাত্রী লোক আসিয়া থাকে তন্মধ্যে অনেকে বহুকাল পর্য্যন্ত উক্ত স্থানে বাস করে এই সমস্ত ব্যক্তির পীড়া শান্তির নিমিত্ত কেবল গবর্ণমেণ্টের এক মাত্র ক্ষুদ্র চিকিৎসালয় আছে, তাহাতে ষোড়শ জন রোগীর অধিক নিয়ত স্থিতি করিতে পারে এমত স্থান নাই, যদ্যপিও ইহাতে সিবিল চিকিৎসক সাহেবেরা উত্তম রূপে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তথাপি সমস্ত ব্যক্তির দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হয়েন না।

৩ উভয় ইউরোপীয় ও এতদ্দেশবাসী

সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের মতের অধীনে ঐ চিকিৎসালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে আমি আপনাকে প্রার্থী জানাইতেছি।

৪ এবং ইহাও প্রস্তাব করা যাইতেছে যে উক্ত চিকিৎসালয়ের কর্ম্ম আরম্ভ হইলে পরেই তাহার শাখা স্বরূপ আরও এক সূতিকা চিকিৎসালয় হইবেক, অর্থাৎ সেখানে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংস্থানানুসারে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রী কর্ম্মে উপযুক্ত রূপে ইংরাজি ও দেশীয় ভাষাতে উপদেশ করা যাইবেক, আমার এ দেশে অধিক কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করাতে এদেশীয় লোকের ভাষা জ্ঞাত হওয়ায় আমি উক্ত কর্ম্ম সফল করিতে সক্ষম হইব।

৫ প্রসববেদনাযুক্ত স্ত্রীলোকদিগকে মুক্ত করিতে যোগ্য এমত স্ত্রীলোক সাধারণমতে অপ্রাপ্য এবং এতাদৃশ উৎকৃষ্ট কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ করিলে যে বিশেষ ফল দায়ক হইবেক তাহা আমি স্বয়ং ফ্রেঞ্চ রাজ্যের রীতি দেখিয়া বলিতেছি, সে স্থানের স্ত্রীলোকেরা সাধারণ ব্যয়ে প্যারিস্ নামক মহানগরে শিক্ষার্থে প্রেরিত হয়, পরে রাজ্যের সকল স্থানে তাহারা ব্যাপিত হয় এবং নৈপুণ্যতার প্রশংসা পত্র না পাইলে এতৎকর্ম্মে বিচারানুসারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

৬ যখন এই প্রস্তাব নবাব আমীন উদ্দৌলা বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল তিনি নগরের দক্ষিণাংশে গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসালয়ের কিঞ্চিৎ দূরে উপযুক্ত স্থান দান করিতে স্বীকৃত ছিলেন এবং তথায় যে চিকিৎসা ঘর আছে তাহাতে কাণ্টয়ান লোক বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগেরও উক্ত স্থান নিকট হইতে পারে।

৭ যখন এতৎ মহৎ কর্ম্মের সৎ অভিপ্রায় এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক সকল স্পষ্ট রূপে বোধ করিবেন তখন ভরসা করি সকলেই ইহার পশ্চাৎগামী হইবেন।

শ্রীরেলফ মবশ।

মেম্বর রয়েলকলেজ অফ সরজন, লণ্ডন

বানারস ১ জন ১৮৪৭ শাল ফ্রেণ্ড আব

ইণ্ডিয়া ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭ শাল

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি রিম ছয় টাকা। যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৭ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা। ২ কার্ত্তিক সম্বৎ ১৯০৪। শকাব্দাঃ ১৭৬৯।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা
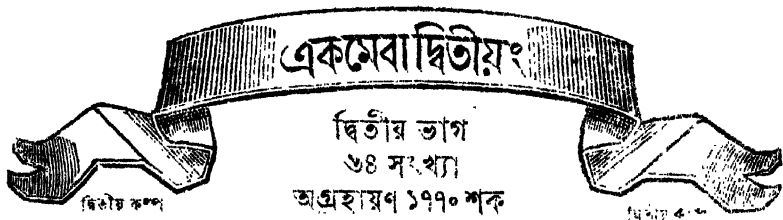
প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে

পঞ্চমং সূক্তং

শুনঃশেপঋষিঃ অনুষ্টুপ্ছন্দঃ

ইন্দ্রোদেবতা

৩১৩

১ যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্নউর্দ্ধো ভবতি সোতবে। উলূখলসুতানামবেদিন্দ্র জল্গুলঃ।

১ হে 'ইন্দ্র' 'পৃথুবুধ্নঃ' স্থূলমূলঃ 'ঊর্দ্ধঃ' উন্নতঃ 'গ্রাবা' পাষাণঃ 'যত্র' যস্মিন্ কর্ম্মণি 'সোতবে' অভিষবার্থং 'ভবতি' তস্মিন্ কর্ম্মণি 'উলূখলসুতানাং' উলূখলেনাভিষুতানাং সোমানাং রসং 'অব' অবগত্য 'ইৎ' এব 'জল্গুলঃ' পিব।

১ হে ইন্দ্র! মূলভাগে অতিস্থূল ও উন্নত প্রস্তর খণ্ড সোমাভিষবের নিমিত্তে যে কর্ম্মেতে নিয়োজিত হয় সেই কর্ম্মে উদূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস অবগত হইয়া পান কর।

৩১৪

২ যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা। উলূখলসুতানামবেদিন্দ্র জল্গুলঃ।

২ হে 'ইন্দ্র' 'যত্র' কর্ম্মণি [illegible] বিষবণে অধিষবণ [illegible] জঘনে [illegible] বিস্তীর্ণে [illegible] কৃতে [illegible] তস্মিন্ কর্ম্মণি 'উলূখলসুতানাং' 'অব' 'ইৎ' 'জল্গুলঃ'।

২ হে ইন্দ্র! যে কর্ম্মে সোমাভিষব করিবার জন্য জঙ্ঘাদ্বয় বিস্তীর্ণ হইয়াছে সেই কর্ম্মে উদূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস অবগত হইয়া পান কর।

৩১৫

৩ যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যবঞ্চ শিক্ষতে। উলূখলসুতানামবেদিন্দ্র জল্গুলঃ।

৩ হে 'ইন্দ্র' 'যত্র' কর্ম্মণি যজমানস্য 'নারী' পত্নী 'অপচ্যবং' গৃহান্নির্গমনং 'উপচ্যবং' গৃহপ্রবেশং 'চ' 'শিক্ষতে' অভ্যাসং করোতি তস্মিন্ কর্ম্মণি 'উলূখলসুতানাং' 'অব' 'ইৎ' 'জল্গুলঃ'।

৩ হে ইন্দ্র! যে কর্ম্মে যজমানের পত্নী গৃহ হইতে নির্গমন ও গৃহে প্রবেশ শিক্ষা করিতেছে সেই কর্ম্মে উদূখল দ্বারা

সোমোদেবতা

৩২১

৯ উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর সোমং পবিত্র আসৃজ। নি ধেহি গোরধি ত্বচি ॥১॥২॥২৬॥

৯ হে ঋত্বিগ্বিশেষ 'চম্বোঃ' সোমাভিষবফলকপাত্রয়োঃ 'শিষ্টং' অবশিষ্টং 'সোমং' 'উৎ ভর' উদ্ধৃত্য শকটস্যোপরি ধর. তথা 'পবিত্রে' দশাপবিত্রপাত্রে 'আসৃজ' প্রক্ষিপ তথা তদবশিষ্টং সোমং 'গোঃ' অনডুহঃ 'ত্বচি' চর্ম্মণি 'অধি নিধেহি' অধিনিধেহি স্থাপয়। ১।২।২৬।

৯ হে ঋত্বিগ্বিশেষ! সোমাভিষব পাত্র দ্বয়ের অবশিষ্ট সোম শকটেতে আহরণ কর এবং দশাপবিত্র নামক পাত্রেতেও প্রক্ষেপ কর, তদবশিষ্ট সোম গো চর্ম্মের উপরে স্থাপন কর ॥১॥২॥২৬॥

ষষ্ঠং সূক্তং

শুনঃশেপ ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দ,
ইন্দ্রো দেবতা

৩২২

১ যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি। আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ।

১ হে 'সোমপাঃ' 'সত্য' সত্যবাদিন্ ইন্দ্র 'যচ্চিদ্ধি' যদ্যপি বয়ং 'অনাশস্তাঃ' অপ্রশস্তাঃ 'ইব' 'স্মসি' স্মঃ ভবামঃ তথাপি হে 'তুবীমঘ' বহুধনযুক্ত 'ইন্দ্র' অং 'শুভ্রিষু' শোভনেষু 'সহস্রেষু' সহস্রসংখ্যাকেষু 'গোষু অশ্বেষু' 'নঃ' অস্মান্ 'তূ' তু ক্ষিপ্রং 'আ শংসয়' আশংসয় প্রশস্তান্ কুরু।

১ হে সোমপাতা সত্যবাদী ইন্দ্র! যদ্যপি আমরা অপ্রশস্তের ন্যায় হইয়া থাকি তথাপি হে বহুধনযুক্ত ইন্দ্র! তুমি শোভন সহস্র সংখ্যক গো অশ্বেতে আমারদিগকে ত্বরায় প্রশস্ত কর।

৩২৩

২ শিপ্রিন্বাজানাং পতে শচীবস্তব দংসনা। আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ।

২ হে 'শচীবঃ' শক্তিমন্ 'শিপ্রিন' শোভনহনুযুক্ত 'বাজানাং পতে' অন্নানাং পালক ইন্দ্র তব 'দংসনা' অনুগ্রহরূপং কর্ম্ম সর্ব্বদা বর্ত্ততে তথাপি হে 'তুবীমঘ' অস্মান্ 'শুভ্রিষু' 'সহস্রেষু' 'গোষু অশ্বেষু' 'নঃ' 'তু' 'আ শংসয়'।

২ হে শক্তিমান্ শোভন হনুযুক্ত অন্নের পালক ইন্দ্র! তোমার অনুগ্রহ রূপ কর্ম্ম সর্ব্বদাই আছে তথাপি হে ইন্দ্র! তুমি শোভন সহস্র সংখ্যক গো অশ্বেতে আমারদিগকে ত্বরায় প্রশস্ত কর।

৩২৪

৩ নি ষ্বাপয়া মিথূদৃশা সস্তামবুধ্যমানে। আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ।

৩ হে ইন্দ্র 'মিথূদৃশা' মিথুনেন দৃশ্যমানে যমদূত্যৌ 'নিষ্বাপয়া' নিদ্রাপয় স্বপ্নে কুরু। অথবা তে স্বয়ং 'অবুধ্যমানে' সুপ্তে 'সস্তাং' ভবতাং। হে 'তুবীমঘ' অং 'শুভ্রিষু' 'গোষু অশ্বেষু' 'সহস্রেষু' 'নঃ' 'তু' 'আ-শংসয়'।

৩ হে ইন্দ্র! দৃশ্যমান যমদূতীদ্বয়কে স্বপ্ন যুক্ত করাও অথবা তাহারা স্বয়ং সুপ্ত হউক। হে ইন্দ্র! তুমি শোভন সহস্র সংখ্যক গো অশ্বেতে আমারদিগকে ত্বরায় প্রশস্ত কর।

৩২৫

৪ সসন্তু ত্যা অরাতয়ো বোধন্তু শূর রাতয়ঃ। আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ।

৪ হে 'শূর' শৌর্য্যযুক্ত 'ইন্দ্র' 'তাঃ' তে 'অরাতয়ঃ' শত্রবঃ 'সমস্তু' নিদ্রাং কুর্বন্তু 'বোধতঃ' বান্ধবাঃ 'বোধন্তু', হে 'তুবীমঘ' তং 'শুভ্রিষু' 'গোষু অশ্বেষু' 'সহস্রেষু' 'নঃ' 'তু' 'আ শংসয়'।

৪ হে শৌর্য্যযুক্ত ইন্দ্র! আমারদিগের সেই শত্রু সকল নিদ্রিত হউক এবং বন্ধু সকল বোধযুক্ত হউন। হে ইন্দ্র! তুমি শোভন সহস্রসংখ্যক গো অশ্বেতে আমারদিগকে ত্বরায় প্রশংসা কর।

৩২৬

৫ সমিন্দ্র গর্দ্দভং মৃণ নুবন্তং পাপয়ামুয়া। আ তূ নইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ।

৫ হে 'ইন্দ্র' 'অমুয়া' [illegible] [illegible] নুবন্তং [illegible] [illegible] [illegible] সমৃণ [illegible] তুবীমঘ [illegible] শুভ্রিষু 'গোষু অশ্বেষু' [illegible] 'নঃ' 'তু' 'আ শংসয়'।

৫ হে ইন্দ্র! পাপ বাক্য দ্বারা আমারদিগের অযশ প্রকাশ কারী গর্দ্দভ সদৃশ বৈরিকে সম্যক্‌ রূপে নষ্ট কর। হে ইন্দ্র! তুমি শোভন সহস্র সংখ্যক গো অশ্বেতে আমারদিগকে ত্বরায় প্রশস্ত কর।

৩২৭

৬ পতাতি কুণ্ডৃণাচ্যা দূরং বাতো বনাদধি। আ তূ নইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ।

৬ হে 'ইন্দ্র' 'বাতঃ' অস্মৎপ্রতিকূলো বায়ুঃ 'কুণ্ডৃণাচ্যা' কুটিলগত্যা [illegible] 'বনাৎ' 'অরণ্যাৎ' 'অধি' [illegible] 'দূরং' দেশং 'পতাতি' পতত্তু। হে 'তুবীমঘ' তং 'শুভ্রিষু' 'গোষু অশ্বেষু' 'সহস্রেষু' 'নঃ' 'তু' 'আ শংসয়'।

৬ হে ইন্দ্র! আমারদিগের প্রতিকূলবায়ু কুটিলগতি দ্বারা গমন করত বন হইতেও অধিক দূর দেশে প্রস্থান করুক। হে ইন্দ্র! তুমি শোভন সহস্র সংখ্যক গো অশ্বেতে আমারদিগকে ত্বরায় প্রশস্ত কর।

৩২৮

৭ সর্ব্বং পরিক্রোশং জহি জম্ভয়া কৃকদাশ্বং। আ তূ নইন্দ্র শংসয় গোষশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ।১।২।২৭।

৭ হে 'ইন্দ্র' অস্মান প্রতি 'পরিক্রোশং' সর্ব্বতঃ আক্রোশকর্ত্তারং 'সর্ব্বং' পুরুষং 'জহি' মারয় তথা 'কৃকদাশ্বং' অস্মান্‌ প্রতি হিংসাকর্ত্তারং সর্ব্বং পুরুষং 'জম্ভয়' জম্ভয় নাশয় হে 'তুবীমঘ' তং 'শুভ্রিষু' 'গোষু অশ্বেষু' 'সহস্রেষু' 'নঃ' 'তু' 'আ শংসয়' ।১।২।২৭।

৭ হে ইন্দ্র! আমারদিগের প্রতি সর্ব্বতঃ আক্রোশকারী সকল পুরুষকে নষ্ট কর। এবং আমারদিগের হিংসাকারী সকল পুরুষকে নষ্ট কর। হে ইন্দ্র! তুমি শোভন সহস্র সংখ্যক গো অশ্বেতে আমারদিগকে ত্বরায় প্রশস্ত কর ।১।২।২৭।

সপ্তমং সূক্তং

শুনঃশেপঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ

ইন্দ্রোদেবতা

৩২৯

১ আ বইন্দ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুং। মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ।

১ হে যজমানাঃ 'বাজয়ন্তঃ' অন্নমিচ্ছন্তঃ বয়ং 'বঃ' যুষ্মাকং 'শতক্রতুং' শত সংখ্যাককর্ম্মোপেতং 'মংহিষ্ঠং' প্রবৃদ্ধং 'ইন্দ্রং' 'ইন্দুভিঃ' সোমৈঃ 'আ সিঞ্চে' আসিঞ্চে সর্ব্বতঃ সিঞ্চামহে তর্পয়ামহে 'যথা' পুরুষাঃ 'ক্রিবিং' কূপং জলেন পূরয়ন্তি তদ্বৎ।

১ হে যজমান সকল! আমরা তোমারদিগের অন্ন ইচ্ছা করত শতক্রতু ও প্রবৃদ্ধ ইন্দ্রকে সোম সকল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত করিতেছি যেমন পুরুষ সকল জল দ্বারা কূপকে পরিপূর্ণ করে।

নিমিত্তে আমারদিগের মিত্র সেই ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করিতেছি।

৩৩৬

৮ আ ঘা গমদ্‌যদি শ্রবৎ সহস্রিণীভিরূতিভিঃ। বাজেভিরুপ নো হবং।

৮ 'যদি' 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মদীয়ং 'হবং' আহ্বানং 'শ্রবৎ' শৃণুয়াৎ তদা সংখ্যেন 'সহস্রিণীভিঃ' বহুভিঃ 'ঊতিভিঃ' রক্ষাভিঃ 'বাজেভিঃ' অন্নৈশ্চ 'সহ' অস্মাকং 'উপ' সমীপে 'ঘা' ঘ অবশ্যং 'আ গমৎ' আগমনং আগচ্ছেৎ।

৮ যদি ইন্দ্র আমারদিগের এই আহ্বান শ্রবণ করেন তবে সহস্র রক্ষা ও অন্নের সহিত আমারদিগের নিকটে তিনি অবশ্য আগমন করুন।

৩৩৭

৯ অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরং। যং তে পূর্বং পিতা হুবে।

৯ 'পিতা' অস্মজ্জনকঃ 'যং' ইন্দ্রং 'পূর্বং' পুরা 'হুবে' আহূতবান্, 'প্রত্নস্য' পুরাতনস্য 'ওকসঃ' স্থানস্য স্বর্গস্য সকাশাৎ 'তুবিপ্রতিং' যজমানান্ প্রতি গন্তারং 'নরং' পুরুষং 'তে' তং ইন্দ্রং 'অনু হুবে' অনুহুবে অনুক্রমেণ আহ্বয়ামি।

৯ আমার পিতা যে ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, পুরাতন স্থান স্বর্গ হইতে যজমানের প্রতি আগন্তা পুরুষ যে সেই ইন্দ্র তাঁহাকে আমরা আহ্বান করিতেছি।

৩৩৮

১০ তং ত্বা বয়ং বিশ্ববারা শাস্মহে পুরুহূত। সখে বসো জরিতৃভ্যঃ।১।২।২৯।

১০ হে 'বিশ্ববার' সর্বৈর্বরণীয় 'পুরুহূত' বহুভিঃ যজমানৈরাহূত 'সখে' 'বসো' নিবাসহেতো ইন্দ্র 'তং' পূর্বোক্তগুণযুক্তং 'ত্বা' ত্বাং 'জরিতৃভ্যঃ' জরিতৄণাং স্তোতৄণাং অনুগ্রহার্থং 'বয়ং' 'আশাস্মহে' প্রার্থয়ামঃ।১।২।২৯।

১০ হে সর্ব্ব প্রার্থনীয়, সকল জনের আহুত, নিবাসহেতু, সখা ইন্দ্র! স্তবকারীদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্তে আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।১।২।২৯।

৩৩৯

১১ অস্মাকং শিপ্রিণীনাং সোমপাঃ সোমপাব্নাং। সখে বজ্রিন্ সখীনাং।

১১ হে 'সোমপাঃ' 'সখে' 'বজ্রিন্' বজ্রযুক্ত ইন্দ্র 'সোমপাব্নাং' সোমস্য পাতৄণাং 'সখীনাং' 'অস্মাকং' 'শিপ্রিণীনাং' দীর্ঘনাসিকাভ্যাং যুক্তানাং গবাং সমূহঃ ত্বৎপ্রসাদাৎ অস্তু ইতি শেষঃ।

১১ হে সোমপায়ী, সখা, বজ্রধারী ইন্দ্র! সোমপায়ী মিত্র যে আমরা তোমার প্রসাদে আমারদিগের দীর্ঘনাশিকাযুক্ত গো সমূহ হউক।

৩৪০

১২ তথা তদস্তু সোমপাঃ সখে বজ্রিন্ তথা কৃণু। যথা ত উশ্মসীষ্টয়ে।

১২ হে 'সোমপাঃ' 'সখে' 'বজ্রিন্' ইন্দ্র 'ইষ্টয়ে' অভিলষিতার্থং 'তে' তবানুগ্রহং 'যথা' যেন প্রকারেণ 'উশ্মসি' উশ্মঃ কাময়ামহে বয়ং ত্বং 'তথা' 'কৃণু' ত্বৎপ্রসাদাৎ 'তৎ' অভীষ্টং 'তথা' 'অস্তু'।

১২ হে সোমপায়ী, বজ্রযুক্ত, সখা ইন্দ্র! অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্তে আমরা যে প্রকার তোমার অনুগ্রহ কামনা করিতেছি তুমি তাহা কর, তোমার প্রসাদে আমারদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হউক।

৩৪১

১৩ রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম।

১৩ 'ক্ষুমন্তঃ' অন্নবন্তো বয়ং 'যাভিঃ' গোভিঃ সহ 'মদেম' হৃষ্যেম। 'ইন্দ্রে' অস্মাভিঃ সহ 'সধমাদে' হর্ষযুক্তে সতি 'নঃ' অস্মাকং তাঃ গাবঃ 'রেবতীঃ' ক্ষে-

সত্যঃ ক্ষীরাদ্যাদিধনবত্যঃ 'তুবিবাজাঃ' প্রভূতবলাশ্চ 'সন্তু'।

১৩ ইন্দ্র হর্ষযুক্ত হইলে অন্নবান আমরা যে সকল গোর সহিত হৃষ্ট হই আমারদিগের সেই গো সকল দুগ্ধবতী ও বলবতী হউক।

৩৪২

১৪ আ ঘ ত্বাবান্ মনাপ্তঃ স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবিয়ানঃ। ঋণোরক্ষং ন চক্রোঃ।

১৪ হে 'ধৃষ্ণো' ধার্ষ্ট্যযুক্ত ইন্দ্র 'ত্বাবান্' ত্বৎসদৃশঃ দেবতাবিশেষঃ 'মনাপ্তঃ' ত্বদনুগ্রহবশাৎ স্বমেবাপ্তঃ সন্ 'ইয়ানঃ' অস্মাভির্যাচ্যমানঃ 'স্তোতৃভ্যঃ' স্তোতৄণাং অনুগ্রহায় তদভীষ্টমর্থং 'ঘ' অবশ্যং 'আ ঋণোঃ' আঋণোঃ আনীয় প্রক্ষিপতু 'চক্রোঃ' 'ন' চক্রয়োঃ ইব যথা রথস্য চক্রয়োঃ 'অক্ষং' প্রক্ষিপতি তদ্বৎ।

১৪ হে ধার্ষ্ট্যযুক্ত ইন্দ্র! তোমার সদৃশ কোন দেবতা তোমার অনুগ্রহে স্বয়ং প্রধান এবং আমারদিগের প্রার্থনীয় হইয়া স্তোতাদিগের অভীষ্ট ফল প্রদান করুন যেমন লোকে রথচক্রেতে অক্ষ কাষ্ঠ প্রক্ষেপ করে।

৩৪৩

১৫ আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৄণাং। ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ।১।২।৩০।

১৫ হে 'শতক্রতো' ইন্দ্র 'যৎ' 'দুবঃ' ধনং 'আ' স্তোতৃভিঃ প্রাপ্তব্যমস্তি তৎ 'কামং' 'জরিতৄণাং' স্তোতৄণাং অনুগ্রহায় 'শচীভিঃ' কর্ম্মভিঃ শকটোচিত ব্যাপারবিশেষৈঃ 'আ ঋণোঃ' আঋণোঃ আনীয় প্রক্ষিপসি 'অক্ষং' 'ন' ইব যথা অক্ষং প্রক্ষিপতি তদ্বৎ।১।২।৩০।

১৫ হে শতক্রতু ইন্দ্র! স্তোতাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহারদিগের প্রাপ্তব্য ধন শকট দ্বারা আনয়ন করিয়া প্রদান কর যেমন লোকে রথচক্রেতে অক্ষ কাষ্ঠ প্রক্ষেপ করে।১।২।৩০।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

কবীর পন্থি

রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবীরের নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আছে। তিনি অকুতোভয়ে প্রচলিত হিন্দু ও মোসলমান ধর্ম্মের উপর বিতর্কবাদ করিয়াছিলেন, শাস্ত্র ও পাণ্ডতকে এবং কোরান ও মোল্লাকে তুল্যরূপে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ শিষ্যদিগের যাদৃশ মত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা ক্রমে ক্রমে দর্শিত হইবেক, অধিকন্তু তাঁহার উপদেশ দ্বারা অন্য অন্য লোকেরও ধর্ম্ম বিষয়ক সংস্কারের শৈথিল্য হইয়াছে। এইক্ষণকার অনেক সম্প্রদায় কবীর সম্প্রদায়েরই শাখা বলা যাইতে পারে *। ভারতবর্ষীয় লোকের মধ্যে স্বজাতির সাধারণ ধর্ম্ম পরিবর্তক যে এক মাত্র নানক সা, তিনিও বোধ হয় কবীরের গ্রন্থ হইতে স্বায় মত সঙ্কলন করিয়াছিলেন †। অতএব কবীর পান্থির বৃত্তান্ত বিশেষ জিজ্ঞাসার বিষয়।

কবীরের জাতি কুল জন্ম বিষয়ে নানা প্রকার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রধান প্রধান প্রকরণে সকল বৃত্তান্তেরই ঐক্য আছে। ভক্তমালায় এপ্রকার আখ্যান আছে যে এক বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ব্রাহ্মণকন্যার পিতা রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। একদা তিনি ঐ অবীরা কন্যা সমভিব্যাহারে করিয়া গুরু দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে রামানন্দ তাহার বৈধব্য দশা বিবেচনা না করিয়া সহসা আশীর্ব্বাদ করিলেন 'তুমি পুত্রবতী হও'। তাঁহার অব্যর্থ

* বাবা লালের গ্রন্থে এবং সাধ, সৎনামি, শ্রীনারায়ণি ও শূন্যবাদিদিগের গ্রন্থে কবীরের বচন সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে দাদু পন্থির মতও তদনুযায়ী।

† নানক পুনঃ পুনঃ কবীরের বচন উল্লেখ করিয়াছেন [A. R. Vol. 9. P. 267] এবং কবীর পন্থিরা কহে যে তিনি কবীরের ভূরি ভূরি বচন স্বীয় গ্রন্থে অনুবাদ করিয়াছেন।

বাক্য সকল হইল, এবং ঐ পতি হীনা যুবতী অপযশ না হয় এনিমিত্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রসূতা হইয়া ভূমিষ্ঠ শিশুকে স্থানান্তরে পরিত্যাগ করিলেন। এক জন জোলা ও তাহার স্ত্রী দৈবাৎ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া আত্ম সন্তানবৎ লালন পালন করিতে লাগিল। কবীর পন্থিরা এই উপাখ্যানের চরম অংশ মাত্র স্বীকার করেন। তাঁহারদিগের মতে ঈশ্বরাবতার কবীর কাশীর নিকটস্থ লহর তলাও নামক পুষ্করিণীতে পদ্মপত্রোপরি ভাসিতে ছিলেন। তথায় নিমা নাম্নী এক জোলা জাতীয় স্ত্রী স্বীয় পতি নুরির সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। নিমা ঐ শিশুকে পাইয়া স্বামির নিকট উপস্থিত করিল। শিশু তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল 'আমাকে কাশীতে লইয়া চল'। নুরি অচির প্রসূত বালক মুখে এই রূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কোন উপদেবতা মানবদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন এই নিশ্চয় করিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ধাবিত হইয়াও সম্মুখে সেই বালককে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। অনন্তর সেই বালকই নুরির ভয় নিবারণ করিয়া তাহাকে স্ত্রীর নিকট প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক কহিল 'তোমরা আমাকে নির্ভয়ে ও নিরুৎকণ্ঠে প্রতিপালন কর'।

কবীর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন এই প্রবাদ তদ্বিষয়ক পরম্পরাগত সমস্ত জনশ্রুতিতেই ব্যক্ত আছে। কিন্তু তিনি কি প্রকারে এ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার নীচ বা মোসলমান বলিয়া যে আপত্তি ছিল তাহাই বা কিরূপে নিরাকরণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিবিধ কথা প্রচলিত আছে। অবশেষে তাঁহার মানস পূর্ণ হইবার এপ্রকার উপাখ্যান আছে যে তিনি এক দিবস প্রত্যূষে মাণকর্ণিকার ঘাটের এক সোপানে শয়ন করিয়াছিলেন, রামানন্দ স্বামী প্রাতঃস্নানে যেমন গমন করিতেছিলেন, কবীরের শরীরে তাঁহার পদস্পর্শ হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি তটস্থ হইয়া "রাম রাম" বলিয়া উঠিলেন। কবীরের কর্ণকুহরে এই পবিত্র শব্দ প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তিনি তাহা ইষ্ট মন্ত্র রূপ গ্রহণ করিয়া হৃদয় ভাণ্ডারে স্থাপন করিলেন, এবং রামচন্দ্রের নবদূর্ব্বাদলশ্যামমূর্ত্তি ধ্যানে একাগ্রচিত্ত হইয়া রাম প্রেমে মগ্ন রহিলেন।

রামানন্দ স্বামীর নিকট কবীরের মন্ত্র গ্রহণ করিবার উপাখ্যান যথার্থ বা অযথার্থ হউক, কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা নিতান্ত সম্ভব বোধ হইতেছে যে তিনি রামানন্দের মত পরিবর্ত্তন বিষয়ক দৃষ্টান্ত দ্বারা জাত্যভিমানাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে সাহসী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা উভয়ে প্রায় সমকালবর্ত্তী ছিলেন। কবীরপন্থিদিগের মতে কবীর সম্বৎ ১২০৫ অবধি ১৫০৫ পর্য্যন্ত তিন শত বৎসর কাল মর্ত্ত্যলোকে বিরাজমান ছিলেন।

> সম্বৎ বারহসঁ ঔ পাঁচ মেঁ জ্ঞানী কিয়োবিচার।
> কাশীমাহি প্রগট ভয়ো শব্দকহো টকসার।
> সম্বৎ পাঁদরহ সঁও ঔ পাঁচমেঁ মগরকিয়ো গবন।
> অগহন সুদি একাদশী মিলে পবন মোঁ পবন॥

জ্ঞানী কবীর ১২০৫ সম্বতে বিবেচনা পূর্ব্বক কাশীতে আবির্ভূত হইয়া টকসার শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ১৫০৫ সম্বতে মগরে গমন করিলে অগ্রহায়ণের একাদশীতে পবনে পবন মিলিল।

কিন্তু মনুষ্যের তিন শত বৎসর পরমায়ু হওয়া কদাপি যুক্তিসঙ্গত হয় না, ঐ উভয় কালের মধ্যে যাহা আধুনিক তর তাহাই সম্ভব। নানক সাহের গ্রন্থে যে কবীরের নাম ও তাঁহার বচন আছে তাহারও সহিত বিরোধ হয় না, কারণ নানক ১৫৪৬ সম্বতে স্বমত প্রচারের অনুষ্ঠান করেন। আর সেকন্দর সাহের সমক্ষে কবীরের বিচার পূর্ব্বক স্বমত সংস্থাপন করিবার বিষয়ে যে বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে, তাহাও অসঙ্গত নহে, কারণ সেকন্দর সা ১৫৪৪ অথবা ৪৫ সম্বতে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন *। ফেরিশতাও লিখিয়াছেন যে সেকন্দরের সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ক বি-

* প্রিয়দাস কর্তৃক ভক্তমাল টীকা, এবং খোলাসৎ উল তোয়ারিখ ও অবুলফজল কৃত আইন আকবরী এই সকল গ্রন্থে লিখিত আছে যে কবীর সুলতান সেকন্দর লোডির সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

আছে, কারণ তাহার মধ্যে মধ্যে 'কহাহি কবীর' বা 'কহাই কবীর' অথবা 'দাস কবীর' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। সে সকল গ্রন্থ দোহা, চৌপাই, সামাই নামক প্রসিদ্ধ হিন্দীচ্ছন্দে লিখিত আছে। তাহার পরিমাণও অল্প নহে, পশ্চাৎ তাহারদিগের নাম অর্থাৎ চৌরস্থিত গ্রন্থের যে বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতেই ইহার প্রতীতি হইবে, যথা

১ সুখ নিধান।

২ গোরখনাথকি গোষ্ঠী।

৩ কবীর পাঞ্জি।

৪ বলখকি রমৈনি।

৫ রামানন্দকি গোষ্ঠী।

৬ আনন্দরাম সাগর।

৭ শব্দাবলী। ইহাতে এক সহস্র শব্দ আছে*।

৮ মঙ্গল। ইহাতে এক শত ক্ষুদ্র কাব্য আছে।

৯ বসন্ত। ইহাতে বসন্ত রাগের এক শত বর্ষা গীত আছে।

১০ হোলি। ইহাতে দুই শত হোলি গান আছে।

১১ রেখতা। ইহাতে এক শত গীত আছে।

১২ ঝুলন। ইহাতে প্রকারান্তর প্রবন্ধে পঞ্চশত গীত আছে।

১৩ কহার। ইহাতে প্রকারান্তর পঞ্চ শত গীত আছে।

১৪ হিন্দোল। ইহাতে প্রকারান্তর দ্বাদশ গান আছে।

এই সকল গান ধর্ম্ম বা নীতি বিষয়ক।

১৫ দ্বাদশ মাস। অর্থাৎ কবীরের মতানুসারে দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ গান।

১৬ চঞ্চর।

১৭ চৌতীশ। অর্থাৎ চৌত্রিশ নাগরী অক্ষরের ব্যাখ্যা।

১৮ আলিফনামা। অর্থাৎ পারসীক অক্ষরের ব্যাখ্যা।

১৯ রমৈনি। অর্থাৎ বিচার বা মত প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

২০ বীজক। এগ্রন্থে পাঁচ শত চোয়ান্ন অধ্যায় আছে।

২১ শাখি। ইহাতে পঞ্চ সহস্র শ্লোক আছে।

এই সকল ব্যতিরেকে আগম ও বানি প্রভৃতি নামে কতকগুলীন কবিতা আছে। অতএব কবীরের মতে সম্যক্ পারদর্শী হইতে হইলে উক্ত রাশীকৃত গ্রন্থ অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু কবীরপন্থিদিগের মধ্যে সুবিখ্যাত পণ্ডিতেরাও তাহার সমুদয় অধ্যয়ন করেন না। তাঁহারা কেবল কতিপয় শাখি, শব্দ, রেখতা এবং বীজকের অধিকাংশ শিক্ষা করেন, এবং বিচার উপস্থিত হইলে সেই সকল গ্রন্থেরই প্রমাণ দেন। কবীরের সহিত রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বিচার বিষয়ক গ্রন্থের নাম গোষ্ঠী, এবং কবীরের সময়ে মহম্মদের জীবিত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও মহম্মদের গোষ্ঠী নামে এক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। সমধিক পারদর্শী হইলে পরে এসকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার অধিকার জন্মে, এবং যে সুখ নিধান, সমস্ত গ্রন্থের কুঞ্চিকাস্বরূপ, এবং বোধ সুলভ ও সুপ্রসন্ন শব্দে লিখিত হইয়াছে, তাহাও যে যে শিষ্যের পাঠ সমাপ্তির কাল নিকটবর্ত্তী হয় তাহারাই শিখিতে পায়।

পূর্ব্বোক্ত বীজক কবীরপন্থিদিগের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। দুই বীজক আছে। এই দুই গ্রন্থের বিশেষ প্রভেদ নাই, কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক আছে। কবীরপন্থিরা কহেন এই উভয়ের মধ্যে যে গ্রন্থ বৃহত্তর, তাহাই স্বয়ং কবীর কাশীর রাজাকে কহিয়াছিলেন। আর ভগদাস নামে যে কবীরের এক জন শিষ্য ছিলেন, তিনিই অন্য বীজক সংগ্রহ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থ বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে, ইহাতে কবীরের স্বীয় মত প্রতিপাদক বাক্য অপেক্ষা আর আর মতের নিন্দাবাদই অধিক। আর তাহাতে তাঁহার স্বীয় মতের

* নীতি ও মত বিষয়ে অল্প অল্প বাক্যে এক একটী

বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উক্তি আছে, তাহাও এরূপ অস্পষ্ট ও উৎকট শব্দে লিখিত যে তাহার অর্থ নিষ্পন্ন করা অতিশয় দুষ্কর। এ গ্রন্থের যে প্রকার ভাব ও তাহার ভাষা যে প্রকার অস্পষ্ট তাহা এই পশ্চাল্লিখিত কতিপয় বচনের বাঙ্গলা অনুবাদ পাঠে কিঞ্চিৎ বোধ হইবে, যথা।

প্রথম রমৈনি—অক্ষর*, জ্যোতি†, শব্দ‡, এবং এক স্ত্রী¶ হইতে ব্রহ্মা, হরি, ও ত্রিপুরারির জন্ম হইয়াছে। তাঁহারা শিব ভবানীর অনেক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা আপনার আদ্যন্ত জ্ঞাত নহেন। তাঁহারদিগের এক নিবাস বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। হরি, ব্রহ্মা ও শিব এতিন জন প্রধান মানুষ, তাঁহারদিগের প্রত্যেকের এক এক গ্রাম আছে। তাঁহারা ব্রহ্মার অণ্ড ও খণ্ড সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ষড়্দর্শন ও ৯৬ প্রকার পাষণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। গর্ভে থাকিয়া কেহ বেদাধ্যয়ন করে নাই, এবং মোসলমান হইয়াও কেহ ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ঐ রমণী গর্ভভার হইতে মুক্ত হইয়া বিবিধ শোভায় স্বীয় শরীর শোভিত করিয়াছিলেন। এক বংশে আমার§ ও তোমারদিগের‖ জন্ম হইয়াছে, এবং এক প্রাণ আমারদিগের উভয় পক্ষকে সজীব রাখিয়াছে। এক জননী হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আমারদিগের যে ভেদজ্ঞান সে কি প্রকার জ্ঞান? এই এক মূল হইতে যে কত প্রকার জীবপ্রবাহ হইয়াছে তাহা কেহ জানে না; এক রসনায় কি প্রকারে তাহার বিস্তার করিতে পারে। দশ লক্ষ জিহ্বা থাকিলেও মুখেতে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। কবীর কহিয়াছেন আমি মনুষ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া চিৎকার করিয়াছি, কারণ রাম নাম না জানিয়া বিশ্ব সংসার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ রমৈনি—(স্বয়ং ঈশ্বরের স্বরূপ কহিতেছেন) তাঁহার বর্ণ কি? রূপ কি? এবং অবয়বই বা কি প্রকার? আর কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে? ওঁকারও তাহার আদি দৃষ্টি করে নাই, অতএব আমি কিরূপে তাঁহার বিষয় জ্ঞাপন করিতে পারি? তুমি কি কহিতে পার কোন মূল হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে? তিনি তারা নহেন, চন্দ্র নহেন, সূর্য্য নহেন। আমি তাঁহার কি নাম দিব কি বর্ণনাই বা করিব। তাঁহার নিকট দিবা নাই, রাত্রি নাই, জাতি নাই, পরিবার নাই। তিনি গগন শিখরে বাস করেন। একদা তাঁহার স্বরূপের স্ফুলিঙ্গ মাত্র আবির্ভূত হইয়াছিল, আমি তাহার ভার্য্যা হইয়াছিলাম, অর্থাৎ সেই অনন্যপ্রয়োজন পূর্ণ পুরুষের পত্নী হইয়াছিলাম।

ষট্পঞ্চাশত্তম শব্দ—আমরা আলি ও রাম উভয়ের সন্তান; অতএব তাঁহারদিগের ন্যায় আমারদিগের সকল জীবে দয়া করা উচিত। তুমি জীবের রক্ত পবিত্র বল, অথচ আপনিই প্রাণি হনন করিয়া রক্তপাত কর। তুমি যে সকল ধর্ম্মের গর্ব্ব কর, তাহার অনুষ্ঠান কদাপি কর না। ইহাতে মস্তক মুণ্ডন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, নদীতে অবগাহন করিলে কি ফলোদয় হইবে? যখন মন্ত্র পাঠ কালে বা মক্কা ও মদিনা তীর্থ ভ্রমণ কালে তোমার অন্তঃকরণ প্রবঞ্চনার আলোচনাতে অনুরক্ত থাকে, তখন মুখ প্রক্ষালন, নমাজ, জপ ও দেব বিগ্রহ প্রণামে কি উপকার হইবে? হিন্দুরা একাদশী করে, মোসলমানেরা রমজানের উপবাস করে। আর আর মাস ও দিনের সৃষ্টি কি অন্য কেহ করিয়াছে যে তুমি একের পুণ্যত্ব স্বীকার করিয়া আর সকল অগ্রাহ্য কর? যদি বিশ্বকর্তা কেবল মন্দির মধ্যে স্থিতি করেন, তবে বিশ্ব সংসার কাহার নিকেতন? রামকে

* ঈশ্বর।

† ঈশ্বরের জ্যোতীরূপ।

‡ যে আদিম শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ হয়।

¶ মায়া।

§ মায়া।

‖ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

প্রতিমার মধ্যে স্থিতি করিতে কে দেখিয়াছে? এবং কোন্ তীর্থ যাত্রিই বা রামমন্দিরে গিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে? পূর্ব্ব দিকে হরির পুরী, পশ্চিমেতে আলির পুরী; কিন্তু আপনার হৃদয়পুরী অনুসন্ধান কর, রাম ও কবীর উভয়ই তথায় আছেন। যাহারা [illegible] ও বেদের মর্ম্ম না জানে তাহারাই তাহা মিথ্যা বলে। সর্ব্ব বস্তুতে এক পদার্থ দৃষ্টি কর, দ্বৈধ ভাবই [illegible] মূল। পৃথিবীতে যত নর নারী জন্মিয়াছে কাহারও স্বভাব তোমা হইতে ভিন্ন নহে। এই [illegible] যাঁহার সংস্কার [illegible] আলিরামের সন্তান বা তাঁহার সন্তান তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার [illegible]।

ঊনসপ্ততিতম শব্দ।—এক নগরের [illegible] কে তোমাদের [illegible] কে? অলঙ্কৃত মাংস ও আছে, [illegible] রক্ষা করে। তিন মূষিক [illegible] হইল নৌকা, বিড়াল [illegible], তাহার কর্ণধার। ভেকরূপ সমুদ্রে নিদ্রা যায়, সর্প তাহার রক্ষা করে। [illegible] সন্তান হয়, কিন্তু [illegible] বন্ধ্যা থাকে। [illegible] এক বৎসর আছে, দিনে তিন বার দুগ্ধ দেয়। [illegible] ১৪ [illegible] কবীরের ১৫ [illegible] জ্ঞাত কে বা?

পূর্ব্বোক্ত সুখনিধান গ্রন্থ হইতে কবীরের মত এক প্রকার জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। কবীর পন্থিদিগের এইরূপ বোধ আছে যে কবীর আপনার প্রধান শিষ্য ধর্ম্মদাসকে এই গ্রন্থ দেন, এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রুতগোপাল তাহা সংগ্রহ করেন।

যদিও কবীরপন্থিরা উপাসনা বিষয়ে হিন্দুদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি হিন্দুধর্ম্ম হইতে যে তাঁহারদিগের ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রচুর নিদর্শন অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারদিগের এবং বিষ্ণুপ্রধান পুরাণের মত [illegible] একই প্রকার। তাঁহারা বিশ্ব স্রষ্টা এক মাত্র পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন, এবং এই বেদান্ত বিরুদ্ধ বাক্য কহেন যে ঈশ্বর সাকার ও সগুণ। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর ও চিত্ত [illegible] অনুকরণ আছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনির্ব্বচনীয় পরিশুদ্ধ স্বরূপ। তিনি মনুষ্যের যত দোষ আছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বর্জ্জিত হয়েন, এবং স্বেচ্ছাধীন সর্ব্বপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু আর আর সকল বিষয়ে মনুষ্যের সহিত তাঁহার কিছু বিশেষ নাই। কবীরপন্থি সাধ "অর্থাৎ সাধু" ইহ লোকে তাঁহার অনুরূপ হয়েন, এবং পরলোকে তাঁহার সমান ও সহবাসী হইয়া পরম সুখ সম্ভোগ করেন। তিনি এবং সুতরাং তাঁহার শরীরগত জড় পদার্থ আদ্যন্ত শূন্য নিত্য স্বরূপ। যদ্রূপ শাখা পল্লবাদি বৃক্ষের অংশ সকল বীজের অন্তর্গত থাকে, এবং শরীরের রক্ত মাংস অস্থি চর্ম্মাদি অংশ সকল শুক্রের অভ্যন্তরে স্থিতি করে, তদ্রূপ জগতের সকল বস্তু ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত রূপে ঈশ্বরের শরীরে অন্তর্ভূত থাকে। এই কারণ বশতঃ এবং নর ও ঈশ্বরের স্বরূপগত অভেদ বাদপ্রযুক্ত এপ্রকার মত প্রচার হইয়াছে যে নর ও ঈশ্বর উভয়েই সমভাবে জগতের সকল বস্তু হইয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা এতাবৎ বাক্যের যথাক্রান্ত শব্দার্থ

---

১ [illegible]।
২ [illegible]।
৩ [illegible] প্রতিপাদন [illegible]।
৪ [illegible] সম্প্রদায়ের মনুষ্য।
৫ [illegible]
৬ [illegible]
[illegible]
৮ [illegible]।
৯ [illegible]
১০ [illegible]।
১১ [illegible]
১২ পরমেশ্বর।
১৩ [illegible]
১৪ [illegible]
১৫ [illegible]
১৬ ঈশ্বর [illegible]।

কবীর পন্থিরা এই সকল [illegible] শব্দের যে রূপ তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করেন, তাহা লেখা গেল। কিন্তু তদ্দ্বারাও তাহার সম্যক অর্থ স্ফূর্ত্তি হয় না।

গ্রহণ করিয়া পদার্থান্তরের সত্তা স্বীকার করেন না। কিন্তু কবীর পন্থিরা ইহার এই মাত্র তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করেন যে আদৌ সংসারের সমস্ত বস্তু কতিপয় সামান্য ভূতের অন্তর্ভূত ছিল, পরে তাহাহইতে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়াছে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর ৭২ যুগপর্য্যন্ত* একাকী থাকিয়া তাঁহার পুনর্ব্বার সংসার সৃজনের ইচ্ছা হইল। সেই মহতী ইচ্ছা পরিণামে এক স্ত্রী রূপা হইল তাঁহার নাম মায়া, তাঁহা হইতে মনুষ্যের যাবৎ ভ্রম উৎপন্ন হইল। তিনিই প্রকৃতি, শক্তি বা আদিভবানী। পরম পুরুষ তাঁহার সহিত সম্ভোগ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে উৎপাদন করেন। অনন্তর সেই পরমপুরুষ অন্তর্হিত হইলে মায়াদেবী ক্রমশঃ স্বকীয় পুত্রদিগের সমীপবর্ত্তিনী হইতে থাকেন, এবং তাঁহারদিগের কর্ত্তৃক আপনার জাতি কুল চরিত্র বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহেন "আমি নিরাকার, নয়নাতীত, ও সর্ব্বাদিম যে মহাপুরুষ তাঁহার পত্নী"। ইহা বলিয়া তিনি বেদান্ত মতানুসারে পরম পুরুষের বর্ণনা করেন। তিনি কহেন আমি এক্ষণে স্বতন্ত্রা হইয়াছি, তোমারদিগের যাদৃশ স্বভাব আমারও তাদৃশ, অতএব আমি তোমারদিগের সুযোগ্য সঙ্গিনী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া তাঁহার বাক্য সহসা স্বীকার করেন না। বিশেষতঃ বিষ্ণু মায়াদেবীকে কতিপয় কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিয়া তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কবীরপন্থিদিগের বিশেষ আদরণীয় হয়েন। মায়া তখন মহামায়া দুর্গারূপে আবির্ভূতা হইয়া নিজ পুত্রদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, এবং তাঁহারাও স্ব স্ব ভীরু স্বভাব প্রযুক্ত আত্ম বিস্মৃত হইয়া মায়ার মতে সম্মত হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাহাতে তাঁহার তিন কন্যা জন্মে, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও উমা। পরে তিনি ব্রহ্মাদি তনয়দিগের সঙ্গে তনয়াদিগের বিবাহ দিয়া জ্বালামুখীতে অবস্থিতি করেন, এবং তাঁহারদিগের ছয় জনের উপর বিশ্ব সৃজন ও স্বোপদিষ্ট বিবিধ প্রকার ভ্রমাত্মক জ্ঞান ও ভ্রান্তিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান প্রচার করিবার ভারার্পণ করেন।

কবীরপন্থিরা আপনারদিগের গ্রন্থে মায়ার অসত্য স্বভাব ও দোষাশ্রিত আচরণের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে মায়ার বশতাপন্ন বলিয়া তাঁহারদিগের পূজা করিতে অস্বীকার করেন। এমতে কবীরের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করাই সকল কর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য। কিন্তু ঐ সকল দেবতা ও তদুপাসক সকল এবং মোসলমানেরা কেহই সে দুর্লভ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই।

সকল জীবেরই জীবাত্মা সমান পাপ হইতে এবং মনুষ্যের অন্য অন্য দোষ হইতে মুক্ত হইলে স্বেচ্ছানুসারে কোন প্রকার দেহ ধারণ করিতে পারে। জীবাত্মা যে পর্য্যন্ত না জানিতে পারেন যে কোথা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে সে পর্য্যন্ত নানা প্রকার যোনি ভ্রমণ করেন। যৎকালে নক্ষত্র পতন অর্থাৎ উল্কাপাত হয়, তৎকালে তিনি কোন গ্রহশরীর আশ্রয় করেন। স্বর্গ নরক মায়ার কার্য্য, অতএব তাহার বাস্তবিক সত্তা নাই। হিন্দুরা যাহাকে স্বর্গ ও মোসলমানেরা বাহেস্ত বলে, তাহা বস্তুতঃ এই পৃথিবীর সুখ, এবং নরক ও জাহান্নম পৃথিবীরই দুঃখ। কবীরপন্থিদিগের নীতিশাস্ত্র অতি সংক্ষেপ, কিন্তু অকপটে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিলে সংসারের হিত বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। ঈশ্বর জীবন দিয়াছেন, অতএব সে জীবনের অনিষ্ট করা জীবদিগের উচিত নহে। অতএব দয়া এক প্রধান ধর্ম্ম, সুতরাং সজীব শরীরের রক্তপাত করা অতি ঘোরতর কুকর্ম্ম। সত্যাচরণ আর এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কারণ মূলীভূত মিথ্যা হইতে ঈশ্বর স্বরূপের অজ্ঞান ও সাংসারিক যাবৎ দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। সংসার পরিত্যাগ করা সুবিহিত বটে, কারণ গার্হস্থ্য আশ্রমে আশা, ভয়, কামনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ও শান্তি লাভের ব্যাঘাত জন্মে, এবং অবিশ্রামে নর

* কবীরপন্থিরাও ক্রমানুযায়ী পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় স্বীকার করেন।

ও ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তার নিবারণ হয়। অন্য অন্য সমস্ত হিন্দু উপাসকদিগের ন্যায় কায়মনোবাক্যে গুরু ভক্তি ইহাঁরদিগেরও যৎপরোনাস্তি শ্রেষ্ঠ সাধন*। তবে কবীরপন্থিদিগের বিশেষ এই যে তাঁহারা তন্ন তন্ন রূপে গুরুর মতামত ও গুণাগুণ বিচার করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ কবীরের এবিষয়ে ভূরি ভূরি শাসন আছে। শিষ্যের দোষ হইলে গুরু তাঁহাকে ভৎর্সনাদি করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার শারীরিক দণ্ড দিবার অধিকার নাই। যদি অপকর্ম্মী শিষ্য তাহাতে শান্ত না হয়েন, তবে গুরু তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করেন না। তাহাতেও প্রতীকার না হইলে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

যদিও কোন প্রত্যক্ষ বস্তু উপাসনার বিধি না থাকাতে এধর্ম্ম ভারতবর্ষ মধ্যে সাধারণ রূপে ব্যাপ্ত হয় নাই, তথাপি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এবং ইহা হইতে তাদৃশ অন্য অন্য সম্প্রদায়ও উৎপন্ন হইয়াছে। কবীর পন্থিরা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এবং এইক্ষণে তাহারদিগের অন্যূন দ্বাদশ শাখা দৃষ্টি করা যায়। এই দ্বাদশ শাখা প্রবর্ত্তকদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা

১—শ্রুত গোপাল দাস। তিনি সুখনিধান রচনা করেন। তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা বারাণসীর চৌর, মগরের সমাধ, এবং জগন্নাথ ও দ্বারকার আখড়া এই কয়েক স্থানের উপর অধ্যক্ষতা করেন।

২ ভগোদাস। তিনি বীজক রচনা করেন। তাঁহার পরম্পরাগত শিষ্যেরা ধনৌতি নামক স্থানে অবস্থিতি করেন।

৩ নারায়ণ দাস, ও

৪— চূড়ামন দাস। ইঁহারা উভয়ে ধর্ম্মদাস নামক এক জন বণিকের পুত্র। তিনি প্রথমে রামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, পরে কবীরের মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি জব্বলপুরের নিকট বন্ধো নামক স্থানে স্থিতি করিতেন, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে তাঁহার বংশোদ্ভব মহন্তদিগের মঠ ছিল। তাঁহারা গৃহস্থ ছিলেন, এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের নাম বংশগুরু ছিল। নারায়ণের বংশলোপ হইয়াছে, এবং চূড়ামণের বংশও ভ্রষ্ট হইয়াছে।

৫— জগোদাস। কটকে তাঁহার গদি আছে।

৬— জীবন দাস। তিনি সৎনামি সংপ্রদায় সংস্থাপন করেন। এ সম্প্রদায়ের বিষয় পরের কোন পত্রিকাতে লিখিত হইবেক।

৭ — কমাল। বোম্বাই নগরে তাঁহার স্থান ছিল। তাঁহার মতানুবর্ত্তী লোক সকল যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এপ্রকার জন শ্রুতি আছে যে কমাল কবীরের পুত্র, কিন্তু ইহার প্রমাণ কেবল এক মাত্র লোক প্রসিদ্ধ বচন‡।

৮—তকশালি। তিনি বারোদা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেন।

৯— জ্ঞানি। তিনি সহস্রামের নিকট মঝ্নি গ্রামে স্থিতি করিতেন।

১০ — সাহেব দাস। তিনি কটকে অবস্থিতি করিতেন। অন্য অন্য শাখার সহিত তাঁহার শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য থাকাতে তাঁহারা মূলপন্থি নামে এক সম্প্রদায় বিশেষ হইয়াছেন।

১১ — নিত্যানন্দ।

১২—কমলনাদ। নিত্যানন্দ ও কমলনাদ দাক্ষিণাত্যের স্থান বিশেষে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

এসমস্ত ব্যক্তিরেকে কবীর পন্থিদিগের হংস কবীরি, দানকবীরি ও মঙ্গেল কবীরি নামে কতিপয় শাখা আছে।

কবীরপন্থিদিগের পূর্ব্বোক্ত সমুদয় স্থানের মধ্যে বারাণসীর কবীর চৌর সর্ব্ব প্র-

* এ স্বামি কহিয়াছেন

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু চতুর্নাম বপু এক।

ভক্তি, ভক্ত, ভগবান ও গুরু এই চারি নাম মাত্র, কিন্তু এক পদার্থ।

‡ বুড়া বংশ কবীরকা জো উপজা পুত কমাল।

যখন কবীরের কমাল নামক পুত্র হইল, তখনই তাঁহার বংশ লোপ হইল।

ধান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এবং তৎ সম্প্রদায় ও তাদৃশ অন্য অন্য সম্প্রদায়ের উদাসীনেরা তথায় সর্ব্বদা গমন করেন। যদিও মধ্যে মধ্যে বৈষয়িক লোকের দান ব্যতিরেকে তথাকার আয়ের অন্য কোন বিশেষ উপায় নাই, তথাপি উদাসীন দর্শকেরা যাবৎ কাল সে স্থানে অবস্থিতি করে, তথাকার মহন্ত তাবৎ তাহারদিগকে যত্ন পূর্ব্বক আহার প্রদান করেন। বলবন্ত সিংহ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী চৈৎসিংহ মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। একদা চৈৎ সিংহ কবীরপন্থিদিগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার মানসে কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে তৎ সম্প্রদায়ী ৩৫০০০ উদাসীনের সমাগম হয়। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্যভাগে কবীরপন্থিদিগের ধর্ম্মব্রতী ও বৈষয়িক ভূরি ভূরি ব্যক্তি বাস করে, কিন্তু তাহারা নিরুপদ্রব লোক। তাহারদিগের উদাসীনেরা অন্য অন্য উদাসীনের ন্যায় দুরন্ত স্বভাব নহে, এবং কদাপি ভিক্ষা পর্য্যটন করে না।

সংক্ষেপব্রহ্মোপাসনা

যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যওষধিষু যোবনস্পতিষু তস্মৈদেবায় নমোনমঃ॥

ওঁ সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম।

আনন্দরূপমমৃতংযদ্বিভাতি।

শান্তংশিবমদ্বৈতং।

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি তাবৎ সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম, সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই মঙ্গল পূর্ণ আনন্দে সমাধান করি।

শ্রুতিঃ।

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তেপ্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতিপঞ্চমঃ॥

যঃ পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বাবয়বহীনঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতোবিশুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপরোনিত্যঃ স্বপ্রকাশঃ সসর্ব্বাভ্যঃ প্রজাভ্যোযথোচিতং সুখাসুখং চিরং বিভক্তবান্। তস্মাৎপরমেশ্বরাৎ প্রাণমনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আকাশবায়ুজ্যোতিঃ পয়ঃপৃথিবীভূতানি চ চরাচরাণি সমুৎপদ্যন্তে। তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নির্জ্জলতি সূর্য্যস্তপতি মেঘোবর্ষতি বায়ুর্ব্বহতি মৃত্যুঃ সঞ্চরতি যথোপযুক্তং।

সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, বিশুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, পরাৎপর, স্বপ্রকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্ব্ব কালে প্রজা সকলকে যথোপযুক্ত সুখ দুঃখ বিধান করিতেছেন। তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী তাবৎ চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রশাসন দ্বারা উপযুক্ত মত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

স্তোত্রং।

ওঁ নমস্তে সতে তজ্জগৎকারণায়।
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়॥

নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় ।
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনেশাশ্বতায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকংবরেণ্যং ।
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং ॥
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ।
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং ।
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং ॥
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃত্বমেকং ।
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং ॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামোবয়ন্ত্বাম্ভজামঃ ।
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ ॥
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

প্রার্থনা ।

হে পরমাত্মন্ ! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ইতি সংক্ষেপব্রহ্মোপাসনাপ্রকরণং ।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন মহাশয় স্বয়ং সমের কৃত ইংরাজী "ডিকশনরি" গ্রন্থ এক খণ্ড ও "ব্রিটিস্ এসেইস্ট" গ্রন্থ এক খণ্ড, এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় "হিষ্টরি ক্যাল্ ইস্কেচ অব দি মিশনস্ অব দি ইউনাইটেড্ ব্রেদ্রেন" নামক গ্রন্থ এক খণ্ড এই সভাতে দান করিয়াছেন ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি রিম ছয় টাকা । যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন ।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। [illegible] ৭ অগ্রহায়ণ শক [illegible] । কলিযুগাব্দাঃ [illegible] ।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা
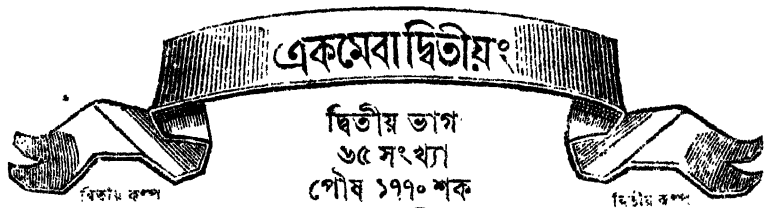
প্রথমমণ্ডলস্য ষষ্ঠানুবাকে সপ্তমং সূক্তং

শুনঃশেপঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৩৪৪

১৬ শশ্বদিন্দ্রঃ পোপ্রুথদ্ভির্জিগায় নানদদ্ভিঃ শাশ্বসদ্ভির্ধনানি। স নো হিরণ্যরথং দংসনাবান্ স নঃ সনিতা সনয়ে স নোঽদাৎ।

১৬ 'ইন্দ্রঃ' 'শশ্বৎ' সর্ব্বদা বৈরিসম্বন্ধীনি 'ধনানি' 'জিগায়' জিতবান্ আহৃতবান্। কীদৃশৈঃ অশ্বৈঃ 'পোপ্রুথদ্ভিঃ' ঘাসভক্ষণানন্তরভাবিনং ওষ্ঠশব্দং কুর্ব্বদ্ভিঃ 'নানদদ্ভিঃ' নানদং আস্যগতং হ্রেষাশব্দং কুর্ব্বদ্ভিঃ 'শাশ্বসদ্ভিঃ' পুনঃ পুনঃ শ্বসদ্ভিঃ। 'দংসনাবান্' কর্ম্মবান্ 'সনিতা' ধনানাং দাতা 'সঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'সনয়ে' সম্ভজনার্থং 'হিরণ্যরথং' সুবর্ণনির্ম্মিতং রথং 'অদাৎ' দত্তবান্। 'সনঃ' 'সনঃ' ইতি দ্বিরুক্তিঃ আদরার্থা।

১৬ ঘাস ভক্ষণানন্তর ওষ্ঠ শব্দ ও হ্রেষা শব্দকারী এবং উচ্ছ্বাসযুক্ত অশ্বের দ্বারা ইন্দ্র শত্রু সম্বন্ধীয় ধন সর্ব্বদা জয় করিয়াছেন। কর্ম্ম বিশিষ্ট ও ধনদাতা সেই ইন্দ্র আমারদিগের সম্ভোগের নিমিত্তে সুবর্ণ নির্ম্মিত রথ দান করিয়াছেন।

গায়ত্রং ছন্দঃ
অশ্বিনীকুমারোদেবতা

৩৪৫

১৭ আশ্বিনাবশ্বাবত্যেষা যাতং শবীরয়া। গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ।

১৭ হে 'অশ্বাবতা' অশ্ববন্তৌ বহুভিরশ্বৈর্যুক্তৌ অশ্বিনৌ 'শবীরয়া' প্রেরয়মাণয়া 'ইষা' অন্নেন সহ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'আযাতং' আগচ্ছতং। হে 'দস্রা' দস্রৌ অশ্বিনৌ যুবয়োঃ প্রসাদাৎ 'গোমৎ' গোযুক্তং 'হিরণ্যবৎ' হিরণ্যেন যুক্তং অস্মদীয়ং গৃহং অস্তু ইতি শেষঃ।

১৭ হে বহু অশ্বযুক্ত অশ্বিনীকুমার দ্বয়! প্রেরিত অন্নের সহিত তোমরা এই কর্ম্মেতে আগমন কর, তোমারদিগের প্রসাদে আমারদিগের গৃহ বহু গো হিরণ্যযুক্ত হউক।

৩৪৬

১৮ সমানযোজনো হি বাং রথো দস্রাবমর্ত্ত্যঃ। সমুদ্রে অশ্বিনেয়তে।

১৮ হে 'দস্রৌ' 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'বাং' যুবয়োঃ 'সমানযোজনঃ' উভয়োরেকরথারূঢত্বাৎ সমানযুক্তঃ

সঃ ' রথঃ ' ' হি ' যস্মাৎ ' অমর্ত্যঃ ' অপ্রতিহতগতিঃ অতঃ ' সমুদ্রে ' অন্তরীক্ষে অপি ' ঈয়তে ' গচ্ছতি।

১৮ হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! একরথারূঢ় যে তোমরা, তোমারদিগের উভয়ের রথ অনিবারিতগতি প্রযুক্ত আকাশেও গমন করে।

৩৪৭

১৯ ন্যঘ্ন্যস্য মূর্দ্ধনি চক্রং রথস্য যেমথুঃ। পরিদ্যামন্যদীয়তে।

১৯ হে অশ্বিনৌ যুবাং ' অঘ্ন্যস্য ' হিংসাশূন্যস্য অপকাম্য দৃঢ়স্য পর্বতস্য ' মূর্দ্ধনি ' উপরি অবস্থিতস্য ' রথস্য ' একং চক্রং নিয়েমথুঃ ' নিয়েমথুঃ নিয়মিতবন্তৌ ' অন্যৎ ' চক্রং ' দ্যাং ' দ্যুলোকস্য ' পরি ' উপরি ' ঈয়তে ' গচ্ছতি।

১৯ হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়! তোমারা দৃঢ়তর পর্ব্বতের উপরে রথের এক চক্র নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছ, অন্য চক্র দ্যুলোকের উপরে গমন করিতেছে।

উষোদেবতা

৩৪৮

২০ কস্ত উষঃ কধপ্রিয়ে ভুজে মর্ত্ত্যো অমর্ত্ত্যে। কংনক্ষসে বিভাবরি।

২০ হে ' কধপ্রিয়ে ' স্তুতিপ্রিয়ে ' অমর্ত্যে ' মরণরহিতে ' উষঃ ' উষঃকালাভিমানিনি দেবতে ' তে ' তব ' ভুজে ' ভোগায় ' মর্ত্যঃ ' মনুষ্যঃ ' কঃ ' সমর্থঃ বিদ্যতে। হে ' বিভাবরি ' বিশেষপ্রভাযুক্তে উষোদেবি তবোচিতং ভোগং দাতুং ' কং ' পুরুষং ' নক্ষসে ' প্রাপ্নোষি ন কোপি মনুষ্যঃ সমর্থ ইত্যর্থঃ।

২০ হে স্তুতিপ্রিয়, মরণ রহিত, উষঃকালাভিমানী দেবতা! তোমার ভোগ্য সামগ্রী প্রদান করিতে কোন্ মনুষ্য শক্ত হয়? হে বিশেষ প্রভাযুক্ত উষোদেবি! তোমার ভোগ দান করিতে কেহ সমর্থ হয় না।

৩৪৯

২১ বয়ং হি তে অমন্মহ্যান্তাদাপরাকাৎ। অশ্বেন চিত্রে অরুষি।

২১ হে ' অশ্বে ' ব্যাপনশীলে ' চিত্রে ' চায়নীয়ে ' অরুষি ' অরোচমানে উষঃকালাভিমানিনি দেবতে ' তে ' তব স্বরূপং ' আন্তাৎ ' সমীপপর্য্যন্তং ' আপরাকাৎ ' দূরপর্য্যন্তং বা ' বয়ং ' মনুষ্যাঃ ' ন ' ' অমন্মহি ' বোদ্ধুং সমর্থাঃ ' হি ' প্রসিদ্ধঃ।

২১ হে ব্যাপনশীল, বিচিত্র, অল্পপ্রভাবিশিষ্ট উষঃকালাভিমানী দেবতা! নিকট হইতে বা দূর হইতে আমরা তোমার স্বরূপ জানিতে পারি না।

৩৫০

২২ ত্বং ত্যেভিরাগহি বাজেভির্দুহিতর্দিবঃ। অস্মে রয়িংনিধারয় ।১।২।৩১।

২২ হে ' দিবঃ ' দ্যুদেবতায়াঃ ' দুহিতঃ ' পুত্রি উষোদেবি ' ত্যেভিঃ ' তৈঃ ' বাজেভিঃ ' অন্নৈঃ সহ ' ত্বং ' ' আগহি ' আগচ্ছ। ' অস্মে ' অস্মদর্থং ' রয়িং ' ধনং ' নিধারয় ' নিতরাং স্থাপয় ।১।২।৩১।

২২ হে দ্যুদেবতার পুত্রি উষোদেবি! তুমি সেই সকল অন্নের সহিত এই যজ্ঞ স্থানে আগমন কর, এবং আমারদিগের নিমিত্তে ধন স্থাপন কর ।১।২।৩১।

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমানুবাকে প্রথমং সূক্তং

হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ* জগতীছন্দঃ
অগ্নির্দ্দেবতা

৩৫১

১ ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরাঋষির্দ্দেবোদেবানামভবঃ শিবঃ সখা। তব ব্রতে কবয়োবিদ্মনাপসোজায়ন্ত মরুতোভ্রাজদৃষ্টয়ঃ।

১ হে ' অগ্নে ' ' ত্বং ' ' প্রথমঃ ' আদ্যঃ সর্ব্বেষাং আঙ্গিরসানাং ঋষীণাং জনকত্বাৎ ' অঙ্গিরাঃ ' ইতি নামকঃ ' ঋষিঃ ' ' অভবঃ ' তথা ' দেবঃ ' ভূত্বা ' দেবানাং ' ' শিবঃ ' শোভনঃ ' সখা ' অভবঃ। ' তব ' অদীয়ে ' ব্রতে ' কর্ম্মণি

* অঙ্গিরা ঋষির পুত্র।

'কবয়ঃ' মেধাবিনঃ 'বিদ্মনাপসঃ' জাতকর্ম্মাণঃ 'ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ' দীপ্যমানায়ুধাঃ 'মরুতঃ' মরুৎসংজ্ঞকাঃ দেবাঃ 'অজায়ন্ত' আগতবন্ত।

১ হে অগ্নি! তুমি সকলের আদি। তুমি আঙ্গিরস ঋষিদিগের উৎপাদক এবং স্বয়ং অঙ্গিরা নামক ঋষি হইয়াছ, ও দেবতা হইয়া দেবতাদিগের শোভন সখা হইয়াছ, তোমার কর্ম্মেতে মেধাবী, জাতকর্ম্মা, দীপ্যমান অস্ত্রধারী মরুদ্দেবতা সকল আগত হইয়াছেন।

৩৫২

২ ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ কবির্দেবানাম্পরিভূষসি ব্রতং। বিভুর্ব্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় মেধিরো দ্বিমাতা শয়ুঃ কতিধাচিদায়বে।

২ হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'প্রথমঃ' আদ্যঃ 'অঙ্গিরস্তমঃ' অতিশয়েন অঙ্গিরাভূত্বা 'কবিঃ' মেধাবী সন্ 'দেবানাং' অন্যেষাং 'ব্রতং' কর্ম্ম 'পরি' সর্ব্বতঃ 'ভূষসি' অলঙ্করোষি। কীদৃশ স্ত্বং 'বিশ্বস্মৈ ভুবনায়' সমস্তানাং লোকানাং অনুগ্রহার্থং 'বিভুঃ' বহুবিধঃ 'মেধিরঃ' মেধাবান্ 'দ্বিমাতা' দ্বয়োররণ্যোরুৎপন্নঃ 'আয়বে' মনুষ্যার্থং 'কতিধাচিৎ' কতিভিঃ প্রকারৈঃ সর্ব্বত্র 'শয়ুঃ' শয়ানঃ।

২ হে অগ্নি! তুমি সমস্ত লোকের অনুগ্রহের নিমিত্ত বহু প্রকার, মেধাবী, ও অরণী হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এবং মনুষ্যের নিমিত্ত নানাপ্রকারে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছ, তুমি প্রথমে অঙ্গিরা নামক ঋষি হইয়া এবং মেধাবী হইয়া দেবতাদিগের কর্ম্ম অলঙ্কৃত করিতেছ।

৩৫৩

৩ ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ভব সুক্রতূয়া বিবস্বতে। অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্য্যেহসঘ্নোর্ভারমযজো মহো বসো।

৩ হে 'অগ্নে' 'বসো' নিবাসহেতো 'মাতরিশ্বনঃ' দেবতা সামান্যায় 'প্রথমঃ' মুখ্যঃ 'ত্বং' 'সুক্রতূয়া' শোভনকর্ম্মেচ্ছয়া 'বিবস্বতে' পরিচরতে যজমানায় 'আবির্ভব' প্রকটোভব। তব সামর্থ্যং দৃষ্ট্বা 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'অরেজেতাং' আকম্পেতাং। 'হোতৃবূর্য্যে' হোতৃবরণযুক্তে কর্ম্মণি 'ভারং' অসঘ্নোঃ উঢ়বানসি তথা 'মহঃ' পূজ্যান্ দেবান্ 'অযজঃ' ইষ্টবানসি।

৩ হে নিবাসহেতু অগ্নি! তুমি সকল দেবতার প্রধান। তুমি শোভন কর্ম্মের ইচ্ছায় পরিচর্য্যা বিশিষ্ট যজমানের নিকটে আবির্ভূত হও, তোমার সামর্থ্য দেখিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী কম্পবান্ হউক। তুমি হোতৃবরণযুক্ত কর্ম্মের ভার বহন করিতেছ ও পূজ্য দেবতাদিগের যজ্ঞ করিতেছ।

৩৫৪

৪ ত্বমগ্নে মনবে দ্যামবাশয়ঃ পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তরঃ। শ্বাত্রেণ যৎ পিত্রোর্ম্মুচ্যসে পর্য্যা ত্বা পূর্ব্বমনয়ন্নাপরং পুনঃ।

৪ হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'মনবে' মনোরনুগ্রহার্থং 'দ্যাং' দ্যুলোকং 'অবাশয়ঃ' পুণ্যকর্ম্মভিঃ সাধ্যমিতি প্রকটিতবানসি। 'সুকৃতে' তব পরিচরণকুর্ব্বতে 'পুরূরবসে' পুরূরবোনামকস্য রাজ্ঞঃ অনুগ্রহার্থং 'সুকৃত্তরঃ' শোভনফলকারী অভূঃ। 'যৎ' যদা 'পিত্রোঃ' অরণ্যোঃ 'শ্বাত্রেণ' ক্ষিপ্রমথনেন 'পরি মুচ্যসে' পরিমুচ্যসে উৎপদ্যসে তদানীং 'ত্বা' ত্বাং বেদ্যাঃ 'পূর্ব্বং' 'আ অনয়ন্' আনয়ন্ আহবনীয়রূপেণ স্থাপিতবন্তঃ 'পুনঃ' 'অপরং' পশ্চিমং দেশং আনীয় গার্হপত্যরূপেণ স্থাপিতবন্তঃ।

৪ হে অগ্নি! তুমি মনুর অনুগ্রহের নিমিত্তে আকাশকে পুণ্যকর্ম্মসাধ্য করিয়াছ। তোমার পরিচর্য্যাকারী পুরূরব নামক রাজার অনুগ্রহের নিমিত্তে শোভন ফলদাতা হইয়াছ। যখন তুমি অরণি কাষ্ঠের অল্পঘর্ষণে উৎপন্ন হও, তখন যজমানেরা তোমাকে বেদির পূর্ব্ব দিকে আনয়ন করিয়া আহবনীয়রূপে স্থাপিত করে, পুনর্ব্বার পশ্চিম দিকে আনয়ন পূর্ব্বক গার্হপত্যরূপে স্থাপন করে।

৩৫৫

৫ ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্দ্ধন উদ্যতস্রুচে ভবসি শ্রবায্যঃ। য-

আহুতিং পরিবেদা বষট্কৃতিমে-
কায়ুরগ্নে বিশ আবিবাসসি॥১।২।৩২

৫ হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'বৃধকঃ' কামানাং বর্দ্ধিতা 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' যজমানস্য ধনাদ্যভিবৃদ্ধিহেতুঃ 'উদ্যতস্রুচে' উদ্যতয়া স্রুচা যুক্তায় যজমানায় অনুগ্রহার্থং 'শ্রবাঃ' মন্ত্রৈঃ শ্রবণীয়ো 'ভবসি'। 'যঃ' যজমানঃ 'বষট্কৃতিং' বষট্কারযুক্তাং 'আহুতিং' 'পরিবেদা' পরিবেদ পরিসমর্পয়তি হে 'অগ্নে' 'একায়ুঃ' মুখ্যান্নঃ ত্বং তং যজমানং 'বিশঃ' তদনুকূলাঃ প্রজাঃ 'আবিবাসসি' সর্বতঃ প্রকাশয়সি॥১।২।৩২।

৫ হে অগ্নি! কামনার বর্দ্ধিতা ও ধনাদির বৃদ্ধিকারী তুমি উদ্যত স্রুক্পাত্রযুক্ত যজমানের অনুগ্রহের নিমিত্তে মন্ত্রদ্বারা স্তবার্হবিশিষ্ট হও। হে অগ্নি! তুমি উত্তমোত্তম অন্নযুক্ত, যে যজমান তোমাকে বষট্কার যুক্ত আহুতি সমর্পণ করে তাহাকে এবং তদনুকূল প্রজাসকলকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ কর॥১।২।৩২।

৩৫৬

৬ ত্বমগ্নে বৃজিনবর্ত্তনিং নরং
সক্মন্ পিপর্ষি বিদথে বিচর্ষণে।
যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে ধনে দভ্রে-
ভিশ্চিৎ সমৃতা হংসি ভূয়সঃ।

৬ হে 'বিচর্ষণে' বিশিষ্টজ্ঞানযুক্ত 'অগ্নে' 'ত্বং' 'বৃজিনবর্ত্তনিং' সদাচাররহিতং 'নরং' 'সক্মন্' সমন্তাৎ সমার্থ 'বিদথে' যোগ্যে কর্ম্মণি 'পিপর্ষি' পালয়সি অনুষ্ঠানযুক্তং করোষীত্যর্থঃ। 'যঃ' ত্বং 'শূরসাতা' পরিতঃ গন্তব্যে 'ধনে' শূরাণাং ধনবৎ প্রিয়ভূতে 'শূরসাতা' শূরৈঃ সম্ভজনীয়ে যুদ্ধে 'দভ্রেভিঃ' শৌর্য্যরহিতৈঃ পুরুষৈঃ 'চিৎ' অপি 'সমৃতা' সম্যক্ যোদ্ধৃষু প্রাপ্তেষু মদনুগ্রহার্থং 'ভূয়সঃ' প্রৌঢ়ান্ শত্রূন্ 'হংসি' মারয়সি।

৬ হে বিশিষ্টজ্ঞানযুক্ত অগ্নি! তুমি সদাচার রহিত পুরুষকে অনুষ্ঠানযোগ্য সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানযুক্ত কর। সর্ব্বতোভাবে গন্তব্য, ধনেরন্যায় প্রিয়, শূরদিগের সম্ভজনীয় এই প্রকার সম্যক্ যুদ্ধ বলবান্দিগের সহিত শৌর্য্য রহিত পুরুষদিগের উপস্থিত হইলে তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই বলবান্ শত্রুদিগকে হনন কর।

৩৫৭

৭ ত্বং তমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে
মর্ত্তং দধাসি শ্রবসে দিবে দিবে।
যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে ময়ঃ
কৃণোষি প্রয় আ চ সূরয়ে।

৭ হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'তং' 'মর্ত্তং' মর্ত্ত্যং মনুষ্যং 'দিবে দিবে' প্রতিদিনং 'শ্রবসে' অন্নার্থং 'উত্তমে' উৎকৃষ্টে 'অমৃতত্বে' মরণরহিতে পদে 'দধাসি' ধারয়সি 'যঃ' যজমানঃ 'উভয়ায়' দ্বিবিধায় দ্বিপদাং চতুষ্পদাঞ্চ 'জন্মনে' জন্মার্থং 'তাতৃষাণঃ' অতিশয়েন তৃষ্ণাযুক্তো ভবতি তস্মৈ 'সূরয়ে' অভিজ্ঞায় যজমানায় 'ময়ঃ' সুখং 'প্রয়ঃ' অন্নং 'চ' অপি 'আ-কৃণোষি' আকৃণোষি সম্যক্ করোষি।

৭ হে অগ্নি! তুমি প্রতিদিন মনুষ্যের অন্নের নিমিত্তে উৎকৃষ্ট দেবতার পদ ধারণ করিতেছ। যে যজমান দ্বিপদ ও চতুষ্পদ উভয় জন্মের নিমিত্তে অভিলাষযুক্ত হয়, তুমি সেই অভিজ্ঞ যজমানের সুখ দান ও অন্ন সম্পাত্তি কর।

৩৫৮

৮ ত্বং নো অগ্নে সনয়ে ধনানাং
যশসং কারুং কৃণুহি স্তবানঃ।
ঋধ্যাম কর্ম্মাপসা নবেন দেবৈ-
র্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ।

৮ হে 'অগ্নে' 'স্তবানঃ' 'স্তূয়মানঃ' 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'ধনানাং' 'সনয়ে' দানার্থং 'যশসং' যশোযুক্তং 'কারুং' কর্ম্মণাং কর্ত্তারং 'পুত্রং' 'কৃণুহি' কুরু 'নবেন' নূতনেন 'অপসা' প্রাপ্তেন অস্মদীয়েন পুত্রেণ 'কর্ম্ম' যাগদানাদিরূপং 'ঋধ্যাম' বর্দ্ধয়ামহে। 'দ্যাবাপৃথিবী' উভে 'দেবৈঃ' সহ 'নঃ' অস্মান্ 'প্রাবতং' প্রকর্ষেণ রক্ষতং।

৮ হে অগ্নি! তুমি স্তূয়মান হইয়াছ, তুমি আমারদিগের ধন দানের নিমিত্তে আমারদিগকে যশোযুক্ত ও কর্ম্মকর্ত্তা পুত্র প্রদান কর, যে সেই তপস্যাপ্রাপ্ত নূতন পুত্র দ্বারা আমরা যাগ দানাদিরূপ কর্ম্মের বৃদ্ধি করি। স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ে দেবতাদিগের সহিত আমারদিগকে প্রকৃষ্ট রূপে রক্ষা করুন।

জগতীছন্দঃ

৩৫৯

৯ ত্বন্নো অগ্নে পিত্রোরুপস্থ-
আদেবোদেবেষ্বনবদ্য জাগৃবিঃ।
তনূকৃদ্বোধি প্রমতিশ্চ কারবে ত্বং
কল্যাণ বসু বিশ্বমোপিষে।

৯ হে 'অনবদ্য' দোষরহিত 'অগ্নে' 'দেবেষু' সর্ব্বেষু মধ্যে 'জাগৃবিঃ' জাগরূকঃ 'ত্বং' 'পিত্রোঃ' মাতাপিতৃরূপয়োঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ 'উপস্থে' সমীপস্থানে বর্ত্তমানঃ সন 'নঃ' অস্মাকং 'তনূকৃৎ' পুত্ররূপশরীরকারী 'দেবঃ' ভূত্বা 'আবোধি' আবোধি অনুগৃহাণ তথা 'কারবে' কর্ম্মকর্ত্রে যজমানায় 'প্রমতিঃ' অনুগ্রহরূপপ্রকৃষ্টমতিযুক্তঃ 'চ' ভব। হে 'কল্যাণ' মঙ্গলরূপ অগ্নে 'ত্বং' 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'বসু' ধনং 'ওপিষে' যজমানার্থং আবপসি।

৯ হে দোষরহিত অগ্নি! দেবতাদিগের মধ্যে তুমি জাগ্রত, মাতা পিতা স্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর সমীপে স্থিতি করত তুমি আমারদিগের পুত্রজনক দেবতা হইয়া অনুগ্রহ কর এবং যজমানের প্রতি প্রসন্নমতি হও। হে মঙ্গল স্বরূপ অগ্নি! যজমানের নিমিত্তে সকল ধন স্থাপন কর।

৩৬০

১০ ত্বমগ্নে প্রমতিস্ত্বং পিতাসি ন-
স্ত্বং বয়স্কৃত্তব জাময়ো বয়ং। সং
ত্বা রায়ঃ শতিনঃ সংসহস্রিণঃ সু-
বীরং যন্তি ব্রতপামদাভ্য।১।২।৩৩

১০ হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'প্রমতিঃ' অস্মাকং প্রতি প্রকৃষ্টমতিযুক্তঃ তথা 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা' পালকঃ তথা 'বয়স্কৃৎ' আয়ুষ্যপ্রদঃ 'অসি' 'বয়ং' 'তব' 'জাময়ঃ' বন্ধবঃ। হে 'অদাভ্য' কেনাপি অহিংসনীয় অগ্নে 'তং' 'সুবীরং' শোভনপুরুষযুক্তং 'ব্রতপাং' কর্ম্মণঃ পালকং 'ত্বা' ত্বাং 'শতিনঃ' শতসংখ্যাযুক্তাঃ 'রায়ঃ' ধনানি 'সং-যন্তি' সংযন্তি সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তি তথা 'সহস্রিণঃ' সহস্রসংখ্যাকাঃ 'সং' সংযন্তি।১।২।৩৩

১০ হে অগ্নি! তুমি আমারদিগের প্রতি প্রসন্নমন হও ও প্রতিপালক হও এবং জীবনদাতা হও, আমরা তোমার বন্ধু। হে অহিংসিত অগ্নি। সেই শোভন পুরুষযুক্ত ব্রতপালক যে তুমি, তোমার শত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক ধন হউক।১।২।৩৩।

৩৬১

১১ ত্বামগ্নে প্রথমমায়ুমায়বে
দেবাঅকৃণ্বন্নহুষস্য বিশপতিং।
ইলামকৃণ্বন্মনুষস্য শাসনীং পিতু-
র্যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে।

১১ হে 'অগ্নে' 'দেবাঃ' 'প্রথমং' দেবাঃ 'ত্বাং' 'আয়বে' মনুষ্যরূপায় 'নহুষস্য' একস্যাস্য নাম্নঃ 'আয়ুং' মনুষ্যরূপং 'বিশপতিং' সেনাপতিং 'অকৃণ্বন্' কৃতবন্তঃ। তথা 'মনুষস্য' মনোঃ 'ইলাং' ইলানাম্নীং পুত্রীং 'শাসনীং' ধর্ম্মোপদেশকর্ত্রীং 'অকৃণ্বন্' কৃতবন্তঃ। 'যৎ' যদা 'মমকস্য' মদীয়স্য হিরণ্যস্তূপনাম্নঃ 'পিতুঃ' 'পুত্রঃ' 'জায়তে' তদানীং ত্বমেব পুত্ররূপঃ আসীঃ।

১১ হে অগ্নি! প্রথমে দেবতারা তোমাকে নহুষ নামক রাজার মানব সেনাপতি করিয়াছিলেন, আর মনুর কন্যা ইলাকে ধর্ম্মোপদেশিনী করিয়াছিলেন। আমি হিরণ্যস্তূপ, আমার পিতার যখন পুত্র জন্মিবে তখন তুমিই পুত্র রূপ হইবে।

৩৬২

১২ ত্বন্নো অগ্নে তব দেব পায়ু-
ভির্ম্মঘোনোরক্ষ তন্বশ্চ বন্দ্য। ত্রা-
তা তোকস্য তনয়ে গবামস্যনি-
মেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে।

১২ হে 'বন্দ্য' বন্দনীয় 'অগ্নে' 'দেব' 'ত্বং' 'তব' 'পায়ুভিঃ' পালনৈঃ 'মঘোনঃ' ধনযুক্তান্ 'নঃ' অস্মান্ 'রক্ষ' তথা 'তন্বঃ' পুত্রদেহান্ 'চ' অপি রক্ষ 'তোকস্য' অস্মদীয়পুত্রস্য 'তনয়ে' তনয়ে অস্মৎপৌত্রাদিঃ 'তব' 'ব্রতে' কর্ম্মণি 'অনিমেষং' নিরন্তরং 'রক্ষমাণঃ' সাবধানঃ বর্ত্ততে। তস্মিন্ পালকঃ সর্ব্বেষাং 'গবাং' 'ত্রাতা' রক্ষকঃ 'অসি'।

১২ হে বন্দনীয় অগ্নি দেবতা! আমরা তোমার পালনদ্বারা ধনবান্, আমারদিগকে রক্ষা কর এবং আমারদিগের পুত্র সকলকেও রক্ষা কর। আমারদিগের পৌত্রাদি তোমার কর্ম্মে নিরন্তর সাবধান

আছে। সেই কর্ম্মে যে সকল গো আছে তাহারদিগের রক্ষক হও।

৩৬৩

১৩ ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরন্ত-
রোনিষঙ্গায় চতুরক্ষইধ্যসে। যো-
রাতহব্যোবৃকায় ধায়সে কীরে-
শ্চিন্মন্ত্রং মনসা বনোষি তং।

১৩ হে 'অগ্নে' 'যজ্যবে' যজ্ঞার্থং যজমানস্য 'পায়ুঃ' পালকঃ ত্বং 'অন্তরঃ' সমীপবর্ত্তী সন 'অনিষঙ্গায়' রাক্ষসাদিভয়রহিতায় যজ্ঞায় 'চতুরক্ষঃ' দিক্‌চতুষ্টয়ে দীপ্তিমান্‌জ্বালারূপচক্ষুর্যুক্তঃ 'ইধ্যসে' দীপ্যসে। 'অবৃকায়' অহিংসকায় 'ধায়সে' পোষকায় তুভ্যং 'রাতহব্যঃ' দত্তহবিঃ 'যঃ' যজমানঃ অস্তি 'কীরেঃ' স্তোতুঃ 'চিৎ' এব 'মন্ম' স্তোত্ররূপং 'মনসা' চিত্তেন 'বনোষি' যাচসি।

১৩ হে অগ্নি! তুমি যজমানের প্রতিপালক ও নিকটবর্ত্তী, তুমি যজ্ঞেতে রাক্ষসের সম্বন্ধ নিবারণের নিমিত্তে চতুর্দ্দিকে শিখাস্বরূপ চক্ষুর্বিশিষ্ট হইয়া দেদীপ্যমান হইতেছ। অহিংসক প্রতিপালক যে তুমি তোমাকে যে যজমান হবিদান করিয়াছে সেই স্তবকারী যজমানের স্তোত্র তুমি প্রার্থনা করিতেছ।

৩৬৪

১৪ ত্বমগ্নউরুশংসায় বাঘতে
স্পার্হং যদ্রেক্ণঃ পরমং বনোষি-
তৎ। আধ্রস্য চিৎ প্রমতিরুচ্যসে
পিতা প্র পাকং শাস্‌সি প্র দিশো-
বিদুষ্টরঃ।

১৪ হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'উরুশংসায়' বহুভিঃ স্তোতব্যায় 'বাঘতে' ঋত্বিজে তদুপকারার্থং 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'পরমং' উত্তমং 'যৎ' 'রেক্ণঃ' রেক্ণং ধনং অস্তি 'তৎ' ধনং 'বনোষি' অনুষ্ঠাতা লভতাং ইতি কাময়সে। তথা ত্বং 'আধ্রস্য' দুর্ব্বলস্য যজমানস্য 'চিৎ' অপি 'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্তঃ 'পিতা' পালকঃ ইতি অভিজ্ঞৈঃ উচ্যসে। তথা 'বিদুষ্টরঃ' অতিশয়েন অভিজ্ঞস্ত্বং 'পাকং' শিশুং যজমানং 'প্র শাসসি' প্রশাসসি প্রকর্ষেণ অনুশিষ্টং করোষি তথা 'দিশঃ' 'প্র' প্রশাসসি।

১৪ হে অগ্নি! বহু কর্ত্তৃক স্তবনীয় ঋত্বিকের উপকারের নিমিত্তে প্রার্থনীয় যে উত্তম ধন তাহা অনুষ্ঠাতা লাভ করুক, তুমি এই প্রকার কামনা করিতেছ। অভিজ্ঞেরা কহেন যে তুমি অতিশয় জ্ঞানী, ও দুর্ব্বল যজমানের বুদ্ধিমান প্রতিপালক এবং শিশু যজমানের ও দিক্ সকলের শাসনকারী।

৩৬৫

১৫ ত্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরং
বর্ম্মেব স্যূতং পরিপাসি বিশ্বতঃ।
স্বাদুক্ষদ্মা যোবসতৌ স্যোনকৃৎ
জীবযাজং যজতে সোপমা দি-
বঃ।১।২।৩৪।

১৫ হে 'অগ্নে' 'ত্বং' 'প্রযতদক্ষিণং' যেন ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা দত্তা তাদৃশং 'নরং' যজমানং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'পরিপাসি' পালয়সি 'স্যূতং' নিশ্ছিদ্রত্বেন নিষ্পাদিতং 'বর্ম্ম' কবচং 'ইব' যথা যুদ্ধে কবচং পালয়তি তদ্বৎ। 'স্বাদুক্ষদ্মা' স্বাদ্বন্নবান্ 'বসতৌ' নিবাসভূতে স্বগৃহে 'স্যোনকৃৎ' অতিথীনাং সুখকারী 'যঃ' যজমানঃ 'জীবযাজং' জীবনিষ্পাদ্যং যজ্ঞং 'যজতে' অনুতিষ্ঠতি 'সঃ' যজমানঃ 'দিবঃ' স্বর্গস্য 'উপমা' দৃষ্টান্তো ভবতি।১।২।৩৪।

১৫ হে অগ্নি! যে যজমান পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়াছে তুমি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেছ, যেমন ছিদ্ররহিত কবচ যুদ্ধে শরীর রক্ষা করে। স্বাদু অন্ন বিশিষ্ট ও স্বগৃহেতে অতিথির সুখকারী যে যজমান যাবজ্জীবন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সেই যজমান স্বর্গতুল্য পুণ্যবান্।১।২।৩৪।

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ

৩৬৬

১৬ ইমামগ্নে শরণিংমীমৃষো-
নইমমধ্বানং যমগাম দূরাৎ। আ-
পিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভৃ-
মিরস্যৃষিকৃন্মর্ত্ত্যানাং।

১৬ হে 'অগ্নে' ত্বং 'নঃ' অস্মৎসম্বন্ধিনীং 'ইমাং' ইদানীং নিষ্পাদিতাং 'শরণিং' হিংসাং বুদ্ধিলোপরূপাং 'মীমৃষঃ' ক্ষমস্ব। তথা অস্মিন্ [illegible] আসী-

যজ্ঞেব্রতংপরিত্যজ্য 'দূরাৎ' দূরদেশং 'যৎ' 'ঈয়' 'অধ্বানং' 'অগাম' গতবান্ তদপি ক্ষমস্ব। 'সোমানাং' সোমার্হাণাং অনুষ্ঠাতৄণাং 'মর্ত্ত্যানাং' ত্বং 'আপিঃ' প্রাপণীয়ঃ 'অসি' 'পিতা' পালকঃ 'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্ট মতিযুক্তঃ 'ভূমিঃ' ভ্রামকঃ কর্ম্মনির্ব্বাহকঃ 'ঋষিকৃৎ' দর্শনকারী।

১৬ হে অগ্নি! আমারদিগের এই ব্রত ভঙ্গ জন্য অপরাধ ক্ষমা কর এবং অগ্নি হোত্রাদি রূপ সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে তুমি এই দূরপথে আগমন করিয়াছ তজ্জন্যও ক্ষমা কর। তুমি অনুষ্ঠাতা মনুষ্যদিগের প্রাপ্য, প্রকৃষ্টমতিযুক্ত, কর্ম্মনির্ব্বাহক এবং দর্শনকারী।

জগতী ছন্দঃ

৩৬৭

১৭ মনুষ্বদগ্নে অঙ্গিরস্বদঙ্গিরোযযাতিবৎ সদনে পূর্ব্ববৎ শুচে। অচ্ছ যাহ্যাবহা দৈব্যংজনমাসাদয় বর্হিষি যক্ষি চ প্রিয়ং।

১৭ হে 'শুচে' শুদ্ধিযুক্ত 'অঙ্গিরঃ' হবির্গ্রহণজন্য গমনশীল 'অগ্নে' 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন 'সদনে' দেব যজ্ঞদেশে 'যাহি' গচ্ছ 'মনুষ্বৎ' মনুর্ষ্বৎ মনুঃ ইব যথা মনুঃ অনুষ্ঠানদেশে গচ্ছতি, 'অঙ্গিরস্বৎ' অঙ্গিরোবৎ অঙ্গিরাইব যথা অঙ্গিরাগচ্ছতি, 'যযাতিবৎ' যযাতিঃ ইব যথা যযাতির্নাম রাজা গচ্ছতি, 'পূর্ব্ববৎ' পূর্ব্বে ইব পূর্ব্বপুরুষাঃ যথা গচ্ছন্তি তদ্বৎ। গত্বা চ 'দৈব্যং' দেবতাসমূহরূপং 'জনং' 'আবহ' আবহ অস্মিন্ কর্ম্মণি আনয় আনীয় 'বর্হিষি' আস্তীর্ণদর্ভে 'আসাদয়' উপবেশয় উপবেশ্য চ 'প্রিয়ং' অভীষ্টং হবিঃ 'যক্ষি' দেহি 'চ'।

১৭ হে শুদ্ধিযুক্ত, হবির্গ্রহণ জন্য গমনশীল অগ্নি! তুমি অভিমুখ হইয়া দেবতাদিগের যজ্ঞস্থানে গমন কর, যেমন মনু, অঙ্গিরা, যযাতিরাজা এবং পূর্ব্বপুরুষসকল অনুষ্ঠানদেশে গমন করেন। গমনানন্তর দেবতা সমূহকে এই কর্ম্মে আনয়ন কর ও বিস্তৃত দর্ভে স্থাপন কর এবং তাঁহারদিগের অভীষ্ট হবি প্রদান কর।

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ

৩৬৮

১৮ এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তীবা যত্তে চকৃমা বিদাবা। উত প্রণেষ্যভিবস্যো অস্মান্ সন্নঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা।১।২।৩৫।

১৮ হে 'অগ্নে' 'এতেন' অস্মৎ প্রেরিতেন ব্রহ্মণ মন্ত্রেণ 'বাবৃধস্ব' অভিবৃদ্ধো ভব। 'শক্তীবা' অস্মদীয় শক্ত্যা চ 'বিদাবা' জ্ঞানেন চ যন্নং তে তব যৎ স্তোত্রং চকৃম' চকৃমঃ কৃতবন্তঃ। 'উত' অপি চ 'অস্মান্' অনুগৃহাণ 'অভিবস্যঃ' অভিবস্যং বসুমন্তং অন্নবন্তং বা 'প্রণেষি' প্রাপয়সি। 'নঃ' অস্মান্ 'বাজবত্যা' অন্নযুক্তয়া 'সুমত্যা' শোভনবুদ্ধ্যা 'সং সৃজ' সংসৃষ্টান্ সংযোজয়।১।২।৩৫।

১৮ হে অগ্নি! শক্তি ও জ্ঞান দ্বারা আমরা তোমার যে স্তব করিয়াছি, সেই প্রেরিত মন্ত্রদ্বারা তুমি বৃদ্ধি যুক্ত হও, এবং আমারদিগকে ধনদান দ্বারা প্রচুর অন্নবান্ ও উত্তম বুদ্ধিমান্ কর।১।২।৩৫।

দ্বিতীয়ং সূক্তং

হিরণ্যস্তূপঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ

ইন্দ্রোদেবতা

৩৬৯

১ ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী। অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্ব্বতানাং।

১ 'বজ্রী' বজ্রযুক্তঃ ইন্দ্রঃ 'প্রথমানি' পূর্ব্বসিদ্ধানি 'যানি' মুখ্যানি 'বীর্য্যাণি' পরাক্রমযুক্তানি কর্ম্মাণি 'চকার' কৃতবান্ অস্য 'ইন্দ্রস্য' তানি বীর্য্যযুক্তানি কর্ম্মাণি 'নু' ক্ষিপ্রং 'প্রবোচং' প্রব্রবীমি। কানি বীর্য্যাণি 'অহিং' মেঘং 'অহন' হতবান্ তৎ এতৎ একং বীর্য্যং। 'অনু' পশ্চাৎ 'অপঃ' জলানি 'ততর্দ্দ' ভূমৌ পাতিতবান্ ইদং দ্বিতীয়ং বীর্য্যং। তথা 'পর্ব্বতানাং' সকাশাৎ 'বক্ষণাঃ' বহনশীলাঃ নদীঃ 'প্র অভিনৎ' প্রাভিনৎ ছিন্নবান কূলদ্বয়সম্বর্দ্ধনেন প্রবাহিতবান্ ইদং তৃতীয়ং বীর্য্যং।

১ বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে সকল পরাক্রমশালী কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা অতি ত্বরায় আমি বলি। তিনি মেঘকে আঘাত করিয়াছেন এই এক কর্ম্ম, পশ্চাৎ জল

সকলকে পৃথিবীতে পতন করাইয়াছেন এই দ্বিতীয় কর্ম্ম, আর পর্ব্বত হইতে বহনশীল নদী সকলের কূল দ্বয় ভগ্ন করিয়া জল প্রবাহিত করিয়াছেন এই তৃতীয় কর্ম্ম।

৩৭০

২ অহন্নহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্য্যং ততক্ষ। বাশ্রাইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঅঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ।

২ ইন্দ্রঃ 'পর্ব্বতে' 'শিশ্রিয়াণং' আশ্রিতং 'অহিং' মেঘং 'অহন্' হতবান্। 'অস্মৈ ইন্দ্রায়' 'স্বর্য্যং' শব্দনীয়ং স্তুত্যং 'বজ্রং' 'ত্বষ্টা' বিশ্বকর্ম্মা 'ততক্ষ' আকৃতবান্ মতবান্ ইত্যর্থঃ। তেন বজ্রেণ মেঘে ভিন্নে সতি 'স্যন্দমানাঃ' প্রস্রবণযুক্তাঃ 'আপঃ' 'সমুদ্রং' 'অঞ্জঃ' সম্যক্ 'অবজগ্মুঃ' প্রাপ্তাঃ 'বাশ্রাঃ' বৎসং প্রতি শব্দায়মানোপেতাঃ 'ধেনবঃ' 'ইব' যথা ধেনবঃ সহসা বৎসগৃহে গচ্ছন্তি তদ্বৎ।

২ ইন্দ্র পর্ব্বতস্থিত মেঘকে আঘাত করিয়াছেন, বিশ্বকর্ম্মা সেই ইন্দ্রকে শব্দবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য বজ্র প্রদান করিয়াছেন, সেই বজ্রদ্বারা মেঘ আহত হইলে প্রবাহবিশিষ্ট জলসকল সম্যক্ রূপে সমুদ্রে গমন করিয়াছিল, যেমন গোসকল ধ্বনিকরত বৎসের নিকটে গমনকরে।

৩৭১

৩ বৃষায়মাণোঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য। আ সায়কং মঘবা দত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং।

৩ 'বৃষায়মাণঃ' বৃষইবাচরন্ 'মঘবা' ইন্দ্রঃ 'সোমং' 'অবৃণীত' প্রাপ্তবান্। 'ত্রিকদ্রুকেষু' জ্যোতিষ্টোমাদি যাগেষু 'সুতস্য' অভিষুতস্য সোমস্য অংশং 'অপিবৎ' পীতবান্। 'সায়কং' ক্ষেপণশীলং 'বজ্রং' 'আদত্ত' আদত্ত স্বীকৃতবান্। তেন বজ্রেণ 'অহীনাং' মেঘানাং মধ্যে 'প্রথমজাং' প্রথমজং প্রথমোৎপন্নং 'এনং' মেঘং 'অহন্' হতবান্।

৩ বৃষ যেমন গোকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্র সোম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে অভিষুত সোমাংশ পান করিয়াছেন ও ক্ষেপণশীল বজ্র ধারণ করিয়াছেন, সেই বজ্র দ্বারা মেঘসকলের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মেঘকে আহত করিয়াছেন।

৩৭২

৪ যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ। আৎ সূর্য্যং জনয়ন্ দ্যামুষাসং তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে।

৪ 'উত' অপিচ হে 'ইন্দ্র' 'যৎ' যদা 'অহীনাং' মেঘানাং মধ্যে 'প্রথমজাং' প্রথমজং প্রথমোৎপন্নং মেঘং 'অহন' হতবান্ অসি। 'আৎ' অনন্তরং 'মায়িনাং' মায়োপেতানাং অসুরাণাং 'মায়াঃ' 'প্র অমিনাঃ' প্রামিনাঃ প্রকর্ষেণ নাশিতবান্। 'আৎ' অনন্তরং 'সূর্য্যং' 'উষাসং' উষঃকালং 'দ্যাং' আকাশঞ্চ 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন্ আবরকমেঘনিবারণেন প্রকাশয়ন্ বর্ত্তসে। 'তাদীত্না' তদানীং অন্যেনাক্রমিতুমশক্যত্বাৎ 'শত্রুং' বৈরিণং 'ন' 'বিবিৎসে' লব্ধবান্ 'কিলা' কিল।

৪ হে ইন্দ্র! তুমি যখন মেঘসকলের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন মেঘ আহত করিয়াছ, অনন্তর যখন অসুরদিগের মায়াচ্ছেদ করিয়াছ, পরে যখন সূর্য্য এবং উষাকাল ও আকাশ উৎপন্ন করিয়া আবরক মেঘনিবারণ করত স্থিতি করিতেছ, তদবধি তুমি আর শত্রু প্রাপ্ত হওনাই।

৩৭৩

৫ অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতাবধেন। স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ।১।২।৩৬।

৫ অয়ং 'ইন্দ্রঃ' 'মহতাবধেন' সর্ব্বাধিকেনাবধসাধনেন তেন 'বজ্রেণ' 'বৃত্রতরং' অতিশয়েন লোকানামাবরকং অন্ধকাররূপং 'বৃত্রং' বৃত্রনামকং অসুরং 'ব্যংসং' বিগতাংসং ছিন্নবাহুর্যথা ভবতি তথা 'অহন্' হতবান্। 'কুলিশেন' কুঠারেণ 'আবিবৃক্ণাঃ' বিশেষতশ্ছিন্নাঃ বৃক্ষাণাং 'স্কন্ধাংসি' স্কন্ধাঃ 'ইব' যথা বৃক্ষস্কন্ধাঃ ছিন্নাঃ ভবন্তি তদ্বৎ। তথা সতি 'অহিঃ' বৃত্রঃ 'পৃথিব্যাঃ' উপরি 'উপপৃক্' সামীপ্যেন সম্পৃক্তঃ 'শয়তে' শয়নং করোতি।১।২।৩৬।

৫ অত্যন্ত বধকারী যে বজ্র তদ্দ্বারা এই ইন্দ্র লোকের অনিষ্ট জনক বৃত্রনামক অসুরের বাহুচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে হনন করিয়াছেন, যেমন কুঠারদ্বারা বৃক্ষস্কন্ধ ছেদন করে। এইপ্রকারে বৃত্রাসুর পৃথিবীর উপরে শয়ন করিল।১।২।৩৬।

৩৭৪

৬ অযোদ্ধেব দুর্ম্মদআহিজুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষং। নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিষইন্দ্রশত্রুঃ।

৬ দুর্ম্মদঃ ' দর্পযুক্তঃ বৃত্রঃ ' অযোদ্ধা ' সমযোদ্ধৃরহিতঃ ইব ' ইন্দ্রং ' আজুহ্বে ' আহূতবান্। কীদৃশং ইন্দ্রং ' মহাবীরং ' শৌর্য্যোপেতং ' তুবিবাধং ' বহূনাং বাধকং ' ঋজীষং ' শত্রূণাং অপার্জকং। ' অস্য ' ইন্দ্রস্য ' বধানাং ' ' সমৃতিং ' সঙ্গমং প্রহারাণং ' ন ' ' অতারীৎ ' তরিতুং শক্তোহ ' ইন্দ্রশত্রুঃ ' ইন্দ্রঃ শত্রুহন্তা যস্য তাদৃশঃ বৃত্রঃ। ইন্দ্রেণ হতঃ নদীষু পতিতঃ সন বৃত্রঃ ' রুজানাঃ ' নদীঃ ' সং পিপিষে ' সম্পিপিষে মহতঃ পতিতস্য বৃত্রস্য পাতেন নদীনাং কূলানি তত্রত্য পাষাণাদিকঞ্চ চূর্ণীভূতমিত্যর্থঃ।

৬ আমার সমান যোদ্ধা কেহ নাই এইরূপদর্পযুক্ত বৃত্রাসুর মহাবীর ও বহুশত্রু নিবারক ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিল, কিন্তু সেই ইন্দ্রের শত্রুবধোপায়ের পথ হইতে বৃত্রাসুর অতিক্রান্ত হইতে সমর্থ হয় নাই। ইন্দ্র কর্ত্তৃক হত বৃত্রাসুর নদীতে পতিত হইয়া সেই পতন দ্বারা নদী সকলের কূল দ্বয় এবং তত্রত্য পাষাণাদি সকল চূর্ণ করিয়াছিল।

৩৭৫

৭ অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধিসানৌ জঘান। বৃষ্ণোবধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশযদ্ব্যস্তঃ।

৭ ' অপাৎ ' পাদরহিতঃ ' অহস্তঃ ' হস্তরহিতঃ ' বৃত্রঃ ' ' ইন্দ্রং ' উদ্দিশ্য ' অপৃতন্যৎ ' পৃতনাং যুদ্ধং ঐচ্ছৎ। ' অস্য ' হস্তপাদহীনস্য বৃত্রস্য ' সানৌ ' পর্ব্বতসানুসদৃশে প্রৌঢ়স্কন্ধে ' অধি ' উপরি ' বজ্রং ' ' আ-জঘান ' আজঘান ইন্দ্রঃ আভিমুখ্যেন প্রক্ষিপ্তবান্। যথা ' বধ্রিঃ ' ছিন্নমুষ্কঃ পুরুষঃ ' বৃষ্ণঃ ' রেতঃসেচনসমর্থস্য পুরুষান্তরস্য ' প্রতিমানং ' সাদৃশ্যং ' বুভূষন্ ' প্রাপ্তুমিচ্ছন্ শক্নোতি তদ্বৎ। সঃ বৃত্রঃ ' পুরুত্রা ' বহুষু অবয়বেষু বিবিধং তাড়িতঃ সন্ ' অশযৎ ' ভূমৌ পতিতবান্।

৭ যেমন ছিন্নমুষ্ক পুরুষ রেতঃসেচন সমর্থ পুরুষান্তরের সাদৃশ্য ইচ্ছা করে, তদ্রূপ হস্তপদশূন্য বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছিল, ইন্দ্র সেই বৃত্রাসুরের পাষাণ সদৃশ স্কন্ধের উপর বজ্র প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বৃত্রাসুর শরীরের অনেক স্থানে তাড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল।

৩৭৬

৮ নদং ন ভিন্নমমুয়া শযানং মনোরুহাণা অতিযন্ত্যাপঃ। যাশ্চিৎবৃত্রোমহিনা পর্য্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃ পৎসুতঃশীর্বভূব।

৮ ' অমুয়া ' অমুষ্যাং পৃথিব্যাং ' শয়ানং ' পতিতং মৃতং বৃত্রং ' আপঃ ' জলানি ' অতিযন্তি ' অতিক্রম্য গচ্ছন্তি ' ভিন্নং ' ভিন্নকূলং ' নদং ' ' ন ' ইব যথা বৃষ্টিকালে আপঃ নদস্য কূলং ভিত্ত্বা গচ্ছন্তি তদ্বৎ। কীদৃশাঃ আপঃ ' মনোরুহাণাঃ ' মনুষ্যেভ্যঃ আরোহন্ত্যঃ। পুরা বৃত্রে জীবতি সতি তেন নিরুদ্ধাঃ মেঘাঃ ভূমৌ বৃষ্টাঃ ন ভবন্তি। মৃতে তু বৃত্রে নিরোধরহিতাঃ আপঃ প্রবহন্তি ইত্যর্থঃ। ' বৃত্রঃ ' জীবদ্দশায়াং ' মহিনা ' স্বকীয়েন মহিম্না ' যাঃ ' আপঃ ' চিৎ ' এব ' পর্য্যতিষ্ঠৎ ' পরিবৃত্য স্থিতবান্ ' অহিঃ ' বৃত্রঃ মৃতঃ সন্ ' তাসাং ' অপাং ' পৎসুতঃশীঃ ' পাদস্যাধঃ, শয়ানঃ ' বভূব '।

৮ পৃথিবীতে পতিত মৃতবৃত্রাসুরকে অতিক্রম করিয়া মনোহর জলসকল গমন করিতেছে, যেমন বৃষ্টি সময়ে জল সকল নদীর কূল ভগ্ন করিয়া গমন করে। জীবনদশায় বৃত্রাসুর স্বীয় মহিমাদ্বারা যে সকল জলের আবরণ করিয়াছিল, মৃত বৃত্রাসুর সেই সকল জলের পাদ তলে শয়ন করিল।

৩৭৭

৯ নীচাবযা অভবৎ বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যাঅব বধর্জভার। উত্তরা সূরধরঃ পুত্রআসীৎদানুঃ শযে সহবৎসা ন ধেনুঃ।

৯ 'বৃত্রপুত্রা' বৃত্রঃ পুত্রোযস্যাঃ সা বৃত্রাসুরজননী 'নীচাবয়া' ন্যগ্ভাবং প্রাপ্তা 'অভবৎ' পুত্রদেহং রক্ষিতুং দেহস্যোপরি পতিতবতীত্যর্থঃ। তদানীং অযং 'ইন্দ্রঃ' 'অস্যাঃ' বৃত্রমাতুঃ 'অব' অধোভাগে বৃত্রস্য উপরি 'বধঃ' বধং হননসাধনং আযুধং 'জভার' প্রহৃতবান। তদানীং 'সূঃ' মাতা 'উত্তরা' উপরি স্থিতা 'আসীৎ'। 'পুত্রঃ' 'অধরঃ' অধোভাগস্থিতঃ আসীৎ। সা চ 'দানুঃ' দানবী বৃত্রমাতা 'শয়ে' মৃতা শয়নং কৃতবতী। 'ধেনুঃ' 'ন' ইব যথা ধেনুঃ 'সহবৎসা' বৎসসহিতা শয়নং করোতি তদ্বৎ

৯ বৃত্রাসুরের মাতা পুত্রদেহ রক্ষা করিবার জন্য তাহার শরীরের উপরে পতিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ইন্দ্র বৃত্রমাতার নিম্ন দেশে ও বৃত্রাসুরের উপরিভাগে বধকারী অস্ত্র প্রহার করিয়াছিলেন। তৎকালে মাতা উপরে ছিল ও পুত্র নিম্নে ছিল, কিন্তু মাতাও মৃত হইয়া শয়ন করিল; যেমন বৎসের সহিত গো শয়ন করে।

৩৭৮

১০ অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাংমধ্যে নিহিতংশরীরং। বৃত্রস্য নিণ্যং বিচরন্ত্যাপোদীর্ঘন্তমআশয়দিন্দ্রশত্রুঃ।১।২।৩৭।

১০ 'বৃত্রস্য' 'শরীরং' 'আপঃ' জলানি 'বিচরন্তি' বিশেষেণ আক্রম্য উপরি প্রবহন্তি। কীদৃশং শরীরং 'নিণ্যং' নির্ণামধেয়ং অপ্সু মগ্নত্বেন কেনাপি ন জ্ঞায়তে। তদেব স্পষ্টীক্রিয়তে 'কাষ্ঠানাং' অপাং 'মধ্যে' 'নিহিতং' নিক্ষিপ্তং। কীদৃশানাং কাষ্ঠানাং 'অতিষ্ঠন্তীনাং' অবস্থিতিরহিতানাং 'অনিবেশনানাং' স্থানরহিতানাং প্রবহৎস্বভাবত্বাৎ স্থানং ন সম্ভবতি। 'ইন্দ্রশত্রুঃ' বৃত্রঃ জলমধ্যে শরীরে প্রক্ষিপ্তে সতি 'দীর্ঘং' দীর্ঘনিদ্রাত্মকং 'তমঃ' মরণং যথা ভবতি তথা 'আশয়ৎ' সর্বতঃ শয়নং কৃতবান্।১।২।৩৭।

১০ গমনশীল ও সুতরাং অস্থির যে জল সকল তন্মধ্যে স্থিত অতএব অজ্ঞাত যে এই প্রকার বৃত্রাসুরের শরীর, তাহার উপরে আক্রম করিয়া জল সকল প্রবাহিত হইতেছে। জল মধ্যে শরীর প্রক্ষিপ্ত হইলে বৃত্রাসুর দীর্ঘনিদ্রারূপ মরণ প্রাপ্ত হইয়া শয়ন করিয়াছিল।১।২।৩৭।

৩৭৯

১১ দাসপত্নীরহিগোপাঅতিষ্ঠন্নিরুদ্ধাআপঃ পণিনেব গাবঃ। অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্বৃত্রং জঘন্বাং অপতদ্বরার।

১১ 'দাসপত্নীঃ' দাসপত্ন্যঃ দাসঃ বিশ্বোপক্ষয়হেতুঃ বৃত্রঃ পতিঃ স্বামী যাসাং, তাঃ দাসপত্ন্যঃ অতঃ 'অহিগোপাঃ' অহির্বৃত্রঃ গোপা রক্ষকো যাসাং তাঃ। গোপনং নাম স্বচ্ছন্দেন যথা ন প্রবহন্তি তথা নিরোধনং। তাদৃশাঃ 'আপঃ' 'নিরুদ্ধাঃ' 'অতিষ্ঠন্' 'পণিনা' পণিনামকেন অসুরেণ 'গাবঃ' 'ইব' পণিনামকঃ অসুরঃ গাঃ অপহৃত্য বিলে স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারং আচ্ছাদ্য যথা নিরুদ্ধবান্ তদ্বৎ। 'অপাং' 'যৎ' 'বিলং' প্রবহণদ্বারং 'অপিহিতং' বৃত্রেণ নিরুদ্ধং 'আসীৎ' ইন্দ্রঃ 'তৎ' বিলং 'জঘন্বাং' জলস্থান হতবান 'বৃত্রং' বৃত্রকৃতং অপাং নিরোধং 'অপ-বরার' অপবরার পরিহৃতবান

১১ বিশ্বোপপ্লবকারী বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক শাসিত ও গোপিত জল সকল নিরুদ্ধ হইয়া স্থিত হইয়াছিল। যেমন পণি নামক অসুর কর্ত্তৃক গো সকল গর্ত্ত মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়াছিল। বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক জলের যে প্রবাহ দ্বার নিরুদ্ধ হইয়াছিল, ইন্দ্র সেই প্রবাহের নিরোধ ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন।

৩৮০

১২ অশ্ব্যোবারো অভবস্তদিন্দ্র সৃকে যত্ত্বা প্রত্যহন্দেবএকঃ। অজয়োগাঅজয়ঃশূর সোমমবাসৃজঃ সর্ত্তবে সপ্ত সিন্ধূন্।

১২ হে 'ইন্দ্র' 'সৃকে' বজ্রে 'দেবঃ' দীপ্যমানঃ 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ বৃত্রঃ 'যৎ' যদা 'ত্বা' ত্বাং 'প্রত্যহন্' প্রতিকূলত্বেন প্রহৃতবান্। 'তৎ' তদানীং 'অশ্ব্যঃ' অশ্বসম্বন্ধী 'বারঃ' বালঃ ইব 'অভবঃ' যথা অশ্বস্য বালঃ অনায়াসেন মক্ষিকাদীন্ বারয়তি তদ্বৎ বৃত্রং অগণয়িত্বা নিরাকৃতবান্। কিঞ্চ যদা 'গাঃ' পণিনা অপহৃতাঃ তদা তং 'অজয়ঃ' জিতবান্। হে 'শূর' শৌর্য্যযুক্ত ইন্দ্র ত্বং 'সোমং' 'অজয়ঃ' জিতবান্। 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ 'সিন্ধূন্' গঙ্গাদ্যাঃ নদীঃ 'সর্ত্তবে' সর্ত্তুং প্রবাহরূপেণ গন্তুং 'অবাসৃজঃ' অবসৃজঃ তাসাং বৃত্রকৃতং প্রবাহনিরোধং নিরাকৃতবান্।

১২ হে ইন্দ্র! বজ্র দ্বারা দেদীপ্যমান একাকী বৃত্রাসুর যখন তোমার প্রতিকূল হইয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছিল, তখন তুমি অবলীলাক্রমে তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলে,যেমন অশ্ব সকল পুচ্ছ দ্বারা মক্ষিকাদি নিবারণ করে। আর যখন পণি নামকঅসুর গরু অপহরণ করিয়াছিল তখন তাহাকেও জয় করিয়াছিলে। হে বীর্য্যবান্ ইন্দ্র! তুমি সোমরস জয় করিয়াছ এবং গঙ্গাদি নদির প্রবাহের জন্য নিরোধ ভঙ্গ করিয়াছ।

৩৮১

১৩ নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরদ্ধ্রাদুনিঞ্চ। ইন্দ্রশ্চ যদ্যুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে।

১৩ ইন্দ্রং নিষেদ্ধুং বৃত্রোনাম বিদ্যুদাদীন্ মায়য়া নির্ম্মিতবান্ তে সর্ব্বেপ্যেনং নিষেদ্ধুমশক্তাঃ যথা 'অস্মৈ' ইন্দ্রায় বৃত্রনির্ম্মিতা 'বিদ্যুৎ' 'ন' 'সিষেধ' প্রাপ্নোৎ। তথা 'তন্যতুঃ' মেঘগর্জ্জনঞ্চ। তথা 'যাং' 'মিহং' বৃষ্টিঞ্চ 'অকিরৎ' বিক্ষিপ্তবান্ সা বৃষ্টিঃ 'ন' সিষেধ। তথা 'হ্রাদুনিং' 'চ' অশনিং অপি প্রযুক্তবান্ সোপি 'ন' সিষেধ 'ইন্দ্রশ্চ' 'অহিশ্চ' ইন্দ্রবৃত্রৌ উভৌ অপি 'যৎ' যদা 'যুযুধাতে' যুদ্ধং কৃতবন্তৌ তদানীং বিদ্যুদাদয়ঃ ন প্রাপ্তাঃ। 'উত' অপিচ 'মঘবা' ইন্দ্রঃ 'অপরীভ্যঃ' অপরাভ্যঃ অন্যাসামপি বৃত্রনির্ম্মিতানাং মায়ানাং সকাশাৎ 'বিজিগ্যে' বিশেষেণ জিতবান্।

১৩ ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর উভয়ে যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন,তখন এই ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য বৃত্রাসুর যে সকল বিদ্যুৎ, মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টি এবং বজ্রাদি মায়া দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল সে সকল ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় নাই। এবং বৃত্রাসুরনির্ম্মিত অন্য মায়া সকল ও ইন্দ্র জয় করিয়াছিলেন।

৩৮২

১৪ অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্রহৃদি যত্তে জঘ্নুষোভীরগচ্ছৎ। নবচ যন্নবতিঞ্চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো-নভীতো অতরোরজাংসি।

১৪ হে 'ইন্দ্র' 'জঘ্নুষঃ' বৃত্রং হতবতঃ 'তে' তব 'হৃদি' চিত্তে 'যৎ' যদি 'ভীঃ' ভয়ং 'অগচ্ছৎ' প্রাপ্নোৎ তর্হি 'অহেঃ' বৃত্রস্য 'যাতারং' হন্তারং 'কং' অন্যং পুরুষং 'অপশ্যঃ' দৃষ্টবানসি। তাদৃশস্য পুরুষস্যাভাবাৎ স্বয়মেব তং হতবান্ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ 'নব' 'চ' 'নবতিং' 'চ' নবোত্তরনবতিসংখ্যাকাঃ 'স্রবন্তীঃ' প্রবহন্তীঃ নদীঃ প্রাপ্য 'রজাংসি' উদকানি 'অতরঃ' তীর্ণবান্ অসি। 'শ্যেনঃ' 'ন' 'ভীতঃ' ইব যথা শ্যেন-নামকঃ পক্ষী ন ভয়ং করোতি তদ্বৎ।

১৪ হে ইন্দ্র! বৃত্রাসুরহন্তা তুমি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় অভীত হইয়া নবনবতি সংখ্যক বেগবতী নদীর জল সকল অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে যদি তোমার চিত্ত ভীত হয় তবে আর বৃত্রাসুরের হন্তা কোন্ পুরুষকে দেখিয়াছ।

৩৮৭

১৫ ইন্দ্রো যাতোবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিণোবজ্রবাহুঃ। সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্নমেমিঃ পরি তা বভূব।১।২।৩৮।

১৫ 'বজ্রবাহুঃ' 'ইন্দ্রঃ' বজ্রো হস্তে যস্য সঃ বজ্রহস্তঃ 'যাতঃ' জঙ্গমস্য 'অবসিতস্য' স্থাবরস্য 'শমস্য' শান্তস্য শৃঙ্গরহিতস্য অশ্বগর্দ্দভাদেঃ 'শৃঙ্গিণঃ' শৃঙ্গোপেতস্য উগ্রস্য মহিষগবাদেঃ 'চ' 'রাজা' অভূৎ। তথা 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'ইৎ' এবাং 'উ' 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং 'রাজা' ভূত্বা 'ক্ষয়তি' নিবসতি। 'তাঃ' তানি স্থাবরজঙ্গমাদীনি সর্ব্বাণি 'পরি বভূব' পরিবেষ্ট্য ব্যাপ্য বর্ত্তমান। রথচক্রস্য পরিতঃ বর্ত্তমানা 'নেমিঃ' 'অরান্' নাভৌ সংকল্পিতান্ কাষ্ঠবিশেষান্ 'ন' ইব যথা ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ।১।২।৩৮।

১৫ বজ্রহস্ত ইন্দ্র নিঃশত্রু হইয়া স্থাবর জঙ্গমের ও অশ্ব গর্দ্দভাদির এবং মহিষ গবাদির রাজা হইয়াছিলেন। এবং সেই ইন্দ্র মনুষ্য সকলেরও রাজা হইয়া বসতি করিতেছেন। সেই সকল স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, যেমন রথচক্রের নেমি কাষ্ঠ অরাকাষ্ঠ সকলেতে ব্যাপ্ত হয়।১।২।৩৮।

ইতি প্রথমাষ্টকে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ॥

১০

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

খাকী

খাকি সম্প্রদায়ও রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কীল নামক একজন বৈষ্ণব এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত আছেন। তিনি কৃষ্ণদাসের শিষ্য এবং এই কৃষ্ণদাস কোন কোন প্রচলিত গ্রন্থ প্রমাণে রামানন্দশিষ্যআশানন্দের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ খাকিদিগের পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় নাই, এবং এসম্প্রদায় অতি আধুনিক বোধ হয়, কারণ ভক্তমালা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার কোন নিদর্শন নাই। অপরাপর বৈষ্ণবদিগের সহিত খাকিদিগের বিশেষ বিভিন্নতা এই যে তাঁহারা স্বকীয় গাত্রে বা পরিধেয় বস্ত্রে মৃত্তিকা ও ভস্ম লেপন করেন। খাকিশব্দের অর্থও ভস্মযুক্ত বা মৃত্তিকাযুক্ত। তাঁহারদিগের মধ্যে যাঁহারা কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবাস্থিতি করেন তাঁহারা সামান্যতঃ অন্য অন্য বৈষ্ণবদিগের তুল্য বস্ত্র পরিধান করেন; কিন্তু উদাসীনেরা উলঙ্গ বা উলঙ্গপ্রায় থাকেন, এবং মৃত্তিকার সহিত ভস্ম মিশ্রিত করিয়া শরীরোপরি অবলেপন করেন। তদ্ভিন্ন খাকীরা শৈবদিগের ন্যায় মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকদিগের অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবহারাদি অনুকরণ করিবার যে ভূরি প্রমাণ আছে, খাকীদিগের আচরণ তাহার এক প্রধান স্থল। তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত শৈব ব্যবহার সকল সংযুক্ত করিয়াছেন। রাম ও সীতা তাঁহারদিগের উপাস্য দেবতা, এবং হনুমান্ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

ফরক্কাবাদ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বহু খাকির বাস আছে; কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ড মধ্যে অযোধ্যার নিকটস্থ হনুমান্গড়ে তাহারদিগের প্রধান মঠ। সকলে কহে জয়পুরে সম্প্রদায়গুরু কীল স্বামীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

মলূকদাসী

মলূকদাস নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, এ প্রযুক্ত ইহার মলূকদাসী নাম হইয়াছে। অনেকে রামানন্দের পরম্পরাগত শিষ্য প্রণালীমধ্যে তাঁহাকে পঞ্চম করিয়া গণনা করে। যথা

১ রামানন্দ। ৪ কীল।
২ আশানন্দ। ৫ মলূকদাস।
৩ কৃষ্ণদাস।

এ বৃত্তান্ত অনুসারে মলূকদাস ভক্তমালকর্ত্তা নাভাজির প্রায় সমকালবর্ত্তী হয়েন, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত কীলের শিষ্য অগ্রদাসের নিকটে নাভাজির উপদিষ্ট হইবার আখ্যান আছে, সুতরাং অকবর বাদসাহের রাজত্ব কালে তাঁহার বর্ত্তমান থাকা সম্ভাবিত হয়*। কিন্তু তদপেক্ষাও আধুনিক সময়ে তাঁহার জীবিত থাকা সম্ভব হইতেছে, যেহেতু মলূকদাসী বৈষ্ণবেরা আপনারাই একবাক্য হইয়া কহেন যে তিনি আরঙ্গজেব বাদশাহের সমকালবর্ত্তী ছিলেন†।

অপরাপর বৈষ্ণবদিগের সহিত তাঁহারদিগের কেবল মলূকদাসী নাম ও ললাটে এক ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ রেখা এই মাত্র বিশেষ দেখা যায়। আর গুরুকরণ বিষয়েরামাওৎ সন্ন্যাসীদিগের সহিত তাঁহারদিগের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে, কারণ তাঁহারা গৃহস্থ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহারদিগের উপাস্য দেবতা‡, এবং ভগবদ্গীতা তাঁহারদিগের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ।

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৫কল্প, ২ ভাগ ১২৮ পৃষ্ঠ।

† আরঙ্গজেব ১৫৭৯ বা ৮০ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন।

‡ মলূকদাসের এই পশ্চাল্লিখিত বচন অতি প্রসিদ্ধ আছে।

অজাগর করেন চাকরী পঁছী করেন কাম।
দাস মলূকা যোঁ কহে সবকো দাতা রাম।
সর্প কাহারও দাসত্ব করেনা,পক্ষী কাহারো কর্ম্ম করেনা।
মলূকদাস কহে রামই সকলের দাতা।

তদ্ভিন্ন তাঁহারা রামমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক অন্য অন্য সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন. আর কতক গুলি হিন্দী শাখা ও মলূকদাস প্রণীত বিষ্ণুপদ ও হিন্দীভাষায় লিখিত দশরতন নামে এক গ্রন্থ আছে তাহাতে ও শ্রদ্ধা করেন। মলূকদাস করা মানিক-পুরের* একজন বাণিজ্য ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন, তথায় নদীতীরে মলূকদাসীদিগের প্রধান মঠ আছে। একালাবধি তদ্বংশীয় মহন্তেরা তাহার অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। তাহাতে মহন্তের ও তাহার চেলাদিগের এবং যে সকল তীর্থ যাত্রী তথায় আগমন করে তাহারদিগের নিমিত্তে উপযুক্ত বাস্ত গৃহ আছে, এবং এক মন্দির মধ্যে শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। গুরুর গদিও সেই স্থানে আছে, লোকে কহে মলূকদাস যে গদি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি অবিকল বর্ত্তমান আছে। তদ্ব্যতিরেকে কাশী, আলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন ও জগন্নাথক্ষেত্রে এ সম্প্রদায়ের ছয় মঠ আছে। লক্ষ্ণৌ নগরের মঠ অতি আধুনিক, অল্পদিন হইল গোমতীদাস নামে এক ব্যক্তি আসেফ্ অল দৌলার সহায়তা ক্রমে স্থাপিত করিয়াছেন। আর জগন্নাথ ক্ষেত্রের মঠের মাহাত্ম্য অতি প্রসিদ্ধ আছে, কারণ তথায় মলূকদাসের লোকান্তর প্রাপ্তি হয় †।

দাদূপন্থী

দাদূপন্থীদিগকেও রামানন্দী সম্প্রদায়ের এক প্রশাখা বলা যাইতে পারে। দাদূ নামে এক ব্যক্তি এ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, এবং এপ্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে তিনি একজন কবীরপন্থির শিষ্য ছিলেন। কবীরের শিষ্য প্রণালী মধ্যে তিনি ষষ্ঠ হয়েন। যথা

১ কবীর।	৪ বিমল।
২ কমাল।	৫ বুদ্ধন।
৩ যমাল।	৬ দাদূ।

রাম নাম জপমাত্র এসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের উপাসনা। যদিও তাঁহারা স্বকীয় উপাস্য দেবতাকে রাম বলিয়া থাকেন, কিন্তু বেদান্তমতসিদ্ধ পরব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার নির্গুণ স্বরূপ বর্ণনা করেন, এবং তাঁহার মন্দির বা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

দাদূ আহমেদাবাদের এক জন ধুনুরি ছিলেন, তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আজমিরের অন্তঃপাতি সম্ভর নগরে স্থিতি করেন, তথা হইতে কল্যাণপুরে গমন করেন, পরে তাঁহার ৩৭ বৎসর বয়সে সম্ভর হইতে চারিক্রোশ ও জয়পুর হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে নারাইন নামক স্থানে বসতি করেন। তথায় অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল 'তুমি পরমার্থ সাধনে নিযুক্ত হও।' এই দেববাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি নারাইন হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে বহরণ পর্ব্বতে গমন করিলেন, তথায় কিয়ৎকাল যাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, আর তাঁহার কোন চিহ্ন প্রত্যক্ষ হইল না। তাঁহার মতানুবর্ত্তী ব্যক্তিরা কহে যে তিনি পরমেশ্বরে লীন হইয়াছেন। কবীরের শিষ্য প্রণালীর যে বিবরণ লেখা গিয়াছে তাহা যদি অকাল্পনিক হয়, তবে অক্‌বর বাদসাহের রাজত্বশেষ বা জাহাঁগিরের রাজ্যারম্ভে দাদূর বর্ত্তমান থাকা সম্ভাবিত হয়। দাবিস্তানে লিখিত আছে দাদূ অক্‌বরের সময়ে দরবেশ হইয়াছেন *।

দাদূ পন্থিরা তিলক সেবা বা মালা ধারণ না করিয়া কেবল জপ মালা সঙ্গে রাখেন, এবং মস্তকে এক প্রকার টুপি দিয়া থাকেন, এই টুপি কোন কোন ব্যক্তির মতে গোলাকৃতি শ্বেতবর্ণ, কাহারও

* আলাহাবাদ জেলায় করা ও মানিক পুর।

† কেহ কহে পূর্ব্বোক্ত করা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কহে করা তাঁহার জন্ম ভূমি এবং জগন্নাথ ক্ষেত্র তাঁহার সমাধি স্থান, এইশেষোক্ত বাক্যই যথার্থ বোধ হয়।

* দাবিস্তান, ২ ভাগ ১২ অধ্যায়।

মস্তে চতুষ্কোণাকৃতি হইয়া থাকে, এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে এক গুচ্ছ লম্বমান থাকে। তাহারদিগের এই টুপি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হয়।

দাদূপন্থিরা তিন প্রকার। যথা বিরক্ত, নাগা, এবং বিস্তরধারী। যাহারা বিষয় রাগ শূন্য হইয়া পরমার্থ সাধনে জীবন ক্ষেপ করে, তাহারদিগের নাম বিরক্ত। তাহারদিগের অঙ্গে এক অঙ্গরক্ষিণী ও সঙ্গে এক জলপাত্র মাত্র থাকে; মস্তকেও আবরণ থাকেনা। নাগারা অস্ত্রধারী; বেতন প্রাপ্ত হইলেই যুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়; পশ্চিম দেশীয় হিন্দু রাজারা তাহারদিগকে সুনিপুণ সৈন্য বলিয়া জানেন। এক জয়পুরের রাজারই দশসহস্রের অধিক নাগা সৈন্য ছিল। বিস্তরধারিরা অপরাপর লোকের ন্যায় অন্য অন্য বৃত্তি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। এই শাখাত্রয় ব্যতিরেকে দাদূপন্থিদিগের চতুর্থ প্রকার আর এক শাখা আছে, এবং প্রধান প্রধান শাখা সকল বিভক্ত হইয়া ৫২ ভাগ হইয়াছে, তাহারদিগের পরস্পর কি বৈশিষ্ট আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। দাদূপন্থিরা উষাকালে শবদাহ করে, কিন্তু তাঁহার দিগের মধ্যে ধর্ম্মবৃত্তি ব্যক্তিরা অনেকে এই প্রকার অনুমতি করেন যে মরণান্তে তাঁহারদিগের দেহ পশুপক্ষীর আহারার্থে প্রান্তরে বা কান্তারে পরিত্যক্ত হইবে, কারণ দাহ করিলে তৎসঙ্গে অনেক পতঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয়। দাবিস্তানে ও এই প্রকার উল্লেখ আছে। ‘কাহারও লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাঁহারা (অর্থাৎ দাদূপন্থিরা) পশু পৃষ্ঠোপরি তাহার শব স্থাপন করেন, এবং এই কথা বলিয়া প্রান্তরে প্রেরণ করেন যে ইহার দ্বারা হিংস্রক ও অপরাপর জন্তুর পরিতোষ হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ” *। আজমীর ও মারোয়ার দেশে বহু সংখ্যক দাদূপন্থির অবস্থিতি আছে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে পূর্ব্বোক্ত নারাইন গ্রামে এ সম্প্রদায়ের প্রধান দেবোপাসনার স্থান আছে, কারণ দাদূর শয্যা ও দাদূ পন্থিদিগের প্রামাণিক শাস্ত্র সকল তথায় আছে, এবং বিহিত বিধানে তাহার পূজা হইয়া থাকে। নারাইনের পর্ব্বতোপরি এক ক্ষুদ্র গৃহ আছে, লোকে কহে তথা হইতে দাদূর অন্তর্দ্ধান হয়। তথায় প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপৎ অবধি করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত এক মেলা হইয়া থাকে।

এ সম্প্রদায়ের বিবরণ হিন্দী ভাষায় অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে, এবং সকলে কহে যে তাহার মধ্যে মধ্যে কবীর পন্থিদিগের গ্রন্থের ভূরি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘বিশ্বাসকা অঙ্গ’ নামে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মূল বাঙ্গলা অর্থসহিত প্রকাশ করা যাইতেছে*।

বিশ্বাসকা অঙ্গ

দাদূ সহজৈ হোইগা জে কুছ উচিযারাম।
কাহেকো কলপে মরৈ দুখী হোইব কাম ॥১॥
সাঁইকিযা সুবহৈরকা জে কুছ করৈ সুহোই।
করতা করৈ সহোতহৈ কাহে কলপৈ কোই ॥২॥
দাদূ কহৈ জেতেকিযা সুবহৈরকা জেকুঁ করৈ সুহোই।
করণ করাঁবণ এক তুঁ দুজানাহীঁ কোই ॥৩॥
সোই হমারা সাঁইযাঁ জে সবকা পূর্ণহার।
দাদূ জীবন মরণকা জাকে হাথি বিচার ॥৪॥
দাদূ স্বর্গভুবন পাতাল মধ্য আদি অন্ত সব সৃষ্টি।
সিরজি সব নিকোঁ দেত হৈ সোই হমারা ইষ্ট ॥৫॥
করণহার করতা পুরুষ হামকৈঁ ঐসী চীত।
সবকাতকী করত হৈ সো দাদূকামীত ॥৬॥
দাদূ মনসাবাচাকর্ম্মণা সাহিবকা বেসাস।
সেবক সিরজন হারকা করৈ কাঁনকী আস ॥৭॥
অরণ সুরমন আবৈ জীব কোঁ অথকিযা সব হোই।
দাদূ মারগমিহরকা বিরলা বুঝে কোই ॥৮॥
দাদূ উদিম ঔগুণ কোনহীঁ জে করিজানৈঁ কোই।
উদিম মেঁ আনন্দ হৈ জসাঁ ইসেতী হোই ॥৯॥
পূরণহারা পূরসী জো চিত্তরহসী ঠাঁই।
অন্তর তেঁ হরিউমগসী সকল নিরন্তর রাম ॥১০॥
পূরিক পূরা পাসিহৈ নাঁহী দূরীগবার।
সবজানত হৈ বাবরেদেবেকোঁ হুসিযার ॥১১॥
দাদূ চিন্তা রাঁমকোঁ সমুথ সব জাঁনৈঁ।
দাদূ রাঁমসম্বালিযে চিন্তা জিনি আঁনৈ ॥১২॥

---

* দাবিস্তান ২ ভাগ ১২ অধ্যায়।

* এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকের হস্ত হইতে ইহা প্রকাশ হইয়াছে।

দাদূ চিন্তাকিয়াঁ কুছনহীঁ চিন্তা জীবকোঁখাই।
হূঁনা থাসো হৈরহ্যা জাঁ নাহৈ সোজাই ॥১৩॥
দাদূ জিনিপঞ্জচায়া প্রাণকোঁ উদরউর্দ্ধ মুখক্ষীর।
জঠর অগনিমেঁ রাখিয়া কোমলকায়া শরীর ॥১৪॥
সোঈসমরথসঙ্গো সঙ্গিরহৈ বিকট ঘাট ঘটভীর।
সোসাঁইঁ মূঁগহগহীঁ জিনি ভুলৈ মনবীর ॥১৫॥
গাব্যাঁ দকে গুণচীতিকরি নৈঁন নৈঁন পগসীস।
জিনিমুখদিযা কাঁনকর প্রাণনাথ জগদীশ ॥১৬॥
তনমনসোঁ জসবাঁরিসব রাখে বিসবাবীস।
সোসাহিবসুমরৈ নহীঁ দাদূ মাঁনীকদীস ॥১৭॥
দাদূ সোসাহিব জিনিটীসরৈ জিনি ঘটদীয়া জীব।
গর্ভবাস মৈঁ রাখিয়াপাসৈ পোষৈ পীব ॥১৮॥
হিরদৈরাম সম্ভালিল মনরাখৈ বেসাস।
দাদূ সমরথসাঁইঁযাঁ সবকীপুরৈ আস ॥১৯॥
দাদূরাজিকরিজকলিযেঁ খড়া দেবৈ হাথোঁ হাথ।
পূরিকপূরাপাসি হৈঁ সদা হমারেসাথ ॥২০॥
দাদূসাঁইঁ সবনিকোঁ সেবগহৈ সুখদেই।
অযামুঢ়মতিজীবকী তৌভীনাব নলেই ॥২১॥
দাদূ সিরজনহারা সবনিকা ঐসা হৈ সমরথ।
সোই সেবগব্হৈরহ্যা জহাঁ সকলপসারৈঁ হাথ ॥২২॥
ধনি ধনি সাহিবতূঁ বড়া কৌনঅনূপমরীত।
সকললোক সিরিসাঁইঁ যাঁ রহৈ করিরহ্যা অতীত ॥২৩॥
দাদূহুঁ বলহারী সুরতিকী সবকী করৈসম্ভাল।
কীড়ীকুঞ্জর পলকমেঁ করতাহৈ প্রতিপাল ॥২৪॥
দাদূ ছাজনভোজন সহজমৈঁ সঁইঁযাঁ দেইসুলেই।
তাতৈঁ অধিকা ঔরকুছ সোতূঁ কাঁই করই ॥২৫॥
দাদূটুকা সহজকা সন্তোষীজনপাই।
মৃতক ভোজন গুরুমুখাকাহে কলপৈজাই ॥২৬॥
পরমেশ্বরকে ভাবকা এককণূকাখাই।
দাদূজেতা পাপথা ধর্ম্মকর্ম্মসবজাই ॥২৭॥
দাদূ কৌনপকাবৈ কৌনপীসৈঁ।
জহাঁ তহাঁ সীধাহীদীসৈ ॥২৮॥
দাদূ ভাডাদেহকা তেতাসহজি বিচার।
জেতা হরিবিচি অন্তরাতেতা সবৈ নিবার ॥২৯॥
দাদূ জলদলরাঁ যক্কা হমজেবৈঁ প্রসাদ।
সংসারকা সমঝৈনহীঁ অবিগতভাব অগাধ ॥৩০॥
দাদূ অকুছ শুসাধু দাইকীহোমেঁগা সোই।
পচি পচি কোই জিনিমরৈ সুণিলিজৈ লোই ॥৩১॥
দাদূ ছুটখুদাইকহীঁকো নাহীঁ ফিরিহো পিরথাসারী
দুজামহযি দূরিকরি বৌরে সাধুসবদিচারী ॥৩২॥
দাদূ বিনা রাঁমকহী ফিরিহোপি মুখীসারী।
দুজামহনি দূরিকরি বৌরৈ সুনিযহ সাধুসন্দশা ॥৩৩॥
দাদূসিদকসবূরী সাচগহি সাবতি রাখি অকীন।
সাহিবসোঁ দিলজাইরহ মুরদা হোই মসকীন ॥৩৪॥
দাদূ অণবঁছ্যা টুকা খাতহৈঁ মরমহিলাগামঁন।
জাঁবনিরঞ্জন লেতহৈঁ যোঁ নির্জল সাধুজন ॥৩৫॥
অণবঁছ্যা আবৈ পড়েপীছে লেইউঠাই।
দাদূতে সিরিদোষপড়েজে কুছ রাঁধরজাই ॥৩৬॥
অণবঁছ্যা আপৈ প্রভুজিয়াবিজারিরখাই।
দাদূফিরৈনভোজ্যাজহু বরতাকিন জাই ॥৩৭॥
অণবঁছী অজীগেবকী রাজীগণম গন্নাস।
দাদূসত্তি করিলীজিজে লোজাঁ ইকে পাস ॥৩৮॥
দাইকোসরমীঁ [illegible] জাবৈ বিসরজিয়াই।
দাদকতুবানাঁ কহৈ অমৃত করি করি লেই ॥২৯॥

বিপত্তি ভলাহরিঙ্গাযসোঁ কাসাকসোঁটাদুখ।
রাঁমবিনা কিসকা যকা দাদূ সংপতিসুখ ॥৪০॥
দাদূ একবিসাঁ সবিন সিযরাঁ ডাঁ যাঁ ডোল।
নিকটি নিধিদুখপাই এচিন্তামণী অমোল ॥৪১॥
দাদূ বিনবেসাসী জীযরা চঞ্চল নাহীঁ ঠৌর।
নিহচৈ নিহচলনাঁ রহৈ কছু ঔরকী ঔর ॥৪২॥
দাদূহূঁণাঁ থাসোবহৈ রহা জিনির্বাচৈ সুখদুখ
সুখমাগেঁ দুখআইসী পৈপীসন হি সার্রীসুণ ॥৪৩॥
দাদূ হূঁণাঁ থা সোবহৈরহা বর্জনকা জীসাই।
নর্ক্ককনহৈথীঁ নাডরীছবাসকোসী আই ॥৪৪॥
দাদূ হূঁণাথা সোবহৈ রহা জে কুছকীনাপীব।
পলবধৈ ন ছিনঘটৈ ঐসীজানী জীব ॥৪৫॥
দাদূজণাথা সোরহৈ রহা ঔর নহোবৈ আই।
লেনাথা সোলেরহে ঔর নলীযাজাই ॥৪৬॥
জারচিযা তূ ডোইগা কাহেকো সিরিলে।
সাহিব উপরি রাখিযে দেখিতমাসাএ ॥৪৭॥
জুজাণোঁ তূঁ রাখিযো তুম সিরিচালীরাই।
দুজাকো দেখো নহীঁ দাদূ অনভন জাই ॥৪৮॥
জাতুমহভাবৈ ত্যূঁখুসী হমরাজী উসবাত।
দাদূকে দিলসিদকসোঁ ভাবৈ দিন কৌঁ রাত ॥৪৯॥
দাদূ করণাহার জে কুছকিযা সোবুরা নকহনাজাই।
সোই সেবগ সন্তজন রহিসারামরজাই ॥৫০॥
দাদূকরতা হম নহী করতা ঔরৈ কোই।
করতাহৈ সো করৈগা তূঁ জিনিকরতা হোই ॥৫১॥
কাশীতজী মগহর গযা কবীর ভরোসৈরাম।
সৈদেহীসাঁই মিল্যা দাদূপূরে কাম ॥৫২॥
দাদূ রাজী রামহৈ রাজিকরিজক হমার।
দাদূ উস প্রসাদসোঁ পোষ্যা সব পরিবার ॥৫৩॥
পঞ্চসন্তোমে একসোঁ মনমতি থালা গাঁহি।
দাদূভাগী ভূখ সব দক্কা ভাবৈ নাঁহি ॥৫৪॥
একসেরকাঠামড়া ক্যাঁহী ভবান জাই।
ভূখন ভাগী জীবকী দাদূকেতাখাই ॥৫৫॥
দাদূ সাহিব মেরে কপড়ে সাহিবমেরা খাণ।
সাহিব সিরকা তাজ হৈ সাহিব পিণ্ড পরাণ ॥৫৬॥
দাদূ ঈশ্বর জীবকো নিতি করৈ প্রতিপাল।
অন্নাজলপাবৈ সদা মতি সুখ পাবৈ বাল ॥৫৭॥
সাঁই সংসন্তোষদে ভাব ভগতি বেসাস।
সিদক সবুরী সাচ দে মাঁগৈ দাদূ দাস ॥৫৮॥

বিশ্বাসকো অঙ্গ সম্পূর্ণ ॥

বাঙ্গলা অনুবাদ

১ রাম যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সহজেই হইবে, অতএব তুমি শোকেতে কেন প্রাণ ত্যাগ কর ? এ অতি দূষ্য কর্ম্ম।

২ পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন তাহাই হইয়াছে। তিনি যাহা করিবেন তাহই হইবে। তিনিই যাবৎ বিদ্যমান পদার্থের কর্ত্তা। তবে লোক কেন শোক করে ?

৩ দাদূ কহেন হে জগদীশ্বর ! তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই রহিয়াছে। তুমি যাহা

করিবে তাহাই হইবে। তুমি কর্ত্তা, তুমিই কারয়িতা, আর দ্বিতীয় নাই।

৪ তিনি সর্ব্ব বস্তু পূর্ণ করেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। জীবন মরণের বিচার তাঁহারই হস্তগত, তাঁহাকেই চিন্তা কর।

৫ যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, অন্তরীক্ষ, আদি অন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি সকলের পালনকর্ত্তা, তিনিই আমার ঈশ্বর।

৬ আমার এই প্রকার জ্ঞান যে কারণ স্বরূপ কর্ত্তা পুরুষই সকল বস্তু সৃজন করেন। তিনিই দাদুর মিত্র।

৭ মনোবাক্যকর্ম্মে তাঁহাকে বিশ্বাস কর। যে জন সৃজন কর্ত্তার সেবক সে আর কাহার আশা করিবে?

৮ যে ব্যক্তি অন্তঃকরণে ঈশ্বরকে স্মরণ করে তাহার রমণ ভাবের আবির্ভাব হয়, এবং তাহার সকল বিষয় না করিলেও আপনা হইতে হয়। দয়ার পথ বুঝিতে পারে এমত লোক অতি অল্প।

৯ যে নিষ্পাপ হইয়া নিজ বৃত্তি নির্ব্বাহ করিতে জানে, তাহার নিকট সে দূষ্য কর্ম্ম নহে। সে যদি ঈশ্বরের সঙ্গ করে, তবে সেই কর্ম্মেই তাহার আনন্দ প্রাপ্তি হয়।

১০ পূরণকর্ত্তা পরমেশ্বর যদি তোমার হৃদ্গত হইয়া থাকেন, তবে তোমার অন্তর হইতে হরি উচ্ছলিত হইবেন। রাম সর্ব্ব বস্তুতে নিরন্তর স্থিতি করেন।

১১ অরে মূঢ়! ঈশ্বর তোর দূরে নহেন, তোর নিকটেই আছেন। তুই উন্মত্ত, কিন্তু তিনি সকলই জানেন, এবং দান করিতে সতর্ক আছেন।

১২ রাম শক্তিপূর্ণ, এবং তিনিই সকলের বিষয় চিন্তা করেন, ও সকলই জানেন। রামকে হৃদয়ে রক্ষা কর, আর কিছুতেই চিত্তার্পণ করিও না।

১৩ চিন্তা বৃথা, কেবল জীবন শোষণ করে। যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে, এবং যাহা যাইবার, তাহাই যায়।

১৪ যিনি জীবের প্রাণ দান করেন, তিনিই গর্ভেতে তাহার মুখে দুগ্ধ দান করেন। জঠরাগ্নি মধ্যে থাকিয়াও তাহার কোমল কায়া হয়।

১৫ হে ভ্রাতঃ ঈশ্বরের শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইয়া রহিয়াছে। তোমার অন্তরে বিকট ঘাট আছে, তথায় রিপু সকল সমাগত হয়। অতএব ঈশ্বরকে ধারণা কর, বিস্মৃত হইওনা।

১৬ মনের সহিত জগদীশ্বরের গুণ কীর্ত্তন কর, তিনি তোমাকে হস্ত, পাদ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, বাক্য ও শিরঃ প্রদান করিয়াছেন। তিনি জগদীশ, তিনিই প্রাণনাথ।

১৭ যিনি একান্ত ভাবে সমস্ত বস্তুর রচনা যথা নিয়মে করিতেছেন, তাহাকে তুমি স্মরণ কর না? তুমি শাস্ত্র স্বীকার কর।

১৮ যে প্রিয় পরমেশ্বর দেহের সহিত জীব সংযোগ করিয়াছেন, যিনি তোমাকে গর্ভেতে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং পালন ও পোষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ কর।

১৯ হৃদয়ে রামকে স্থাপনা কর, ও মনেতে বিশ্বাস রাখ, যে পরমেশ্বরের শক্তিতে তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে।

২০ পরমেশ্বর সকলের হাতে হাতে অন্নদান করেন, ও জীবিকা সমর্পণ করেন। তিনি আমার নিকট, তিনি আমার সদাসঙ্গী।

২১ পরমেশ্বর সকলের সেবক হইয়া সকলের সুখ বিধান করেন। মূঢ়মতি ব্যক্তিদিগেরও এজ্ঞান আছে, তথাপি তাহারা তাঁহার নাম করেনা।

২২ যদিও সকলে ঈশ্বরের নিকট হস্ত প্রসারণ করে, এবং যদিও তাঁহার এমত মহতী শক্তি, তথাপি তিনি কালে কালে সকলের সেবক হয়েন।

২৩ তুমি ঋষিগণের অতীত, তোমার অনুপম রীতি, তুমি সকল ভুবনের অধিপতি, কিন্তু তুমি চক্ষুর অগোচর হইয়াছ।

২৪ দাদু কহেন যিনি সকলের প্রতিপালক, এবং যিনি কীট অবধি হস্তী পর্য্যন্ত সমস্ত জন্তুকে নিমেষে পালন করিতে পারেন, আমি সেই দেবের অধিকারী হই।

২৫ পরমেশ্বর সহজে যে অন্তরে প্রকাশ ক-

রেন, তাহাই গ্রহণ কর। তোমার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

২৬ যাহারদিগের চিত্তসন্তোষ আছে, তাহারা ঈশ্বরদত্ত যে কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহাই ভোজন করে। হে শিষ্য তুমি অপর অন্ন কেন প্রার্থনা কর? তাহা শবতুল্য।

২৭ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রীতির কণামাত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সমস্ত পাপ ও ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হয়।

২৮ কে পাক করিবে? কেই বা পেষণ করিবে? যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে সেই স্থানেই আহারের দ্রব্য।

২৯ মৃত্তাণ্ড তুল্য যে তোমার দেহ তাহার প্রকৃতি বিচার কর। তম্মধ্যে যে কোন পদার্থ ঈশ্বর হইতে অন্তর, তাহার নিরাস কর।

৩০ আমি রামের প্রসাদী জল দল গ্রহণ করি। আমি সংসারের কিছু বুঝি না, ঈশ্বরের অগাধ ভাব। দাদূ ইহা কহিয়াছেন।

৩১ ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। অতএব উৎকণ্ঠায় প্রাণ ত্যাগ করিওনা, শ্রবণ কর।

৩২ ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া সকল ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিলেও কুত্রাপি কোন আশ্বাস পাওয়া যায় না। হে মূঢ়! সাধুগণ বিচার করিয়া কহেন যে ঈশ্বর ব্যতিরেকে আরতাবৎ পদার্থ পরিত্যাগ কর, কারণ সে সকল কেবল দুঃখের মূল।

৩৩ রামকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলেও কোন লাভ হইবে না। অতএব হে মূঢ়। ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর তাবৎ পদার্থ পরিত্যাগ কর, কারণ সে সকল কেবল দুঃখের মূল। এবং সাধুদিগের বাক্য শ্রবণ কর।

৩৪ ধৈর্য্যান্বিত হইয়া সত্য উপহার গ্রহণকর, ঈশ্বরেতে মন সমর্পণ কর, এবং শববৎ মগ্ন হইয়া রহ।

৩৫ সেই নিগূঢ় জ্ঞানে যাঁহার মন লগ্ন হইয়াছে, তিনি স্বকীয় কিঞ্চিৎ অন্ন ভোজন করিয়াই তৃপ্ত হয়েন। শুদ্ধচিত্ত সাধুগণ সেই নিরঞ্জন নাম গ্রহণ করেন।

৩৬ কামনাশূন্য হইয়া যাহা উপস্থিত হয় তাহাই গ্রহণ কর, কারণ জগদীশ্বর যাহা বিধান করেন তাহা কখনই দূষ্য নহে।

৩৭ নিরাকাঙ্ক্ষী হও, এবং দৈবাৎ যাহা উপস্থিত হয়, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ও বিচার করিয়া তাহাই ভোজন কর। পর্য্যটন করিও না, এবং অদৃশ্য তরু হইতে ফল চ্ছেদনও করিও না।

৩৮ নিরাকাঙ্ক্ষী হও, এবং দৈবাৎ যে অন্ন উপস্থিত হয় তাহা যদি এক গ্রাস আকাশ মাত্রও হয়, তথাপি তাহাই তোমার উপযুক্ত জানিয়া গ্রহণ করিবে, কারণ তাহা ঈশ্বরের প্রেরিত।

৩৯ পরমেশ্বরেতে যাঁহারদিগের প্রীতি আছে, তাহারদিগের নিকট সকল বস্তুই সাতিশয় সুমিষ্ট। যদি তাহা বিষ পূর্ণ হয়, তথাপি তাঁহারা কটু বলিবেন না, বরঞ্চ তাহা অমৃত জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিবেন।

৪০ হরিনাম গ্রহণের জন্য যদি বিপত্তি ঘটে সেও মঙ্গল। দুঃখেতেই দেহের পরীক্ষা হয়। আর রাম বিনা যে সুখ সম্পত্তি তাহাই বাকি কর্ম্মের?

৪১ এক মাত্র পরমেশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার মনস্থির নহে। সে বহুধনাধিপতি হইলেও দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চিন্তামণি অমূল্য ধন।

৪২ যে মনের বিশ্বাস নাই তাহা চঞ্চল ও অব্যবসায়ী, কারণ নিশ্চয় জ্ঞান বিহীন হইয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হয়।

৪৩ যাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব সুখ অথবা দুঃখ কিছুই বাঞ্ছা করিও না। সুখের প্রার্থনা করিলে দুঃখেরও ঘটনা হইবে, পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইওনা।

৪৪ যাহা হইবার তাহা হইবে, অতএব স্বর্গ

কামনা করিও না, এবং নরক ভয়েও ভীত হইও না। যাহা নির্ব্বন্ধ হইয়াছিল তাহাই হইয়াছে।

৪৫ যাহা হইবার তাহা হইবে। ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন তাহার হ্রাস কি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা তোমার হৃদ্গত হউক।

৪৬ যাহা হইবার তাহা হইবে, তদতিরিক্ত আর কিছুই হইবে না। যাহা তোমার গ্রাহ্য, তাহাই গ্রহণ কর, তদ্ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিও না।

৪৭ ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন তাহাই ঘটিবে, অতএব তুমি কি নিমিত্ত নিজ মস্তকে ভার গ্রহণ কর? পরমেশ্বরকে সর্ব্বোপরি করিয়া জান, এবং সংসারের কৌতুক দেখ।

৪৮ হে জগদীশ্বর! তুমি যাহা উপযুক্ত জান, তদ্রূপ অবস্থায় আমাকে স্থাপন কর, আমি তোমারই অধীন। হে শিষ্যগণ! তোমরা অন্য দেবতাকে দর্শন করিও না, অন্য স্থানে ভ্রমণ করিও না, কেবল তাঁহারই নিকট গমন কর।

৪৯ আমার এই কথা যে যে পরিমাণে পরমেশ্বরের ভাবে ভাবী হইবে সেই পরিমাণে তোমার সুখ লাভ হইবে। দাদূর অন্তঃকরণ দিবা নিশি ঈশ্বরের ভাবে মগ্ন আছে।

৫০ কর্ত্তা পুরুষ যাহা করিয়াছেন, তাহা দূষ্য বলা যায় না। যাহারা তাহাতেই তৃপ্ত আছে, তাহারাই তাঁহার সাধু সেবক।

৫১ আমরা কদাপি কর্ত্তা নহি, কর্ত্তা এক ভিন্ন পুরুষ। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন, আমারদিগের কোন সামর্থ্য নাই।

৫২ কবীর রামান্বেষণে মগরে গিয়াছিলেন। রাম অগোপনে তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

৫৩ রাম আমার উপার্জ্জিত ধন, রামই আমার অন্ন, রামই আমার পাতা। তাঁহারই প্রসাদে সকল পরিবার প্রতিপালিত হইয়াছে।

৫৪ আমার কায়াগত পঞ্চভূত এক অন্নে সন্তুষ্ট, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ অতি প্রমত্ত। যিনি এক মাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও আরাধনা করেন না, ক্ষুৎপিপাসা তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

৫৫ একসের পরিমিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিলেও তাহা কি ভস্ম হইবেনা? যত আহার করুক, তথাপি জীবের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

৫৬ ঈশ্বর আমার বসন ও ভবন, তিনি আমার শিরোমুকুট, তিনিই আমার প্রাণ ও শরীর।

৫৭ মাতা যেমন সন্তানকে পালন করেন ও তাহার দুঃখমূল নিবারণ করেন, সেই রূপ ঈশ্বর জীবের নিত্য প্রতিপালন করেন।

৫৮ হে ঈশ্বর! তুমিই সত্য। আমাকে প্রীতি সন্তোষ, ভক্তি, বিশ্বাস ও সত্য ধৈর্য্য দান কর। দাদূ দাস এই পক্ষ প্রার্থনা করে।

কবীর পন্থিদিগের সহিত দাদূপন্থীদিগের সদ্ভাব আছে, এবং তাঁহারদিগের কবীর চৌরেও গমনাগমন হইয়া থাকে।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

ঋচামাদিস্তথাসাম্নাং যজুষামাদিরুচ্যতে।
অন্তশ্চাদিমতাং দৃষ্টোনত্বাদিরক্ষরঃ স্মৃতঃ ॥
গুণান্ যদিহপশ্যন্তি তদিচ্ছন্ত্যপরে জনাঃ।
পরং নৈবাভিকাংক্ষন্তি নির্গুণত্বাদ্গুণার্থিনঃ ॥
গুণৈর্যস্ত্ববরৈর্যুক্তঃ কথংবিদ্যাৎ পরান্ গুণান্
অনুমানাদ্ধি গন্তব্যং গুণৈরবয়বৈঃ পরং ॥
জ্ঞানেন নির্ম্মলীকৃত্য বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা মনস্তথা।
মনসা চেন্দ্রিয়গ্রামমক্ষরং প্রতিপদ্যতে ॥
শরীরবানুপাদত্তে মোহাৎ সর্ব্বান্ পরিগ্রহান্
ক্রোধলোভাদিভির্ভাবৈর্যুক্তো রাজসতামসৈঃ
নাশুদ্ধমাচরেত্তস্মাদভীপ্সন্ দেহযাপনং।

কর্ম্মণা বিবরং কুর্ব্বন্ ন লোকানাপ্নুযাচ্ছুভান্।
লোহযুক্তং যথা হেম বিপক্বং ন বিরাজতে।
তথা পক্বকষাযাখ্যং বিজ্ঞানং ন প্রকাশতে॥
যশ্চাধর্ম্মঞ্চরেল্লোভাৎ কামক্রোধাবনুপ্লবন্।
ধর্ম্মং পন্থানমাক্রম্য সানুবন্ধোবিনশ্যতি॥
যদ্বৎ কান্তারমাতিষ্ঠন্নৌৎসুক্যং সমনুব্রজেৎ।
গ্রাম্যমাহারমাদদ্যাদস্বাদ্বপি হি যাপনং॥
তদ্বৎ সংসার কান্তারমতিষ্ঠন্ শ্রমতৎপরঃ।
যাত্রার্থমদ্যাদাহারং ব্যাধিতোভেষজং যথা॥
সত্যশৌচার্জ্জবত্যাগৈর্ব্বর্চ্চসা বিক্রমেণ চ।
ক্ষান্ত্যাধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ মনসা তপসৈব চ॥
ভাবান্ সর্ব্বানুপাবৃত্তান্ সমীক্ষ্য বিষযাত্মকান্
শান্তিমিচ্ছন্নদীনাত্মা সংযচ্ছেদিন্দ্রিযাণি চ।
সত্ত্বেন রজসা চৈব তমসা চৈব মোহিতাঃ।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে হ্যজ্ঞানাজ্জন্তবোভৃশং॥
তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষেত দোষানজ্ঞানসম্ভবান্।
অজ্ঞানপ্রভবং দুঃখমহঙ্কারং পরিত্যজেৎ॥
দমমেব প্রশংসন্তি বৃদ্ধাঃ শ্রুতিসমাধযঃ।
ক্রিযা তপশ্চ সত্যঞ্চ দমে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥
দমস্তেজোবর্দ্ধযতি পবিত্রং দমউচ্যতে।
বিপাপ্মা নির্ভযোদান্তঃ পুরুষোবিন্দতে মহৎ।
তেজোদমেন ধ্রিযতে তন্নতীক্ষ্ণোঽধিগচ্ছতি।
অমিত্রাংশ্চ বহূন্নিত্যং পৃথগাত্মনি পশ্যতি॥
ক্রব্যাদ্ভ্যইব ভূতানামদান্তেভ্যঃ সদা ভযং।
তেষাং বিপ্রতিষেধার্থং রাজা সৃষ্টঃ স্বযম্ভুনা।
আশ্রমেষু চ সর্ব্বেষু দমএব বিশিষ্যতে॥
যচ্চ তেষু ফলং ধর্ম্মে ভুযোদান্তে তদুচ্যতে॥
তেষাং লিঙ্গানি বক্ষ্যামি যেষাং সমুদযোদমঃ
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ শ্রদ্দধানতা॥
অক্রোধআর্জ্জবং নিত্যমাতিবাদোঽভিমানিতা
গুরুপূজাঽনসূযা চ দযা ভূতেষ্বপৈশুনং॥
জনবাদ মৃষাবাদস্তুতিনিন্দাবিবর্জনং।
সাধুকামশ্চ স্পৃহযেন্নাযতিং প্রত্যযেষু চ॥
অবৈরকৃৎ সূপচারঃ সমোনিন্দাপ্রশংসযোঃ।
সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবান্ প্রভুঃ॥
প্রাপ্যলোকে চ সৎকারং স্বর্গং বৈ প্রেত্যগচ্ছতি।
দুর্গমং সর্ব্বভূতানাং প্রাপ্যযন্মোদতে সুখী॥
সর্ব্বভূতহিতে যুক্তো ন স্ম যোদ্বিষতে জনং।
মহাহ্রদইবাক্ষোভ্যঃ প্রজ্ঞাতৃপ্তঃ প্রসীদতি॥
অভযং যস্য ভূতেভ্যঃ সর্ব্বেষামভযং যতঃ।
নমস্যঃ সর্ব্বভূতানাং দান্তোভবতি বুদ্ধিমান্॥

কর্ম্মভিঃ শ্রুতসম্পন্নঃ সদ্ভিরাচরিতঃ শুচিঃ।
সদৈব দমসংযুক্তস্তস্য ভুংক্তে মহাফলং॥
অনসূযা ক্ষমা শান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিযবাদিতা।
সত্যং দানমনাযাসোনৈষমার্গোদুরাত্মনাং॥
আর্জ্জবেনাপ্রমাদেন প্রসাদেনাত্মবত্তযা।
বৃদ্ধশুশ্রূষযা শক্র পুরুষোলভ্যতে মহৎ॥
ন হি দুঃখেষু শোচন্তে ন প্রহৃষ্যন্তি চার্দ্ধষু।
কৃতপ্রজ্ঞাজ্ঞানতৃপ্তাঃ ক্ষান্তাঃ সন্তোমনীষিণঃ।
জীবিতঞ্চ শরীরঞ্চ জাত্যৈব সহ জাযতে।
উভে সহ বিবর্দ্ধেতে উভে সহ বিনশ্যতঃ॥
ভূতানাং নিধনং নিষ্ঠা স্রোতসামিব সাগরঃ।
নৈতৎ সম্যগ্বিজানন্তোনরামুহ্যন্তি বজ্রধৃক্॥
যে ত্বেব নাভিজানন্তি রজোমোহ পরাযণাঃ।
তে কৃচ্ছ্রং প্রাপ্য সীদন্তি বুদ্ধির্যেষাং প্রণশ্যতি॥
বুদ্ধিলাভাত্তু পুরুষঃ সর্ব্বং তুদতি কিল্বিষং।
বিপাপ্মা লভতে সত্ত্বং সত্ত্বস্থঃ সংপ্রসীদতি॥
মহাবিদ্যোঽল্পবিদ্যশ্চ বলবান্ দুর্ব্বলশ্চ যঃ।
দর্শনীযোবিরূপশ্চ সুভগোদুর্ভগশ্চ যঃ॥
সর্ব্বং কালঃ সমাদত্তে গম্ভীরঃ স্বেন তেজসা।
তস্মিন্ কালবশংপ্রাপ্তে কা ব্যথা মে বিজানতঃ
সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে শ্রিযঃ।
সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে চাযুর্দ্ধর্ম্মশ্চৈব সুরেশ্বর॥
বিনীয খলু তদ্দুঃখমাগতং বৈ মনস্যজং।
ধ্যাতব্যং মনসা হৃদ্যং কল্যাণং সংবিজানতা।
যদা যদা হি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতেমনঃ।
তদা তস্য প্রসিধ্যন্তি সর্ব্বার্থানাত্র সংশযঃ॥

শান্তিপর্ব্বণি॥

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ৩৭ সংখ্যক নিয়ম পরিবর্ত্ত করিবার জন্য আগামী ১৫ পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ

৬ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছি যে আপনারদিগের প্রতিজ্ঞানুসারে এবৎসর ব্রাহ্মসমাজে যে বার্ষিক দান দিবেন, তাহা আগামী ১১ মাঘমধ্যে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদার মহাশয় পাঁচ খণ্ড ইংরাজী পুস্তক, এবং শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত ছয় খণ্ড পুস্তক এই সভাতে দান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উত্তম কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি রিম ছয় টাকা। যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৲
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ	৫৲
বৃত্তি সহিত কঠাদি সপ্তোপনিষৎ	১৲
বস্তুবিচার	।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
বাঙ্গলা ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ	৷৷০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৶০
ভূগোল	৷৷০
পদার্থ বিদ্যা	৷৷০
বর্ণমালা	৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	৷৷০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্যঅন্য বিষয়	৷৷০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্‌স বিণ্ডিকেটেড্‌....	।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	।০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৶০
কঠোপনিষৎ	৶০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ২ মাঘ রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা। ১৪ পৌষ সম্বৎ ১৯০৫। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৪৯।
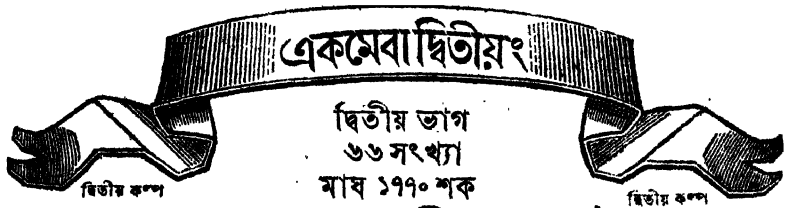
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

হিরণ্যস্তূপঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা

৩৮৪

১ এতায়ামোপগব্যন্তইন্দ্রমস্মাকংসুপ্রমতিং বাবৃধাতি। অনামৃণঃ কুবিদাদস্য রায়োগবাং কেতংপরমাবর্জ্জতেনঃ।

১ হে দেবাঃ 'গব্যন্তঃ' পণিনামকেন অসুরেণ অপহৃতাঃ গাঃ প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ যূযং 'এত' আগচ্ছত। যুষ্মাভিঃ সহিতাবয়ং 'ইন্দ্রং' গবামন্বেষণকামং 'উপঅযাম' উপাযাম প্রাপ্নুবাম। সচ ইন্দ্রঃ 'অনামৃণঃ' হিংসারহিতঃ সন্ দেবানাং 'অস্মাকং' 'প্রমতিং' গোলাভেন হর্ষযিত্বা প্রকৃষ্টাং বুদ্ধিং 'সু-বাবৃধাতি' সুষ্ঠু-বর্দ্ধযতি। 'আৎ' অনন্তরং সঃ ইন্দ্রঃ 'অস্য' 'রায়ঃ' ধনস্য 'গবাং' চ গোসম্বন্ধি 'পরং' উৎকৃষ্টং 'কেতং' জ্ঞানং 'নঃ' অস্মাকং 'কুবিদা' অধিকং 'আ-বর্জ্জতে' আবর্জ্জতে প্রাপযতি।

১ হে দেবতা সকল! তোমরা পণিনামক অসুর কর্তৃক অপহৃত গো প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব তোমরা আগমন কর, আমরা তোমারদিগের সহিত গো অন্বেষণে ক্ষমতাপন্ন যে ইন্দ্র তাঁহার নিকটে যাই, সেই ইন্দ্র হিংসা রহিত হইয়া দেবতাদিগকে গো লাভ করাইয়া বুদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছেন, অনন্তর সেই ইন্দ্র আমারদিগকে গো ধন সম্বন্ধী উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করুন।

৩৮৫

২ উপেদহং ধনদামপ্রতীতং জুষ্টাংনশ্যেনোবসতিংপতামি। ইন্দ্রংনমস্যন্নুপমেভিরর্কৈর্যঃস্তোতৃভ্যোহব্যোঅস্তিযামন্।

২ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'স্তোতৃভ্যঃ' স্তোতৃণাং অনুষ্ঠাতৃণাং অনুগ্রহার্থং 'যামন্' তদীযশত্রুভিঃ সহ যুদ্ধে প্রবৃত্তে 'হব্যঃ' হৈ রাহ্বাতব্যঃ 'অস্তি' ভবতি তং 'ইন্দ্রং' 'অহং' অনুষ্ঠাতা 'উপ-পতামি' প্রাপ্নোমি 'ইৎ' এব। কিং কুর্ব্বন্ 'উপমেভিঃ' উপমানভূতৈঃ 'অর্কৈঃ' স্তোত্রৈঃ সহ 'নমস্যন্' পূজযন্। কীদৃশং ইন্দ্রং 'ধনদাং' ধনপ্রদং 'অপ্রতীতং' অতিরস্কৃতং। 'জুষ্টাং' পূর্ব্বৈঃ সেবিতাং 'বসতিং' নিবাসভূমিং 'শ্যেনঃ' শ্যেননামকো বেগবান্ পক্ষী 'ন' ইব যথা স্বকীয়স্থানং আদরেণ ধাবতি তদ্বৎ।

২ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে স্তব কারীরা অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া যে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন, উপমা যোগ্য স্তব দ্বারা পূজা করিয়া আমি সেই ধনদাতা অতিরস্কৃত ইন্দ্রের শরণাগত হই,

যেমন শ্যেনপক্ষী যত্নবান্ হইয়া পূর্ব্বসেবিত বাসস্থানাভিমুখে গমন করে।

৩৮৬

৩ নি সর্ব্বসেন ইষুধীঁ রসক্ত সমর্য্যো গা অজতি যস্য বষ্টি। চোষ্কূযমাণ ইন্দ্র ভূরি বামং মা পণির্ভূরস্মদধি প্রবৃদ্ধ।

৩ 'সর্ব্বসেনঃ' কৃৎস্নসেনাযুক্তঃ 'ইন্দ্রঃ' 'ইষুধীঁ' ইষুধীন তূণান 'নিরসক্ত' নিঅসক্ত ন্যসক্ত নিতরাং পৃষ্ঠভাগে সংযোজিতবান। 'অর্য্যঃ' স্বামিরূপঃ ইন্দ্রঃ 'যস্য' দেবস্য অসুরৈঃ অপহৃতাঃ 'গাঃ' প্রদাতুং 'বষ্টি' কাময়তে তস্য দেবস্য গৃহে তাঃ গাঃ 'সং অজতি' সমজতি সম্যক প্রাপয়তি। হে 'প্রবৃদ্ধ' প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত 'ইন্দ্র' 'ভূরি' প্রভূতং 'বামং' গোরূপং ধনং 'চোষ্কূয়মানঃ' অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্ 'অস্মৎ' অস্মাসু 'অধি' অধিকং 'পণিঃ' পণিং গবাং মূল্যং 'মা ভূঃ' মা যাচস্ব।

৩ সর্ব্বসেনাযুক্ত ইন্দ্র তূণ সকল পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়াছেন। স্বামিরূপ ইন্দ্র যে সকল দেবতাদিগের অসুর কর্ত্তৃক অপহৃত গো প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারদিগের গৃহে অপহৃত গো প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করেন। হে প্রকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র! আমারদিগকে যে গোধন দান করিয়াছ তাহার অধিক মূল্য আমারদিগের নিকট প্রার্থনা করিও না।

৩৮৭

৪ বধীর্হি দস্যুং ধনিনং ঘনেনঁ একশ্চরন্নুপশাকেভিরিন্দ্র। ধনোরধি বিষুণক্তে ব্যায়ন্নযজ্বানঃ সনকাঃ প্রেতিমীযুঃ।

৪ হে 'ইন্দ্র' 'ধনিনং' বহুধনোপেতং 'দস্যুং' চৌরং বৃত্রং 'ঘনেন' ঘনেন কঠিনেন বজ্রেণ 'ত্বং' 'বধীঃ' হতবান্ 'হি' খলু 'উপশাকেভিঃ' সমীপবর্ত্তিভিঃ শক্তিনুটৈর্মরুদ্ভিঃ সহিতোভূত্বা বৃত্রং প্রহর্ত্তুং 'একঃ' এব 'চরন্' গচ্ছন্। যদ্যপি মরুতঃ সমীপে বর্ত্তন্তে তথাপি তে প্রোৎসাহয়ন্তি। ইন্দ্রসমৃদ্ধিমঃ 'ধনোঃ' ধনুষঃ 'অধি' উপরি 'বিষুণক্' সর্ব্বতঃ 'ব্যায়ন্' বিবিধমাগচ্ছন্ 'অযজ্বানঃ' যজ্ঞবিরোধিনঃ সন্তঃ 'তে' 'সনকাঃ' বৃত্রানুচরাঃ 'প্রেতিং' মরণং 'ঈযুঃ' প্রাপ্তাঃ।

৪ হে ইন্দ্র! নিকটবর্ত্তী মরুৎগণের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া তুমি একাকী গমন করত বহুধনোপেত চৌর বৃত্রাসুরকে কঠিন বজ্র দ্বারা হনন করিয়াছ, তোমার ধনুকের উপরিভাগে যজ্ঞ বিরোধী বৃত্রানুচর সকল আগমন করিয়া মরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩৮৮

৫ পরাচিচ্ছীর্ষা ববৃজুস্ত ইন্দ্রাযজ্বানো যজ্বভিঃ স্পর্দ্ধমানাঃ। প্র যদ্দিবো হরিবঃ স্থাতরুগ্র নিরব্রতাঁ অধমো রোদস্যোঃ ॥১৩॥১॥

৫ হে 'ইন্দ্র' 'তে' বৃত্রানুচরাঃ 'শীর্ষাঃ' স্বকীয়ানি শিরাংসি 'পরাচিৎ' পরাংমুখানি কৃত্বা 'ববৃজুঃ' গতবন্তঃ। কীদৃশাঃ 'অযজ্বানঃ' স্বয়ং যাগরহিতাঃ 'যজ্বভিঃ' যাগানুষ্ঠাতৃভিঃ সহ 'স্পর্দ্ধমানাঃ'। হে 'হরিবঃ' হরিনামকাশ্বযুক্ত 'স্থাতঃ' যুদ্ধে স্থিতিশীল 'উগ্র' শৌর্য্যযুক্ত ইন্দ্র 'যৎ' যদা 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ 'রোদস্যোঃ' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সকাশাৎ 'অব্রতাঁ' অব্রতান্ ব্রতরহিতান্ বৃত্রানুচরান্ 'নিঃ' নিঃশেষেণ 'প্র-অধমঃ' প্রাধমঃ ধমনং কৃতবানসি তদানীং অগ্নীষমুখবায়ুনা মুখাঃ সন্তোববৃজুঃ ইতিপূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।১।৩।১।

৫ হে ইন্দ্র! হরিনামক অশ্বযুক্ত যুদ্ধে স্থিতিশীল শৌর্য্যযুক্ত তুমি যখন অন্তরিক্ষ হইতে এবং স্বর্গ ও পৃথিবী হইতে ব্রত রহিত বৃত্রানুচর সকলকে দগ্ধ করিয়াছিলে তখন যাগানুষ্ঠাতাদিগের সহিত স্পর্দ্ধাযুক্ত ও যাগ রহিত বৃত্রানুচর সকল পরাংমুখ হইয়া গমন করিয়াছিল।১।৩।১।

৩৮৯

৬ অযুযুৎসন্ননবদ্যস্য সেনামযাতয়ন্ত ক্ষিতয়ো নবগ্বাঃ। বৃষায়ুধো ন বধ্রয়ো নিরষ্টাঃ প্রবদ্ভিরিন্দ্রাচ্চিতয়ন্ত আয়ন্।

৬ 'অনবদ্যস্য' দোষরহিতস্য ইন্দ্রস্য 'সেনাং' সদা বৃত্রানুচরাঃ 'অযুযুৎসন্' যোদ্ধুং ঐচ্ছন্ তদানীং 'নবগ্বাঃ' স্তোতব্যচরিত্রাঃ 'ক্ষিতয়ঃ' মনুষ্যাঃ অঙ্গিরাদয়ঃ 'অযাতয়ন্ত' যুদ্ধার্থং ইন্দ্রং নানাবিধৈর্মন্ত্রৈঃ প্রোৎসাহিতবন্তঃ। ইন্দ্রে যোদ্ধুং গচ্ছে সতি 'নিরষ্টাঃ' তেন ইন্দ্রেণ নিরাকৃতাঃ বৃত্রানুচরাঃ 'চিতয়ন্তঃ' স্বকীয়াং অশক্তিং জ্ঞাপয়ন্তঃ

'ইন্দ্রাৎ' ইন্দ্রস্য সকাশাৎ 'প্রবদ্ভিঃ' প্রবর্দ্ধৈঃ পলায়িতুং মুলকৈর্য্যাৰ্যৈঃ 'আয়ন্' দূরে গতবন্তঃ 'বৃষায়ুধঃ' বৃষেণ সেচনসমর্থেন পুংস্বযুক্তেন শূরেণ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বন্তঃ 'বধ্রয়ঃ' নপুংসকাঃ 'ন' ইব যথা প্রবলেন দূরে নিরাকৃতাঃ ভবৎ।

৬ দোষরহিত ইন্দ্রের সেনার সহিত যখন বৃত্রানুচর সকল যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছিল তখন স্তুতি যোগ্য মনুষ্যেরা যুদ্ধ নিমিত্ত ইন্দ্রকে বহুবিধ মন্ত্র দ্বারা উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিরাকৃত বৃত্রানুচর সকল স্বকীয় নিঃশক্তিতা প্রদর্শন করিয়াছিল এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিল, যেমন নপুংসকেরা বলবান্ পুরুষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দূরে পলায়ন করে।

৩৯০

৭ ত্বমেতান্ রুদতো জক্ষতশ্চাযোধয়ো রজস ইন্দ্র পারে। অবাদহো দিব আ দস্যুমুচ্চা প্র সুন্বতঃ স্তুবতঃ শংসমাবঃ।

৭ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'রুদতঃ' রোদনং কুর্ব্বতঃ 'জক্ষতঃ' ভক্ষণং কুর্ব্বতঃ 'চ' 'এতান্' দ্বিবিধান্ বৃত্রানুচরান্ অপি 'রজসঃ' অন্তরিক্ষস্য 'পারে' পরভাগে 'অযোধয়ঃ' যুদ্ধমকরোঃ হতবাংশ্চ। 'দস্যুং' উপক্ষয়িতারং বৃত্রং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'আ' আনীয় 'উচ্চা' উৎকর্ষেণ 'অবাদহঃ' দগ্ধবান্। 'সুন্বতঃ' সোমাভিষবং কুর্ব্বতঃ 'স্তুবতঃ' স্তোত্রং কুর্ব্বতঃ যজমানস্য 'শংসং' স্তুতিং 'প্র-আবঃ' প্রাবঃ প্রকর্ষেণ রক্ষিতবান্।

৭ হে ইন্দ্র। রোদনকারী এবং ভক্ষক এই উভয় প্রকার বৃত্রানুচর সকলকে তুমি অন্তরিক্ষের উপরিভাগে যুদ্ধ করিয়া হনন করিয়াছ। দস্যু বৃত্রাসুরকে স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়া বিলক্ষণ রূপে দগ্ধ করিয়াছ। তদনন্তর সোমাভিষবকারী স্তোতা যজমানের স্তুতি রক্ষা করিয়াছ।

৩৯১

৮ চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যা হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ। ন হিন্বানাসস্তিতিরুস্ত ইন্দ্রং পরি স্পশো অদধাৎ সূর্য্যেণ।

৮ যে বৃত্রানুচরাঃ 'পৃথিব্যাঃ' 'পরীণহং' আচ্ছাদনং সর্ব্বতঃ ব্যাপ্তিং 'চক্রাণাসঃ' চক্রাণাঃ কুর্ব্বাণাঃ 'হিরণ্যেন' হিরণ্যযুক্তেন 'মণিনা' কণ্ঠবাহ্বাদিগতেন মণ্যাদ্যাভরণেন 'শুম্ভমানাঃ' শোভমানাঃ 'হিন্বানাসঃ' হিন্বানাঃ বর্দ্ধমানাঃ সন্তঃ বর্ত্তন্তে। 'তে' বৃত্রানুচরাঃ যদা 'ইন্দ্রং' যুদ্ধায় উদ্যতং 'ন' 'তিতিরুঃ' জেতুং সমর্থাঃ তদানীং সঃ ইন্দ্রঃ 'স্পশঃ' বাধকান্ বৃত্রানুচরান্ 'সূর্য্যেণ' আদিত্যেন 'পরি-অদধাৎ' পর্য্যদধাৎ ব্যবহিতান্ অকরোৎ।

৮ পৃথিবীর আবরক ও হিরণ্যযুক্ত আভরণেতে শোভমান এবং বৃদ্ধিযুক্ত বৃত্রানুচর সকল যখন রণোদ্যত ইন্দ্রকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই তখন সেই ইন্দ্র যজ্ঞের বাধাকারক বৃত্রানুচর সকলকে সূর্য্য দ্বারা ব্যবধান করিয়াছিলেন।

৩৯২

৯ পরি যদিন্দ্র রোদসী উভে অবুভোজীর্মহিনা বিশ্বতঃ সীং। অমন্যমানাঁ অভিমন্যমানৈর্নির্ব্রহ্মভিরধমো দস্যুমিন্দ্র।

৯ হে 'ইন্দ্র' 'সং' যদা ত্বং 'রোদসী' দ্যুলোকভূলোকৌ 'উভে' উভৌ 'মহিনা' স্বেন মহিম্না 'বিশ্বতঃসীং' সর্ব্বতঃ পরিগৃহ্য 'পরি অবুভোজীঃ' পর্য্যবুভোজঃ পরিতঃ ভোজিতবান্। তদানীং হে 'ইন্দ্র' ত্বং 'অমন্যমানাঁ' অমন্যমানান্ মন্ত্রার্থং অনুধ্যাতুং অশক্তান্ কেবলপাঠকান্ যজমানান্ 'অভিমন্যমানৈঃ' অস্মদীয়াঃ এতে যজমানাঃ রক্ষণীয়াঃ ইত্যভিমানং কুর্ব্বদ্ভিঃ 'ব্রহ্মভিঃ' মন্ত্রৈঃ 'দস্যুং' চৌরং বৃত্রাদিরূপং অসুরং 'নিঃ-অধমঃ' নিরধমঃ নিঃসারিতবান্।

৯ হে ইন্দ্র! যখন তুমি স্বর্গলোক ও ভূলোক উভয়কে স্বীয় মহিমা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছ, তখন মন্ত্রার্থ ধ্যান করিতে অশক্ত যে যজমান সকল তাহারা আমারদিগের আশ্রিত অতএব রক্ষণীয় এই প্রকার অভিমান করিতেছে যে মন্ত্র সকল তদ্দ্বারা তুমি চৌর বৃত্রাসুর প্রভৃতি অসুরদিগকে দূরে প্রক্ষেপ করিয়াছ।

৩৯৩

১০ ন যে দিবঃ পৃথিব্যা অন্তমাপুর্ন মায়াভির্ধনদাং পর্য্যভূ-

বন্‌। যুজং বজ্রং বৃষভশ্চক্র ইন্দ্রোনির্জ্যোতিষা তমসোগাঅদুক্ষৎ ॥১।৩।২।

১০ ‘যে’ জলবিশেষাঃ ‘দিবঃ’ দ্যুলোকাৎ ‘পৃথিব্যাঃ’ ভূমেঃ ‘অস্তং’ স্থানং ‘ন আপুঃ’ প্রাপ্তাঃ মেঘরূপমাপন্নেন বৃত্রেণ নিরুদ্ধত্বাৎ। অতএব ভূমিপ্রাপ্ত্যভাবাৎ ‘ধনদাং’ ধনপ্রদাং ভূমিং ‘মায়াভিঃ’ শস্যোপকারাদিভিঃ ‘পরি’ পরিতঃ ‘ন’ ‘অভূবন্‌’ ব্যাপ্তাঃ। তদানীং ‘বৃষভঃ’ কামানাং বর্ষিতা অয়ং ‘ইন্দ্রঃ’ মেঘভেদনায় ‘বজ্রং’ ‘যুজং’ হস্তসংযুক্তং ‘চক্রে’। ততঃ ‘জ্যোতিষা’ দ্যোতমানেন বজ্রেণ ‘তমসঃ’ অন্ধকাররূপাৎ মেঘাৎ ‘গাঃ’ গমনশীলানি উদকানি ‘নিঃঅদুক্ষৎ’ নিরধুক্ষৎ নিঃশেষেণ দুগ্ধবান্‌ মেঘং ভিত্ত্বা জলং বৃষ্টবান্‌ ইত্যর্থঃ।১।৩।২।

১০ বৃত্রাসুরের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত যে জল সকল আকাশ হইতে ভূতলে ব্যাপ্ত হয় নাই সুতরাং ধনপ্রদা ভূমি সকল শস্যাদি দ্বারা ব্যাপ্ত হয় নাই, তখন মেঘভেদ করিবার নিমিত্তে ইন্দ্র বজ্র ধারণ করিলেন এবং দীপ্তিমান্‌ বজ্রদ্বারা অন্ধকার রূপ মেঘ হইতে গমনশীল সেই জল সকলকে নিঃসারিত করিলেন ॥১।৩।২।

৩৯৪

১১ অনু স্বধামক্ষরন্নাপো অস্যাবর্দ্ধত মধ্যআ নাব্যানাং। সধ্রীচীনেন মনসা তমিন্দ্রওজিষ্ঠেন হন্মনাহন্নভিদ্যূন্‌।

১১ ‘আপঃ’ জলানি ‘অস্য’ ইন্দ্রস্য ‘স্বধাং’ অন্নং ব্রীহ্যাদিরূপং ‘অনু’ অনুলক্ষ্য ‘অক্ষরন্‌’ মেঘাৎ বৃষ্টাঃ অভবন তদানীং অসং বৃত্রঃ ‘নাব্যানাং’ নাবা তরণযোগ্যানাং নদীনাং ‘মধ্যে’ ‘আ’ সমন্তাৎ ‘অবর্দ্ধত’ বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ। তদানীং ‘ইন্দ্রঃ’ ‘সধ্রীচীনেন’ সহগচ্ছতা ‘মনসা’ যুক্তং ‘তং’ বৃত্রং ‘ওজিষ্ঠেন’ বলযুক্তেন ‘হন্মনা’ হননসাধনেন বজ্রেণ ‘অভিদ্যূন্‌’ কতিচিৎদিবসান্‌ অভিলক্ষ্য ‘অহন্‌’ হতবান্‌।

১১ ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ধান্যাদি লক্ষ্য করিয়া মেঘ হইতে জলবর্ষণ হইয়াছিল, তখন বৃত্রাসুর নৌকাব্যতিরেকে গমনাযোগ্য জলেতে সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন প্রসন্নমনযুক্ত বৃত্রাসুরকে বলবান্‌ ও হনন সাধন বজ্রদ্বারা ইন্দ্র কতিপয় দিবস লক্ষ্য করিয়া হনন করিয়াছিলেন।

৩৯৫

১২ ন্যাবিধ্যদিলীবিশস্য দৃঢ়া বি শৃঙ্গিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ। যাবত্তরো মঘবন্যাবদোজো বজ্রেণ শত্রুমবধীঃ পৃতন্যুং।

১২ ‘ইলীবিশস্য’ ইলায়াঃ ভূমের্বিলে শয়ানস্য বৃত্রস্য সম্বন্ধীনি ‘দৃঢ়া’ দৃঢ়ানি প্রবলানি সৈন্যানি ‘ইন্দ্রঃ’ ‘নি’ নিতরাং ‘অবিধ্যৎ’ বিদ্ধবান্‌। ততঃ ‘শৃঙ্গিণং’ গোমহিষাদিশৃঙ্গসমানৈঃ আয়ুধৈরুপেতং ‘শুষ্ণং’ জগৎশোষকং বৃত্রং ‘বি-অভিনৎ’ ব্যভিনৎ বিবিধং তাড়িতবান্‌। হে ‘মঘবন্‌’ ইন্দ্র তব ‘যাবৎ’ ‘তরঃ’ তেজঃ অস্তি ‘যাবৎ’ ‘ওজঃ’ বলং চ অস্তি তেন সর্ব্বেণ যুক্তঃ ত্বং ‘পৃতন্যুং’ পৃতনাং যুদ্ধং ইচ্ছন্তং ‘শত্রুং’ বৃত্রং ‘বজ্রেণ’ ‘অবধীঃ’ হতবান্‌।

১২ হে ইন্দ্র! গর্ত্তশায়ী বৃত্রাসুরের প্রবল সৈন্য সকল তুমি বিদ্ধ করিয়াছ, তাহার পর মহিষাদির শৃঙ্গতুল্য অস্ত্রযুক্ত ও জগতের শোষক বৃত্রাসুরকে অশেষ প্রকারে তাড়না করিয়াছ। হে ইন্দ্র! তোমার যত তেজ ও বল আছে তদ্বিশিষ্ট হইয়া তুমি যুদ্ধোৎসুক বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছ।

৩৯৬

১৩ অভি সিধ্মো অজিগাদস্য শত্রূন্বি তিগ্মেন বৃষভেণা পুরোভেৎ। সং বজ্রেণাসৃজদ্বৃত্রমিন্দ্রঃ প্র স্বাং মতিমতিরচ্ছাশদানঃ।

১৩ ‘অস্য’ ইন্দ্রস্য ‘সিধ্মঃ’ সাধকো বজ্রঃ ‘শত্রূন্‌’ ইন্দ্রবৈরিণঃ ‘অভি’ লক্ষ্য ‘অজিগাৎ’ গতবান্‌। সঃ ইন্দ্রঃ ‘তিগ্মেন’ তীক্ষ্ণেন ‘বৃষভেণ’ বৃষভেণ শ্রেষ্ঠেন বজ্রেণ ‘অস্য’ বৃত্রস্য ‘পুরঃ’ পুরাণি ‘বি-অভেৎ’ ব্যভেৎ বিবিধং ভিন্নবান্‌। ততঃ সঃ ‘ইন্দ্রঃ’ ‘বজ্রেণ’ ‘বৃত্রং’ ‘সং-অসৃজৎ’ সমসৃজৎ সংযোজিতবান্‌। ‘শাশদানঃ’ বৃত্রং হিংসন্‌ ‘স্বাং’ স্বকীয়াং ‘মতিং’ বুদ্ধিং ‘প্র অতিরৎ’ প্রাতিরৎ প্রকর্ষেণ বর্দ্ধিতবান্‌।

১৩ যে ইন্দ্রের কার্য্য সাধক বজ্র শত্রুকে লক্ষ করিয়া গমন করিয়াছিল, সেই ইন্দ্র তীক্ষ্ণ বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরের পুরভেদ করিয়া-

ছেন, তৎপরে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বজ্রে সংযুক্ত করত হিংসা করিয়া স্বকীয় বুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

৩৯৭

১৪ আবঃ কুৎসমিন্দ্র যস্মিন্ চাকন্ প্রাবো যুধ্যন্তং বৃষভং দশদ্যুং। শফচ্যুতো রেণুর্নক্ষত দ্যামুচ্ছৈত্রেয়ো নৃষাহ্যায় তস্থৌ।

১৪ হে 'ইন্দ্র' ত্বং 'কুৎসং' গোত্রপ্রবর্ত্তকং ঋষিং 'আবঃ' রক্ষিতবান্। 'যস্মিন্ কুৎসে 'চাকন্' স্তুতিং কাময়মানঃ ত্বং বর্ত্তসে তং ইতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তথা 'দশদ্যুং' দশদিক্ষু দীপ্যমানং তন্নামকং ঋষিং 'প্রাবঃ' প্রকর্ষেণ রক্ষিতবান্ কীদৃশং 'যুধ্যন্তং' স্বকীয়ৈঃ শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বন্তং 'বৃষভং' গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং। 'শফচ্যুতঃ' ত্বদীয়স্য অশ্বস্য শফাৎ পতিতঃ' 'রেণুঃ' ধূলিঃ 'দ্যাং' দ্যুলোকং 'নক্ষত' প্রাপ্নোতি। 'শ্বৈত্রেয়ঃ' শ্বিত্রাখ্যায়াঃ যোষিতঃ পুত্রঃ পুরা শত্রুভয়াৎ জলে মগ্নঃ সন্ ত্বদনুগ্রহাৎ 'নৃষাহ্যায়' নৃসহ্যায় নৃভিঃ সোঢ়ব্যায় 'উৎ-তস্থৌ' উত্থিতো জলাদুত্থিতবান্।

১৪ হে ইন্দ্র! যে গোত্র প্রবর্ত্তক কুৎস ঋষির নিকটে তুমি স্তুতি প্রার্থনা করিতেছ সেই ঋষিকে তুমি রক্ষা করিয়াছ। সেই রূপ গুণশ্রেষ্ঠ, শত্রু বর্গের সহিত যুদ্ধকারী, সর্ব্বদিকে দীপ্তিমান্, দশদ্যু নামক ঋষিকে রক্ষা করিয়াছ। তোমার অশ্বের খুরচ্যুত রেণু আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে। শ্বিত্রা নাম্নী স্ত্রীর পুত্র পূর্ব্বে শত্রু ভয়ে জলমগ্ন হইয়াছিল এইক্ষণে তোমার অনুগ্রহে মনুষ্যদিগের হিতের নিমিত্ত জল হইতে উঠিয়াছে।

৩৯৮

১৫ আবঃ শমং বৃষভং তুগ্র্যাসু ক্ষেত্রজেষে মঘবন্ শ্বিত্র্যং গাং। জ্যোক্ চিদত্র তস্থিবাংসো অক্রঞ্ছত্রূয়তামধরা বেদনা কঃ ।১।৩।৩।

১৫ হে 'মঘবন্' ইন্দ্র 'শ্বিত্র্যং' শ্বিত্রায়াঃ পুত্রং পূর্ব্বোক্তং পুরুষং 'ক্ষেত্রজেষে' শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধবেলায়াং ক্ষেত্রপ্রাপ্ত্যর্থং 'আবঃ' রক্ষিতবানসি। কীদৃশং 'শমং' অভীষ্টপরিপালনেন চিত্তব্যাকুলতাং পরিত্যজ্য শান্তং 'বৃষভং' গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং 'তুগ্র্যাসু' জলেষু 'গাং' গং গচ্ছন্তং মগ্নং। 'অত্র' অস্মাভিঃ সহ যুদ্ধে 'জ্যোক্' চিরকালং 'চিৎ' অপি 'তস্থিবাংসঃ' অবস্থিতাঃ সন্তঃ 'অক্রন্' যে বৈরিণঃ শত্রুত্বং অকুর্ব্বন্। 'শত্রূয়তাং' শত্রুমাত্মনঃ ইচ্ছতাং তেষাং 'অধরা বেদনা' অতিক্লেশকানি দুঃখানি ত্বং 'অকঃ' কুরু ।১।৩।৩।

১৫ হে ইন্দ্র! শমতাগুণ বিশিষ্ট, গুণশ্রেষ্ঠ, জলমগ্ন শ্বিত্রাপুত্রকে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধকালে ক্ষেত্র প্রাপ্তির নিমিত্তে তুমি রক্ষা করিয়াছ। যে সকল শত্রুরা আমারদিগের সহিত যুদ্ধে চিরকাল প্রবৃত্ত থাকিয়া শত্রুতা ইচ্ছা করে তুমি তাহারদিগকে অতি ক্লেশ কর দুঃখ প্রদান কর ।১।৩।৩।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

রাইদাসী

রামানন্দ স্বামীর রাইদাস*নামক শিষ্য এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। এপ্রকার লোক প্রবাদ আছে যে কেবল তাঁহার স্বজাতীয় চর্ম্মকারেরাই তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছিল, এপ্রযুক্ত এক্ষণে সে সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে কি না তাহার নিশ্চয় করা দুষ্কর। শিখেরা তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ আপনারদিগের আদি গ্রন্থের মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন, তাঁহাতে তাঁহার নাম রাবিদাস বলিয়া উক্ত আছে। কাশীধামস্থ শিখেরা যে সকল সঙ্গীত গান করে ও যে সমস্ত স্তব পাঠ করে, তাহারও কতক অংশ রাইদাসের রচিত, অতএব বোধ হয় তিনি এককালে অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র বিষয়ে কোন প্রসিদ্ধ প্রামাণিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব ভক্তমালা হইতে তাঁহার উপাখ্যান অনুবাদ করা যাইতেছে।

রামানন্দ স্বামীর এক জন ব্রহ্মচারী শিষ্য ভগবানের ভোগের সামগ্রী আহরণার্থে প্রত্যহ ভিক্ষা পর্য্যটন করিতেন।

* কোন কোন স্থানে ইহার নাম রৈদাস শব্দে লিখিত আছে।

এক দিবস টকলে গিয়া এক বণিকের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বণিক্ সৌনিকদিগকে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করিত, সুতরাং তাহার দ্রব্য স্পৃশ্য নহে। রামানন্দ স্বামী যখন ভোগ নিবেদন করিতে বসিলেন, তখন ধ্যানেতে ভগবানের দর্শন না পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ভোগের সামগ্রীতে কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিবেক। এইরূপ সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসিলেন "অদ্যকার ভোগের সামগ্রী কোথা হইতে আহরণ করিয়াছ?" অনন্তর তাহার নিকট তাবৎ তথ্য জানিয়া 'হা চামার' এই শব্দ বলিয়া উঠিলেন। গুরু বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে, অতএব ব্রহ্মচারী অবিলম্বে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একজন চর্ম্মকারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাইদাস নামে খ্যাত হইলেন। শিশু রাইদাস পূর্ব্ব জন্মের সদ্গুরু আশ্রয় ও সৎসঙ্গ ফলে তাঁহাকে বিস্মৃত না হইয়া জাতিস্মর হইল, এবং গুরু দেবের সহিত আপনার বিচ্ছেদ ভাবিয়া অনাহারী থাকিল, ও কান্দিয়া আকুল হইল। শিশু সন্তানকে এরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া জনক জননী নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া পরিশেষে রামানন্দ স্বামীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। স্বামী শুনিবামাত্র আগমন করিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে মহামন্ত্র অর্পণ করিলেন। মন্ত্রের আশু ফলোদয় হইল, শিশু সন্তান তৎক্ষণাৎ স্তন পান করিল, এবং ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বিষ্ণু পরায়ণ হইতে লাগিল। রাইদাস কিয়ৎকাল নিজ বৃত্তি দ্বারা আপনার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিয়া যৎ কিঞ্চিৎ থাকা উদ্বৃত্ত হইত তাহা বৈষ্ণব সেবায় অর্পণ করিতেন। একদা দ্রব্যের মহার্ঘতা হওয়াতে ভগবান্ তাঁহার ক্লেশ দেখিয়া বৈষ্ণব রূপ ধারণ পূর্ব্বক এক খণ্ড স্পর্শমণি লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাহার গুণ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা করাইয়া তাঁহাকে দান করিলেন। রাইদাস তদ্বিষয়ে লেশ মাত্র সমাদর না করিয়া কহিল

> সে কি বস্তু অম্ন করে পরশ রতন।
> নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন॥
> কৃষ্ণদাসকৃত ভক্তমালে।

ভক্তমালায় রাইদাসের যেরূপ উক্তি লিখিত আছে, সুরদাস তাহা লইয়া এক পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার এইরূপ অর্থ। যথা।

> হরিনাম বৈষ্ণবের পরম ধন। দিন দিন তাহার বৃদ্ধি হয়, এবং ব্যয়েতে কদাপি হ্রাস হয় না। গৃহ মধ্যে তাহা নির্ভয়ে রক্ষা করা যায়, দিবা কি রাত্রি কোন কালেই চৌরে তাহা হরণ করিতে পারে না। ঈশ্বরই সুরদাসের ঐশ্বর্য্য, পাষাণে প্রয়োজন কি?

অনন্তর ত্রয়োদশ মাসান্তে বিষ্ণু আপন ভক্তের নিকট পুনরাগমন করিয়া দেখিলেন তাহাকে স্পর্শমণি দেওয়া ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি ভক্তবৎসল ভগবান্ এপ্রকার স্থানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বিকীর্ণ করিয়া রাখিলেন যে তাহা অবশ্যই কোন রূপে রাইদাসের দৃষ্টিগোচর হইবেক। চর্ম্মকার ভক্ত তাহা পাইয়া বড় বিরক্ত হইল, পরে বিষ্ণু তাহার ক্রোধ সম্বরণার্থ স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া কহিলেন তুমি স্বকীয় কার্য্যে বা দেবসেবায় এই ধন ব্যয় কর। রাইদাস ইষ্টদেব কর্তৃক এবম্প্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া এক মন্দির প্রস্তুত করাইয়া শালগ্রাম শিলা স্থাপনা করিলেন, এবং স্বয়ং তাহার স্বামী হইয়া বিস্তর খ্যাতি লাভ করিলেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা দ্রোহাচরণ করাতে তাঁহার সুখ্যাতি আরও বিস্তীর্ণ হইল। বিপক্ষের বিপক্ষতাচরণ ধার্ম্মিকের গূঢ় গৌরব প্রকাশের প্রধান উপায়, এনিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের অন্তঃকরণে দ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। তাহারা নৃপতির নিকট এইরূপ অভিযোগ করিল, মহারাজ! যে স্থানে অপবিত্রের সমাদর ও পবিত্র পদার্থের অনুচিত ব্যবহার হয়, তথায় ভয়, মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের অবশ্য ঘটনা হয়। সম্প্রতি রাজধানীর এক জন চর্ম্মকার শালগ্রাম অর্চনা করে, তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া নগর বিষময় করিতেছে, তাহাতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ জাতিভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব

আপন প্রজার ধর্ম্ম রক্ষণার্থে তাহাকে দেশান্তর করিয়া দেন।

রাজা শুনিয়া পাপী চর্ম্মকারকে আনিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন, এবং সে রাজ আজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইলে কহিলেন তুই শালগ্রামশিলা পরিত্যাগ কর্। রাইদাস নরপতির অনুমতি প্রতিপালনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিল মহারাজ! আমার একান্ত বাসনা যে মহারাজের সমক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে শিলা সমর্পণ করি। এ প্রস্তাবে ভূপতির সম্মতি হইলে রাইদাস শালগ্রাম শিলা উপস্থিত করিয়া রাজ সভাতে এক শয্যোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ শিলা স্থানান্তর করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা স্তব করিলেন, মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন ও বেদ পাঠ করিলেন, তথাপি পাষাণরূপী ভগবান্ চলিলেন না। পরিশেষে পরমভক্ত রাইদাস নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। "হে দেব দেব ভগবান্! তুমি আমার আশ্রয়, তুমি পরম আনন্দের মূল, তোমার আর দ্বিতীয় নাই। এক্ষণে এ পদানত ভক্তের প্রতি কটাক্ষপাত কর। আমি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, এপর্য্যন্ত মৃত্যুভয় হইতে উত্তীর্ণ হই নাই। আমি ইন্দ্রিয় ও মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়াছি। এইক্ষণে যেন তোমার নামে বিশ্বাস রাখিয়া ভাবি ভয় হইতে মুক্ত হই, আর লোকে যাহা ধর্ম্ম বলে তাহার উপর যেন নির্ভর করিতে না হয়। হে ভগবান্! তোমার সেবক রাইদাসের প্রীতিরূপ উপহার গ্রহণ কর, ও তদ্দ্বারা তোমার পতিতপাবন নামের মহিমা রক্ষা কর"। সাধু রাইদাসের স্তুতি সমাপ্তি মাত্র শিলারূপী ভগবান্ সত্বর তাঁহার ক্রোড়স্থ হইলেন। তখন রাজা তাঁহার পরমার্থ সাধনা বিষয়ে বিশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুমতি করিলেন।

চিতোরের রাজার কালি নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি রাইদাসের নিকট দীক্ষিত হওয়াতে তাঁহার রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণেরা মহা কোপান্বিত হইয়া তাঁহার দ্রোহাচরণ করিবার উপক্রম করিলেন। রাজপত্নী সাতিশয় শঙ্কাতুরা হইলেন, এবং স্বীয় গুরুর শরণার্থিনী হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিলেন। রাইদাস অবিলম্বে তাঁহার নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এক দিবস আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিতে কহিলেন। তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালে আগমন পূর্ব্বক ভোজন পংক্তিতে উপবেশন করিয়া দেখেন দুই দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে এক এক রাইদাস অবস্থান করিতেছেন। রাসরসবিলাসিতকৃষ্ণলীলানুরূপ এই অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা রাইদাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। বিপক্ষ ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকার নিন্দা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

ভক্তমালায় রাইদাসের এই প্রকার উপাখ্যান আছে। তদনুসারে এক জন জঘন্য ইতর জাতীয় ব্যক্তি যে সম্প্রদায় গুরু ও সাধু বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, তাহা কৌতূহল ও উপদেশজনকও বটে।

সেন পন্থী

রামানন্দ স্বামীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সেন নামে এক শিষ্য এই সম্প্রদায় স্থাপন করেন। এক্ষণে কেবল ঐ সম্প্রদায়ের ও তৎপ্রবর্ত্তকের নাম মাত্র বিদিত আছে, অপরাপর বৃত্তান্ত কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। সেন ও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সন্তানেরা গন্দোয়ানার অন্তঃপাতী বন্ধগড়ের রাজ বংশের কুলগুরু হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমালাতে এই সংঘটনার হেতু সূচক এক অতি পরিহাসকর উপাখ্যান আছে। যথা

সেন পূর্ব্বে বন্ধগড়ের রাজাদিগের কুলনাপিত ছিলেন, ও পরম বিষ্ণুভক্তিতৎপর হইয়া সর্ব্বদা বৈষ্ণব সহবাস করিতেন। একদা তিনি সাধু সঙ্গে প্রেমাভিভূত থাকিয়া

কাল যাপন করিতেছিলেন, ক্ষৌর কর্ম্মের কাল অতীত হইয়াছে ইহা তাঁহার অনুধাবিত হয় নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বীয় ভক্তের এরূপ অকপট প্রীতি দেখিয়া চমকিত হইলেন, এবং কি জানি রাজা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন এই বিবেচনা করিয়া সেনের অবিকল প্রতিরূপ হইয়া রাজ সদনে গমন করিলেন, ও সুচারু রূপ ক্ষৌর কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা রাজার সমধিক প্রীতি জন্মাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা যদিও নাপিতরূপী দেবের গাত্র হইতে এক প্রকার অসামান্য দৈব সৌরভের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিষ্ণু মায়া বুঝিতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন ইহা আপনার গাত্রমর্দ্দিত সুগন্ধ তৈলেরই গন্ধ হইবে। কপট বেশী নাপিত প্রস্থান না করিতেই প্রকৃত নাপিত উপস্থিত হইয়া আপনার বিলম্বের কারণ দর্শাইতে লাগিল। পরন্তু তাহার ও রাজার উভয়েরই অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। সূক্ষ্মদর্শী রাজা অবিলম্বে সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া স্বীয় নাপিতের পদে শিরঃসমর্পণ করিলেন, ও তাহাকে ভগবানের পরম প্রিয় পাত্র জানিয়া গুরুরূপে বরণ করিলেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২৩ আষাঢ় ১৭৭০ শক

জ্ঞানাঃ শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।
যেষাংশ্চ গুরুভক্তিঃ।
সম্মোদন্তে মোদনীয়ং হি লব্ধা।
ব্রহ্মভক্তিঃ।

সৌভাগ্য বসন্ত চিরকাল বিরাজ করিবে, প্রশংসার সুগন্ধ সমীরণ সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিত হইবে, ঘটনা সূত্র প্রতিবার মনোরথ পূর্ণ করিবেক, এই পৃথিবীতে এবম্প্রকার সুখ অসম্ভব। যদ্রূপ ইহা নিশ্চয় যে জন্ম হইলে মৃত্যু হইবে, তদ্রূপ ইহাও নিশ্চয় যে জন্ম হইলে দুঃখও ভোগ করিতে হইবেক। মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর এই নিমিত্ত আমারদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয়ীভূত ধৈর্য্য প্রদান করিয়াছেন যে ধৈর্য্যরূপ বর্ম্ম দ্বারা আবৃত থাকিলে সাংসারিক ক্লেশের প্রখর অস্ত্র তাহার শক্তি প্রকাশ করিতে অধিক শক্ত হয় না, যে বর্ম্ম দ্বারা দুঃখের তীক্ষ্ণধার মান্দ্য করিতে সমর্থ হই। পরমেশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপে নির্ম্মল বিশ্বাস জনিত যে ধৈর্য্য সে ধৈর্য্যকে ক্ষীণ করিতে কোন বস্তুই সমর্থ হয় না। যদ্রূপ সমুদ্র মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র পর্ব্বত প্রবল পবনোল্লম্ফমান তরঙ্গ সমূহের শক্তি সহ্য করত আপনার মস্তক সমান রূপে উন্নত রাখে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসার সমুদ্রের বিষম হিল্লোল সকল সহ্য করিয়া হেলায়মান হয়েন না। তিনি দুঃখ ঝটিকা সময়ে বুদ্ধি পরিশান্ত রাখিয়া তাহা নিবারণ করিতে যত্নবান্ হয়েন, আপনার যত্নের ফলাফল সকল পরম মঙ্গল স্বরূপ প্রিয়তমে অর্পণ পূর্ব্বক কেবল তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি দুঃখাবস্থাতে পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব পূর্ব্বক আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন, কারণ তিনি দেখেন যে পরমেশ্বর দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন করেন যে যতই দুঃখ সহিষ্ণুতা শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই নিজ স্বভাবের মহত্ত্ব বুদ্ধি জ্ঞানের অন্তরে এক মহৎ ও উৎকৃষ্ট আনন্দের উদ্ভব হয়, যে আনন্দ কেবল তিতিক্ষু ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা উপভোগ করিতে পারেন। যথার্থত যখন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি সমূহ দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও সংঘর্ষিত চন্দন কাষ্ঠের ন্যায় উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের বিশেষ মনোরম প্রীতিরূপ সুগন্ধই প্রদান করেন, তখন কি মনোহর দৃশ্য দৃষ্ট হয়, দেবতারাও সে দৃশ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। যে পক্ষী মৃত্যু যাতনা সময়েও সুমধুর সঙ্গীত স্বর নিঃসারণ করে তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখ সময়েও অন্তঃস্ফূর্ত্ত ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তন ব্যক্ত করেন। তিনি বিবেচনা করেন কোন পদ্ম কণ্টক ব্যতীত নাই, দুঃখ সকল এই মঙ্গল পূর্ণ জগৎরূপ অরবিন্দের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। ঈশ্বর পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি জ্ঞাত

আছেন যে কেবল সৌভাগ্য সময়ে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি সে যথার্থ প্রীতি নহে প্রিয় রাজা তাঁহার রাজ্যের মঙ্গল জনক কোন কৌশল সম্পন্ন করিবার জন্য যদ্যপি আমারদিগকে দুঃখে নিঃক্ষেপ করেন তখন যে প্রীতি করা যায় সেই যথার্থ প্রীতি। সৌভাগ্য সময়ে অনেক জ্ঞানানুশীলনকারি ব্যক্তিরা তিতিক্ষা ও ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রীতি বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গ সুচারু রূপে করিতে পারেন; দুর্ভাগ্য সময়ে অর্থাৎ সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের সময়ে তাহারদিগকে অনুষ্ঠান করা তাহারদিগের পক্ষে দুষ্কর হয়। সৌভাগ্যে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ভোগ বিষয়ে মিতাচরণ হইয়াছে—দুর্ভাগ্যে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম তিতিক্ষা হইয়াছে যে ধর্ম্ম মিতাচরণ অপেক্ষা অধিকতর শূরত্ব প্রকাশক ধর্ম্ম হইয়াছে অতএব তাহা যথার্থ মনুষ্য উপাধি আকাংক্ষীদিগের কি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম হইয়াছে। মঙ্গল স্বরূপ প্রিয়তমের মঙ্গল বিশ্ব কৌশল সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত গৃহে অসুখ লোকের অবজ্ঞা দারুণ দরিদ্রতা আপনার অলঙ্কার রূপে জ্ঞান করা উচিত। দেখ কোন পৃথিবীস্থ রাজার আজ্ঞায় যোদ্ধা সকল কি আনন্দের সহিত সংগ্রাম নিমিত্ত ধাবমান হয়! কি উৎসাহের সহিত রণক্ষেত্রের ক্লেশ ও যাতনা সকল সহ্য করে! হা! আমরা কি তবে সাংসারিক ক্লেশের সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইব যখন তিনি আজ্ঞা করিতেছেন যিনি "সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা" যিনিই কেবল তাঁহার প্রেমাস্পদ জগতের যথার্থ মঙ্গল বেত্তা এবং যাঁহার প্রতি কেবল প্রীতি স্থাপন করিয়া প্রীতির স্বার্থকতা প্রাপ্ত হই। অকৃত্রিম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যখন দেখেন যে পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ পরম মঙ্গল জগৎপাতা তাঁহার বরণীয় বিশ্ব কৌশল সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে দুঃখে নিক্ষেপ করিলেন তখন সন্তোষের সহিত শান্ত চিত্তের সহিত সে দুঃখ সহ্য করা তিনি আপনার মহাকর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন। এই সংসারার্ণবে যদ্যপি রাত্রি ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হয় ও তাহা মহোদ্দম ঊর্ম্মী সমূহ দ্বারা নৃত্যমান ও চতুর্দ্দিগস্থ জলের গর্জ্জন দ্বারা গর্জ্জমান হয় তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বর রূপ নিরাপদ তরণীর আশ্রয় দ্বারা সুনির্ম্মল শান্তির সহবাসে ভয়াবহ স্রোত ও আবর্ত্ত সকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েন "ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি"। যথার্থতঃ ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয়ীভূত তিতিক্ষার এমত আশ্চর্য্য গুণ এমত ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা মনকে বীর্য্যবান্ করে যে কোন দুঃখ তাহাকে পরাভব করিতে শক্ত হয় না। যাহার ঈশ্বর প্রতি প্রীতি আছে যিনি আপনার বিশুদ্ধ মনের প্রতি নির্ভর করেন তাঁহাকে কি অবিবেচনা জনিত মহান্ লোকাপবাদ কি দুর্ব্বৃত্ত রাজার ক্রোধানলে জ্বলন্ত আনন কি প্রলয়াকাংক্ষি প্রবলতম ঝটিকা উত্থিত পর্ব্বত সম ভীষণ সমুদ্র তরঙ্গ কিছুতেই তাঁহাকে ভীত করিতে পারে না। এই সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি পাছে ভগ্ন হইয়া যায় এই নিমিত্ত তাহারদিগকে যিনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন তিনি যদ্যপি তাহারদিগকে পরিত্যাগ করেন তথাপি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এমত ভগ্নশীল জগতের মধ্যেও স্থিত হইয়া ধর্ম্মের প্রতি পূর্ণ নির্ভর পূর্ব্বক দৃঢ় ও স্থির চিত্ত থাকেন "আনন্দং ব্রহ্মণো-বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"। দুঃখ সময়ে পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ চিন্তা করিলে তাঁহাতে মন সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে চিত্তে অতি অপূর্ব্ব সন্তোষের উদ্ভব হয়। যখন দুঃখ প্রজ্বলিত অন্তরের দাব দাহ হইতে জগদ্দাবদাহময় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান জনিত সন্তোষ রূপ বারি সিঞ্চিত হইলে জগৎ শীতল বোধ হয়। যে দুঃখের উপায় নাই তাহা অধৈর্য্যে বৃদ্ধি হয় ও ধৈর্য্যে হ্রাস হয় এই বিবেচনা দ্বারা ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে ঈশ্বর বাদী কি অনীশ্বর বাদী উভয়েই উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন কিন্তু ধৈর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যতই সাংসারিক দুঃখের প্রতি জয়ী হইব ততই আমারদিগের প্রিয়তম ঈশ্বর আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবেন এই প্রতীতি জন্য উপকার কেবল ঈশ্বর বাদিরা প্রাপ্ত

হইতে পারেন এই প্রতীতি তাঁহারদিগের ঘোরান্ধ রজনীকে অতি উজ্জ্বল দিবসের ন্যায় করে। ঈশ্বর পরায়ণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয় দ্বারা ইহ লোকের দুঃখ সকলের অতীত হইয়া নির্ম্মল পরমানন্দ সুসম্ভোগ করেন। যদ্রূপ পথিক কোন পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে দেখেন যে নিম্নে মেঘ ব্যাপ্ত হইতেছে ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছে বিদ্যুৎবিদ্যোতন হইতেছে কিন্তু আপনি যে স্থলে স্থিত আছেন তাহা অতি পরিষ্কার ধীর বায়ু ও শোভন সুরম্য ইন্দু কিরণ দ্বারা আবৃত রহিয়াছে তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞান পর্ব্বত আরোহণ পূর্ব্বক সাংসারিক দুঃখ রূপ মেঘ ঝটিকা বজ্রপতন নিমগ্ন লোকদিগকে কাতর করিতে দেখেন কিন্তু আপনি প্রেমপূর্ণ চন্দ্রের নির্ম্মল সুশান্ত রমণীয় জ্যোতি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অপরিমেয় অনির্ব্বচনীয় মহদানন্দ সম্ভোগ করেন যে আনন্দ বর্ণনা করা যায় না যে আনন্দ অন্য লোকে অনুধাবন করিতেও সমর্থ হয় না। কেবল সর্ব্বব্যাপি পরম বরণীয় বিশ্ব পাতার প্রতি প্রীতি অপেক্ষা করে, প্রীতির পূর্ণাবস্থা হইলে কোন সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় আমারদিগের প্রিয়তম ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সর্ব্বদা থাকিলে হৃদয়ে ভয় প্রবেশ করিতে পারে না, দুঃখকে দুঃখ রূপ জ্ঞান হয় না, নির্ম্মল পরিশান্ত অন্তরাকাশ সদা শুভ্র পরিশুদ্ধ আনন্দ দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ থাকে। যিনি দেখেন যে তাঁহার পরমাশ্রয় চিরকালের মিত্র তাঁহার সর্ব্বক্ষণ সন্নিকট আছে তাঁহার জ্ঞান কতক্ষণ আক্রান্ত থাকিতে পারে শোচনা তাঁহার চিত্ত কতক্ষণ নত রাখিতে পারে। হে সংসার যন্ত্রণায় তাপিত ব্যক্তিরা, মনের ক্ষীণতা ত্যাগ কর, তিতিক্ষাকে আশ্রয় কর, সেই পরম প্রেমাস্পদের প্রতি মন চক্ষু স্থির কর, তোমারদিগের শান্তি নিমিত্তে অন্য পন্থা দৃষ্ট হইতেছে না "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।"

আমি দেখিয়াছি যে অত্যন্ত দুঃখ দিবসে নবীন দুর্ভাগ্য দিবসে সাধু ব্যক্তিদিগের মন পরম মঙ্গল স্বরূপের প্রাপ্তিতে পূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সুখ দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দের সহিত একীভূত হইয়াছে—ইহলোক হইতে অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর লোকে উত্থিত হইয়াছে। যাঁহাকে প্রীতি করা যায় তাঁহার সহবাসে অবশ্যই সুখী হওয়া যায় অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেই পরম মঙ্গল স্বরূপ প্রিয়তমের সহবাসে কি পর্য্যন্ত না সুখী থাকেন যাঁহাকে কেবল তিনি আপনার শেষ গতি রূপে জানেন যাঁহাকে তিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর বিত্ত হইতে প্রিয়তর সকল হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করেন "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরংযদয়ং আত্মা"। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি দুঃখ সময়ে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ রূপে জ্ঞাত হয়েন যাহার সমান দুর্ভাগ্য সময়ের পরম বন্ধু আর নাই যাহার ন্যায় দীনের প্রতি দয়ালু দ্বিতীয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি দেখেন যে দরিদ্রতা ও দুঃখ সময়ে ঈশ্বর চিন্তা অত্যন্ত উপকার প্রদান করে, যে ব্রহ্মানন্দ রূপ স্পর্শমণি দরিদ্রকে সম্রাট্ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যবান্ করে। তিনি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে তিনি অমৃতের অধিকারী শাশ্বত আনন্দের অধিকারী, পরমেশ্বর আপনার পরম মঙ্গল বিশ্ব কৌশল সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে যে দুঃখ তাহাকে দিতেছেন তাহা তিনি অল্প কালের নিমিত্তে দিবেন। উত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুকা ক্ষেত্র পরিব্রজন সময়ে শ্রান্ত পথিক যদ্যপি জ্ঞাত থাকেন যে কিয়দ্দুর পরেই হেমবর্ণ সুমিষ্ট ফলাবলম্বন তরুমান্ নির্ম্মল শীতল জল প্রস্রবনশালী এক রমণীয় উদ্যান আছে তখন তিনি যদ্রূপ বর্ত্তমান ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করেন না তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি এই ক্ষণিক সংসার পরে অখণ্ড আনন্দযুক্ত এক নিত্যধাম আপনার নিমিত্তে প্রস্তুত জানিয়া সাংসারিক দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না। যিনি নিশ্চিত জ্ঞাত আছেন যে এই ক্ষণিক জীবনের পরে তাঁহার আত্মা আনন্দ লোকে ধাবিত হইবেক, যতই তিনি শ্রেষ্ঠ লোক হইতে শ্রেষ্ঠতর লোকে উত্থিত হইবেন ততই বিশ্বের মঙ্গল কৌশল তাঁহার জ্ঞান চক্ষু সম্মুখে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান অব্যক্ত শোভার সহিত প্রকাশ পাইবে যে পর্য্যন্ত না সেই পরম মঙ্গল স্বরূপে [illegible]-

মের জ্যোতিতে প্রবেশ করেন যাহাতে নিমগ্ন হইলে আর সাংসারিক দুঃখ তাহার প্রতি ধাবমান হইতে পারিবেক না এতদ্রূপ যাঁহার নিশ্চিত জ্ঞান তাঁহার আনন্দের কি সীমা আছে! হা! যদ্যপি আমার মনে পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ না করিতেন তবে কি দুঃখার্ণবে পতিত হইতাম বিশ্ব ও কাল অনন্ত যন্ত্রণার আধার বোধ হইত, পৃথিবীকে অশ্রু শ্রোতে প্লাবিত করিতাম। এইক্ষণে তৎপরিবর্তে কি মনোরম কি শোভনতম দৃশ্যের দ্বার উদ্ঘাটন হইয়াছে এইক্ষণে সেই পরম পদের আভাস প্রাপ্ত হইতেছি যাহাতে উত্থিত হইলে অখণ্ড শাশ্বত সুখ যে সুখের অন্ত নাই যে সুখ কখনই ক্ষীণ হয় না। সেই আমারদিগের নিত্যধাম, এই সকল লোক কেবল ভ্রমণ পথে এক এক পান্থশালা মাত্র। পূর্ণ নিত্য সুখ যাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে আমরা সর্ব্বদা ব্যস্ত তাহা আমরা এখানে প্রাপ্ত হই না, সেখানে প্রাপ্ত হইব। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে আমারদিগের সর্ব্বক্ষণেই সচেষ্ট থাকা উচিত যাহাতে জ্ঞানের জ্ঞান সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য সপ্রত্যক্ষ হইবেন যাহাতে বিমুক্ত আত্মারা নির্ম্মল পরিশান্ত প্রগাঢ় প্রেমানন্দ দ্বারা অবিশ্রান্ত প্লাবিত রহিয়াছেন।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*

এই দৃশ্যমান জগৎ নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে যাবৎ জাতীয় প্রাণী ও যাবৎ জাতীয় জড় বস্তুরই এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধও নিরূপিত আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই সমস্ত পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া অচিন্ত্য অদ্বিতীয় অনাদি পরমকারণ পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন। তিনি দেখেন বিশ্ব কর্ত্তার জ্ঞান, শক্তি, ও মঙ্গলাভিপ্রায় এই বিশ্বের সর্ব্ব অংশে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। জগদীশ্বর নানা বস্তুর যে সকল পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ জগৎ প্রতিপালনার্থে যাবৎ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তৎ সমুদায়ই সংসারের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত হইয়াছে। সেই সমস্ত সুকৌশলসম্পন্ন নিয়ম অবগত হইলে পরাৎপর সর্ব্ব নিয়ন্তার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির উদয় হয়, এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে যত সমর্থ হওয়া যায় ততই সুখ সচ্ছন্দের আতিশয্য হয়।

আমারদিগের দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির উপায় বিবেচনা করিতে হইলে আমারদিগের কি রূপ প্রকৃতি, ও অন্যান্য বাহ্যবস্তুর সহিতই বা তাহার কি রূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য এই ভূলোকের সর্ব্ব জীবের শ্রেষ্ঠ। যে সকল গুণে তিনি এই পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন, তাহা ভূমণ্ডলের আর কোন জন্তুতেই নাই, এবং কোন জন্তুতেই তাদৃশ পরস্পরবিরুদ্ধ গুণও দৃষ্টি করা যায় না। এক বিষয়ে তাঁহাকে পিশাচ তুল্য বোধ হয়, আর বিষয়ে তাঁহাকে দেব তুল্য বলিলেও বলা যায়। যখন তাঁহার রণস্থলবর্ত্তি সংহার মূর্ত্তি ও বিবিধ প্রকার পাপাচরণ মনে করা যায়, তখন তাঁহাকে দৈত্য অবতার বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। আর তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যা, দয়ার্দ্র চিত্ত, স্বদেশের হিতোৎসাহ, ব্রহ্ম স্বরূপ অনুধাবন এ সমস্ত গুণ আলোচনা করিলে বোধ হয় তিনি কোন পরম সুখাস্পদ স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর হিতার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নীচ জন্তুতে এপ্রকার সমূহ গুণ বিপর্য্যয় উপলব্ধ হয় না।

ছাগ ও মেষের যাদৃশ দুর্ব্বল প্রকৃতি এবং নিরুপদ্রব স্নিগ্ধ স্বভাব, ঈশ্বর তাহারদিগের বাহ্য বিষয়ের সহিত তদুপযোগী সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা মনুষ্যের আশ্রয়ে থাকিয়া ফলপত্রাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, এবং মনুষ্য দ্বারা যত্ন পু-

*জর্জ কুম্ সাহেবের এতদ্বিষয়ক গ্রন্থানুসারে এপ্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

র্ব্বক প্রতিপালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করে। ব্যাঘ্র অতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তু,তদনুসারে বহু পশু সমাকীর্ণ মহারণ্য তাহার আবাস স্থান,এবং তথায় তাহার হিংসক স্বভাব প্রকাশের স্থল ও সীমা সুচারু রূপে নিরূপিত হইয়াছে। জীবদ্রোহী ব্যাঘ্র আপনার নৃশংস শক্তি প্রচার করিয়া নিরুপদ্রব ছাগ মেষের সহিত অবিশেষ তৃপ্তি সুখাস্বাদন করে। অপরাপর সমস্ত জন্তুর প্রকৃতিও এই প্রকার, অর্থাৎ তাহারদিগের শারীরিক ভাব,মানসিক বৃত্তি ও তাবৎ বাহ্য বিষয়ক সম্বন্ধ সমুদায় পরস্পর উপযোগী হইয়া তাহারদিগের প্রকৃতি এক এক সুশৃঙ্খল ও সুকৌশলসম্পন্ন পরম সুন্দর যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। এবম্প্রকার তাহারদিগের সমুদয় স্বভাবের ঐক্য ও বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার উপযোগিতাই সুখোৎপত্তির কারণ হইয়াছে। যদি এক দিবস প্রত্যক্ষ করিতাম কোন ব্যাঘ্র সম্মুখোপস্থিত প্রত্যেক জন্তুর শরীর আক্রমণ করিয়া বিদীর্ণ করিতেছে, এবং পর দিবস দেখিতাম সেই ব্যাঘ্র পূর্ব্ব দিবসের ঐ সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার আলোচনা করিয়া পশ্চাত্তাপে পরিতপ্ত হইতেছে, বা কারুণ্যরসাভিষিক্ত হইয়া সেই পূর্ব্ব বিদারিত পশুদিগের ক্ষত বিক্ষত গাত্রে ঔষধ প্রলেপন করিতেছে; অথবা এরূপ দৃষ্টি করিতাম যে কেবল জনাকুল নগরে বা পশুসম্পর্কশূন্য প্রান্তরে অবস্থিতি করিতে তাহার একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, তবে তাহার প্রকৃতি কি রূপ স্বভাববিরুদ্ধ বোধ হইত! এবং অনায়াসেই এপ্রকার অনুভব হইত যে তাহার মানসিক বৃত্তি সকলের যেরূপ পরস্পর অনৈক্য, বিপর্য্যয় ও বাহ্য বিষয়ে অনুপযোগিতা, তাহাতে সে কখনই সুখভাগী হইতে পারে না। অতএব এই পূর্ব্বোক্ত কথা সপ্রমাণ হইল যে সমস্ত মানসিক বৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্য ও বাহ্য বিষয়ে তাহার উপযোগিতা, উভয়ই জীবের জীবন যাত্রার ও সুখোৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

৪ কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণ পরস্পর বিপরীত গুণেরই আশ্রয় বোধ হয়। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইলে তিনি মোহাতিশয় বশতঃ কাম,ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যাদির বশীভূত হইয়া অতি কুৎসিত ইতর জন্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। আর বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম বৃত্তি সকল বিশুদ্ধ রূপে সম্যক্ স্ফুরিত হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ বিদ্যার নির্ম্মল জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া এবং সত্য,সারল্য দয়া ও প্রীতি দ্বারা শান্তিরসাভিষিক্ত হইয়া পরম রমণীয় হয়। তাঁহার মুখশ্রীতে কি মহত্ত্ব কি দেবত্ব প্রকাশ পায়! মনুষ্যের এবম্প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সমুদায়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে? এবং তৎ সম্বন্ধীয় বাহ্য বস্তু সকলই বা কীদৃশ হইলে তাহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির উপযোগী হইতে পারে? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা এক মাত্র সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই সম্ভাবিত হয়। কিছুই তাঁহার অসাধ্য নাই। তাঁহার যে সঙ্কল্প সেই কার্য্য। তিনি মনুষ্যের এই সমস্ত পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্য লোকের অধিপতি করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের উত্তরোত্তর অংশ পাঠে বোধ হইবে যে এক্ষণে মানব প্রকৃতি ও অপরাপর বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যৎপরিমাণে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে পরমেশ্বর তাঁহাকে ইহ কালেও বিপুল সুখ ভোগী করিবার নিমিত্ত জগতে তদুপযোগী নিয়ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সমুদায় সুচারু নিয়ম সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে ঐহিক দুঃখের সম্যক্ নিরাকরণ হইতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক, দুঃখ মাত্র না হউক, ইহা সকলেরই বাসনা, কিন্তু তদ্বিষয়ক কার্য্য কারণের তথ্য জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে,অর্থাৎ আমারদিগের কি প্রকার স্বভাব, অন্য অন্য বস্তুর সহিত তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ,ও সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানের কি প্রকার উপায় কর্ত্তব্য এসমস্ত জ্ঞাত না হইলে সে মনোবাঞ্ছা কদাপি পূর্ণ হইতে পারে না। কোন দেশীয় লোকের দুর্ভাগ্য ও অনুন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ পূর্ব্বাদৃষ্ট, কেহ বা

কালধর্ম্ম, কেহ বা ব্রহ্মশাপ তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, কেহ বা প্রসঙ্গ ক্রমে তাহারদিগের আলস্য স্বভাবাদি লৌকিক কারণও উল্লেখ করিতে পারেন। বৈদ্যকে রোগক্ষয়ের উপায় জিজ্ঞাসিলে তিনি এই যথার্থ উপদেশ দিবেন যে সমুচিত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসিলে তিনি গ্রহ শান্তির পরামর্শ দিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কোন উপায় করিতে কহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব দুরদৃষ্ট ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন বিশেষের বিধি দিবেন। আর সর্ব্ব মীমাংসক বিজ্ঞ অধ্যাপকেরা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করিবেন। ইহার মধ্যে কোন্ কার্য্যের কি কারণ ও কোন্ উপায়ের কি ফল, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই অভিলাষ হইতে পারে। এবম্প্রকার সমুদ্র সাংসারিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার যথার্থ পথ কি তাহা জানিতে সকলেরই পরম কৌতূহল হইতে পারে। অতএব এবিষয় পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ লিখিতে হইতেছে যে মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞানইএ প্রয়োজন সাধনের এক মাত্র উপায়; সুতরাং তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের জ্ঞানোপার্জ্জন করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

বোধ হইতেছে অবনী মণ্ডল যে একেবারেই সম্পূর্ণ সুখোৎপাদক হইবেক, পরমেশ্বর তাহার একপ স্বভাব করেন নাই। যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তাহার সমুদায় নিয়মেই তদ্রূপ কৌশল দৃষ্ট হইতেছে। ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে রচিত হইয়াছে, ও ক্রমে ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইয়া পরিশেষে মানববর্গের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে আদৌ অবনী মণ্ডল অত্যুষ্ণ দ্রবীভূত পদার্থময় ছিল, পরে পরে স্নিগ্ধ হইয়া ও স্থূল হইয়া দ্বীপোপদ্বীপাদি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে বিবিধ প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী কালে কালে পরিবর্ত্ত হইয়াছে, ও স্তরে স্তরে রচিত হইয়াছে, এবং তদনুক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাণি জাতি ধ্বংস হইয়া নব নব জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী খনন করিয়া এককালের ভূমি স্তরে যে সমস্ত প্রাণি জাতির মৃত শরীরের প্রস্তরীভূত অস্থি দৃষ্ট হইয়াছে, দ্বিতীয় কালের ভূমি স্তরে তৎ শ্রেণীভুক্ত বহু জাতির কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এবং তদপেক্ষা আধুনিক ভূমি স্তরে দ্বিতীয় কালের বহু প্রকার জন্তুর কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয় নাই, কিন্তু প্রতিকালের ভূমি স্তরে নূতন নূতন প্রাণি জাতির চিহ্ন আছে, এবং ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে উত্তরোত্তর মহৎ মহৎ জন্তুরই উৎপত্তি হইয়াছে*। কিন্তু এ তিন কালেও মেদিনী মহত্তম মনুষ্যের বাস যোগ্য হয় নাই, তাঁহার সুখসম্ভোগের সজ্জা তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তিনি সর্ব্বশেষে এখানকার অধিবাসী হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে পৃথিবীতে মনুষ্যের পূর্ব্বে অপরাপর বিবিধপ্রকার জীবের বসতি ছিল, এবং সুস্পষ্ট বহুতর প্রামাণিক নিদর্শন দ্বারা ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে এক্ষণকার ন্যায় তখনও তাহারদিগের উপর জন্ম মৃত্যুর অধিকার ছিল। তখনও এই ভূলোক মর্ত্ত্যলোক ছিল। সৃজনকর্ত্তা মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যের সৃজন কালে অবনীর নিয়ম শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। বরঞ্চ এপ্রকার সঙ্গতি হইতেছে তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ্বর ইতর জন্তুর ন্যায় তাঁহাকেও আহারার্থ পশু বধের নিমিত্ত হিংসা প্রবৃত্তি দিলেন, আততায়ির দমন নিমিত্ত ক্রোধ দিলেন, এবং বিপদ পতনের নিবারণার্থ ভয় প্রদান করিলেন। অতএব মনুষ্য এপৃথিবীর পূর্ব্বতন-

* উত্তরোত্তর মহৎ মহৎ জন্তুর উৎপত্তির প্রমাণ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববেত্তা লায়ল সাহেব বিস্তিৎ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন।

নাধিবাসী ইতর জন্তুদিগের মধ্যে আসিয়া তাহারদিগের অধিপতি হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। তাঁহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল ভূলোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে, এবং কামনা, প্রবৃত্তি, শক্তি এবং শারীরিক গঠন বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার সাম্য আছে। তিনি তাহারদিগের ন্যায় অন্ন পানে পরিতুষ্ট করেন, নিদ্রাতে সুখানুভব করেন. ও অঙ্গ সঞ্চালনে স্ফূর্তি বোধ করেন; কিন্তু এসমুদায় তাঁহার উৎকৃষ্ট স্বভাব নহে। মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিশীল ও ধর্ম্মশীল করিয়া পৃথিবীস্থ অপরাপর সমস্ত জীব হইতে বিশিষ্ট করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকলই তাঁহার পরম ধন, এবং প্রগাঢ় সুখ ও নির্ম্মল আনন্দের কারণ। এসমুদয় মহৎ বৃত্তি দ্বারা তিনি জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্ম নিষ্ঠ হইয়া প্রীতিযুক্ত মনে হিতানুষ্ঠানে মহা আহ্লাদিত থাকেন, এবং বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বকার্য্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল আলোচনা করিয়া প্রেমাভিষিক্ত চিত্তে অতুলানন্দ সাগরে অবগাহন করেন। এই সমুদায় বৃত্তিতেই তাঁহার মনুষ্যোপাধি হইয়াছে. এবং এই সমুদায় বৃত্তির অনুশীলনেই তাঁহার জন্ম সার্থক হয়। দয়ার সাগর পরমেশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তু আমারদিগের ঐ সকল শুভ বৃত্তি অনুশীলনের উপযোগী করিয়াছেন। বিশ্ব মধ্যে কত মহা মহা প্রকাণ্ড পদার্থ বর্ত্তমান আছে, মনুষ্যের দুর্ব্বল হস্ত কখনই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু করুণাকর বিশ্ব-।সে সমস্ত যথোপযুক্ত রূপে তাঁহার আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমারদিগের পদতলস্থ ভূমিতে সহস্র প্রকার উৎপাদক শক্তি সমর্পণ করিয়াছেন, বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা তাহার গুণ জানিয়া কর্ষণ করিলেই প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পর্ব্বত গুহা হইতে নদী সমুদায় নিঃসারণ করিয়াছেন, তরণি সহকারে তাহা রাজপথ স্বরূপ করিয়া পদব্রজের শ্রান্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, ও প্রয়োজনানুসারে তাহার প্রবাহ পরিবর্ত্তন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা যায়। যে দুর্গম মহাসিন্ধু গর্ভে অবনীর অর্দ্ধভাগ নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহাতেও সমুদ্রপোত সঞ্চারিত করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে। আর জগদীশ্বর আমারদিগেরই হিতের নিমিত্তে আমারদিগকে যে পদার্থের শক্তি অতিক্রম বা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই, তাহার স্বভাব জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবার উপায় জ্ঞান দিয়াছেন। যদিও মনুষ্যের গ্রীষ্মতাপ ও প্রবল ঝটিকাদি নিবারণ করিয়া মনঃকল্পিত চির বসন্ত সুখ সম্ভোগ জন্য সূর্য্যের গতি রোধ করিবার শক্তি নাই, তথাপি তিনি সলিলসেবিত গৃহচ্ছায়াতে অবস্থিতি করিয়া ও ঝটিকাদির পূর্ব্ব লক্ষণ সকল উপলব্ধি পূর্ব্বক সাবধান হইয়া নিরুৎকণ্ঠ হইতে পারেন। যৎ কালে বাহিরেতে বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা ও শিলা বৃষ্টি দ্বারা অবনীর উপপ্লব সম্ভাবনা বোধ হয়, তখন তিনি স্বকীয় নিভৃত আলয়ে প্রিয়তম মিত্র মণ্ডলী মধ্যে মধুর আলাপে পরমসুখে কাল যাপন করিতে সমর্থ হয়েন।

আমরা যাবৎ বিবিধ গুণান্বিত মনুষ্য ও ইতর জন্তুর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তাহারদিগের উপর আমারদিগের সুখ দুঃখ সম্যক্ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। পরমেশ্বর তাহারদিগের সহিত আমারদিগের যাদৃশ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই সুখ লাভ হয়, আর তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেই দুঃখোৎপত্তি হয়। অতএব তাহারদিগের কি প্রকার প্রকৃতি ও আমারদিগের সহিত তাহারদিগের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাত হওয়া ও তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানের অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক। তদ্দ্বারা আমারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি সকল ক্রমশঃ যত প্রস্ফুটিত হইবে, আমরা ততই কৃতকার্য্য হইব—আমারদিগের সুখরাজ্য ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

ব্রহ্মসঙ্গীত

রাগ হিন্দোল
তাল আড়াঠেকা

জানহ পরমব্রহ্মের মহিমা সমাহিত শান্ত দান্ত হয়ে।

হও ব্রহ্ম রসে মগ্ন, হবে দুঃখ ক্লেশ ভগ্ন, বিগত পাপ হয়ে ॥

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

যে সকল ব্রাহ্ম মহাশয়েরা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান লোক সমাজে গোচর করিতে ইচ্ছুক নহেন তাঁহারা আপন আপন দান সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের দিবস সঙ্গে করিয়া আনিবেন এবং তন্নিমিত্তে যে দানাধার প্রস্তুত আছে তাহাতে নিঃক্ষেপ করিবেন তাহা হইলে তাঁহারদিগের দান কাহারও নিকটে গোচর হইবেক না।

যাঁহারা সেই সাম্বৎসরিক সমাজের পূর্ব্বে আপনার সাম্বৎসরিক দান দিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা তাহা আমার নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি আমার নিকট হইতে তাহার অঙ্গীকার পাইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ৩৪ সংখ্যক নিয়ম পরিবর্ত্তক-রিবার জন্য আগামী ১৪ মাঘ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় বেদান্তপরিভাষা এক খণ্ড, তত্ত্বকৌমুদী এক খণ্ড, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা এক খণ্ড, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য এক খণ্ড, অনুমানচিন্তামণি এক খণ্ড, এবং অনুমানদীধিতি এক খণ্ড এই ছয় খণ্ড পুস্তক এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বৃত্তি সহিত ও বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সম্বলিত ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথমাবধি দ্বিতীয়াধ্যায় পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য এক টাকা। যদি কেহ ক্রয় করিবার অভিলাষ ক-

রেন তবে তিনি উক্ত স্থানে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে ইংলণ্ডীয় উত্তম কাগজ বিক্রয়েব নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য প্রতি রিম ছয় টাকা। যদি কেহ ক্রয় করিবার মানস করেন, তবে তিনি উক্ত কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .... ২০৲
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ .... ৫৲
বৃত্তি সহিত কঠাদি সপ্তোপনিষৎ .... ১৲
বস্তুবিচার .... ।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন .... ।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা .... ।০
বাঙ্গলা ভাষাতে সংস্কৃতব্যাকরণ .... ॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক .... ।৶০
ভূগোল .... ॥০
পদার্থ বিদ্যা .... ॥০
বর্ণমালা ৶০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি .... ॥০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্যান্য বিষয় .... ॥০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্‌স্‌ বিণ্ডিকেটেড্‌.... ।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক .... ।০
পৌত্তলিক প্রবোধ ... . ।৶০
কঠোপনিষৎ ৶০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আগামী ১ ফাল্গুণ রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ মাঘ সম্বৎ ১৯০৫। কলিশকাব্দাঃ ৪৯৪৯।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

নারায়ণ, ও সর্ব্বনরোত্তম নর*, এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয়* উচ্চারণ করিবেক।

কোন কালে কুলপতি† শৌনক নৈমিষারণ্যে‡ দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক দিবস ব্রত পরায়ণ মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন এই অবসরে সূত¶

---

* বিষ্ণুর অবতার ঋষিবিশেষ। বিষ্ণু ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষ কন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ এই মূর্ত্তি দ্বয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই ঋষি রূপে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। যথা

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং নারায়ণো-
নরইতি স্বতপঃপ্রভাবইতি।
ভাগবত ১ স্কন্ধ ৭ অধ্যায় ৭ শ্লোক।

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ॥
ইতি ভাং ১ স্কং ৩ অং ৭ শ্লোক।

পুরাণান্তরে নর নারায়ণের উৎপত্তি প্রকারান্তরে নির্দ্দিষ্ট আছে, মহাদেব শরভ রূপ পরিগ্রহ করিয়া তুণ্ডাগ্রভাগ প্রহার দ্বারা বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তি দুই খণ্ড করেন তাহার নর ভাগ দ্বারা নর ও সিংহ ভাগ দ্বারা নারায়ণ এই দুই দিব্যরূপী ঋষি উৎপন্ন হয়েন। যথা

ততোদেহপরিত্যাগং কর্ত্তুং সমভবদ্যদা।
তদা দংষ্ট্রাগ্রভাগেন নরসিংহং মহাবলং॥
শরভোভগবান্ ভর্গোদ্বিধা মধ্যে চকার হ।
নরসিংহে দ্বিধা ভূতে নরভাগেন তস্য তু॥
নরএব সমুৎপন্নোদিব্যরূপী মহানৃষিঃ।
তস্য পঞ্চাস্যভাগেন নারায়ণইতি শ্রুতঃ॥
অভবৎ সমহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ।
নরোনারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী॥
যযোঃ প্রভাবোদুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ॥
কালিকাপুরাণ।

* রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস ও অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সংসার জয় হয় অর্থাৎ জীবেরা জন্ম মৃত্যু পরম্পরারূপ সংসার শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হয় এজন্য নিখিল শাস্ত্রের নাম জয়। যথা

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ মহাভারতং বিদুঃ।
তথৈব শিবধর্ম্মাশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণইতি।
তথা সংসারজয়নং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েদিতি॥
ভবিষ্যপুরাণ।

† আশ্রমের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান মুনি।

‡ ভগবান্ গৌরমুখঋষিকে কহিয়াছিলেন যে আমি এই অরণ্যে এক নিমিষে দুর্জ্জয় দানব সৈন্য ধ্বংস করিলাম এই নিমিত্ত ইহা নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। যথা

এবংকৃত্বা ততোদেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।
উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলং।
অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্ত্বেতন্নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতমিতি॥

¶ ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণ জাতি। যথা

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতইতি।
যাজ্ঞবল্ক্য ১ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ* পুত্র পৌরাণিক উগ্রশ্রবা বিনীত ভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসি তপস্বি গণ দর্শন মাত্র অদ্ভুত কথা শ্রবণ বাসনাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবাঃ বিনয়নম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত অতিথি সৎকারান্তে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে সমুদায় ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দ্দিষ্ট আসনে নিবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহার শ্রান্তি দূর হইলে কোন ঋষি কথা প্রসঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পদ্মপলাশলোচন সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ এবং এত কাল কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিলে বল।

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাগ্মী উগ্রশ্রবাঃ সেই সভাস্থ প্রশান্তচিত্ত মুনি গণকে সম্ভাষণ করিয়া যথা নিয়মে পরিশুদ্ধ বচনে এই উত্তর দিলেন হে মহর্ষি গণ! প্রথমতঃ মহানুভাব রাজাধিরাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র* দর্শনে গমন করিয়াছিলাম তথায় বৈশম্পায়ন মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন† প্রোক্ত মহাভারতীয় পরম পবিত্র বিবিধ অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নানা তীর্থে পরিভ্রমণ ও অশেষ আশ্রম দর্শন পূর্ব্বক বহু ব্রাহ্মণ সমাকীর্ণ সমন্তপঞ্চক তীর্থে উপস্থিত হইলাম। ঐ সমন্তপঞ্চকে পূর্ব্বে পাণ্ডব ও কৌরব এবং উভয় পক্ষীয় নরপতি গণের যুদ্ধ হইয়াছিল। তথা হইতে মহাশয়দিগের দর্শনাকাংক্ষী হইয়া এই পরম পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়াছি যেহেতু আপনারা আমারদিগের ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ ঋষিগণ! আপনারা স্নান আহ্নিক অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পূত হইয়া সুস্থ মনে আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন আজ্ঞা করুন ধর্ম্মার্থ সম্বন্ধ পরম পবিত্র পৌরাণিকী কথা অথবা মহানুভাব নরপতি গণ ও ঋষিগণের ইতিহাস কি বর্ণনা করিব?

---

* সূতজাত্যুৎপন্ন লোমহর্ষণ বেদব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মহাভারত ও পুরাণসংহিতা সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি পুরাণবক্তা। লোমহর্ষণ সর্ব্বত্র সূত নামে প্রসিদ্ধ কিন্তু ইহা তাঁহার কুলানুযায়ি নাম, প্রকৃত নাম নহে যেহেতু কল্কিপুরাণে সূতপুত্র বলিয়া লোমহর্ষণের বিশেষণ আছে। এবং লোমহর্ষণ নামও তাঁহার আদি নাম নহে তাঁহার নিকট পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষ অর্থাৎ লোমাঞ্চ হইত এই নিমিত্ত তাঁহার লোমহর্ষণ নাম হয়। যথা

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ৬ অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।
বলরামাস্ত্রকাণ্ডা নৈমিষেঽভূৎ দ্বিজাশ্রমে॥
কল্কিপুরাণ ২৭ অধ্যায়।

লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যঃ স্বভাষিতৈঃ।
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোমহর্ষণসংজ্ঞিতঃ॥
কূর্ম্মপুরাণ।

† উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণ ব্যাসাসনে আসীন হইয়া নৈমিষারণ্য বাসি ঋষিদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেছেন এমত সময়ে বলদেব তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলে ঋষিগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও সৎকার করিলেন কিন্তু লোমহর্ষণ গাত্রোত্থানাদি করিলেন না। বলদেব তদ্দর্শনে তাঁহাকে গর্ব্বিত বোধ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া করস্থ কুশাগ্র প্রহার দ্বারা তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিলেন। পরে ঋষিদিগের অনুরোধপরবশ হইয়া কহিলেন ইহার আর পুনর্জীবন হইবেক না ইহার পুত্র [উগ্রশ্রবাঃ] আপনারদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইবেন। তদবধি উগ্রশ্রবাঃ পুরাণবক্তা হইলেন। যথা

তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়োদীর্ঘজীবিনঃ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চ্চয়ন্॥১৩॥
অনভ্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বনাঞ্জলিং।
অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বিপ্রান্ চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ॥১৪॥
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি।
ভাবিত্বাত্তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ॥১৯॥
আত্মা বৈ পুত্রউৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনং।
তস্মাদস্য ভবেদ্বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্॥২৭॥
ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৭৮ অধ্যায়।

* সর্পযজ্ঞ। সর্পকুল ধ্বংসের নিমিত্ত ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ কিঞ্চিৎ পরে স্থলেই প্রাপ্ত হইবেক।

† বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরে বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাস, বেদব্যাস ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হয়েন [বিপূর্ব্ব অসধাতুর অর্থ বিভাগ করণ] কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এই নিমিত্ত কৃষ্ণ, আর যমুনার দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন এই নিমিত্ত দ্বৈপায়ন। এই দুই শব্দ সমষ্টিও ব্যক্তি ভাবে ব্যাস বোধক হয়।

ঋষিগণ কহিলেন হে সূতনন্দন! অদ্ভুত কর্ম্মা ভগবান্ ব্যাসদেব যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষি মণ্ডল যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে বহু প্রশংসা করেন এবং দ্বৈপায়ন শিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন তদীয় আদেশানুসারে সর্প সত্র কালে রাজা জনমেজয়কে যাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন আমরা সেই ভারতাখ্য পরম পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণে বাসনা করি। যেহেতু তাহা বেদ চতুষ্টয়ের সারসংগ্রহ পূর্ব্বক সুচারুরূপে রচিত হইয়াছে, এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত অবিরুদ্ধ, আর তাহাতে অনির্ব্বচনীয় অতর্কণীয় আত্মতত্ত্বাদি বিষয়ের বিশিষ্ট রূপ মীমাংসা আছে এবং তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপ ভয় নিবারণ হয়।

ঋষিগণের প্রার্থনা শুনিয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন যিনি নিখিল জগতের আদিভূত, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, এবং স্বীয় অনন্ত শক্তি প্রভাবে স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম নিখিল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাজ্ঞিক পুরুষেরা যে অনাদি পুরুষের প্রীতি উদ্দেশে হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান করেন, শত শত সামগ ব্রাহ্মণেরা যাঁহার গুণ গান করিয়া থাকেন, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মায়াপ্রপঞ্চ রূপ অতাত্ত্বিক বিশ্ব যাঁহার বিরাট্ মূর্ত্তি, এবং লোকে ভোগাভিলাষে ও পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ প্রার্থনায় যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে সেই অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, কালত্রয়ে অবিকৃত, সকল মঙ্গল নিদানভূত, মঙ্গলমূর্ত্তি, ত্রিলোকপাতা, যজ্ঞফল দাতা, চরাচর গুরু, হরির চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া সর্ব্বলোক পূজিত মহর্ষি বেদব্যাসের অশেষ মত নিঃশেষে কীর্ত্তন করিব।

অনেকানেক অতীতদর্শি মহাশয়েরা নরলোকে এই বিচিত্র ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, অনেকে করিতেছেন এবং ভবিষ্যৎ কালেও অনেকে কীর্ত্তন করিবেন। দ্বিজাতিরা দৃঢ়ব্রত হইয়া সংক্ষেপেও বিস্তারিত রূপে যাহা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন; সমস্ত জ্ঞানের সুবিস্তীর্ণ আকর সেই বেদ শাস্ত্র এই পরম পবিত্র ইতিহাস রূপে আবির্ভূত। এই বিচিত্র গ্রন্থ অশেষ বিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সময়*, বহুতর সুচারু শব্দ ও নানা ছন্দে অলঙ্কৃত এই নিমিত্ত পণ্ডিত মণ্ডলীতে বিশেষ সমাদরণীয় হইয়াছে।

প্রথমে এই জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়া অলক্ষিত ছিল। অনন্তর সৃষ্টি প্রারম্ভে সকল ব্রহ্মাণ্ড বীজভূত এক অলৌকিক অণ্ড প্রসূত হইল। নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তনীয়, সর্ব্বত্র সম, সনাতন, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সেই অণ্ডে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বলোক পিতামহ† দেবগুরু ব্রহ্মা সেই অণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর রুদ্র, স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতাঃ, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষিগণ, ও চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন হইলেন। যাঁহাকে সমস্ত ঋষিগণ যোগ দৃষ্টিতে দর্শন করেন সেই অপ্রমেয় স্বরূপ পুরুষ এবং বিশ্বদেবগণ, একাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, যমজ অশ্বিনীকুমার যুগল, যক্ষগণ, সাধ্যগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, ও পিতৃগণ, জন্মিলেন। তদনন্তর ব্রহ্ম পরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অনেকানেক রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। আর জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, সম্বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, ইত্যাদি এবং বিশ্বান্তর্গত অন্যান্য সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইল।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রলয়কালে পুনর্ব্বার স্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। আর যেমন পর্য্যায়কাল উপস্থিত হইলে ঋতুগণ স্বস্ব অসাধারণ লক্ষণ সকল প্রাপ্ত হয় সেই রূপ যুগপ্রারম্ভে সমুদায় পদার্থ স্বস্ব নাম রূপ ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনা-

---

* নীলকণ্ঠমতে সময় শব্দের অর্থ সঙ্কেত। কিন্তু অর্জ্জুনমিশ্র মতে ঐ শব্দের অর্থ আচার।

† স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তু প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বলোকের পিতৃস্বরূপে পরিগণিত। ব্রহ্মা সেই আদিপিতা মনুর পিতা এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বলোক পিতামহ।

দি অনন্ত সর্ব্বভূত সংহারকারি সংসার চক্র এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন, * এবং বৃহদ্ভানু, চক্ষুঃ, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি ও মহ্য; দিবের† এই ত্রয়োদশ পুত্র জন্মিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ মহ্যের পুত্র দেবভ্রাট্, তৎপুত্র সুভ্রাট্। তাঁহার দশজ্যোতিঃ, শতজ্যোতিঃ, সহস্রজ্যোতিঃ নামে তিন পুত্র হইলেন। তন্মধ্যে দশজ্যোতির দশ সহস্র পুত্র, শতজ্যোতির লক্ষ, ও সহস্রজ্যোতির দশ লক্ষ পুত্র হইল। ইহারদিগের হইতেই কুরু বংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ, ইক্ষ্বাকুবংশ, ও অন্যান্য রাজর্ষি বংশের উদ্ভব হইল।

প্রাণিদিগের অবস্থিতি স্থান‡, ত্রিবিধ রহস্য¶, বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও তৎপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রা বিধান||, মহর্ষি বেদব্যাস যোগবলে এই সকল অবগত ছিলেন। এই ভারত গ্রন্থে ব্যাখ্যা সহিত সমুদায় ইতিহাস এবং অশেষবিধ বেদার্থ যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। লোকে কেহ কেহ সংক্ষেপে কেহ বা বিস্তারিতরূপে জানিতে বাসনা করে এই নিমিত্ত মহর্ষি এই জ্ঞান শাস্ত্রকে সংক্ষেপেও বিস্তারিত রূপে কহিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্মণেরা প্রথম মন্ত্র * অবধি কেহ কেহ আস্তীকপর্ব্ব অবধি কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি এই ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা অশেষ প্রকারে সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ গ্রন্থ ব্যাখ্যা বিষয়ে পটু কেহ বা গ্রন্থার্থধারণা বিষয়ে নিপুণ।

ভগবান সত্যবতীনন্দন তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে সনাতন বেদ শাস্ত্র বিভাগ করিয়া তদীয় সার সঙ্কলন পূর্ব্বক এই পরমাদ্ভুত পবিত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। রচনানন্তর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি রূপে এই গ্রন্থ শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইব। ভূতভাবন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ পরাশরাত্মজের উৎকণ্ঠার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে ও নরলোককে চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া কৃতার্থ ও বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং স্বহস্ত দত্ত আসনে উপবেশন করাইয়া অঞ্জলি বদ্ধ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে আসন পরিগ্রহের অনুমতি প্রদান করিলে প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে তদীয় আসন সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন ভগবন্! আমি মনে মনে এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ সমুদায়ের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নির্ণয়, জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাব অভাব নি-

---

* ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবানাং সৃষ্টিঃ সংক্ষেপলক্ষণা।

এই মূলের যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল।

শতসহস্রাদি সংখ্যা পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। এই পরস্পর বিরুদ্ধ ত্রিবিধ সংখ্যার টীকাকার নীলকণ্ঠ সমন্বয় করিয়াছেন যে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা। ত্রয়স্ত্রিংশৎশত অথবা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যা তাঁহারদিগের পরিবারাদি সহ গণনাভিপ্রায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই বাহুল্য সংখ্যাও সংক্ষেপসৃষ্টি অভিপ্রায়ে কথিত। বিস্তারিত সৃষ্টি অভিপ্রায়ে পুরাণান্তরে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু অর্জ্জুন মিশ্র প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে যথাশ্রুত গ্রন্থার্থ সামঞ্জস্য সংস্থাপন ব্যগ্র হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ এই তিনের সমষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ ৩৩৩৩৩৩ দেবতাদিগের সংক্ষেপ সৃষ্টি।

† অর্জ্জুনমিশ্র মতে দিব্ শব্দের অর্থ স্বর্গাধিষ্ঠাতৃ দেবতা অথবা অদিতি।

‡ গ্রাম, নগর, দুর্গ, তীর্থ আশ্রম প্রভৃতি।

¶ ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য। রহস্য শব্দের অর্থ গূঢ়তত্ত্ব অর্থাৎ যাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না।

|| সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের বিধি দর্শক নীতিশাস্ত্র বিশেষ।

* [illegible] দেবাং [illegible]" ইতি

...কথন, নানাবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রমের লক্ষণ-নিরূপণ, চাতুর্ব্বর্ণ্য মীমাংসা, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তারা ও চতুর্যুগের বিবরণ, নারায়ণ যে যে কারণে যে যে দিব্য ও মানুষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কীর্ত্তন, অশেষ পবিত্র তীর্থ, নানা দেশ, নদ, নদী, বন, পর্ব্বত, সাগর, গ্রাম, নগর, দুর্গ, সেনা, বূহ্যরচনা, যুদ্ধকৌশল, বক্তৃ বিশেষে ভাষার বৈচিত্র, লোকযাত্রাবিধান, এই সমস্ত ও অন্যান্য সমুদায় বিষয়ের বিশেষ নিরূপণ করিয়াছি কিন্তু ভূমণ্ডলে উপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।

ব্রহ্মা কহিলেন বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহাপ্রভাব মুনি আছেন কিন্তু রহস্য জ্ঞান শালিতা প্রযুক্ত তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জন্মাবধি তুমি কখন মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ কর নাই এক্ষণে তুমি স্বরচিত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অতএব তোমার এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া বিখ্যাত হইবেক। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্য অন্য আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই রূপ তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর তিনি তোমার কাব্যের লেখক হইবেন।

ইহা বলিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সত্যবতীতনয় গণনায়ককে স্মরণ করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান গণাধিপতি স্মৃতমাত্র ব্যাসদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর যথোপযুক্ত পূজাপ্রাপ্তি পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলে বেদব্যাস নিবেদন করিলেন হে গণেশ্বর! আমি মহাভারত নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি আমি বলিয়া যাই আপনি তাহার লেখক হউন। ইহা শুনিয়া বিঘ্নরাজ কহিলেন হে তপোধন! লিখিতে আরম্ভ করিলে যদি আমার লেখনীকে বিশ্রাম করিতে না হয় তবে আমি লেখক হইতে পারি, ব্যাস ও কহিলেন কিন্তু আপনিও অর্থ বোধ না করিয়া লিখিতে পারিবেন না। গণনায়ক তথাস্তু বলিয়া লেখকত্ব অঙ্গীকার করিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই নিমিত্তই কৌতুকী হইয়া মধ্যে মধ্যে গ্রন্থগ্রন্থি রচনা করিয়াছিলেন এবং এবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছেন এই গ্রন্থে এরূপ আট সহস্র আট শত শ্লোক আছে যে কেবল শুক ও আমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারি। (অন্যের কথা দূরে থাকুক) সঞ্জয় বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। অনভিব্যক্তার্থতা প্রযুক্ত সেই সকল ব্যাস কূটের অদ্যাপি কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সেই সকল স্থলে অর্থ বোধানুরোধে মন্থর হইতেন ব্যাসদেবও সেই অবকাশে বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

জীবলোক অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ অনর্থ ভ্রমণ করিতেছিল এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা মোহাবরণ নিরাকরণ করিয়া তাহাদের নেত্রোন্মীলন করিলেন। এই ভারতরূপ দিবাকর সংক্ষেপে ও বিস্তারিত রূপে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ বিষয় সকল প্রকাশ ও মানব গণের মোহান্ধকার নিরাশ করিয়াছেন। পুরাণ রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় দ্বারা বেদার্থ রূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়াছে এবং মনুষ্যদিগের বুদ্ধিরূপা কুমুদ্বতী বিকাশ পাইয়াছে। এই ইতিহাস রূপ মহোজ্জ্বল প্রদীপ মোহান্ধকার নিরাকরণ পূর্ব্বক সংসার রূপ মহাগৃহ আলোকময় করিয়াছে। যেমন মেঘ সকল জীবের উপজীব্য, সেই রূপ এই অক্ষয় ভারত বৃক্ষ ভাবি কবিদিগের উপজীব্য হইবেক। সংগ্রহাধ্যায় এই মহাদ্রুমের বীজ, পৌলোম ও আস্তীকপর্ব্ব মূল, সম্ভব পর্ব্ব স্কন্ধ *, সভা ও বন পর্ব্ব বিটঙ্ক †, অরণীপর্ব্ব পর্ব্ব ‡ বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব্ব সার, ভীষ্মপর্ব্ব মহাশাখা, দ্রোণপর্ব্ব পত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্প, শল্যপর্ব্ব, সুগন্ধ, স্ত্রীপর্ব্ব ও ঐষীকপর্ব্ব ছায়া, শান্তিপর্ব্ব মহাফল, অশ্বমেধপর্ব্ব অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব আধার স্থান এবং মৌষলপর্ব্ব অত্যুচ্চ শাখা-

* মূল অবধি শাখা নির্গম স্থান পর্য্যন্ত বৃক্ষভাগ, গুঁড়ি।

† পক্ষির উপবেশন যোগ্য স্থান।

‡ গ্রন্থি, গাঁটি।

ষভাগ। সেই নিরুক্ত ভারতদ্রুমের পরমপবিত্র সুরস ফল পুষ্প বর্ণনা করিব।

পূর্ব্বকালে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বীয় জননী সত্যবতী ও পরম ধার্ম্মিক ধীরবুদ্ধি ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়ের* ন্যায় তেজস্বী পুত্র ত্রয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহর্ষি এই রূপে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে জন্ম দিয়া তপস্যানুরোধে পুনর্ব্বার আশ্রম প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া পরম গতিপ্রাপ্ত হইলে পর নরলোকে ভারত প্রচার করিলেন। পরে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্র কালে স্বয়ং রাজা এবং সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা ভারত শ্রবণার্থে ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করাতে স্ব শিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারতকীর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি সদস্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে ভারত শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস ঐ গ্রন্থে কুরুবংশের বৃত্তান্ত, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সাধুতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের ক্রূরতা, এই সকল বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভারতসংহিতাকে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক ময়ী রচনা করিয়াছিলেন। উপাখ্যান ভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা ঐরূপ হয়। অনন্তর সংক্ষেপে সর্ব্বার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক সার্দ্ধশত শ্লোক দ্বারা অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন।

ব্যাসদেব ভারত রচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আপন পুত্র শুকদেবকে, তৎপরে শুশ্রূষা পরায়ণ অন্যান্য বুদ্ধিজীবি শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষ শ্লোক ময়ী অন্য এক ভারতসংহিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎ লক্ষ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ, আর নরলোকে এক লক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। নারদ দেবতাদিগকে, অসিতদেবল পিতৃগণকে, শুকদেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান। আর ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন নরলোকে প্রচার করেন। তিনিই পরীক্ষিৎপুত্র রাজাধিরাজ জনমেজয়কে শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। (ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন) আমি এক্ষণে নরলোক প্রতিষ্ঠিত শতসহস্র সংহিতা কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছি আপনারা শ্রবণ করুন।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমানুবাকে চতুর্থং সূক্তং

হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ
অশ্বিনৌ দেবতা

৩৯৯

১ ত্রিশ্চিন্নো অদ্যা ভবতম্নবেদসা বিভুর্ব্বাং যাম উত রাতিরশ্বিনা। যুবোর্হি যন্ত্রং হিম্যেব বাসসোভ্যায়ংসেন্যা ভবতং মনীষিভিঃ।

১ হে 'নবেদসা' নবেদসৌ মেধাবিনৌ 'অশ্বিনা' অশ্বিদেবৌ যুবাং 'ত্রিঃ' ত্রিবারং 'চিৎ' অপি 'অদ্য' অদ্য অস্মিন্ কর্ম্মণি 'নঃ' অস্মদর্থং আগতৌ 'ভবতং'। 'বাং' যুবয়োঃ 'যামঃ' গমনসাধনভূতো রথঃ 'বিভুঃ' ব্যাপ্তঃ 'উত' অপি 'রাতিঃ' দানং বিভুঃ। 'যুবোঃ' যুবয়োঃ উভয়োঃ 'যন্ত্রং' 'হি' পরস্পরনিয়মনরূপসম্বন্ধবিশেষঃ অস্তু 'বাসসঃ' সূর্য্যরশ্ম্যাচ্ছাদনযুক্তস্য বাসরস্য 'হিম্যা' হিমযুক্তয়া রাত্র্যা 'ইব' যথা রাত্র্যা সহ দিবসস্য সম্বন্ধঃ কদাচিদপি ন অপৈতি তদ্বৎ। যুবাং উভৌ 'মনীষিভিঃ' মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'অভ্যায়ং' অভিতঃ 'সেন্যা' সেনৌ নিয়ন্তারৌ অনুগ্রহণাত্ তদধীনৌ 'ভবতং'।

---

* দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়। কোন যজ্ঞীয় অগ্নি অথবা গার্হপত্য অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত করা যায় তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি। গৃহস্থ ব্যক্তি চিরকাল অবিচ্ছেদে যে অগ্নি গৃহে রাখে তাহার নাম গার্হপত্য। গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমার্থ যে অগ্নির সংস্কার করা যায় তাহার নাম আহবনীয়।

১ হে মেধাবী অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তোমরা উভয়ে তিনবার এই যজ্ঞে আগমন কর। তোমারদিগের রথ এবং দান জগতে বিখ্যাত আছে, আর তোমারদিগের উভয়ের পরস্পর নিয়ামক সম্বন্ধ আছে যেমন রাত্রির সহিত দিবসের। তোমরা মেধাবী ঋত্বিক্‌দিগের অধীন হও।

৪০০

২ ত্রয়ঃ পবয়োমধুবাহনে রথে সোমস্য বেনামনু বিশ্বইদ্বিদুঃ। ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ স্কভিতাসআরভে ত্রির্নক্তং যাথস্ত্রির্বশ্বিনা দিবা।

২ 'মধুবাহনে' মধুদ্রব্যাণাং নানাবিধখাদ্যদ্রব্যাদীনাং বাহকে অশ্বিনীকুমারযোঃ 'রথে' 'পবয়ঃ' বজ্রসমানাঃ দৃঢ়াঃ চক্রবিশেষাঃ 'ত্রয়ঃ' ত্রিসংখ্যাকাঃ সন্তি। 'বিশ্বে' সর্ব্বে দেবাঃ 'সোমস্য' চন্দ্রস্য 'বেনাং' কমনীয়াংভার্য্যাং 'অনু' অনুলক্ষ্য 'ইৎ' এব চক্রত্রয়সদ্ভাব প্রকারং 'বিদুঃ' জানন্তি। যদা সোমস্য বেনয়া সহ বিবাহঃ তদানীং নানাবিধখাদ্যদ্রব্যযুক্তং চক্রত্রয়োপেতং রথং আরুহ্য অশ্বিনীকুমারৌ গচ্ছতঃ ইতি সর্ব্বে দেবাঃ জানন্তি। তস্য রথস্য উপরি 'স্কম্ভাসঃ' স্তম্ভাঃ স্তম্ভবিশেষাঃ 'ত্রয়ঃ' ত্রিসংখ্যাকাঃ 'স্কভিতাসঃ' স্কভিতাঃ স্থাপিতাঃ। কিমর্থং 'আরভে' আরব্ধুং অবলম্বিতুং যদা রথঃ জবয়া যাতি তদানীং পতনভীতিনিবৃত্ত্যর্থং হস্তালম্বনায় ইত্যর্থঃ। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ যুবাং তাদৃশেন রথেন 'নক্তং' রাত্রৌ 'ত্রিঃ' ত্রিবারং 'যাথঃ' গচ্ছথঃ 'উ' তথা 'দিবা' দিবসেপি 'ত্রিঃ' যাথঃ।

২ নানাবিধ সুমধুর খাদ্যদ্রব্য যুক্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথেতে বজ্র সদৃশ যে কঠিন তিন চক্র আছে তাহা বেনার সহিত চন্দ্রের বিবাহ সময়ে দেবতারা দেখিয়াছেন। সেই রথে অবলম্বনের নিমিত্ত তিন স্তম্ভ আছে। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা সেই রথে রাত্রিতে তিনবার এবং দিবসেতে তিনবার গমন করিতেছ।

৪০১

৩ সমানে অহস্ত্রিরবদ্যগোহনা ত্রিরদ্য যজ্ঞং মধুনা মিমিক্ষতং। ত্রির্বাজবতীরিষো অশ্বিনা যুবং দোষা অস্মভ্যমুষসশ্চ পিন্বতং।

৩ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'যুবং' যুবাং উভৌ 'সমানে' একস্মিন্ 'অহন্' অহনি অনুষ্ঠানদিনে 'ত্রিঃ' ত্রিবারং 'অবদ্যগোহনা' অনুষ্ঠানগতানাং দোষাণাং সম্বরণকারিণৌ ভবতং। 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'যজ্ঞং' যজ্ঞগতং হবিঃ 'মধুনা' মধুররসেন 'ত্রিঃ' 'মিমিক্ষতং' সিঞ্চতং। কিঞ্চ 'দোষা' দোষাসু রাত্রিষু 'উষসঃ' উষঃসু দিবসেষু 'চ' অপি 'ত্রিঃ' ত্রিবারং 'বাজবতীঃ' বাজবত্যঃ বলকারীণি 'ইষঃ' অন্নানি 'অস্মভ্যং' 'পিন্বতং' সিঞ্চতং প্রযচ্ছতং।

৩ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা উভয়ে এক যজ্ঞ দিবসেতেই তিনবার অনুষ্ঠানের দোষ নিবারণ কর। অদ্য যজ্ঞীয় হবি মধুর রস যুক্ত করিয়া তিনবার সেচন কর। দিবসে এবং রাত্রিতে তিনবার করিয়া আমারদিগকে বলকারি অন্ন প্রদান কর।

৪০২

৪ ত্রির্বর্ত্তির্যাতং ত্রিরনুব্রতে জনে ত্রিঃ সুপ্রাব্যে ত্রেধেব শিক্ষতং। ত্রির্নান্দ্যং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রিঃ পৃক্ষো অস্মে অক্ষরেব পিন্বতং।

৪ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'যুবং' যুবাং উভৌ 'ত্রিঃ' ত্রিবারং 'বর্ত্তিঃ' অস্মদীয়বর্ত্তমানসাধনভূতং 'যাতং' গৃহং প্রাপ্নুতং তথা 'অনুব্রতে' অস্মদনুকূলব্যাপারযুক্তে 'জনে' 'ত্রিঃ' যাতং তদনুগ্রহায় গচ্ছতং। 'ত্রিঃ' 'সুপ্রাব্যে' সুষ্ঠুপ্রকর্ষেণ অবস্থ্যাং রক্ষণীয়ে যজ্ঞে প্রবর্ত্তমানান্ অস্মান্ 'ত্রেধা' ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ 'ইব' এব পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানং 'শিক্ষতং' উপদেশকুরুতং তথা 'নান্দ্যং' নন্দনীয়ং সন্তোষকরং ফলং 'ত্রিঃ' 'বহতং' প্রাপয়তং। 'অস্মে' অস্মাসু 'পৃক্ষঃ' অন্নং 'ত্রিঃ' 'পিন্বতং' প্রযচ্ছতং 'অক্ষরা' অক্ষরাণি উদকানি 'ইব' যথা পর্জ্জন্যঃ প্রযচ্ছতি তদ্বৎ।

৪ হে অশ্বিনী কুমার দ্বয়! তোমরা উভয়ে আমারদিগের গৃহে তিনবার আগমন কর এবং আমারদিগের অনুকূল মনুষ্যকে তিনবার অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত গমন কর। তোমারদিগের কর্ত্তৃক তিনবার প্রকৃষ্ট রূপে রক্ষণীয় এই যে যজ্ঞ তাহাতে নিযুক্ত যে আমরা আমারদিগকে তিনবার

যজ্ঞের অনুষ্ঠান উপদেশ কর, আর আমারদিগকে তৃপ্তিপ্রদ ফল তিনবার প্রদান কর। যেমন মেঘ জল প্রদান করে সেইরূপ তিন বার আমারদিগকে অন্ন প্রদান কর।

৪০৩

৫ ত্রির্নো রয়িং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রির্দেবতাতা ত্রিরুতাবতং ধিয়ঃ। ত্রিঃ সৌভগত্বং ত্রিরুত শ্রবাংসি নস্ত্রিষ্ঠং বাং সূরে দুহিতারুহদ্রথং।

৫ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'যুবং' যুবাং উভৌ 'নঃ' অস্মান 'রয়িং' ধনং 'ত্রিঃ' 'বহতং' প্রাপয়তং। 'দেবতাতা' দেবতাতৌ দৈবযুক্তে কর্ম্মণি 'ত্রিঃ' আগচ্ছতং। 'উত' অপিচ 'ধিয়ঃ' অস্মদ্বুদ্ধীঃ 'ত্রিঃ' 'অবতং' রক্ষতং। 'সৌভগত্বং' সৌভাগ্যং 'ত্রিঃ' বহতং। 'উত' অপিচ 'শ্রবাংসি' অন্নানি 'নঃ' অস্মভ্যং ত্রিঃ 'বহতং'। 'বাং' যুবযোঃ 'ত্রিষ্ঠং' চক্রত্রয়েণাবস্থিতং 'রথং' 'সূরে' সূর্য্যস্য 'দুহিতা' পুত্রী 'আরুহৎ' আরূঢ়বতী।

৫ হে অশ্বিনী কুমার দ্বয়! তিনবার আমারদিগকে তোমরা ধন দেও। দেবতাধিষ্ঠিত এই যজ্ঞে তিনবার আগমন কর, আর তিনবার আমারদিগের বুদ্ধি রক্ষা কর। তিন বার আমারদিগকে সৌভাগ্য দেও এবং তিনবার আমারদিগকে অন্ন দেও। সূর্য্যের কন্যা তোমারদিগের চক্রত্রয়বিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়াছেন।

৪০৪

৬ ত্রির্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ পার্থিবানি ত্রিরু দত্তমদ্ভ্যঃ। ওমানং শংযোর্ম্মমকায় সূনবে ত্রিধাতু শর্ম্ম বহতং শুভস্পতী ।১।৩।৪।

৬ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'নঃ' অস্মভ্যং 'দিব্যানি' দ্যুলোকবর্ত্তীনি 'ভেষজা' ভেষজানি ঔষধানি 'ত্রিঃ' 'দত্তং' তথা 'পার্থিবানি' পৃথিব্যাং উৎপন্নানি ঔষধানি 'ত্রিঃ' দত্তং 'অদ্ভ্যঃ' অন্তরীক্ষলোকাৎ 'উ' অপি 'ত্রিঃ' দত্তং। 'শংযোঃ' বৃহস্পতিপুত্রসম্বন্ধিনং 'ওমানং' সুখবিশেষং 'মমকায়' মদীয়ায় 'সূনবে' পুত্রায় দত্তং। হে 'শুভস্পতী' শোভনস্য ঔষধজাতস্য পালকৌ যুবাং 'ত্রিধাতু' বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়শমনবিষয়ং 'শর্ম্ম' সুখং 'বহতং' প্রাপয়তং ।১।৩।৪।

৬ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা দ্যুলোকস্থিত ঔষধ তিনবার আমারদিগকে দান কর এবং পৃথিবী হইতে উৎপন্ন ঔষধ তিন বার দান করিয়াছ ও অন্তরীক্ষে উৎপন্ন ঔষধ তিনবার দান কর। বৃহস্পতির পুত্র সম্বন্ধী সুখ আমার পুত্রকে দেও। হে উত্তম ঔষধের পালক! তোমরা বাত পিত্ত শ্লেষ্মের শমকারী সুখ প্রদান কর।১।৩।৪।

৪০৫

৭ ত্রির্নো অশ্বিনা যজতা দিবে দিবে পরি ত্রিধাতু পৃথিবীমশায়তং। তিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতং।

৭ হে 'নাসত্যা' নাসত্যৌ 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'দিবে দিবে' প্রতিদিনং 'যজতা' যষ্টব্যৌ যুবাং 'নঃ' অস্মদীয়াং 'পৃথিবীং' বেদিরূপাং ভূমিং 'পরি' সর্ব্বতঃ প্রাপ্য 'ত্রিধাতু' কক্ষ্যাত্রয়যুক্তে আস্তীর্ণে বর্হিষি 'ত্রিঃ' 'অশায়তং' শয়নং কুরুতং। হে 'রথ্যা' রথ্যৌ রথস্বামিনৌ 'তিস্রঃ' ত্রিসংখ্যাকাঃ ঐষ্টিকপাশুকসৌমিকরূপাঃ বেদীঃ 'পরাবতঃ' দূরদেশাৎ দ্যুলোকাৎ 'গচ্ছতং' আগচ্ছতং 'স্বসরাণি' শরীরাণি 'আত্মা' আত্মভূতঃ 'বাতঃ' প্রাণবায়ুঃ 'ইব' যথা তদীয়ানি শরীরাণি গচ্ছতি তদ্বৎ।

৭ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! যজ্ঞেতে পূজনীয় তোমরা প্রতিদিন আমারদিগের বেদি প্রাপ্ত হইয়া তিনবার কক্ষ্যাত্রয়যুক্ত বিস্তারিত বর্হিতে শয়ন কর। হে রথনায়ক অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক হইতে ঐষ্টিকাদি তিন বেদিতে আগমন কর যেমন জীবন সদৃশ প্রাণ বায়ু শরীরে গমন করিতেছে।

৪০৬

৮ ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিস্ত্রয় আহাবাস্ত্রেধা হবিষ্কৃতং।

তিস্রঃ পৃথিবীরুপরি প্রবা দিবো-নাকং রক্ষেথে দ্যুভিরক্তুভি-র্হিতং।

৮ হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'সপ্তমাতৃভিঃ' সপ্তসংখ্যাকাঃ গঙ্গাদ্যাঃ নদ্যঃ মাতরঃ উৎপাদিকাঃ যেষাং জলবিশেষাণাং তৈঃ 'সিন্ধুভিঃ' স্যন্দনস্বভাবৈঃ জলৈঃ 'ত্রিঃ' সোমাভিষবঃ কৃতঃ। 'আশয়াঃ' জলযুক্তসোমস্য আধারভূতাঃ 'ত্রয়ঃ' ত্রিসংখ্যাকাঃ দ্রোণকলসাঃ সবনীয়পুত-ভৃদাখ্যাঃ নিষ্পন্নাঃ ইতিশেষঃ। তেষু ত্রিষু পাত্রেষু 'ত্রেধা' ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ সবনত্রয়গতৈঃ 'হবিষ্কৃতং' সোমাখ্যংহবিঃ সম্পাদিতং বর্ত্ততে। 'তিস্রঃ' ত্রিসংখ্যাঃ 'পৃথিবীঃ' পৃথিব্যাদিলোকেভ্যঃ 'উপরি' উর্দ্ধং 'প্রবা' প্রবন্তৌ গচ্ছন্তৌ যুবাং 'দিবঃ' দ্যুলোকসম্বন্ধিনং 'নাকং' আদিত্যং 'রক্ষেথে' রক্ষথঃ। কীদৃশং নাকং 'দ্যুভিঃ' অহোভিঃ 'অক্তুভিঃ' রাত্রিভিশ্চ 'হিতং' স্থাপিতং। অহনি সূর্য্যঃ উদেতি রাত্রৌ অস্তং গচ্ছতি ইত্যেবং অহোরাত্রাভ্যাং সূর্য্যোব্যবস্থাপ্যতে।

৮ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! গঙ্গাদি সপ্ত নদীর জল দ্বারা তিনবার সোমাভিষব হইয়াছে, এবং গঙ্গাদির জল বিশিষ্ট সোমরসের আধার স্বরূপ ত্রিসংখ্যক দ্রোণ কলস নিষ্পন্ন হইয়াছে, সবনত্রয়ে নিষ্পন্ন সোমরস দ্রোণ কলসে প্রস্তুত আছে। পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ের উপরিভাগে গমন করিতেছ যে তোমরা দ্যুলোক সম্বন্ধি এবং দিবাতে ও রাত্রিতে ব্যবস্থাপিত যে সূর্য্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেছ।

৪০৭

৯ ক্ব ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ব ত্রয়োবন্ধুরোযে সনীলাঃ। কদা যোগোবাজিনোরাসভস্য যেন যজ্ঞং নাসত্যোপযাথঃ।

৯ হে 'নাসত্যা' অসত্যরহিতৌ অশ্বিনৌ 'ত্রিবৃতঃ' ত্রিসংখ্যাকৈঃ অশ্রিভিঃ উপেতস্য যুষ্মদীয়স্য 'রথস্য' উপাহরং পূর্ব্বভাগে সংবৃতাতে একাশ্রিঃ পৃষ্ঠভাগে বিবৃতাতে [illegible] [illegible] [illegible] রথস্য 'ত্রী' ত্রীণি 'চক্রা' চক্রাণি 'ক্ব' কুত্র বিদ্যন্ত ইতি অস্মাভিঃ ন জ্ঞায়তে। 'যে' [illegible] 'সনীলাঃ' নীলং গৃহম্ সমানং রথস্য উপরি উপবেশনস্থানং তেন সহ বর্ত্তন্তে [illegible] তে কাষ্ঠবিশেষাঃ 'বন্ধুরাঃ' সীদন-জনাধারভূতাঃ 'ত্রয়ঃ' অক্ষেণ সহিতে যে ঈশে ইত্যেবং ত্রিসংখ্যাকাঃ 'ক' কুত্র স্থিতাঃ ইতি অস্মাভিঃ ন জ্ঞায়ন্তে। 'বাজিনঃ' বলবতঃ 'রাসভস্য' অশ্বস্থানীয়স্য গর্দ্দভস্য 'যোগঃ' রথে যোজনং 'কদা' কস্মিন্ কালে নিষ্পন্নং ইতি অস্মাভির্ন জ্ঞায়তে 'যেন' চক্রত্রয়নীড়কাষ্ঠত্রয়রাসভযোজনসহিতেন 'যজ্ঞং' অস্মদীয়ং যাগস্থানং 'উপযাথঃ' যুবাং প্রাপ্নুথঃ তাদৃশস্য রথস্য ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

৯ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা যে রথে আরোহণ করিয়া আমারদিগের যজ্ঞ ভূমিতে আগমন কর সেই কোণত্রয়বিশিষ্ট রথের চক্রত্রয় কোথায় আছে আমরা তাহা দেখিতে পাই না। এবং কোন্ খানে কাষ্ঠময় তিন উপবেশন স্থান আছে তাহাও জানিতে পারি না। এবং কখন্ সেই রথে বলবান্ গর্দ্দভ যোজিত হইল তাহাও জানি না।

৪০৮

১০ আ নাসত্যা গচ্ছতং হূযতে হবির্ম্মধ্বঃ পিবতং মধুপেভিরাসভিঃ। যুবোর্হি পূর্ব্বং সবিতোষ-সোরথমৃতায চিত্রং ঘৃতবন্তমিষ্যতি।

১০ হে 'নাসত্যা' নাসত্যৌ অশ্বিনৌ ইহ কর্ম্মণি 'আ গচ্ছতং' আগচ্ছতং। অত্র অস্মাভিঃ 'হবিঃ' 'হূযতে' দীয়তে। 'মধুপেভিঃ' মধুররসপানযুক্তৈঃ 'আসভিঃ' আস্যৈঃ 'মধ্বঃ' মধুররসযুক্তানি হবীংষি 'পিবতং'। 'সবিতা' সূর্য্যঃ 'উষসঃ' উষঃকালাৎ 'পূর্ব্বং' পুরা 'যুবোঃ' যুবযোঃ অশ্বিনোঃ 'রথং' 'ঋতায়' অস্মদ্যজ্ঞার্থং 'হি' 'ইষ্যতি' প্রেরয়তি। কীদৃশং 'চিত্রং' পূর্ব্বোক্তৈঃ চক্রত্রয়াদিভিশ্চিত্রং 'ঘৃতবন্তং'।

১১ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা এই যজ্ঞে আগমন কর। আমরা এই যজ্ঞে হবি আহুতি দিতেছি তোমরা আসিয়া মধুর রসাস্বাদক মুখ দ্বারা পান কর। সূর্য্য উষাকালের পূর্ব্বেই আমারদিগের যজ্ঞে আসিবার নিমিত্ত তোমারদিগের তিন চক্র বিশিষ্ট ও ঘৃত বিশিষ্ট বিচিত্র রথ প্রেরণ করিতেছেন।

৪০৯

১১ আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা। প্রায়ুস্তারিষ্টং নীরপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষোভবতং সচাভুবা।

১১ হে 'নাসত্যা' নাসত্যৌ 'অশ্বিনা' অশ্বিদেবৌ যুবাং 'ত্রিভিঃ' ত্রিসংখ্যাকৈঃ 'একাদশৈঃ' যে দেবাসোদিবোকাদশস্থেত্যাদিমন্ত্রপ্রতিপাদিতৈঃ একাদশাত্মকবর্গত্রয়গতৈঃ 'দেবেভিঃ' দেবৈঃ সহ 'মধুপেয়ং' সোমাত্মকমধুরদ্রব্যপানং অভিলক্ষ্য 'ইহ' অস্মিন্ দেবযজনদেশে 'আ যাতং' আগাতং আগচ্ছতং। 'আয়ুঃ' অস্মদীয়ং আয়ুষ্যং 'প্র তারিষ্টং' প্রতারিষ্টং প্রবর্দ্ধয়তং 'রপাংসি' অস্মদীয়ানি পাপানি 'নীঃ মৃক্ষতং' নির্মৃক্ষতং নিঃশেষেণ শোধয়তং। 'দ্বেষঃ' দ্বেষকর্ত্তৃন্ 'সেধতং' প্রতিষেধতং। 'ভুবা' অস্মাভিঃ 'সচা' সহ অবস্থিতৌ 'ভবতং'।

১১ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা একাদশ ঋক্‌যুক্ত বর্গত্রয়ে উল্লিখিত তিন দেবতার সহিত মধুর দ্রব্য লক্ষ করিয়া এই দেবতাদিগের যজ্ঞ স্থানে আগমন কর, আমারদিগের আয়ু বৃদ্ধি কর, আমারদিগের পাপ শোধন কর এবং দ্বেষ কারককে নিবারণ কর ও আমারদিগের সহিত স্থিতি কর।

৪১০

১২ আ নো অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেনার্বাঞ্চং রয়িং বহতং সুবীরং। শৃণ্বন্তা বামবসে জোহবীমি বৃধে চ নো ভবতং বাজসাতৌ ।১।৩।৫।

১২ হে 'অশ্বিনা' 'ত্রিবৃতা' অপ্রতিহতগত্যাত্রিষু লোকেষু বর্ত্তমানেন 'রথেন' সহ 'নঃ' অস্মাকং 'অর্বাঞ্চং' অভিমুখং 'সুবীরং' শোভনৈঃ বীরৈঃ পুত্রভৃত্যাদিভিঃ উপেতং 'রয়িং' ধনং 'আ বহতং' আবহতং আনীয় প্রাপয়তং। 'শৃণ্বন্তা' অস্মদীয়স্তুতিং শৃণ্বন্তৌ 'বাং' যুবাং 'অবসে' অস্মদ্রক্ষার্থং 'জোহবীমি' আহ্বয়ামি 'নঃ' অস্মাকং 'বাজসাতৌ' সংগ্রামে 'বৃধে' বর্দ্ধনায় 'চ' 'ভবতং' ।১।৩।৫।

১২ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! ত্রিলোক গমনশীল যে রথ, তদারূঢ় হইয়া তোমরা আমারদিগকে পুত্র ভৃত্যাদি সমেত সম্পত্তি প্রদান কর। স্তুতি শুনিতেছ যে তোমরা তোমারদিগকে আমারদিগের রক্ষার নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি, আমারদিগকে যুদ্ধেতে বৃদ্ধিযুক্ত কর ।১।৩।৫।

পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনা।

ঈশ্বর আমারদিগের কেবল সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন, তিনি আমারদিগের পালনেরও কর্ত্তা হয়েন। তিনি যেমন প্রতিদিন অসংখ্য জীব জন্তু সৃষ্টি করিতেছেন, সেইরূপ প্রতি দিন ঐ অসংখ্য জীবের জীবন ধারণ উপযোগি খাদ্য সামগ্রীও বিধান করিতেছেন। এই প্রকার বিশ্ব বিধাতার অনন্ত ভাণ্ডার হইতে প্রাণিগণ নিয়ত আহার প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট চিত্তে বিশ্বমধ্যে বিচরণ করিতেছে; মনুষ্যের প্রতি সেই অনন্ত ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ নহে, কিন্তু সে গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে ভূমি কর্ষণ না করিলে মুষ্টি মাত্রও অন্ন প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই কারণে প্রখর গ্রীষ্মকালের জ্বলন্ত অনল স্বরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উত্তাপ এবং ঘোরতর মেঘনাদ সংগর্জ্জিত বর্ষা ঋতুর অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ স্বীয় মস্তকোপরি সহ্য করিয়া কৃষকগণ ভূমিকর্ষণ করে, এবং এই কারণেই মনুষ্যবর্গ আদিম পশ্বাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও মনুষ্যের আদ্য পুরাবৃত্ত পাঠে এরূপ বিদিত হইতেছে যে তাহারদিগের মধ্যে যে পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য প্রচলিত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহারা মৎস্য বা মাংস ভোজন দ্বারা পশুবৎ দিনপাত করিত; তথাপি সমুদয় মনুষ্য যে চিরকাল কেবল মৎস্য মাংস আহার করিয়া স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক থাকিতে পারে না ইহা তাহারদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টেই সম্পূর্ণ প্রমাণ হইতেছে। আর যে সকল জন্তু অন্য জীবের খাদ্য হইয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যাও এত অধিক বাড়ে যে তদ্ভক্ষণকারী জীব মনুষ্যের এবং

সমুদয় মনুষ্যের তদ্দ্বারাই চিরকাল উদর পোষণ হইতে পারে। বিশেষতঃ যে সকল জীব মৎস্য বা মাংস আহার করে তন্মধ্যে প্রায় অধিকাংশের যেমন অন্য কোন বস্তু খাদ্য নহে, মানব জাতির বিষয়ে সেরূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তাঁহারদিগের আহারীয় বস্তু মৎস্য মাংস ব্যতীতও অন্য অনেক প্রকার আছে.গবাদির দুগ্ধ.বৃক্ষের ফল,ক্ষেত্রের শস্য অপর্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, বরঞ্চ শেষোক্ত দ্রব্যই বিচারত তাহারদিগের প্রধান খাদ্য। বাস্তবিক মনুষ্যের বিচিত্র প্রকার ভোজ্য বস্তুতে রুচি.দন্তের গঠন.তত্বৎ ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিবার শক্তি,. ইত্যাদি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে নানাপ্রকার মিশ্র খাদ্যই তাহার দেহধারণের প্রধান উপযোগী হইয়াছে। পরন্তু যদিও ইহা সম্ভব হয় যে চিরকাল কেবল মৎস্য মাংস ভোজন করিয়া মনুষ্য স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তথাচ ইহা আমারদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে পশ্বাদির ন্যায় মনুষ্য কেবল উদর পূর্ত্তি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে এনিমিত্তে সে সৃষ্টি হয় নাই, এবং চিরদিন যে এক রূপ অবস্থাতেই সে স্থিতি করিবে ঈশ্বরের এপ্রকার অভিপ্রায়ও নহে। জগদীশ্বরের তাহাকে সৃষ্টি করিবার শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য্য আছে, অতএব সেই শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য্যের সিদ্ধি জন্য করুণাপূর্ণ পরম পুরুষ তাহাকে বুদ্ধি শক্তি প্রদান করিয়াছেন,যে তদ্দ্বারা সে আপনার জ্ঞানের বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতি করিয়া পৃথ্বীতলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ ধারণ করিবে। এস্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যে অবস্থাতে সকলকেই স্ব স্ব আহার অন্বেষণ জন্যই চির জীবন ব্যস্ত থাকিতে হইল, সে অবস্থায় তাহারদিগের এমত অবকাশ কোথায় যে কোন মহৎবিষয়ে তাহারা আপনারদিগের বুদ্ধি লেকে চালনা করিবেক? উদর চিন্তা মধ্যে মনোমধ্যে কি অন্য চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে? এনিমিত্তে যে কালে মৎস্য ধরণ ও পশু বধ তাহারদিগের নিত্য উপজীবিকা ছিল, ও ক্ষুধা শান্তি পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা জন্যই জীবনের সার কার্য্য বোধ ছিল, তৎকালে তাহারদিগের বুদ্ধি শক্তি প্রকাশিত হইতে পারে নাই; সুতরাং বসতির শৃঙ্খলা, বিবাহের ব্যবস্থা, দায়াধিকারের নিয়ম, শিল্পবিদ্যা, লিপিবিদ্যা, নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্ম জ্ঞান ইত্যাদি যে যে বিষয় সভ্যতার চিহ্ন হইয়াছে, সে সকল তাহারদিগের অজ্ঞাত ছিল, মনুষ্য যে এপ্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা বিশিষ্ট তাহা তাহারদিগের স্বপ্নেও উদ্বোধ হইত না। কিন্তু এরূপ অবস্থায় মনুষ্যের মন কতকাল স্থির থাকিতে পারে এরূপ অবস্থা দুরবস্থা বোধ হইয়া স্বতঃ বতই তাহার প্রতিকারের ইচ্ছা হইল; ইচ্ছা হইলে মনুষ্যকে কতক্ষণ নিরুদ্যম রাখা যায়? তখন বুদ্ধি অরুণ কিরণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল,এবং তৎসহকারে চেষ্টা দ্বারা উপায় সকল আপনা হইতেই উপস্থিত হইল। এই সকল বিষয় বিবেচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে মনুষ্যের পূর্ব্বোক্ত পশুবৎ অবস্থাতে সুখ সন্তোষ প্রাপ্তির অভাবই মনুষ্যের কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রধান সূত্র হইয়াছিল। এবম্প্রকারে যখন সেই প্রথমকার অসভ্য অবস্থাপন্ন মনুষ্য জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে যে নিপুণ ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিশক্তি অনুসারে কোন এক মূল রোপণ বা বীজ বপন করিয়া কালে তদুৎপন্ন প্রচুর শস্য গৃহে আনয়ন করত স্বীয় দূরদর্শিতা ও পরিশ্রম সার্থক করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য মহৎ উপকার দৃষ্টি করিয়া অন্য অন্য ব্যক্তিও যাঁহার শুভ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে লাগিল, তখন সে ব্যক্তি যে উক্ত ব্যাপার দ্বারা স্বজাতির ভবিষ্য মঙ্গলোন্নতির প্রথম সোপান বদ্ধ করিয়া যান, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবেক। কারণ কৃষিকার্য্য দ্বারা কেবল অন্ন চিন্তা বা সেই অব্যবস্থিত অবস্থাসম্বন্ধীয় দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অন্য অন্য দুর্গতি নিবারিত হইয়াছে এমত নহে, ইহার দ্বারা জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, বিদ্যা ও বাণিজ্যের বিস্তার, শিল্প কর্ম্মের প্রকাশ, সাংসারিক এবং বৈষয়িক নিয়মাদি সংস্থাপন ইত্যাদি সমুদয় ব্যাপার সুনিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব কৃষিকার্য্য দ্বারা মনুষ্য কেবল পশুবৎ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছে এমত নহে, আপনারদিগের অজ্ঞান অসভ্য আদি

পুরুষদিগের অপেক্ষাও তদ্রূপ শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু যে পরম পুরুষ মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যদি বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা না করিতেন, না উপযুক্ত রৌদ্র বৃষ্টির বিধান অথবা এক মাত্র বীজ হইতে অসংখ্য শস্যোৎপাদনের নিয়ম না করিতেন, তাহা হইলে কৃষকেরা স্ব স্ব পরিশ্রমের ফল কি প্রাপ্ত হইত, কিম্বা সেই শস্য অভাবে যদি সকল মনুষ্য প্রাণ ত্যাগ করিত, তবে তাহারা [illegible] উদ্দেশে সুখাস্বাদনে কি ইচ্ছা করে?

যেরূপ মনুষ্যের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার ভোজ্য শস্য ফলাদিও ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে এইক্ষণকার অনেক শস্য ফল পূর্ব্বকালে এইক্ষণকার ন্যায় আস্বাদ্য ছিল না, যেহেতু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে বনেতে যে স্থানে মনুষ্যের বসতি নাই তথায় উক্ত শস্য ফলাদির চিহ্ন দৃশ্য হয় না। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক জাতীয় শস্য ফলাদির বীজ প্রথমাবস্থায় এক প্রকার এবং অতি অপকৃষ্ট ছিল, পশ্চাৎ মনুষ্যের পরিশ্রম ও কার্য্য নৈপুণ্য দ্বারা তত্তৎ বীজ মূল হইতে উৎপন্ন সমুদয় শস্য ফল নূতন প্রকার উৎকৃষ্ট আকারে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক কৃষিবিদ্যা মনুষ্যের কেবল সভ্যতা সুখের অধিকারণ নহে, তাঁহার খাদ্য সুখেরও উপায় হইয়াছে। এস্থলে জগদীশ্বরের এক আশ্চর্য্য কৌশল দেখ। যে সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য মনুষ্যের প্রাত্যহিক বা প্রধান খাদ্য নহে, সে সকল তাহা অল্প পরিমাণে জন্মে। ইহার মধ্যে আর এক বিশেষ এই যে সকল ফলের অবয়ব বৃহৎ হয় তাহারা ক্ষুদ্রাকৃত বিশিষ্ট ফলাদি হইতে অল্প উৎপন্ন হয়, এবং বৃহৎ ফল অপেক্ষা ক্ষুদ্র ফল সকল অধিক সংখ্যায় জন্মে। আম্র অপেক্ষা নারিকেল বৃহত্তর, এ কারণ আম্র অপেক্ষা এক বৃক্ষে এক কালে অল্প সংখ্যক নারিকেল [illegible] হয়, এবং নারিকেল অপেক্ষা দাড়িম্ব ফল ক্ষুদ্র, সুতরাং নারিকেল হইতে দাড়িম্ব ফল এক বৃক্ষে এককালে অধিক জন্মে। এইরূপ তণ্ডুল গোধূমাদি শস্য যাহা অধিকাংশ মনুষ্যের নিত্য খাদ্য হইয়াছে, তাহার আকৃতি অতি ক্ষুদ্র, অতএব তাহা প্রতিবর্ষে এপ্রকার অপর্য্যাপ্ত জন্মে, যে সমুদয় মনুষ্য প্রতিদিন আহার করিয়া সম্বৎসরেও তাহার শেষ করিতে পারে না। যদি এবিষয়ে কেহ এরূপ অনুমান করেন যে পূর্ব্বোক্ত শস্য সকল মনুষ্যের অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার অধিক বপন হয়, সুতরাং তাহা অত্যন্ত জন্মে; এ অনুমান সম্পূর্ণ সমূলক নহে। কারণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে এককালে এক খণ্ড ভূমিতে তণ্ডুল বা গোধূম বপন হইয়াছে, তদ্রূপ আর এক খণ্ড ভূমিতেও ফলাদি ভিন্ন অন্য প্রকার ক্ষুদ্রতর শস্য, যাহা মনুষ্যের অধিক আবশ্যক হয় না, তাহারও বপন হইয়াছে, পশ্চাৎ উভয় ক্ষেত্র উৎপন্ন শস্যের অনেক তারতম্য দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেবল তণ্ডুল বা গোধূমই মনুষ্যের খাদ্য বস্তু এরূপ নহে, নানা প্রকার ফল, ইক্ষু, শর্করা, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি সামগ্রীও তাহারদিগের ভোজ্য হইয়াছে; সুতরাং প্রতিবর্ষে তণ্ডুল গোধূম অবশ্যই অধিক পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে উদ্বৃত্ত শস্য কি নিরর্থক যায়? প্রতি বৎসরেই যে তাহা সমান রূপে উৎপন্ন হয় এমত নহে; যে বৎসরে তাহা অল্প পরিমাণে জন্মে বা যে সময়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সে সময়ে মনুষ্যের উপায় কি? তৎকালে ঐ বার্ষিক উদ্বৃত্ত শস্যই তাঁহারদিগের জীবন রক্ষা করে। পরন্তু যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, তৎপরিমাণে যদি কৃষকদিগের পরিশ্রম ও মনোযোগ আবশ্যক হইত তবে তাদৃশ ক্লেশ সাধ্য কর্ম্মে কি তাহারা প্রবৃত্ত হইতে পারিত? অথবা সে কৃষিকার্য্য মনুষ্যের কোন উপকারে আসিত? বস্তুত অল্প পরিশ্রম দ্বারা কৃষিকার্য্য হইতে অধিক পরিমাণে খাদ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়াতেই যে বহু পরিশ্রম সাধ্য পশু হনন বৃত্তিতে পরাঙ্মুখ হইয়া কৃষি বৃত্তিতে মনুষ্যের উৎসাহ হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে। এই প্রকার কতিপয় কৃষাণের পরি-

শ্রম দ্বারা বর্ষে বর্ষে অসংখ্য মনুষ্যের আহার উপযুক্ত শস্যোৎপন্ন হওয়াতে অপর ব্যক্তি সকল আপনারা কৃষিকার্য্য না করিয়াও চিরকালের জন্য অন্ন প্রাপ্তির উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্ব স্ব বুদ্ধিকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট বিষয়ে চালনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধির আলোচনা দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি মাত্র সম্পাদন করিয়াই মনুষ্যের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে; ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য বিশেষের সাধনই মনুষ্য দেহধারণের মুখ্য তাৎপর্য্য। ইহার প্রমাণ জন্য অধিক দূরে গমন করিতে হইবেক না, কর্ম্মেন্দ্রিয় ভুক্ত দ্রব্যই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব বুদ্ধি চালনার সহিত তিনি কর্ম্মেরও সাধন করিবেন। ইহার দ্বারা, এমত বোধ করা উচিত নহে যে মনুষ্যকে কেবল পরিশ্রমে নিযুক্ত রাখাই সমুদয় অর্থের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে। মনুষ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রতীত হইবেক যে পশুদিগের ন্যায় কেবল খাদ্য বস্তুই তাঁহাদিগের এক মাত্র প্রয়োজনীয় নহে, অবস্থাগতিকে অন্য সমস্ত প্রকার দ্রব্যও তাঁহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক, অথচ সেই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য মানবীয় পরিশ্রম দ্বারা নিষ্পন্ন না হইলে তাঁহাদিগের ব্যবহার যোগ্য হয় না। এক্ষণে বিবেচনা কর যে সেই সকল বিষয়ের প্রস্তুত জন্য যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে শ্রম করিতে হইত, তবে সে সমুদয় বস্তু তাহারা কি সম্ভোগ করিতে পারিত! এনিমিত্তে পরম জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর এই নিয়ম করিয়াছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধনার্থে তদুপযোগি বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিবে। কতক ব্যক্তি যদ্রূপ সমুদয় মনুষ্যের আহার উৎপন্ন করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, সেইরূপ কতক ব্যক্তি তাঁহারদিগের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিতে যত্নশীল হইবে; কেহ কেহ বা গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে; এইরূপ কতক ব্যক্তি বিজ্ঞানাদি বিদ্যার চর্চ্চাতে প্রবৃত্ত রহিবে; কতিপয় ব্যক্তি অন্য সকলকে জ্ঞান ধর্ম্মের উপদেশ দিতে নিয়ত তৎপর থাকিবে। [illegible] সকল বিষয়ের সম্পাদন জন্য পরম [illegible] প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক এক বিষয়ের [illegible] অর্পণ করিয়াছেন, [illegible] সাধন হইয়া এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপজীবিকা স্বরূপে তাহার [illegible] হইয়া একেকালে সকল লোকের [illegible] মোচনের উপায় হইয়াছে। কিন্তু [illegible] দৃষ্ট হইতেছে, যে খাদ্য [illegible] নির্ম্মাণ [illegible] অল্প পরিশ্রম আবশ্যক হয়, [illegible] অনুগত হয়, প্রত্যক্ষ হইতেছে যে [illegible] লোকেরা সামান্যতঃ অল্প পরিশ্রম দ্বারা আহার প্রাপ্ত হয়, এনিমিত্ত অধিক পরিশ্রম করিতে স্বভাবতঃ প্রায় অনিচ্ছুক, [illegible] মনুষ্যদিগের [illegible] প্রকারে খাদ্য, বস্ত্র আহরণ করিতে হয়, একারণ তাঁহারা [illegible] পরিশ্রমী [illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] সমুদয় মনুষ্য [illegible] [illegible] [illegible] মনুষ্যের, পরিশ্রম [illegible] হয়। [illegible] প্রতি [illegible] সেইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে কেহ [illegible] [illegible] [illegible] নাই, সুতরাং [illegible] করিতে সচেষ্ট হয়। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার অনুরূপ দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে যত্নশীল হয়, এবং স্ব স্ব কর যন্ত্রকেও বিবিধ প্রকার কর্ম্ম পথে যোজনা করিতে থাকে। এস্থলে জানা উচিত যে এই এক [illegible] হইতে মনুষ্যের যদ্রূপ নানা জাতীয় [illegible] প্রভব হইয়াছে, তদ্রূপ তাহারদিগের মধ্যে ঐক্য ও প্রণয়েরও সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারা পরস্পর সাপেক্ষ হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের বিবেচনা দ্বারা ইহা মাত্র সিদ্ধান্ত হইতেছে যে মনুষ্যের নানাপ্রকার অভাব, সুতরাং সেই সকল অভাব মোচনার্থে স্ব স্ব ক্ষমতা দ্বারা পরস্পর সকলে সকলের সাহায্য করিবে। কৃষক বস্ত্র নির্ম্মা-

তাকে ধান্য দ্বারা, বস্ত্র নির্ম্মাতা কৃষককে বস্ত্র দ্বারা, গৃহ নির্ম্মাতা ভূমিপতিকে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য দ্বারা, এবং ভূমিপতি গৃহ নির্ম্মাতাকে তাহার প্রার্থনীয় বস্তু প্রদান দ্বারা পরস্পর প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরিবর্ত্ত রীতি ক্রমে সংসার নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু মনুষ্য স্বভাবত অর্ব্বাচীন অভিমানী ও অলস, এনিমিত্তে কেহ কেহ ঈশ্বরের এই পরম তাৎপর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া এবং নিজ নিজ ক্ষমতার অবহেলন দ্বারা তদ্বিপরীতাচরণ পূর্ব্বক অন্নাভাবে বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। যদিও প্রত্যক্ষ বটে যে এপ্রকার অনেক ব্যক্তি আছে তাহারা বাস্তবিক কোন কর্ম্মেই সক্ষম হয় না, তথাপি জগৎ বিধান কর্ত্তা তাহারদিগের সাহায্য হেতু তদ্রূপ অনেক ভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারদিগের দয়াশীলতার প্রতি নির্ভর করিয়া সেই সকল নিরাশ্রয় ক্ষমতা বিহীন লোকেরা নিয়ত অন্ন প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগের যশোগান পূর্ব্বক পরম করুণাকর বিশ্বপাতার অপার মহিমাকে হৃদয়ঙ্গম করত পরমাপ্যায়িত হইতেছে। এবম্প্রকার জগদীশ্বরের অচিন্ত্য ও অভ্রান্ত কৌশল দ্বারা মানব জাতির ভক্ষ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার বর্ত্তমান ব্যবস্থা ক্রমে তাঁহারদিগের অবস্থা কি আশ্চর্য্য রূপে — কি সুচারু নিয়ম ক্রমে উন্নত হইয়া আসিতেছে।

পরন্তু এতদ্ভিন্নও কৃষিকার্য্য দ্বারা আর এক মহৎ উপকার দৃষ্ট হইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে পৃথিবী উদ্ভিজ্জ বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত না থাকিলে তাহাতে সূর্য্যের উত্তাপ অধিক লাগে; একারণ অল্প কাল মধ্যেই তাহা হইতে সমুদয় জলীয় বাষ্প নিষ্কৃষ্ট হইয়া অতি শীঘ্রই তাহা শুষ্ক হয়, সুতরাং গ্রীষ্মেরও অত্যন্ত প্রকোপ হয়; অনন্তর বর্ষা ঋতুর আগমনে তদ্রূপ [illegible]তি বৃষ্টি হইয়া জলপ্লাবনের ন্যায় পৃথিবীর বক্ষ স্থল বিদারণ পূর্ব্বক তাহাকে একেবারে উপপ্লব করে। অতএব ঋতু সকলের এরূপ বৈপরীত্য হইলে সর্ব্বদা উৎকট রোগ ও মারীভয় অবশ্যই উপস্থিত হয়:

ইহা হইলে ভূমণ্ডল আর মনুষ্যাদি জীবের আবাস যোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু ভূমি সকল তৃণ বৃক্ষাদি দ্বারা আবৃত থাকাতে রবির তীক্ষ্ণ কিরণাবলি সম্পূর্ণ তেজে তাহাতে পতিত হয় না সুতরাং তত্রস্থ জলীয় বাষ্প সকল অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া থাকে, যাহাতে বসুমতী অতিশয় শুষ্ক না হইয়া বৃক্ষ প্রভৃতিকে সতেজ রাখে, এবং গ্রীষ্মেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয় না। এইরূপ বর্ষাকালে পরিমিত রূপে বারি বর্ষণ হইয়া সেই জল সমুদয় ক্ষেত্র মধ্যে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হইতে থাকে সুতরাং অবনী উর্ব্বরা হয়। পরন্তু জানা উচিত যে কথিত ইষ্ট ফল অন্য কোন জাতীয় উদ্ভিজ্জ বস্তু দ্বারা তাদৃশ সিদ্ধ হয় না, যাদৃশ মনুষ্যের ভোজ্য শস্যাদি দ্বারা তাহা সুসম্ভব হয়।

জীবের মাংস ভোজন বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইলেও ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দৃশ্য হয়। ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে পশু পক্ষি মৎস্য কীটাদি যত প্রকার প্রাণি আছে তাহার প্রায় প্রত্যেক শ্রেণিই দুই দলে বিভক্ত; এক দলস্থ জীব মাংসাদি আহার করে, অন্য দলস্থ প্রাণি গণ কেবল ভূমিজ বস্তুর ভোজন দ্বারা জীবন রক্ষা করে। যাহারা মাংস খায়, তাহারা একপ্রকার গলিত মৃত দেহ হইতে পৃথিবীকে পরিষ্কার রাখে, কারণ যে দণ্ডে তাহারা কোন এক জীবের মৃত্যু বার্ত্তা প্রাপ্ত হয়, তদ্দণ্ডেই তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই মৃত শরীরোপরি পতিত হইয়া তাহার মাংস অস্থি পর্য্যন্ত উদরস্থ করে। যদি মৃত দেহ তাহারা ভোজন না করিত, তবে ক্রমাগত জীবদিগের মৃত শরীর গলিত হইয়া তদীয় পরমাণু সকল পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইত, সুতরাং দুর্গন্ধ দ্বারা অন্য সমুদয় জীবের মহাক্লেশ জনক হইত, বরঞ্চ তাহারদিগের প্রাণ বিয়োগেরও সম্ভাবনা হইত। এই প্রকার পরম মঙ্গলকর বিশ্ব স্রষ্টার নিগূঢ় কৌশল দ্বারা এক বিষয় হইতে জীবদিগের যে কত প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতেছে তাহা বচনাতীত।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

৬৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৩ পৃষ্ঠের পর

যৎকালে মনুষ্য অসভ্য ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকেন, তখন তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয় পরায়ণ, ও ধর্ম্ম বিষয়ে বিবিধ প্রকার কুসংস্কারাবিষ্ট হয়েন। যদিও তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধাদি বিষয়ে স্ফূর্ত্তি বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় নিতান্ত জড়ীভূত থাকে। তিনি এই সংসারকে কেবল কতক গুলি অসম্বদ্ধ বস্তু রাশি বলিয়া মনে করেন; বিশ্বের ঘটনা সকল তাঁহার শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হয় না, এবং তাঁহার অন্তঃকরণে কার্য্যকারণের তত্ত্বজ্ঞান কিছুই স্ফূর্ত্তি পায় না। তিনি জগতের অন্তর্ভূত অনেকানেক পদার্থের অনিবার্য্য ভয়প্রদ শক্তি দেখিয়া ভীত হয়েন, এবং সে শক্তি অতিক্রম করা তাঁহার নিতান্ত সাধ্যাতীত বোধ হয়। যদিও বিশ্বকার্য্যের কোন কোন অংশের শোভা ও সুশৃঙ্খলা কদাচিৎ মনোগত হইয়া ক্ষণিক সুখের আশা সঞ্চার হয়, কিন্তু তৎপরক্ষণেই সে সমুদায় ঘন তিমিরাবৃতবৎ অস্পষ্ট ও অলক্ষিত হইয়া যায়, ও তৎসমভিব্যাহারেই তাঁহার সকল আশাও ভগ্ন হয়। জগদীশ্বর যে এই জগতের তাবৎ পদার্থ মনুষ্যের সুখোপযোগী করিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতীত হয় না, সুতরাং পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও নির্ম্মল মঙ্গল স্বরূপে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না।

কিন্তু মনুষ্য সভ্য ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পরে ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে তাঁহার চক্ষুঃপার্শ্ববর্ত্তি সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ঘটনা পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া এক সুশৃঙ্খলাযুক্ত পরম হিতজনক যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহা তাঁহার বুদ্ধি, ধর্ম্ম, ও আর আর সামান্য স্বভাব বিষয়ক সুখ বৃদ্ধির অভিপ্রায়েই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি আপনাকে বিশ্বাধিপের প্রজা জ্ঞান করিয়া মহা আহ্লাদে তাঁহার কার্য্য আলোচনা করিতে অনুরাগী হয়েন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার নিয়ম নিরূপণ করিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তিনি পরমেশ্বরানুমত ইন্দ্রিয় সুখ এক কালে পরিত্যাগ না করিয়া তদপেক্ষা স্থায়ী, বিশুদ্ধ, ও উৎকৃষ্ট জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিষয়ক সুখের ও আস্বাদনে তৎপর হয়েন, এবং যথা নিয়মে চালনা দ্বারাই মনুষ্যদিগের তাবৎ শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় ও তত্তৎ বিষয়ে সুখোৎপত্তি হয় জানিয়া তাহাতে যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন।

অতএব যৎপরিমাণে মনুষ্যের স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তাঁহার সুখ বৃদ্ধির উপায় হইতে থাকে। প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেরই অতি অসভ্য অবস্থা থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে তাহার উন্নতি হয়। তৎকালে হিংস্র জন্তুবৎ জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ পূর্ব্বক পশুহিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন, পরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তদনন্তর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য হইলে শিল্প কর্ম্ম ও বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েন। এক্ষণকার সভ্য জাতিদিগের এই শেষোক্ত অবস্থা হইয়াছে : এ অবস্থায় লোভ রিপু অত্যন্ত প্রবল। মনের ও শরীরের প্রকৃতি চিরকালই সমান, কিন্তু ঐ ভিন্ন ভিন্ন কালত্রয়বর্ত্তী লোকদিগের বাহ্য বস্তু বিষয়ক সম্বন্ধের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম অবস্থায় কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য হইয়া অতি অপকৃষ্ট পশুবৎ ব্যবহারে তাঁহারদের প্রবৃত্তি ছিল, দ্বিতীয় অবস্থায় বুদ্ধি বৃত্তির কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু কাম ক্রোধাদি অন্যান্য ইতর বৃত্তির উপর বুদ্ধির আয়ত্তি না হওয়াতে তাঁহারা এক প্রকার অসভ্যাবস্থাপন্ন থাকেন, এবং তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধি বলে অনেকানেক বাহ্য বস্তু তাঁহারদের আয়ত্ত হইয়া ধনাকাঙ্ক্ষা ও মানাকাংক্ষারই আতিশয্য হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও সমস্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য কোন অবস্থাতেই হয় নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত কোন কালেই তাঁহার ইহ-লোক-প্রাপ্য সমস্ত সুখ ভোগের অধিকার হয় নাই।

যদি অদ্যাপি মনুষ্যের কোন অবস্থাতেই তৃপ্তি লাভ না হইল, তবে পরমেশ্বর তাঁহার কি প্রকার প্রকৃতি করিয়াছেন, ও বাহ্য বিষয়ের কিরূপ শৃঙ্খলাই বা তাহার সমুচিত উপযোগী করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। এদেশীয় লোকের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপ খণ্ডের বিখ্যাত বুদ্ধিমান্ ও গুণবান্ মনুষ্যদিগেরই বা ঐহিক সুখ সম্ভোগের কত উন্নতি হইয়াছে? এক্ষণে তাঁহারা শিল্পকার্য্য ও বাণিজ্যকার্য্য বিষয়ে পর্য্যাপ্ত যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহারদিগের সুখের একশেষ হইয়াছে? তাঁহারা কি বংশানুক্রমে এই অসম্পূর্ণ ব্যাপারকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া কেবল তাহাতেই লিপ্ত থাকিবেন? ইহা সকলেই জানেন যে এঅবস্থা মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা নহে। তবে কি প্রকার যত্নে তাঁহার সুখোন্নতি হইবে? কে আমারদিগের ভবিষ্যৎ সুখ-রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিবে? এসমস্ত প্রশ্নের এক সিদ্ধান্ত আছে। পরমেশ্বর মনুষ্যের এপ্রকার স্বভাব করিয়াছেন যে তাহার সকল বিষয়েরই ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইবে, এবং তাঁহাকে পৃথিবীর অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখের অধিকারী করিয়া এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন যে তিনি স্বীয় যত্নে আপনার প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ের স্বভাব জ্ঞাত হইবেন, এবং যাহাতে মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকে, ও বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য হয়, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিবেন।

মনুষ্য যাবৎ আপন স্বভাব অজ্ঞাত ছিলেন, তাবৎ তাঁহার তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? তিনি যাবৎ আপনার মনোবৃত্তি এবং বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎ তাঁহার অন্তঃকরণ বিবেচনানুসারে নিয়োজিত হয় নাই। মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ে বিচার করিয়া অর্থাৎ তাহাতে আপনার সমস্ত প্রকৃতির উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া প্রবৃত্ত হয়েন নাই, একারণ তাহাতে সুখী হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে চিরকালই আপনার স্বভাব অজ্ঞাত থাকিবেন, ও তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপনে অশক্ত রহিবেন, এরূপ বিবেচনা করা কদাপি যুক্তিসিদ্ধ হয় না। যখন পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ জ্ঞান লাভে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবেচনা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও যখন তদ্দ্বারা তাঁহার সুখের উপায় স্থির করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়াছেন, এবং যখন তিনি কেবল সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতেই অদ্যাপি সে অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে অসমর্থ রহিয়াছেন, সুতরাং আপনার গুণ ও শক্তি সমুদায়ের যথাবৎ মর্ম্মানুসারে সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া চলিতেছেন, তখন এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে এক সময়ে মনুষ্য আপনার প্রকৃতি ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যথার্থ রূপে অবগত হইতে পারিবেন ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, এবং তখন পৃথিবীতে তাঁহার সুখ বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তখন তিনি কার্য্য কারণের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া সংকল্প ও বিবেচনা করিয়া সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে আমারদিগের দেশে যত দর্শন শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এবিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য্য ছিল না। আপনারদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক্ বোধ গম্য হয় নাই। বরঞ্চ অপরাপর অনেক দেশের ন্যায় আমারদিগের দেশেও এই প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে যে আদৌ ভূলোক নির্ম্মল জ্ঞান ও পরম সুখের আস্পদ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া অজ্ঞান ও দুঃখের বৃদ্ধি হইতেছে, ও পরে ক্রমশই তাহার আধিক্য হইতে থাকিবেক। এনিয়মানুসারে চলিলে সুখ চেষ্টার আর সম্ভাবনা থাকে না, এবং ইউরোপীয় লোকের

পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহার সহিত এমতের সঙ্গতি হয় না। অনেকানেক খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরও মতে পৃথিবী প্রথমে পূর্ণ সুখের স্থান ছিল, পরে তাহার নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হইয়াছে, এক্ষণে তাহার আর পরিশোধন হইবার উপায় নাই। ইহা হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যত উন্নতি হউক, ও তদ্দ্বারা বিশ্বের নিয়ম যত অবগত হওয়া যাউক, কিছুতেই মনুষ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইউরোপের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এইমত ক্রমশ অশ্রদ্ধিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় জানিতেছেন যে যৎপরিমাণে জগতের নিয়ম প্রকাশ হইবে ও লোকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, তৎপরিমাণে তাহারদিগের সুখের বৃদ্ধি, এবং অবস্থা ও স্বরূপের উন্নতি হইবেক। তাঁহারা অবিজ্ঞ খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় পরমেশ্বরকে বিশ্ব-চেষ্টার সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, অর্থাৎ পরমেশ্বর কাহারও প্রতি তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ঐশী শক্তি প্রচার করিয়া কোন সাংসারিক ব্যাপার সম্পন্ন করেন, এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সুখ দুঃখ নিয়োজন করেন, ইহা অঙ্গীকার করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা এপ্রকার বিশ্বাস করেন যে জগদীশ্বর নিরূপিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বপালন করিতেছেন—ফলাফল বিধান করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিতরণ করিতেছেন। তিনি কাহারও স্তবেতে বা প্রার্থনাতে কদাপি নিয়মের অতিক্রম করেন না। তিনি জগতের পদার্থ সকল কিয়ৎ পরিমাণে আমারদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং যাহাতে আমরা সেই সমস্ত বস্তুর বিষয় আলোচনা করিয়া আপনারদিগের জ্ঞান ও সুখের উন্নতি করিতে পারি, তাহারদিগের তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতএব যখন পরমেশ্বর চেতনাচেতন তাবৎ বস্তুর উপর সাধারণ নিয়ম প্রচারণ করিয়া সংসার পালন করিতেছেন, ও তদ্দ্বারা আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তজ্জন্য অবশ্যই দুঃখোৎপত্তি হয়। যে কার্য্য তাঁহার নিয়মাধীন না হয়, তাহা কখনই উচিত কার্য্য নহে। যখন তাঁহার নিয়ম অবগত হইলাম, তখন তাহাতে শ্রদ্ধা করা, অন্যকে তাহার উপদেশ দেওয়া, ও সংসারে যাহাতে তদনুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের নিয়মের উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশেরই অঙ্গ। চতুষ্পাঠীর পাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা মধ্যে তদ্বিষয়ক গ্রন্থ নিয়োজিত করা উচিত হয়।

এদেশে কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই বিশেষ প্রচার নাই, অতএব চতুষ্পাঠীতে ধর্ম্মোপদেশ করা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্র-সমুজ্জ্বলিত ইউরোপখণ্ডের খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরাই বা কোন্ আপনারদিগের বিদ্যালয়ে এবিষয়ের উপদেশ করিয়া থাকেন? বরঞ্চ কেহ অনুরোধ করিলে তাহার প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া কটূক্তি করেন, ও নাস্তিকতা অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যৎকালে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছিল, তখন মনের নিয়ম ও ভৌতিক জগতের নিয়ম বিশিষ্ট রূপে আলোচিত হয় নাই; ইহ লোকে কি নিয়মে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, ভোগাভোগের বিধান হইতেছে, সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে, এসমস্ত তৎকালের লোকের জ্ঞানগোচর হয় নাই; সুতরাং পরমেশ্বর যেরূপ নিয়মে সংসার পালন করিতেছেন, শাস্ত্রকারেরা তাহার সহিত স্বপ্রকাশিত শাস্ত্রের ঐক্য রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। দেখ যত নূতন নূতন বিদ্যার সৃষ্টি হইতেছে, ততই বাইবেল্ শাস্ত্রের পূর্ব্বপূর্ব্ব ব্যাখ্যা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে হইতেছে। অনেকানেক প্রাচীন তত্ত্ববেত্তা ও ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা সংসারের সুখ দুঃখ বিষয়ক সুনিয়ম সন্দর্শনে অধিকারী হইতে না পারিয়া এককালে এমত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে জগৎসংসারের কোন

সুশৃঙ্খলাই নাই, কেহ বা তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। যদিও কোন কোন খৃষ্টান সম্প্রদায় জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাহার উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আদরও করেন না। তাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র ও লৌকিক জ্ঞান কেবল কৌতূহল-জনক ও ধনাগমের উপায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে সাংসারিক ব্যবহার কালে আপন স্বভাব ও বিশ্বের আধিভৌতিক নিয়ম যৎকিঞ্চিৎ যাহা জ্ঞাত আছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট হয়, আপন পুণ্যবল ও অদৃষ্টের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। বৃষ্টি না হইলে কৃষিকার্য্যের নিয়মানুসারে শস্য ক্ষেত্রে জল সেচন করে, অন্ন সংস্থান না থাকিলে সাংসারিক নিয়মানুসারে কায়িক পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করে, এবং রোগ হইলে শারীরিক নিয়মানুযায়ী চিকিৎসার্থে চিকিৎসক বিশেষকে আহ্বান করে। অতএব যখন এতাদৃশ নিয়ম পালনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদিষ্ট না হইয়াও লোক তদবলম্বন পূর্ব্বক তাহার ফলাফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য বিষয়ের কিরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করা কি পর্য্যন্ত শুভজনক তাহা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে, যে জগতের এই প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমারদিগের বলের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, বীর্য্যের উন্নতি, ক্ষমতার উন্নতি হইবার—বলিতে কি —সম্যক্ রূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবার আর উপায়ান্তর নাই।

জগদীশ্বর যে সমস্ত সুচারু সুখাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুনর্ব্বার তদ্রূপ নিষিদ্ধ কার্য্য না করি এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিয়ম সংস্থাপনার সময়েই তাহার ফলাফল এক কালে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নহে। দেখ ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের ত্রুটি, অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতেই স্ত্রী সংসর্গ, জগতের আধিভৌতিক নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক সুনিপুণ রূপে শিল্পাদি শাস্ত্র শিক্ষা না করা, স্ত্রীদিগের মূর্খতা ও পুরুষদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম বিষয়ে উত্তমরূপ উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়া, এই সমস্ত কারণে আমারদিগের দেশীয় লোকের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিতে হইলে অনর্গল অশ্রুপাত হয়। পরমেশ্বর আমারদিগের হিতার্থেই দুঃখ যোজনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা আপনার দোষে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য না করিয়া দুঃখই ভোগ করিতেছি। এখনও আমারদিগের বোধোদয় হইলে তাঁহার করুণাগুণে এই দুঃখ রূপ কণ্টকি বৃক্ষ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়। যাঁহারদিগের ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা আছে, ও ঈশ্বরেতে প্রীতি আছে, তাঁহারা যাহা সেই সর্ব্বসেবনীয় পরমেশ্বরের নিয়ম জানিলেন, তাহা প্রতিপালনে যত্ন না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বৈধাবৈধ কর্ম্মের উপদেশের আবশ্যকতা বোধ করেন, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ-প্রণীত পরম শাস্ত্র স্বরূপ যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার নিয়ম অভ্যাসে ও তদনুযায়ী ব্যবহারে একান্ত যত্ন না করা কি তাঁহারদিগের উচিত? যদি বল এসমস্ত বিবরণ ঐহিক ভোগাভোগের বিষয়েই লিখিত হইল। যাহারা ঐহিক ভোগ কামনা না করে, তাহাদের এত নিয়মানিয়ম বিচারে আবশ্যক কি? কিন্তু বিবেচনা করিবেন তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। পরন্তু আমারদিগের মানসিক প্রকৃতির উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে ধর্ম্মোপদেশের ফল জন্মে। বিশুদ্ধ-বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান লাভে যে প্রকার সমর্থ হইবে, মূর্খ ব্যক্তি

সে প্রকার কথনই হইবে না। যাহার প্রবল ভক্তিভাব আছে, সে ব্যক্তি ভক্তি বিষয়ক উপদেশ যেরূপ আশু গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া পরমেশ্বরের ভাবে যে প্রকার প্রগাঢ় রূপে মগ্ন হইতে পারে, অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ কখনই হইতে পারে না। যাহার অত্যন্ত দয়া স্বভাব, দয়া বিষয়ক উপদেশ তাহার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে, ও তদনুষ্ঠানে তাহার যাদৃশ অনুরাগ জন্মিবে, অন্য ব্যক্তির তাদৃশ কখনই হইতে পারে না। পরন্তু আমারদিগের এই সমস্ত ধর্ম্ম বিষয়ক স্বভাবের উন্নতি নিমিত্ত কতক গুলি শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে ধর্ম্মোপদেশের পূর্ণ ফল উৎপন্ন হওয়া কোন প্রকারে সম্ভাবিত নহে। যদি কেহ স্বভাবতঃ উপদেশ গ্রহণে সমর্থ না হয়, তথাপি কি উপায়ে তাহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের উৎকর্ষ হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক নহে। যদি অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ, অস্বাস্থ্যদায়ক দ্রব্য ভক্ষণ, কুস্থানে বাস, দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ক্লান্তিকর পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে অন্তঃকরণের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল নিস্তেজ হয়, সুতরাং পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও প্রগাঢ় প্রীতি শ্রদ্ধাদি উদয় হইবার ব্যাঘাত জন্মে, তবে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম কণ্টক ছেদন নিমিত্ত তাহার কার্য্য কারণ স্বভাব নিরূপণ করা উপেক্ষার বিষয় নহে।

কোন দেশীয় ও কোন জাতীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা কোন কালে এই মত গ্রহণ করেন নাই, ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানও করেন নাই, সুতরাং তাঁহারা প্রাণপণে উপদেশ করিয়াও কেবল এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনের অবহেলন প্রযুক্ত স্ব বাঞ্ছানুসারে লোকের ধর্ম্মোন্নতি ও সুখোন্নতি করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা এবিষয় নিঃসংশয় রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব বিশ্বের নিয়ম আলোচনা করা ও প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে। জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে। আলোচনা কর, বিচার কর, সিদ্ধান্ত কর, তবে এবাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস হইবে, তখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র স্বরূপ জানিয়া তাহার নিয়ম প্রতিপালনে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিবে।

ভূমিকা সমাপ্ত

ব্রহ্মস্তোত্র*

হে জগদীশ্বর! সুশোভন দৃশ্য এই বিশ্ব তুমি আমারদিগের চতুর্দ্দিকে যে বিস্তার করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদ্যপি অধিকাংশ মনুষ্য তোমাকে উপলব্ধি না করে, তাহা একারণে নহে, যে তুমি আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে রহিয়াছ। যে কোন বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি তাহা হইতেও আমারদিগের সমীপে তুমি জাজ্বল্যতর প্রকাশমান আছ, কিন্তু বাহ্য বস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকল আমারদিগকে মহা মোহে মুগ্ধ করিয়া তোমা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। অন্ধকার মধ্যে তোমার জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু অন্ধকার তোমাকে জানে না। "তমসি তিষ্ঠন্ তমসোঽন্তরোযং তমোন বেদ†"। তুমি যেমন অন্ধকারে আছ সেই রূপ তুমি তেজেতেও আছ। তুমি বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ;—তুমি মেঘেতে আছ, তুমি বৃষ্টিতে আছ;—তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ; হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক্ প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্য্যে দীপ্যমান রহিয়াছ, কিন্তু প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্য তোমাকে একবারও স্মরণ করে না। সকল বিশ্ব তোমাকে ব্যাখ্যা করিতেছে, তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু আমারদিগের এপ্রকার অচেতন স্বভাব যে বিশ্ব নিঃসৃত এতদ্রূপ মহান্ নাদের প্রতি আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। তুমি আমারদিগের চতুর্দ্দিকে আছ, তুমি আমারদিগের অন্তরে আছ, কিন্তু আমরা আমারদিগের অন্তর হইতে দূরে ভ্রমণ করি; স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না,

* আশ্চর্য্য যে ফরাশীশ দেশীয় এক জন গ্রন্থকর্ত্তা আমারদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

† শ্রুতিঃ।

এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠানকে অনুভব করি না। হে পরমাত্মন্! হে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস! হে পুরাণ অনাদি অনন্ত, সকল জীবের জীবন! যাহারা আপনারদিগের অন্তরে তোমাকে অনুসন্ধান করে, তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায় কয় ব্যক্তি তোমাকে অনুসন্ধান করে! যে সকল বস্তু তুমি আমারদিগকে প্রদান করিয়াছ তাহারা আমারদিগের মনকে এতদ্রূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয় ভোগ হইতে বিরত হইয়া ক্ষণ কালের নিমিত্তে তোমাকে যে স্মরণ করে, মন এমত অবকাশ কাল পায় না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে জগদীশ! তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ কি পদার্থ? এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ সকল—অস্থায়ী পুষ্প—হ্রসমান স্রোতঃ—ভঙ্গুর প্রাসাদ—ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র—দীপ্তিমান্ ধাতুর রাশি আমারদিগের মনে প্রতীতি হয়, আমারদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে, আমরা তাহারদিগকে সুখদায়ক বস্তু জ্ঞান করি, কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে তাহারা আমারদিগকে যে সুখ প্রদান করে তাহা তুমিই তাহারদিগের দ্বারা প্রদান কর। যে সৌন্দর্য্য তুমি তোমার সৃষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ সে সৌন্দর্য্য আমারদিগের দৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি এতদ্রূপ পরিশুদ্ধ ও মহৎ পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ, তুমি “সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম*” তুমি “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ*” যন্নিমিত্তে যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনারদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না—হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। আমরা কি দুর্ভাগ্য, আমরা সত্যকে ছায়া জ্ঞান করি, আর ছায়াকে সত্য জ্ঞান করি। যাহা কিছুই নহে তাহা আমারদিগের সর্ব্বস্ব, আর যাহা আমারদিগের সর্ব্বস্ব তাহা আমারদিগের নিকটে কিছুই নহে। এই বৃথা ও শূন্য পদার্থ সকল, অধঃস্থায়ী এই অধম মনেরই উপযুক্ত। হে পরমাত্মন্ আমি কি দেখিতেছি! তোমাকেই যে সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখিতেছি! যে তোমাকে দেখে নাই সে কিছুই দেখে নাই, যাহার তোমাতে আস্বাদ নাই সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পায় নাই; তাহার জীবন স্বপ্ন স্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব বৃথা। আহা! সেই আত্মা কি অসুখী তোমার জ্ঞান অভাবে যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রাম স্থান নাই। কি সুখী সেই আত্মা যে তোমাকে অনুসন্ধান করে, যে তোমাকে পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল রহিয়াছে। কিন্তু সেই পূর্ণসুখী, যাহার প্রতি তোমার মুখজ্যোতি তুমি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত যাহার অশ্রু সকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতিপূর্ণ কৃপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্তকাম হইয়াছে। হা! কত দিন, আর কত দিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে অপেক্ষা করিব যে দিনে তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং বিমল কামনা সকল তোমার সহিত উপভোগ করিব। এই আশাতে আমার আত্মা আনন্দ স্রোতে প্লাবিত হইয়া কহিতেছে যে হে জগদীশ্বর! তোমার সমান আর কে আছে। এই সময়ে আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, জগৎ লুপ্ত হইতেছে, যখন তোমাকে দেখিতেছি যিনি আমার জীবনের ঈশ্বর এবং আমার চিরকালের উপজীব্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞাপন

গত ১৪ মাঘ দিবসীয় বিশেষ সভার অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ৩৬ ও ৩৭ সংখ্যক নিয়মের পুনর্বিচার জন্য আগামী ১৩ ফাল্গুন শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সমাগত হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১০ ফাল্গুন সম্বৎ ১৯০৫। কলিযুগাব্দ ৪৯৪৯।

* শ্রুতিঃ।

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥
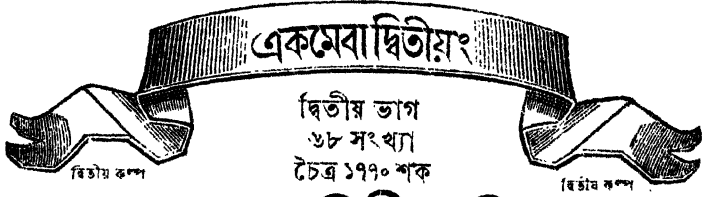
বৈষ্ণব সম্প্রদায়

রামসনেহী*

রামচরণ নামে এক জন রামাওৎ বৈষ্ণব এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। ১৭৭৬ সম্বতে জয়পুরের অন্তঃপাতী সুরাসেন নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দেব প্রতিমার উপাসনায় বিমুখ হওয়াতে ব্রাহ্মণ বর্গে সকলেই তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া অশেষ দ্রোহাচরণ করিতে লাগিলেন। এপ্রযুক্ত তিনি ১৮০৭ সম্বতে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক উদয়পুরের অন্তঃপাতী ভীল্বার গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তৎকালে ভীম সিংহ সে স্থানের রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্রণাক্রমে রামচরণকে উত্ত্যক্ত করিবার চেষ্টা করাতে রামচরণ স্থানান্তর গমন করিলেন। তৎকালে ভীম সিংহ নামে আর এক ব্যক্তি শাহপুরের অধিপতি ছিলেন। তিনি রামচরণের দুঃখ দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন, এবং তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক আনয়নার্থে বিস্তর লোক জন প্রেরণ করিলেন। বৈরাগী ভীম সিংহের সানুগ্রহ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন. কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত যে সমস্ত হস্ত্যাদি উপকরণ প্রেরিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার না করিয়া পদব্রজেই সাহপুরে গমন করিলেন। ১৮২৪ সম্বতে এই ঘটনা হয়, এবং বোধ হয় তৎপরেও দুই বৎসর তিনি তথায় স্থির হইয়া বাস করিতে পারেন নাই। অতএব ১৮২৬ সম্বৎ অবধি করিয়া রামসনেহী সম্প্রদায়ের আরম্ভ বলিতে হয়।

তৎকালে সাধরাম নামে একজন বণিক্ ভীল্বারের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন; তিনি রামচরণের উপর নানাপ্রকার শত্রুতা করিয়াছিলেন। একদা তাঁহার প্রাণ হরণার্থ একজন সিঙ্গীকে* শাহপুরে প্রেরণ করেন, কিন্তু রামচরণ সিঙ্গীর আগমনের প্রয়োজন অবগত হইয়া অবনত-গ্রীব হইয়া কহিলেন, "তুমি যদর্থে প্রেরিত হইয়াছ তাহা সমাধা কর," কিন্তু ইহা মনে করিও যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহার আদেশ ব্যতিরেকে সেই প্রাণনাশ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। জিঘাংসু সিঙ্গী

---

* এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্নেলের চতুর্থ খণ্ডে এতদ্বৃত্তান্তের সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে।

* রাজোয়ারে সিঙ্গী নামে এক জাতি আছে, তাহারা স্বজাতীয় ও কোন কোন বণিক্ জাতীয় লোককে সঙ্গে করিয়া তীর্থ বিশেষে লইয়া যায়। অতএব বোধ হয় সিঙ্গী শব্দ সঙ্গীশব্দের বিকৃতি।

তাঁহার এই বাক্য দেব-প্রয়োজিত বোধ করিয়া শঙ্কাতুর হইল, এবং তাঁহার পদদ্বয়ে শিরঃ সমর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রামচরণ ৩৬২৫০ শব্দ * রচনা করেন। অবশেষ ১৮৫৫ সম্বতে ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়া শাহপুরের প্রধান মন্দিরে তাঁহার শবদাহ হয়।

রামচরণের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে পর রামজন নামে তাঁহার এক শিষ্য তৎপদ প্রাপ্ত হন। তিনি শির্কন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৮২৫ সম্বতে দীক্ষিত হন, এবং ১২ বৎসর দুই মাস ৬দিন মহন্ত পদাভিষিক্ত থাকিয়া ১৮৬৬ সম্বতে শাহপুরে লোকান্তর গমন করেন। তিনি ১৮০০০ শব্দের রচনা কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

তৃতীয় মহন্তের নাম দুলহরাম। তিনি ১৮৩৩ সম্বতে রামসনেহী মত অবলম্বন করিয়া ১৮৮১ সম্বতে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ১০০০০ শব্দ লিখিয়াছিলেন, এবং সমতাবলম্বী ও অন্যান্য হিন্দু ও মোসলমান মতাবলম্বী সাধুপুরুষদিগের মাহাত্ম্য প্রতিপাদক প্রায় ৪০০০ শাখী রচনা করিয়াছিলেন।

চতুর্থ মহন্তের নাম ছত্রদাস। তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এতৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ১৮৮১ সম্বতে গদি প্রাপ্ত হয়েন, এবং ১৮৮৮ সম্বতে পরলোক যাত্রা করেন। এপ্রকার লোক-প্রবাদ আছে যে তিনি ১০০০ শব্দ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর-কালবর্ত্তী মহন্তের নাম নারায়ণ দাস।

মহন্তের পদ শূন্য হইলে পর তৎপদে লোক নিয়োগার্থে শাহপুর নগরে এতৎ সম্প্রদায়ী ব্রহ্মব্রতী ও বিষয়ি লোকের এক সমাজ হয়। সমাজস্থ ব্যক্তি গণ গুণবান্ ও জ্ঞানবান্ দেখিয়া এক ব্যক্তিকে তৎপদে নিযুক্ত করেন, এবং বৈরাগীরা তদুপলক্ষে নগরস্থ রামমেড়ী নামক মন্দিরে নগরবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া থাকেন। পদ শূন্য হইবার ত্রয়োদশ দিবস পরে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মহন্ত প্রায়ই শাহপুরে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তবে শরীর বিষয়ক তিতিক্ষা অভ্যাসের অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে দুই এক মাসের নিমিত্ত দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়েন।

ধর্ম্মযাজক

লোকে এসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম যাজকদিগকে বৈরাগী বা সাধ * বলিয়া থাকে। তাঁহারদিগের অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালনের বিধি আছে। এপ্রকার বিধান আছে যে তাঁহারা অবিবাহিত থাকিয়া পরদারাভিগমনে পরাঙ্মুখ রহিবেন: আহার সংযম পূর্ব্বক সতত সন্তুষ্ট থাকিবেন, এবং অল্প নিদ্রা, বাক্য সংযম ও শারীরিক সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবেন, এবং শাস্ত্রানুশীলনে রত হইয়া ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দয়া, আর্জব, ও ক্ষমা অনুষ্ঠান করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, কলহ, স্বার্থপরতা, ছদ্মব্যবহার, বার্দ্ধুষিতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, দুঃশীলতা, দোষাশ্রিত ক্রীড়া, যানারোহণ, পাদুকা গ্রহণ, দর্পণে মুখাবলোকন, এবং নস্য, অলঙ্কার, ও গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার, আর সমস্ত প্রকার ভোগাতিশয় পরিত্যাগ করিবার ভূয়োভূয়ঃ শাসন আছে। মুদ্রা প্রতিগ্রহ, জীব হিংসা, ও নির্জন বাস এ সমুদায় তাঁহারদিগের পক্ষে অতি নিষিদ্ধ; কিন্তু মুদ্রার বিষয়ে নিয়ম করা বৃথা হইয়াছে, কারণ বিষয়ী শিষ্যেরা গুরুদিগের নিমিত্ত দান-প্রাপ্ত মুদ্রা গ্রহণ করে, এবং বৈরাগীরা ঋণ দান ও বাণিজ্য ব্যবসায় নির্ব্বাহ নিমিত্ত বণিক্ নিযুক্ত করিয়া রাখেন। নৃত্য, গীত ও অন্যান্য সামান্য আমোদ, এবং তাম্রকূট ধূম পান, অহিফেন সেবন, ও আর আর তাবৎ মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিষেধ আছে। তাঁহারদিগের ঔষধ প্রস্তুত করিবার অধিকার নাই, তবে পীড়ার সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি ঔষধ প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

* প্রতিশ্লোকে ৩২ অক্ষর গণিয়া এই সংখ্যা হইয়াছে।

* সাধ শব্দ সাধু শব্দের বিকৃতি বোধ হইতেছে।

এসম্প্রদায়ের সকলেই গলদেশে মালা ধারণ ও ললাটে এক শ্বেত বর্ণ দীর্ঘ রেখা চিহ্নিত করিয়া থাকেন। সাধেরা এক প্রকার সামান্য কার্পাস বস্ত্র গৈরিক মৃত্তিকাতে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করেন, এবং তাদৃশ আর এক খণ্ডে কটিদেশ আবরণ করেন। তাঁহারা কাষ্ঠ পাত্রে জল পান করেন, এবং পাষাণ ও মৃৎপাত্রে ভোজন করেন। তাঁহারা প্রাণান্তেও জীব হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না, সুতরাং মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা তাঁহারদিগের বিধেয় হইতেই পারে না। দীপ প্রজ্বলিত করিয়া কি জানি তাহাতে পতঙ্গাদি দগ্ধ হয় এনিমিত্ত তৎক্ষণাৎ আবরণ করেন, এবং জীব হত্যার আশঙ্কায় গমন কালে ভূমির উপর বিশেষ রূপ দৃষ্টি না রাখিয়া পদার্পণ করেন না। আর আষাঢ়ের শেষার্দ্ধ অবধি কার্ত্তিকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত অত্যাবশ্যক কর্ম্ম ব্যতিরেকে দ্বার বহির্ভূত হয়েন না। ইহা অনুমান সিদ্ধ বোধ হইতেছে যে ইঁহারা জৈনদিগের দৃষ্টান্তানুসারে শেষোক্ত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক রামচরণের দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্য ছিল; তিনি তাহাদের মধ্যে কাহারও পদ শূন্য হইলে সাধবিশেষকে তৎপদে অভিষিক্ত করিতেন। তাঁহার পরেও এই নিয়ম পরম্পরা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। দ্বাদশ শিষ্যের উপর মঠের কার্য্যসম্বন্ধী বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ভার আছে। তন্মধ্যে এক জনের উপাধি কোতোয়াল, তিনি মঠস্থিত শস্য ও ঔষধ সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এবং মহন্তের অনুমত্যনুসারে মঠবাসীদিগকে খাদ্য সামগ্রী প্রত্যহ বণ্টন করিয়া দেন। আর এক জনের নাম কাপড়াদার। তৎ সম্প্রদায়ের বিষয়ী লোক ও অন্যান্য লোকে সাধদিগকে যে সমস্ত কার্পাস বস্ত্র ও কম্বলাদি দান করে, তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তৃতীয় শিষ্য সাধদিগের আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করেন। চতুর্থ শিষ্য সাধদিগকে পাঠের উপদেশ করেন, ও পঞ্চম শিষ্য লিপি শিক্ষা দেন। ষষ্ঠ শিষ্য কোন মতাবলম্বী কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট লেখন পঠনের প্রার্থনা করিলে তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর ঐ দ্বাদশ জনের মধ্যে কোন প্রবীণ ও স্ববশেন্দ্রিয় ব্যক্তি স্ত্রীলোককে তদ্বিষয়ে উপদেশ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত থাকেন।

সাধদিগের মধ্যে কেহ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে ঐ দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মঠ-কর্ম্ম-ত্রতা সপ্ত শিষ্যেরকোন তিনজন ও অবশিষ্ট পাঁচ শিষ্য এই আট জন, মহন্ত কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া এক পঞ্চাইৎ করিয়া তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া থাকেন।

সাধমণ্ডলী ভুক্ত হইবার সময়ে আপনার নাম পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এবং মস্তকে এক শিখা মাত্র রাখিয়া সমুদায় কেশ মুণ্ডন করিতে হয়। এপ্রযুক্ত মঠ সংক্রান্ত নাপিতেরা মধ্যে মধ্যে বিস্তর দান প্রাপ্ত হইয়া বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছে। এমত শ্রুত হওয়া গিয়াছে এক এক জন এককালে ৫০০ টাকা পাইয়াছে।

এক প্রকার সাধের নাম বিদেহী; তাহারা উলঙ্গ থাকে। আর এক প্রকারের নাম মোহনী। যাহারদিগের বাগিন্দ্রিয় বশীভূত হয় নাই, তাহারা কিয়ৎ বৎসরের নিমিত্ত মোহনী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মৌনব্রত ধারণ করে, এবং যদ্দারা অন্তঃকরণ স্ববশ হইলে পরে কথা কহিতে আরম্ভ করে।

গৃহস্থদিগের সাধ মধ্যে গণিত হইবার ও মহন্ত পদ প্রাপ্ত হইবারও অধিকার আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিদেহী ও মোহনী হইবার বিধি নাই, কারণ ঐ উভয়েরই ধর্ম্ম বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের উপযোগী নহে। স্ত্রী লোকেও ধর্ম্মযাজিকা হইতে পারে। তাহারদিগের কন্যা পুত্র ও স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন পুরুষ সংসর্গ হইতে বিমুখ থাকিতে হয়।

দীক্ষা

হিন্দুদের মধ্যে সকল জাতীয় লোকেরই এসম্প্রদায় ভুক্ত হইবার অধিকার আছে। শাহপুরের মন্দিরের প্রধানাধ্যক্ষ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও উপদেশ দিবার বিধি নাই। বৈরাগিরা নানা স্থান হইতে

দীক্ষাভিলাষি ব্যক্তিদিগকে শাহপুরে আনয়ন করে, অনন্তর তথাকার প্রধানাধ্যক্ষ তাহারদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য ও স্বীয় মতের সম্যক্ প্রকার উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ জন সাধের সন্নিধানে প্রেরণ করেন। তাঁহারদিগের নিকট পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে পরে সম্প্রদায় মধ্যে গৃহীত হয়েন, কিন্তু সাধশ্রেণী ভুক্ত হইবার মানস করিলে প্রথম ৪০ দিন শিক্ষাৎ অবস্থায় থাকিতে হয়।

উপাসনা

রামসনেহীরা তাঁহারদিগের উপাস্য দেবতাকে রাম বলিয়া থাকেন। তাঁহারদিগের এই প্রকার মত যে তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সৃজন পালন সংহারের অদ্বিতীয় কারণ। সেই শুভপ্রদ ও অশুভহারী রামের অভিসন্ধি মধ্যে প্রবেশ করিতে কাহারও শক্তি নাই, অতএব তিনি যাহা করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের কিছুই কৃতি সামর্থ্য নাই, সমুদায়ই পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন। জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ, দেহ ভঙ্গ হইলেই তাহার স্বর্গ গতি হয়। বিদ্যাবান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে কিছুতেই সে অপরাধ ভঞ্জন হয় না। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি পাপ করিলে শাস্ত্রাভ্যাস ও তপস্যা এবং অনুতাপ দ্বারা তাহার বিমোচন হইতে পারে।

রামসনেহীদিগের মতে প্রতিমা নির্ম্মাণ ও প্রতিমা পূজার বিশেষরূপ নিষেধ আছে। এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের উপাসনা স্থানে দেব-প্রতিমা দৃষ্টি করা যায় না, ও পৌত্তলিক ধর্ম্মের কোন নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহারা কহেন যেমন সাগর সলিলে অবগাহন করিলে আর নদী স্নান আবশ্যক হয় না, কারণ সকল নদীই সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে ইতর দেবতার আরাধনার আর প্রয়োজন থাকে না।

তাঁহারা দিনের মধ্যে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই ত্রিকালে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। বিষয়ী লোকে বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত প্রযুক্ত সকলে এক সময়ে মন্দিরস্থ হইতে পারে না, কিন্তু একবার তথায় উপবিষ্ট হইলে উপাসনা সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিতে হয়।

সাধগণ নিশাথে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকালে যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাসনায় মগ্ন থাকেন, তৎপরে ৪।৫ দণ্ড কাল বিষয়ী লোকের অবাস্থিত হয়। পরিশেষে স্ত্রীলোকেরা স্তোত্র দ্বয় গান করিলে পর উপাসনা সমাপ্ত হয়। আড়াই প্রহর অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধ্যাহ্ন কালিক উপাসনা আরম্ভ হয়। সায়ং কালে কেবল পুরুষেরা উপাসনা করেন; সন্ধ্যাকালে তাহার আরম্ভ হইয়া স্তোত্রদ্বয় গান পূর্ব্বক এক ঘণ্টাতেই শেষ হয়। স্ত্রী পুরুষের একত্র উপবিষ্ট হইবার ও একত্র গান করিবার বিধি নাই। যখন অন্য কেহ না থাকে, তখন সাধগণ কিয়ৎকাল উপাস্য দেবতার ধ্যানে মগ্ন থাকেন, কখনও বা মালা জপ করেন ও মধ্যে মধ্যে রাম নাম উচ্চারণ করেন। রামসনেহীরা রজনীতে নিরম্বু উপবাসী থাকেন।

এসম্প্রদায়ের উপাসনার স্থানের নাম রামদ্বার। রাজোয়ারের মধ্যে শাহপুরের মন্দিরই অতি সুশোভন, তদ্ভিন্ন জয়পুর, যোধপুর, মর্থা, নাগোর, উদয়পুর, চিতোর, ভীলুার, তোঙ্ক, বুন্দী ও কোটা প্রভৃতি স্থানে বহুতর রামদ্বার আছে।

উৎসব

এ সাম্প্রদায়িক লোকের দশহরা, দেওয়ালি, হোলি, প্রভৃতি সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত কোন উৎসব নাই। শাহপুরে ফাল্গুণ মাসে তাঁহারদিগের ফুলদোল নামে এক উৎসব হয়। যদিও ঐ মাসের শেষ ৫।৬ দিনই বাস্তবিক পর্ব্বাহ বলা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে মাসাবধি লোকের সমাগম হইতে থাকে। বৈরাগিরা যদি এক বৎসর গমন না করেন, তবে বর্ষান্তরে আর যাগিয়া থাকিতে পারেন না। গ্রামে গ্রামে ২।৩ জন বৈরাগী অবস্থিতি করে, এবং নগরে নগরে লোকের সংখ্যানুসারে ৮।১০ অথবা ১০।১২ জন ও তদধিকই রা থাকে। অতএব

নগরস্থ ও গ্রামস্থ লোকের সহিত তাঁহারদের হৃদ্যতা ও কোন্ প্রকার দুষ্য সম্পর্ক না হয় এনিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দুলহরাম নামক মহন্ত এই নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, যে কোন বৈরাগী এক স্থানে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর থাকিতে পারিবেন না। তদনুসারে ফুলদোলের সময়ে তাঁহারা অবসর হয়েন।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে এদেশে শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল নামে এক উৎসব হইয়া থাকে। রামসনেহীরা সে উৎসবের অনুষ্ঠান করেন না, তথাপি এই মেলার ফুলদোল নাম কেন রাখিয়াছেন তাহার নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। এই উপলক্ষে রাজস্থানের অন্তঃপাতী উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর, কোটা, বুন্দী এবং অপরাপর প্রদেশের নৃপতিগণ অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও প্রত্যেকে রামসনেহীদিগের মিষ্টান্ন ভোজনের নিমিত্ত শাহপুরে ১০০০০। ১২০০০ টাকা প্রেরণ করেন।

এ সাম্প্রদায়িক কোন ব্যক্তি গুরুতর দোষ করিলে যে সমস্ত বৈরাগীরা লোকের শুভাশুভ কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত নিযুক্ত আছেন, তন্মধ্যে কেহ এই ফুলদোলের সময় তাহাকে শাহপুরে আনয়ন করেন। তথায় সে মন্দির প্রবেশ করিতে ও সমানধর্ম্মী লোকের সমভিব্যাহারে ভোজন করিতে পায় না। পরে পূর্ব্বোক্ত আট জন সাধের বিচারে যদি তাহার দোষ সপ্রমাণ হয়, তবে তাহার শিখাচ্ছেদন ও মালা হরণ পূর্ব্বক তাহাকে সম্প্রদায়-বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। লঘু দোষের বিচার সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব স্থানে তত্তৎ স্থানের বৈরাগী দ্বারাই সম্পন্ন হয়, এবং তথাকার মহন্তের দ্বারাই তাহার দণ্ডবিধান হইতে পারে। রাজোয়ার ও গুজরাটে বহুতর রামসনেহীর বসতি আছে, তদ্ব্যতিরেকে বোম্বাই, সুরাট, হায়দ্রাবাদ, পুনা ও আহমদাবাদ প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের অনেকানেক নগরে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে তাহারদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কাশীতেও কতক গুলি থাকে।

রামসনেহীদিগের প্রামাণিক গ্রন্থের অন্তর্গত কতপয় পদের অনুবাদ।

১—যে ফকীর করুণাপূর্ণ পুরুষের সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রেমাসক্ত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রেমে পূর্ণরূপ মত্ত হইয়া অষ্ট প্রহর অভিভূত থাকেন। তাঁহার জীবাত্মা এক অগম্য দেশ হইতে আগমন করিয়া জড়ময় দেহ আশ্রয় করিয়াছে, এবং এসংসারের যন্ত্রণা দেখিয়া পুনর্ব্বার সেই দেশেই প্রতিগমন করিবেক। তিনি যাবৎ এই পান্থশালায়* বাস করেন তাবৎ তাহার সমুচিতকর প্রদান করেন†, আর নিষ্কাম হইয়া পরমেশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ করেন। তিনি এই পৃথিবীতে নিরুদ্বেগে বিচরণ করেন, নিঃসঙ্গ হইয়া কেবল প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অনুসন্ধান করেন, ও দুঃখি দেখিয়া দান করেন‡। তিনি নিঃস্বার্থ হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সংসারের কার্য্য সম্পাদনের অনুকূল হয়েন, এবং লোকদিগকে স্বর্গ পথ প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত করেন। রামচরণ কহেন, যে ফকীর এমত সাধু ও যাহার অন্তঃকরণ সংসার চিন্তায় একবার ও চিন্তিত না হইয়া উপস্থিত অবস্থাতেই তৃপ্ত থাকে, অনেকেই তাঁহার অনুগামী হয় নাই।

২—যে ফকীরের পরমেশ্বরেতে দৃঢ় শ্রদ্ধা আছে, তিনি সকল আমীরের শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনিই সত্যপীর। তিনি এই শরীর নরক তুল্য জানিয়া সংসারেতে কিছু স্নেহ রাখেন না, আর বারম্বার আল্লার আলিফ্ চিন্তা করিয়া সংসার মায়া হইতে দূরে থাকেন। তিনি আপনার চিত্ত শান্ত করিয়া সর্ব্ব-শক্তিমান্ পুরুষের পদে¶ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং প্রত্যূষে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে তাঁহাকে স্মরণ করেন। তিনি আপনাকে ভক্তি সলিলে ধৌত করিয়া জ্ঞানমালা জপ করেন। আকাশই তাঁহার গুহা; তথায়

---

* সরাই। এস্থলে এশব্দের তাৎপর্য্যার্থ শরীর।

† অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করেন॥

‡ অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্য বা অন্য দ্রব্যের যৎ কিঞ্চিৎ বিতরণ করেন।

¶ যোগ।

তিনি পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। রামচরণ কহেন, যে ব্যক্তি এমত ফকীর, এবং যিনি আপনার সদাসেব্য অনির্ব্বচনীয় পুরুষকে স্বদেহ মধ্যে আনিবার সাধনা করেন, লোকে তাঁহার এগুহ্য ভাব বুঝিতে পারে না।

৩—নিষ্কাম দর্বেশই সদা সুখী। এক স্থানে স্থিতি কর, বা চতুর্দ্দিকেই ভ্রমণ কর, কিন্তু মুক্তি সাধনায় রত থাক। নিদ্রাই যাও, বা জাগ্রতই থাক, কিন্তু স্বার্থপর হইও না। সন্ন্যাসির ন্যায় দীর্ঘ কেশই রাখ, আর মস্তক মুণ্ডনই বা কর (তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই)। যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার সদাই সুখ। লোকের হিত চেষ্টা কর, আপনার অন্তঃকরণকে মধুক্ষিষ্টের * ন্যায় শুভ্র ও কোমল কর, ও আপনার পদ দ্বারে নয়ন অর্পণ কর। সত্য কথা কহ, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, ও অভ্রান্ত হইয়া নৃত্য কর†। যখন গুরুর হস্ত একবার তোমার মস্তকস্থ হইয়াছে, তখন লজ্জা-হীন হইয়া বিবস্ত্র হইও না‡। তিনি মন জয় করিয়াছেন, ও দার্ঢ্য রূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। রামচরণ কহেন, ইহাই পরম তপস্যা, কারণ যে ব্যক্তি ইহাতে সিদ্ধ হয় তাহার ইন্দ্রিয় শীতল¶ হয়, ও স্ত্রীলোকের সংসর্গে তাহার আর ইচ্ছা হয় না। এমত ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবন ও পরদারাভিগমন পরিত্যাগ করেন, এবং নিঃসঙ্গ হইয়া ধ্যান ধারণাতে অবিরত চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।

৪—পাষাণ যাঁহার শয্যা, আকাশ যাঁহার বস্ত্রগৃহ‖, ভুজ দ্বয় যাঁহার বালিশ, এবং যিনি মৃৎপাত্রে ভোজন করেন, তিনিই যথার্থ ফকীর। তিনি চারি খণ্ডের অধিপতি; তাঁহাকে কেহ সামান্য জ্ঞান করে না। তিনি ভিক্ষা পর্য্যটন করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন, অথচ রাজা কি কৃষক সকলেই তাঁহার পদানত।

৫—মনুষ্য সুগন্ধ-বস্ত্রাবৃত হইয়া পৃথিবীতে সগর্ব্ব পদার্পণ করেন; যদিও তাঁহার বাহ্য বেশ সুন্দর বটে, কিন্তু অন্তর অতি মলিন। তিনি দর্পণেতে মুখ দর্শন করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয়েন, কিন্তু ইহা জানেন না যে অবশেষ তাঁহার কলেবর ভগ্ন হইবে, এবং এক্ষণে যে সুন্দর চর্ম্মাবরণ অন্তরের মালিন্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও তখন থাকিবেক না।

৬—এই শরীরই পূর্ণ-স্বরূপ রামের মন্দির, তাঁহাকে জানিবার উৎকণ্ঠাই তাঁহার আরতি, এবং তাঁহার স্মরণই তাঁহার যথার্থ উপাসনা। সদা স্মরণের পর আর পূজা নাই, এবং আত্ম সমর্পণের পর আর নৈবেদ্য নাই। অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলেই পরমেশ্বর তোমার পূজা গ্রহণ করিবেন। শরীরই মন্দির, ও পূর্ণ-স্বরূপ রামই তাহার বিগ্রহ, এই গুহ্য কথা যে ব্যক্তি জ্ঞাত হইয়াছে, সে সম্পূর্ণরূপ পরিতৃপ্ত আছে। কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ করিয়া দয়া, তৃপ্তি, শীলতা ও শান্তি রসের সুখদ আস্বাদনে রত হও। সত্য কথন অভ্যাস কর, রাগ ও রসনা দমন কর, মনে মনে রাম নাম জপ কর, ও ঈশ্বর-জ্ঞান উপার্জ্জন কর। নিষ্কাম হও, তৃপ্ত হও, অরণ্যে গমন কর, এবং মনোরম সমাধি সাগরে মগ্ন থাক। যে ফকীর পরমেশ্বরের প্রেমরস পান করিয়াছে, সে তাঁহাতে অনবরতই চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস নিরর্থক হয় না, কারণ সে জাগ্রৎ বা নিদ্রাগতই থাকুক, কখনই ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয় না। সে ক্ষমাবান্ হইয়া ক্রোধ বশীভূত করে, এবং মায়া ও লোভ দমন করিতে থাকে। সে রাম ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করে না, এবং তাহার উপর সমুদয় তেত্রিশ কোটি দেবতার কোপ হইলেও সে তাহা গ্রাহ্য করে না।

* মোম।

† অর্থাৎ যথোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর।

‡ অর্থাৎ স্ত্রী সংসর্গ করিও না।

¶ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বশীভূত।

‖ তাম্বু।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তমানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং

হিরণ্যস্তূপঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ
অগ্নিমিত্রাবরুণরাত্রিসবিত্রাখ্যা দেবতা

৪১১

১ হ্বয়াম্যগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে
হ্বয়ামি মিত্রাবরুণাবিহাবসে।
হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং
হ্বয়ামি দেবং সবিতারমূতয়ে।

১ 'স্বস্তয়ে' অস্মাকং অবিনাশায় 'প্রথমং' আদৌ 'অগ্নিং' 'হ্বয়ামি'। 'ইহ' অস্মিন্ কর্ম্মণি 'অবসে' অস্মদ্রক্ষণায় 'মিত্রাবরুণৌ' 'হ্বয়ামি'। 'জগতঃ' জঙ্গমস্য প্রাণিজাতস্য 'নিবেশনীং' উপবেশনহেতুভূতাং 'রাত্রীং' রাত্রিদেবতাং 'হ্বয়ামি'। সর্ব্বে জঙ্গমাঃ প্রাণিনঃ দিবসে স্বব্যাপারান্ কৃত্বা স্বস্থানে রাত্রৌ উপবিশন্তি ইতি প্রসিদ্ধং। 'ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষার্থং 'সবিতারং' 'দেবং' 'হ্বয়ামি'।

১ এই যজ্ঞেতে আমারদিগের অবিনাশের নিমিত্ত প্রথমে অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি, অনন্তর আমারদিগের রক্ষার নিমিত্ত মিত্রাবরুণকে আহ্বান করিতেছি, প্রাণি সকলের বিশ্রামের কারণ যে রাত্রি দেবতা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, আমারদিগের রক্ষার নিমিত্ত সূর্য্য দেবতাকে আহ্বান করিতেছি।

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ
সবিতা দেবতা

৪১২

২ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।

২ 'সবিতা' সূর্য্যঃ 'কৃষ্ণেন' কৃষ্ণবর্ণেন 'রজসা' অন্তরীক্ষলোকেন 'আ-বর্ত্তমানঃ' আবর্ত্তমানঃ পুনঃপুনঃ আগচ্ছন্ 'অমৃতং' দেবং 'মর্ত্ত্যং' মনুষ্যং 'চ' 'নিবেশয়ন্' স্বস্বস্থানে অবস্থাপয়ন্ সর্ব্বকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ 'সবিতা' 'দেবঃ' 'ভুবনানি' সর্ব্বান্ লোকান্ 'পশ্যন্' অবেক্ষমাণঃ প্রকাশয়ন্ ইত্যর্থঃ। 'হিরণ্যয়েন' সুবর্ণনির্ম্মিতেন 'রথেন' 'আ-যাতি' আয়াতি অস্মৎ সমীপমাগচ্ছতি।

২ উদয়ের পূর্ব্বে অন্ধকারময় আকাশ পথে পুনঃ পুনঃ গমন করেন, দেবতাদিগকে এবং মনুষ্যদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করেন, এমত যে সূর্য্য দেবতা তিনি সকল ভুবন প্রকাশ পূর্ব্বক সুবর্ণ নির্ম্মিত রথে আরূঢ় হইয়া আমারদিগের নিকট আগমন করিতেছেন।

৪১৩

৩ যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা যাতি শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাং। আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতোপবিশ্বা দুরিতা বাধমানঃ।

৩ 'দেবঃ' দীপ্যমানঃ 'সবিতা' 'প্রবতা' প্রবণবতা মার্গেণ 'যাতি' তথা 'উদ্বতা' উৎকৃষ্টেন ঊর্দ্ধদেশযুক্তেন মার্গেণ 'যাতি'। উদয়ানন্তরং আমধ্যাহ্নং ঊর্দ্ধো মার্গঃ ততঃ উপরি আসায়ং প্রবণো মার্গঃ। তথা 'যজতঃ' যষ্টব্যঃ সদেবঃ 'শুভ্রাভ্যাং' শ্বেতাভ্যাং 'হরিভ্যাং' অশ্বাভ্যাং 'যাতি' দেবযজনদেশে গচ্ছতি। সবিতা 'দেবঃ' 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'দুরিতা' দুরিতানি পাপানি 'অপ-বাধমানঃ' অপবাধমানঃ বিনাশয়ন্ 'পরাবতঃ' দূরদেশাদ্দ্যুলোকাৎ 'আ-যাতি' আযাতি যাগদেশে আগচ্ছতি।

৩ দীপ্তিমান্ সূর্য্য দেবতা প্রবণ পথে* গমন করিতেছেন এবং ঊর্দ্ধ পথে† গমন করিতেছেন। পূজনীয় সূর্য্য দেবতা শ্বেতবর্ণ অশ্ব যুগল দ্বারা যজ্ঞ স্থানে গমন করিতেছেন এবং সকল পাপ বিনাশ করিয়া স্বর্গলোক হইতে যজ্ঞ স্থানে আগমন করিতেছেন।

---

* দুই প্রহরের পর সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্তকে প্রবণ পথ বলা যায়।

† প্রাতঃকাল অবধি দুই প্রহর পর্য্যন্তকে ঊর্দ্ধ পথ বলা যায়।

৪।১৪

৪ অভীবৃতং কৃশনৈর্ব্বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং যজতো বৃহন্তং। আস্থাদ্রথং সবিতা চিত্রভানুঃ কৃষ্ণা রজাংসি তবিষীন্দধানঃ।

৪ 'সবিতা' 'রথং' 'আস্থাৎ' আস্থিতবান্ আরূঢ়বান্। কীদৃশং রথং। 'অভীবৃতং' অভিবৃতং অভিতঃ বর্ত্তমানং রথং। 'কৃশনৈঃ' সুবর্ণৈঃ 'বিশ্বরূপং' নানারূপং। কচিৎ সুবর্ণনির্ম্মিতগজরূপৈঃ কচিৎ অশ্বরূপৈঃ কচিন্মনুষ্যরূপৈঃ ইত্যেবং নক্ষবিধং ভূষিতং। 'হিরণ্যশম্যং' অশ্বানাং স্কন্ধেষু রথযোজনহেতোযুগে নিষক্তং প্রক্ষেপ্যমানাঃ শঙ্কবঃ শম্যাঃ তাঃ সুবর্ণময্যঃ রথে বর্ত্তন্তে 'বৃহন্তং' প্রৌঢ়ং। কীদৃশঃ সবিতা 'যজতঃ' যষ্টব্যঃ 'চিত্রভানুঃ' বিবিধরশ্মিযুক্তঃ 'কৃষ্ণারজাংসি' অন্ধকারযুক্ততয়া কৃষ্ণবর্ণান্ লোকান্ উদ্দিশ্য তমোনিরাকরণার্থং 'তবিষীং' স্বকীয়ং প্রকাশরূপং বলং 'দধানঃ'।

৪ যজ্ঞেতে পূজনীয় ও বিবিধ কিরণ বিশিষ্ট সূর্য্য, সর্ব্বলোকব্যাপিঅন্ধকার নিবারণের নিমিত্ত স্বীয় আলোকময় রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র গামী, সুবর্ণনির্ম্মিতগজশ্রেণী ও অশ্ব শ্রেণী এবং মনুষ্য শ্রেণী দ্বারা ভূষিত, ও সুবর্ণের শঙ্কু বিশিষ্ট, বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়াছেন।

৪।১৫

৫ বি জনাঞ্ছ্যাবাঃ শিতিপাদো অখ্যন্রথং হিরণ্যপ্রউগং বহন্তঃ। শশ্বদ্বিশঃ সবিতুর্দৈব্যস্যোপস্থে বিশ্বা ভুবনানি তস্থুঃ।

৫ 'শ্যাবাঃ' এতন্নামকাঃ সূর্য্যস্য অশ্বাঃ 'শিতিপাদাঃ' শ্বেতৈঃ পাদৈঃ উপেতাঃ 'হিরণ্যপ্রউগং' রথস্য মুখং ইষাযোরগ্রং যুগবন্ধনস্থানং প্রউগং তচ্চ সুবর্ণময়ং তদ্যুক্তং 'রথং' 'বহন্তঃ' 'জনান্' প্রাণিনঃ 'বি অখ্যন' ব্যখ্যান্ বিশেষেণ প্রকাশিতবন্তঃ। 'শশ্বৎ' সর্ব্বদা। 'বিশঃ' প্রজাঃ 'দৈব্যস্য' ইতরদেবসম্বন্ধিনঃ 'সবিতুঃ' প্রেরকস্য সূর্য্যস্য 'উপস্থে' সমীপস্থানে 'তস্থুঃ' স্থিতবত্যঃ নকেবলং প্রজাঃ 'বিশ্বা' বিশ্বে সর্ব্বে 'ভুবনানি' লোকাঃ প্রকাশায় সূর্য্যসমীপে তস্থুঃ।

৫ সুবর্ণময়মুখবিশিষ্টরথের বাহক, শুক্ল পাদযুক্ত, শ্যাবনামক সূর্য্যের অশ্ব সকল প্রাণিগণকে প্রকাশ করিয়াছে, দেবতাদিগের প্রেরক যে সূর্য্য তাঁহার নিকটে প্রজা সকল এবং লোক সকল প্রকাশের নিমিত্ত স্থিতি করিয়াছে।

৪।১৬

৬ তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্। আণিং ন রথ্যমমৃতাধিতস্থুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ।১।৩।৬।

৬ 'দ্যাবঃ' স্বর্গোপলক্ষিতাঃ প্রকাশমানাঃ লোকাঃ 'তিস্রঃ' ত্রিসংখ্যাকাঃ সন্তি তত্র 'দ্বৌ' লোকৌ 'সবিতুঃ' সূর্য্যস্য 'উপস্থা' উপস্থে সমীপস্থানে বর্ত্তেতে দ্যুলোকভূলোকয়োঃ সূর্য্যেণ প্রকাশিতত্বাৎ। 'একা' মধ্যমা ভূমিঃ অন্তরীক্ষলোকঃ 'যমস্য' পিতৃপতেঃ 'ভুবনে' গৃহে 'বিরাষাট্' বিরান্ গন্তৄন্ সহতে প্রেতাঃ পুরুষাঃ অন্তরীক্ষমার্গেণ গচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ। 'অমৃতা' অমৃতানি চন্দ্রনক্ষত্রাদীনি জ্যোতীংষি জলানি বা 'অধিতস্থুঃ' সবিতারমধিগম্য স্থিতানি। 'রথ্যং' রথসম্বন্ধিনং 'আণিং' অধিরথ্য রথাক্ষহিঃ অক্ষচ্ছিদ্রপ্রক্ষিপ্তঃ কীলবিশেষঃ আণিরিত্যুচ্যতে 'ন' ইব যথা রথঃ তিষ্ঠতি তদ্বৎ। 'যঃ' মানবঃ 'তৎ' সবিতৃরূপং 'চিকেতৎ' জানাতি সঃ মানবঃ 'ইহ' অস্মিন্ বিষয়ে 'উ' অপি 'ব্রবীতু' কেনাপি বক্তুং অশক্যঃ সবিতুর্মহিমা ইত্যর্থঃ।১।৩।৬।

৬ প্রকাশমান স্বর্গাদি তিন লোক আছে, তাহার মধ্যে স্বর্গ ও ভূলোক এই দুই লোক সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, আর তৃতীয় অন্তরীক্ষলোকদিয়া প্রেত পুরুষ সকল যমের গৃহে গমন করে। চন্দ্রনক্ষত্রাদি সমুদায় জ্যোতিঃ পদার্থ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যেমন অক্ষচ্ছিদ্র নিবেশিত কীল বিশেষ আশ্রয় করিয়া রথ স্থিতি করে। যে মনুষ্য সূর্য্যকে জানে সে এ বিষয় বলুক? অর্থাৎ সূর্য্যের মহিমা কেহই বর্ণনা করিতে পারে না।১।৩।৬

৪।১৭

৭ বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্গভীরবেপা অসুরঃ সুনীথঃ। ক

১০ হিরণ্যহস্তঃ 'অসুরঃ' প্রাণপ্রদাতা 'সুনীথঃ' সুষ্ঠু নেতা প্রশস্যঃ ইত্যর্থঃ 'সুমৃলীকঃ' সুষ্ঠু সুখয়িতা 'স্ববান্' ধনবান্ 'অর্বাঙ্' অস্মাকং অভিমুখঃ কর্মদেশে 'যাতু' গচ্ছতু। কিঞ্চ অয়ং 'দেবঃ' 'প্রতিদোষং' প্রতিরাত্রি 'গৃণানঃ' স্তূয়মানঃ 'অপসেধন্' নিরাকুর্বন্ 'রক্ষসঃ' বাধকত্বেন রক্ষণমিমিত্তভূতান্ 'যাতুধানান্' অসুরান্ 'অপসেধন্' নিরাকুর্বন্।

১০ সুবর্ণময় হস্ত, প্রাণ দাতা, শ্রেষ্ঠ, সুখদাতা, ধনবান্, এবং সদা অনুকূল সূর্য্য যজ্ঞ স্থানে গমন করুন. আর প্রতি রাত্রিতে স্তূয়মান এই সূর্য্যদেবতা যজ্ঞের বাধা কারক অসুরদিগকে নিরাকরণ করত স্থিতি করিয়াছেন।

৪২১

১১ যে তে পন্থাঃ সবিতঃ পূর্ব্যাসোরেণবঃ সুকৃতা অন্তরিক্ষে। তেভির্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভী রক্ষা চ নো অধি চ ব্রূহি দেব। ১।৩।৭।

১১ হে 'সবিতঃ' 'তে' তব 'যে' 'পন্থাঃ' পন্থানঃ 'পূর্ব্যাসঃ' পূর্ব্বসিদ্ধাঃ 'অরেণবঃ' ধূলিরহিতাঃ 'অন্তরিক্ষে' 'সুকৃতাঃ' সুষ্ঠু সম্পাদিতাঃ 'সুগেভিঃ' সুখগমনসাধ্যৈঃ 'তেভিঃ' তৈঃ 'পথিভিঃ' মার্গৈঃ আগত্য 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'নঃ' অস্মান্ 'চ' 'রক্ষা' রক্ষ পালনং কুরু। তথা হে 'দেব' 'নঃ' অস্মান্ অনুষ্ঠাতৄন্ 'অধি ব্রূহি' অধিব্রূহি দেবানাং অগ্রে অধিকত্বেন কথয় 'চ' ।১।৩।৭।

১১ হে সবিতা দেবতা। তোমার পূর্ব্ব সিদ্ধ ও ধূলি রহিত যে পথ আকাশ মণ্ডলে সম্পাদিত হইয়াছে, সেই সুপথ দ্বারা আগমন করিয়া অদ্য যজ্ঞ দিবসে আমারদিগকে রক্ষা এবং পালন কর। হে সবিতা দেবতা! তুমি দেবতাদিগের অগ্রে আমারদিগের অধিক করিয়া বর্ণনা কর। ১।৩।৭।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়ম

৬৭ সংখ্যক পত্রিকার ২০৭ পৃষ্ঠের পর।

জগতের নিয়ম বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নিয়ম শব্দের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। সংসারের যাবৎ বস্তুর যাবৎ কার্য্যই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট রীত্যনুসারে সংঘটিত হয়। সমুদ্রের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধ-গামী হয়, এবং তাহাতেই মেঘ জন্মিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে। এস্থলে জল ও তেজ এই উভয় পদার্থের কার্য্য বাষ্প বা মেঘ। যখন আমরা এ প্রকার বলি যে এই কার্য্য জগতের নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে, তখন এ কথার এপ্রকার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় যে জল ও তেজের যাদৃশ প্রকৃতি, এবং উভয়ের যাদৃশ পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাতে ঐ কার্য্যের ঐ প্রকার রীতি ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না, অর্থাৎ ঐ কার্য্য জল ও তেজের স্বভাব-মূলক। জল ও তেজের যে অবস্থায় ঐ কার্য্য একবার ঘটিয়াছে, পুনর্ব্বার তাহারদের সে অবস্থা ঘটিলে অবশ্যই সে কার্য্য ঘটিবে, এই যে নির্দ্দিষ্ট রীতি আছে ইহাকেই নিয়ম বলা যায়। জগতের সমস্ত নিয়ম তদন্তর্গত বস্তু সমুদায়ের প্রকৃতি-মূলক, এ প্রযুক্ত ঐ নিয়মকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল। নিয়ম থাকিলে অবশ্যই তাহার আশ্রয় বস্তু বিশেষ থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে জল ও তেজ এই পদার্থ দ্বয় মেঘোৎপত্তি বিষয়ক নিয়মের আশ্রয়। এইরূপে কোন না কোন বস্তু জগতের প্রত্যেক নিয়মের আশ্রয়।

জগদীশ্বর এই বিশ্ব রাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, মনুষ্যদিগকে তাহার তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি-শক্তিতে জগতের নিয়ম অবগত হইতে পারেন, এবং অবগত হইলে পরে ঐ নিয়ম তাঁহারদিগের কর্ম্মের নিয়ম হয়। আমারদিগের শারীরিক প্রকৃতির সহিত অগ্নি ও শৈত্য পদার্থের যে প্রকার সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে অত্যন্ত জলে স্নান করিলে বল-হানি হয়, এবং দুর্গন্ধ-পদার্থ-ময় স্থানে বাস করিলে পীড়া জন্মে। মনুষ্যের এ নিয়ম রহিত অথবা পরিবর্ত্তিত করিবার শক্তি নাই। কিন্তু যখন তিনি এ নিয়ম অবগত হইতে পারেন,

এবং তাহার লঙ্ঘন করিলে কি অনিষ্ট হয় তাহাও জ্ঞাত হন, এখন তাঁহার দুঃখোৎপত্তি বা দেহ ভঙ্গের আশঙ্কায় স্বভাবতই নিয়ম রক্ষায় যত্ন হয়, এবং পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে কার্য্য বিশেষে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন,তদ্দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়া আমারদিগের রোগোৎপত্তি ও অকাল মৃত্যুর নিবারণ হয়।

কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, এই বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর কার্য্য বিশেষে সুখ বা দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তজ্জন্য দুঃখ প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় জানা উচিত, যে ঐ দুঃখ-জনক কার্য্য মঙ্গলাকর আনন্দ কর পরমেশ্বরের নিয়মানুগত কার্য্য নহে। অতএব জগদীশ্বরের এই রূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দেওয়া, আর মহাভীষণ নাদে আজ্ঞা প্রকাশ করা, উভয়ই তুল্য। যদি তিনি মনুষ্যের ন্যায় শরীরী হইতেন, আর আমারদিগকে সমক্ষে দণ্ডায়মান করিয়া ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক ঘনঘোর গভীর নাদে অনুচিত কর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধ করিতেন, এবং কহিতেন এই নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে যাতনার আর সীমা থাকিবেক না, তবে তাঁহার অনিবার্য্য অনুমতি শ্রবণ করিয়া যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত হইত, তাঁহার নিয়ম জানিয়া একান্ত চিত্তে তদনুযায়ী আচরণ করাও সেই রূপ আবশ্যক। তাহা না করিলেই দুঃখ। বরং নিয়ম ভঙ্গের ফল অবিলম্বে অনুভূত হইলে বাচনিক উপদেশ অপেক্ষাও তাহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্তে ক্লেশের উৎপত্তি করিয়াছেন—অধিক দুঃখ ঘটনার নিরাকরণ নিমিত্ত অল্প দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন—অকাল মৃত্যু নিবারণার্থে শারীরিক ক্লেশের সৃজন করিয়াছেন। একবার কোন কর্ম্ম-দোষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলে তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ জানিয়া বারান্তর তদ্রূপ কর্ম্ম না করি এই অভিপ্রায়েই তিনি নিয়ম ভঙ্গকে দুঃখ-জনক করিয়াছেন। যদি সে দুঃখানুভব দ্বারা আমারদিগের উপকার-সম্ভাবনা না থাকিত, তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও আমারদিগকে তজ্জন্য দুঃখ প্রদান করিতেন না। তিনি যেমন রাজা স্বরূপ হইয়া শুভকর নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদ্রূপ পরম কারুণিক আচার্য্য স্বরূপ হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম শিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। সংসারে যত দুঃখ আছে, সমস্তই পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। অতএব কোন নিয়ম লঙ্ঘনে কোন্ দুঃখের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার বিবেচনা করা ও প্রতিকার করা, অর্থাৎ বিশ্বরাজ্যের শাসন-প্রণালীর তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করা, নিতান্ত আবশ্যক।

জগতের তাবৎ বস্তুর এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, তদনুযায়ী তাহার কার্য্য প্রকাশ পায়। প্রাণিগণ ও অপরাপর সমুদায় বস্তু পরস্পর স্বতন্ত্র ও অসম্বদ্ধ বিবেচনা করিলেও তাহাদের যত প্রকার কার্য্য শক্তি আছে, বিশ্বেরও তত প্রকার নিয়ম আছে বলিতে হইবে, যেহেতু কার্য্যেরই এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট রীতির নাম নিয়ম। কিন্তু প্রাণিগণ ও অন্যান্য বস্তু সকলের পরস্পর বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তৎসম্বন্ধানুসারে তাহার কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়; যথা শুষ্ক তৃণ অগ্নি দ্বারা যেরূপ দগ্ধ হয়, জল-সিক্ত তৃণ তদ্রূপ কখনই হয় না; কারণ এস্থলে জলের দ্বারা অগ্নির কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়। অতএব ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী ও বস্তু সমুদায়ের পরস্পর যত সম্বন্ধ আছে, জগতের ও তত নিয়ম আছে। যৎ পরিমাণে এই সমস্ত নিয়মের তত্ত্ব জানা যাইবে তৎপরিমাণে তন্নিষ্পন্ন ব্যবহারিক নিয়ম সকলও সুনির্দ্দিষ্ট ও সুখ-জনক হইবে।

কিন্তু কোন কালে যে এই সমুদায় নিয়মের তত্ত্ব সম্যক্ রূপে প্রকাশ পাইবে, এবং তখন তৎ সম্পাদন নিমিত্ত বুদ্ধি চালনার আর প্রয়োজন থাকিবে না, ইহা এক্ষণে মনেও কল্পনা করা যায় না। যদ্যপি কখনও কোন প্রতাপান্বিত সম্রাট্ স্বীয় বাহু বলে সসাগরা পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিয়া কহিতে পারেন, যে আমার জয়-পতাকা

উড্ডীয়মান করিবার আর অন্য স্থান নাই, তথাপি বিদ্যার্থী ব্যক্তি কখনও কহিতে পারিবেন না, যে আমার শিক্ষা করিবার আর অন্য পদার্থ নাই। সমুদায় নিয়মের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া অনন্ত কালের কার্য্য! অতএব তন্মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ ও আবশ্যক নিয়মের বিবরণ করা যাইতেছে।

জগতের তিন প্রকার নিয়ম, যথা ভৌতিক, শারীরিক, ও মানসিক।

প্রথমতঃ— জল, বায়ু, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, মৃত্তিকাদি অচেতন পদার্থের নাম ভৌতিক পদার্থ। যে নিয়মে তৎ সমুদায়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম ভৌতিক নিয়ম। অগ্নিতে অন্ন পাক হয়, জলেতে নৌকা মগ্ন হয়, চুর্ণেতে হরিদ্রা দিলে রক্ত বর্ণ হয়, ইত্যাদি জড়-পদার্থ-ঘটিত কার্য্য বিবিধ প্রকার ভৌতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ—যে নিয়মে শরীর সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম শারীরিক নিয়ম। শরীরী বস্তুর এই প্রকার স্বভাব যে শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস, ও ভঙ্গ হয়। প্রস্তর কদাপি প্রস্তরান্তর হইতে উৎপন্ন হয় না, আহারও করে না, এবং ক্রমানুসারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়া নষ্টও হয় না। কিন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণী ও বৃক্ষ লতা তৃণাদি উদ্ভিজ্জেতে ইহার সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ যে নিয়মানুসারে জন্তু [illegible] উদ্ভিজ্জের এই সমস্ত অবস্থার সংঘ[illegible] তাহারই নাম শারীরিক নিয়ম। [illegible] বস্তুর বিষয় বিবেচনা করাই এপ্র[illegible] তাৎপর্য্য।

[illegible]য়তঃ—বুদ্ধি-জীবী যত জীব, যাহা[illegible] আপন সত্তা মাত্রেরও বোধ [illegible] তৎ সমুদায়ই মানসিক নিয়মের অধীন। তাহারদিগের দুই প্রধান শ্রেণী; মনুষ্য এবং ইতর জন্তু। মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও অন্যান্য সামান্য প্রবৃত্তি, এই তিন প্রকার গুণ আছে, আর ইতর প্রাণীদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ও কাম ক্রোধাদি সামান্য প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু দয়াদি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নাই। বুদ্ধিজীবি জীবের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার নিরূপিত সম্বন্ধ আছে। রসনেন্দ্রিয় সুস্থ থাকিলে ইক্ষু রসের স্বাদ কদাপি তিক্ত বোধ হয় না, ও নিম্ব পত্রেরও স্বাদ মিষ্ট হয় না। চক্ষু ও কর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকিলে চম্পক পুষ্প কদাপি শ্বেতবর্ণ দেখায় না, ও বংশি ধ্বনিও কর্কশ শুনায় না। তদ্রূপ আমারদিগের সদসদ্বুদ্ধি ও দয়া শক্তির বৈলক্ষণ্য না হইলে প্রতারণা ও মনুষ্য বধে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় না। এই রূপ আমারদিগের সমস্ত মানসিক শক্তি স্বস্ব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ অনুসারে স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যে নিয়মে তত্তৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারই নাম মানসিক নিয়ম।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার কতক গুলি অত্যুপাদেয় গুণ প্রতীত হয়। যথা

প্রথমতঃ—সমুদায় নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ কদাপি অন্য নিয়ম লঙ্ঘনের দ্বারা নিরাকৃত হয় না, এবং এক নিয়ম ভঙ্গের দুঃখ কদাপি অন্য নিয়ম পালন দ্বারা খণ্ডিত হয় না। পরোপকার দ্বারা জ্বর রোগের শান্তি হয় না, এবং ঔষধ সেবন দ্বারা কদাপি শোক বা মনস্তাপ দূর হয় না। কোন ব্যক্তি যদি পরম ধার্ম্মিক হন, আর আপনার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারেও যদি সাংঘাতিক বিষ পান করেন, তবে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন জন্য অবশ্য মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইবেন। তখন তাঁহার সঞ্চিত পুণ্যবলে দেহ ভঙ্গের নিবারণ হইবে না, কারণ শারীরিক নিয়ম স্বতন্ত্র, অন্য অন্য নিয়মের অধীন নহে। যদি কোন পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী নরাধম প্রতারক ও বিশ্বাস ঘাতীও হয়, তথাপি সেই ব্যক্তি যথানিয়মে পরিমিত পান ভোজন ও ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবেক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না করেন—যথা নিয়মে যথাকালে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন, [illegible]

শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, সুনির্ম্মল বায়ুসেবন, দুর্গন্ধ-দ্রব্য-শূন্য স্থানে বাস, কামরিপু সংযম ইত্যাদি নিয়ম প্রতিপালন না করেন, তবে তিনি সত্যবাদী, সুশীল, শান্ত-স্বভাব ও পরম দয়াবান্ হইলেও শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ জন্য রোগের যাতনায় আতুর হইয়া যাবজ্জীবন শয্যায় লুণ্ঠমান থাকিবেন। যদি কেহ কৃষি কর্ম্মে ও বাণিজ্য ব্যাপারে সবিশেষ পারদর্শী হইয়া যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে, ও মিতব্যয়ী হয়, তবে সে ব্যক্তি দ্বেষী ও পরদ্রোহী হইলেও বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেক। কোন ব্যক্তি যদি বিষয় কর্ম্মে অনৈপুণ্য প্রযুক্ত ধনোপার্জ্জনে অক্ষম হন, এবং তান্নিমিত্ত কায়ক্লেশে যথাকালে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করেন, তথাপি তিনি যদি ধর্ম্ম-পথাবলম্বী থাকেন—সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদুপদেশক ও ঈশ্বর-পরায়ণ হয়েন, তবে ঐ সকল সাধারণ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া প্রফুল্ল ও প্রসন্ন চিত্তে কালযাপন করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম পালনের পৃথক্ পৃথক্ সুখ, ও পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম ভঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ দুঃখ। ইহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সমুদায় দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছে। নাবিকেরা ভৌতিক নিয়মানুসারে বায়ু জলাদির স্বভাব জানিয়া সুন্দররূপ নৌকা চালনা করিলে নিরুদ্বেগে স্বস্থানে উত্তীর্ণ হয়, আর তাহার অন্যথা হইলে জলমগ্ন হইয়া অব্যাজে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে পারে। এবম্প্রকার যিনি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনি শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ সংভোগ করেন, এবং যিনি তাহা লঙ্ঘন করেন, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া বলহীন ও বীর্য্য হীন হয়েন। যিনি ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া সদাচারে ও সদ্ব্যবহারে রত থাকেন, চন্দ্রালোক তুল্য সুনির্ম্মল আনন্দ-জ্যোতি তাঁহার চিত্তোপরি বিকীর্ণ থাকে, এবং লোকে তাঁহাকে মনের সহিত ভালবাসে ও সমাদর করে। আর তাহার বিপর্য্যয় করিলে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক গ্লানিযুক্ত, লোকের অপ্রিয়, ও রাজদ্বারেও দণ্ডনীয় হইতে হয়। যে যদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করে, পরমেশ্বর তাহাকে তদ্বিষয়ক সুখ প্রদান করেন, এবং যে যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহার প্রতি তদ্বিষয়ক দুঃখ বিধান করেন। সংক্ষেপে কহিতে হইলে এই কথা বলিতে হয়, যে যাহা চায়, পরমেশ্বর তাহাকে তাহাই দেন।

তৃতীয়তঃ—প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অপরিবর্ত্তনীয় ও অনতিক্রম্য, এবং সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্ব সময়েই সমান, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। এদেশে বা সিংহল দ্বীপে সর্ব্ব স্থানেই অপরিমিত ভোজন করিলে শরীরের অসুখ বোধ হয়, ও রোগ জন্মে। যথানিয়মে ব্যায়াম করিলে হিন্দুস্থানের লোকেই বলিষ্ঠ হয়, আর অন্য দেশীয় লোকে হয় না, এমত কখনই হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় দোষ দ্বারা কেবল বাঙ্গালিরই বল হানি ও বীর্য্য হানি হয়, আর শিখ ও ইংরাজদিগের সে হানি হয় না, এমত কখনই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সমস্ত-শারীরিক-নিয়ম-বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এবং তদবধি সমস্ত শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, সে ব্যক্তি যে যাবজ্জীবন রোগের জ্বালায় জ্বালাতন ও মৃত-কল্প, হইয়া কাল হরণ করে, ইহা কোন স্থানে কোন কালেই ঘটে নাই। প্রত্যুত যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং অনুপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ, দুর্গন্ধ স্থানের বায়ু সেবন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্য দ্বারা ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি যে হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও বীর্য্যবান্ হইয়া সদা সুস্থ থাকে, ইহারও দৃষ্টান্ত পঞ্জাব, কি কাবুল, কি চীন, কি মার্কিন দেশ কুত্রাপি কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি রিপু-পরতন্ত্র হইয়া অনবরতই পাপ পঙ্কে মগ্ন আছে, সে ব্যক্তি যে শান্ত-চিত্ত হইয়া জ্ঞান-ধর্ম্মোৎপাদ্য নির্ম্মল আনন্দ স্রোতে সন্তরণ করে, ও শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিদিগের আদরণীয় ও প্রিয় পাত্র হয়, ইহার

দৃষ্টান্ত কাশী, কি মক্কা, কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।

চতুর্থতঃ—মানব প্রকৃতির সহিত জগতের সমুদায় নিয়মের ঐক্য আছে। যদি মদিরা মত্ত ও বা ভচারাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ঐ সকল দোষের আতিশয্য দ্বারা শারীরিক সুস্থতা ও সুখ বৃদ্ধি হইত, তবে তাহার সহিত আমারদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মের ঐক্য থাকিত না। কিন্তু জগদীশ্বর তাহা না করিয়া উভয় প্রকার নিয়মের পরস্পর ঐক্য রাখিয়াছেন। আমারদিগের দয়াদি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি থাকাতে সংসারের সুখ আকাঙ্ক্ষা হয়। জগতের ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের সহিতও তাহার ঐক্য দেখিতেছি, কারণ ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখোৎপত্তি হয়, আর ভঙ্গ করিলেই দুঃখ প্রাপ্তি হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর যে দুঃখও এই অভিপ্রায়ে নিয়োজন করিয়াছেন, যে আমরা একবার নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া তদ্রূপ বিরুদ্ধ কর্ম্ম পুনর্ব্বার না হয়, এমত সাবধান থাকি। যদি প্রবল ঝটিকার সময় কোন বেগবতী নদীর ভয়ানক পর্ব্বতাকার তরঙ্গোপরি নৌকা বাহন করা যায়, আর তাহা জল মগ্ন হয়, তবে তাহা দেখিয়া লোকের নৌকা-বাহন-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা দৃঢ় রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। পরিমিত ভোজন ও পরিমিত পরিশ্রম না করিলে যে রোগ জন্মে, তাহাও পরমেশ্বর আমারদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের প্রয়োজন শিক্ষা নিমিত্তই নিয়োজন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা আমরা সাবধান হইয়া উৎকট ক্লেশ হইতে—অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারি, এবং শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারি। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ করিলে যে মনে মনে ঘৃণা, গ্লানি, অসন্তোষ, ও নানাবিধ মানসিক বিরক্তি হয়, তদ্দ্বারা পরমেশ্বর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে আমরা ঐ নিয়ম ভঙ্গের দুঃখময় ফল জ্ঞাত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া সুনির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করি।

যখন কোন প্রাকৃতিক নিয়মের এপ্রকার উল্লঙ্ঘন হয়, যে তাহার প্রতীকারের আর সম্ভাবনা থাকে না, তখন মৃত্যু আসিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করে। যদি কোন নৌকা ভৌতিক নিয়ম বিশেষের উল্লঙ্ঘন জন্য সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের তীর প্রাপ্তির উপায় না থাকে, তবে তাহারদিগের তদবস্থায় চিরকাল সজীব থাকাযে কি প্রকার যাতনার বিষয়, তাহা চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প হয়। কিন্তু জগদীশ্বর প্রসাদে তৎকালে মৃত্যু অমৃত স্বরূপ হইয়া তাহারদিগের যন্ত্রণানল এককালে নির্ব্বাণ করে। যদি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গন দ্বারা কোন যুবা পুরুষের পাকস্থলী ও হৃদয়াদি প্রাণাশ্রয় স্থান নষ্ট হয়, তবে তৎকালে মৃত্যুই শ্রেয়; নতুবা হৃদয়াদি ব্যতিরেকে চিরকাল জীবিত থাকিতে হইলে যে প্রকার দুঃসহ যন্ত্রণার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা মনে করাও যন্ত্রণা। অতএব মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এস্থলে তাঁহাকে ইহ লোক হইতে অবসর করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ করেন। এস্থলে মৃত্যুও পরম হিতকারী বন্ধু। সমুদায় সংসার জগদীশ্বরের এক অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় কৌশল-সম্পন্ন মহান্ যন্ত্র; বিশ্বাধিপতি বিশ্বযন্ত্রারূঢ় জীবদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ সম্পাদন নিমিত্ত নিয়ম সকল সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং সমুদায় নিয়মের সমুদায় কৌশলই সংসারের মঙ্গলাভিপ্রায়ে কল্পনা করিয়াছেন। আপাততঃ যাহা অশুভ জ্ঞান হয়, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাই পরম শুভকর বলিয়া নিশ্চয় হয়। যদি কোথাও দেখি, যে দুই বালষ্ঠ পুরুষ এক দুর্ব্বল বালকের হস্ত পদ ধৃত করিয়া রহিয়াছে, আর এক জন এক খান তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া তাহার উরু দেশে প্রবেশ করিয়া দিতেছে, এবং তাহাতে অনর্গল রক্ত নিঃসৃত হইতেছে, ও সেই বালক চীৎকার করিতেছে,—যদি অকস্মাৎ এ প্রকার দৃষ্টি করি, আর ঐ কর্ম্মের অভিসন্ধি ও ফলাফল বিবেচনা না করি, তবে ঐ তিন ব্যক্তিকেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও দুর্বৃত্ত নরাধম বলিয়া অবশ্যই নিন্দা করি। কিন্তু

পরে যদি শুনি ঐ বালকের উরুদেশে এক-টা বিস্ফোটক হইয়াছে যে ব্যক্তি তাহা-তে অস্ত্র করিতেছে সে এক জন সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসক, আর দুই জনের মধ্যে এক জন ঐ বালকের পিতা, ও এক জন তাহার ভ্রাতা, তবে আমাবদিগের নিশ্চয় বোধ হইবে যে ঐ কর্ম্ম বালকের আপাততঃ ক্লেশ-দায়ক বটে, কিন্তু তাহার হিতার্থেই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তখন আর ঐ তিন ব্যক্তি-কে নিন্দা না করিয়া বরঞ্চ বালকের হিতা-কাঙ্ক্ষ বলিয়া তাহারদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রকার পরমেশ্বর সমস্ত দুঃখই সংসারের হিতা-ভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন। জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই যে ব্যক্তি জগদীশ্বরকে নি-র্দ্দয় বলে, তাহার অতিশয় ভ্রান্তি। যদি তাঁহার মনুষ্যকে যন্ত্রণা দিবার অভিপ্রায় থাকিত, তবে তিনি সমস্ত নিয়মই মানুষের দুঃখজনক করিতেন। তিনি এমত করিতে পারিতেন যে আমরা যাহা আহার করি তাহাই তিক্ত ও কটু, যাহা শ্রবণ করি তা-হাই বিকট ও কর্কশ, যাহা দর্শন করি তা-হাই কুৎসিত ও ভয়ানক, এবং যাহার ঘ্রাণ পাই তাহাই দুর্গন্ধ ও পীড়াদায়ক। কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারে যে সুখ ও দুঃখ কিছুই তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তিনি কার্য্য-গতিকে যে বস্তুর যেমন স্বভাব হইয়া উঠি-য়াছে, সেই রূপই রাখিয়াছেন। ইহা হ-ইলে জগতের সকল নিয়ম এক প্রকার হই-বার সম্ভাবনা থাকিত না, কোন নিয়ম বা সংসারের শুভদায়ক হইত, কোন নিয়ম বা অশুভদায়ক হইত। কিন্তু বিশ্বের যত নিয়ম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটিও অশুভদায়ক নহে। নিয়ম লঙ্ঘনেতেই সকল দুঃখ ঘটে, কিন্তু তজ্জন্য বিশ্ব নিয়ন্তা-কে মঙ্গল স্বরূপ ব্যতিরেকে কদাপি অমঙ্গল স্বরূপ বলা যায় না। কলম কর্ত্তন করিতে অঙ্গুলি ছেদন হইলে কেহ এমত কথা বলে না যে কর্ম্মকার অঙ্গুলি-ছেদনের নিমিত্ত ছুরিকা প্রস্তুত করিয়াছে। সেই রূপ লো-কের দন্তশূল ও শিরঃপীড়া হয় বলিয়া কেহ এরূপ নিশ্চয় করেন না যে পরমেশ্বর মনুষ্য-গণকে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত দন্ত ও মস্তকের সৃষ্টি করিয়াছেন। দন্ত ও মস্তকের সে হিতজনক প্রয়োজন তাহা প্রসিদ্ধই আছে, কেবল শারীরিক নিয়ম ভঙ্গন দ্বারাই তা-হার বৈলক্ষণ্য হয়।

মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় নিয়-মই আমারদের সুখদায়ক করিয়াছেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যাবৎ দুঃখ ঘটে, তাহাও আমারদিগকে নিয়মানুগামী করি-বার নিমিত্তেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সে দুঃখও মোচন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি দি-য়াছেন। তাঁহার সমুদায় কৌশলই মঙ্গল কৌশল, এবং অন্তে আমারদিগের মঙ্গল জন্য এই তাঁহার অভিপ্রায় এই প্রকার জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করাই আমারদিগের পরম ধর্ম্ম ও পরম সুখের কারণ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

৬৭ সংখ্যক পত্রিকার ১২৪ পৃষ্ঠের পর

দুর্য্যোধন অধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ; কর্ণ তা-হার স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধি-ষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেব পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণ গণ তা-হার মূল। যুধিষ্ঠিরের চরিত কীর্ত্তনে ধর্ম্ম বৃদ্ধি, ভীমসেনের চরিত কীর্ত্তনে পাপ প্র-নাশ, ও অর্জ্জুনের চরিত কীর্ত্তনে শৌর্য্য বৃদ্ধি হয়, আর নকুল সহদেবের চরিত কীর্ত্তনে রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

রাজা পাণ্ডু বুদ্ধি ও বিক্রম প্রভাবে নানা দেশ জয় করিয়া, পরিশেষে মৃগয়ানু-রাগ-পরবশ হইয়া ঋষি গণের সহিত অ-রণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ সম্ভোগাসক্ত মৃগ বধ ক-

রিয়া ঘোরতর আপদে * পতিত হইলেন। তথাপি ধর্ম্ম শাস্ত্র-বিধানানুসারে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার যুগলের সমাগম দ্বারা পাণ্ডবদিগের জন্ম ও সদাচার ভাগসারি সাংসারীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ হইল। কুন্তী ও মাদ্রী পরম পবিত্র অরণ্যে ঋষিদিগের আশ্রমে তাহাদিগের লালন পালন করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে ঋষিগণ সেই ব্রহ্মচারিবেশ, শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণ-সম্পন্ন রাজকুমারদিগকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট আনয়ন করিলেন এবং "ইহাঁরা পাণ্ডু পুত্র, তোমারদিগের পুত্র, ভ্রাতা, শিষ্য ও সুহৃদ" এই বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহা শুনিয়া সমুদায় কৌরব ও সুশীল ধর্ম্মপর সৎ পুরবাসিগণ হৃষ্ট চিত্তে কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিল, ইহারা তাঁহার পুত্র নহে, কেহ কেহ বলিল, তাঁহারি বটে, কেহ কেহ কহিল, বহু কাল হইল পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কিরূপে সন্ততি হইতে পারে। অনন্তর সর্ব্বত্র এই শব্দ শ্রুত হইল, "অদ্য আমরা ভাগ্যক্রমে পাণ্ডুর সন্ততি দেখিলাম; হে স্বাগত বৎস! তোমরা কুশলে আসিয়াছ?" ইহারা কহিলেন, "আমরা কুশলে আসিয়াছি"। অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত হইলে পর, যে আকাশবাণী হইল: এবং পুষ্প বৃষ্টি সুরভি গন্ধ সঞ্চার ও শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। পাণ্ডু পুত্রেরা নগর প্রবেশ করিলে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। উক্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শনে হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া পৌরগণ মহা কোলাহল করিতে লাগিল।

পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তথায় পরমাদরে ও অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সমুদায় লোক যুধিষ্ঠিরের সদাচার, ভীমের ধৈর্য্য অর্জ্জুনের বিক্রম, এবং নকুল সহদেবের গুরুভক্তি, ক্ষমা, ও বিনয় দর্শনে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর অর্জ্জুন সমাগত রাজগণ সমক্ষে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া স্বয়ম্বরা কন্যা (দ্রৌপদী) আনয়ন করিলেন। তদবধি ভূমণ্ডলে, সকল শস্ত্র বেত্তার পূজ্য হইলেন এবং সমর কালে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। তিনি পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত সমুদায় রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ আহরণ করেন। যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সৎপরামর্শে এবং ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে বলগর্ব্বিত জরাসন্ধ ও শিশুপালের বধ সাধন করিয়া, অন্ন দান দক্ষিণা প্রদানাদি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিলেন। নানা প্রদেশ হইতে দুর্য্যোধনের নিকট মণি, কাঞ্চন, রত্ন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বস্ত্র, প্রাবার *, আবরণ †, কম্বল, চর্ম্ম, রাঙ্কব ‡ আস্তরণ, এই সমস্ত উপঢৌকন উপস্থিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ উপস্থিত হইল। তিনি ময়দানব-নির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ পাইলেন। সেই সভায় তিনি ভ্রম বশতঃ¶ স্খলিতগতি হওয়াতে, ভীম কৃষ্ণের সমক্ষে তাঁহাকে গ্রাম্য লোকের ন্যায় উপহাস করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন অশেষবিধ ভোগসুখ ও নানা-বস্তু সম্পন্ন হইয়াও মনের অসুখে দিনে দিনে বিবর্ণ ও কৃশ হইতে লাগিলেন। পুত্র বৎসল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মনঃপীড়ার বিষয় অবগত হইয়া দ্যূত ক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। তৎশ্রবণে কৃষ্ণ অত্যন্ত

---

* অপ্রশস্ত রূপ আপদে।

মৃগয়া কালে পাণ্ডু মৃগরূপ ধারি ঋষির সম্ভোগ সময়ে শরাঘাত করিয়াছিলেন ঋষি তাঁহাকে এই শাপ দিলেন যে তোমারও সম্ভোগ কালে মৃত্যু হইবেক তাহাতেই পাণ্ডুর পুত্রোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে।

* উত্তরীয় বস্ত্র অর্থাৎ শরীরের ঊর্দ্ধদেশের আবরণ বস্ত্র। অথবা শিবির, পটগৃহ, তাঁবু।

† পরিধেয় বস্ত্র। অথবা যবনিকা; পরদা।

‡ রঙ্কু রোম নির্ম্মিত। রঙ্কু মৃগ বিশেষ।

¶ জলে স্থল ভ্রম, স্থলে জল ভ্রম, অদ্বারে দ্বার ভ্রম, দ্বারে অদ্বার ভ্রম ইত্যাদি।

রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করিলেন না, দ্যূত প্রভৃতি অশেষ বিধ কুনীতিও সহ্য করিলেন। যেহেতু বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনভিমতে আরব্ধ সেই তুমুল যুদ্ধে ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস হওয়া তাঁহার অভিপ্রেতই ছিল।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের জয়রূপ অপ্রিয় সম্বাদ শ্রবণ এবং দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রতিজ্ঞা * স্মরণ করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! আমি তোমাকে সমুদায় কহিতেছি শ্রবণ কর; কিন্তু শুনিয়া আমাকে অপ্রাজ্ঞ বিবেচনা করিও না। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত ও মান্য। আমি বিবাদেও সম্মত নহি এবং কুলক্ষয় দর্শনেও প্রীত নহি; আমার স্বপুত্রে ও পাণ্ডুপুত্রে বিশেষ নাই। পুত্রেরা সদা ক্রোধ পরায়ণ; আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া অবজ্ঞা করে; আমি অন্ধ, লঘুচিত্ততা প্রযুক্ত পুত্রস্নেহে সকলি সহ্য করি; অচেতন দুর্য্যোধন মোহাভিভূত হইলে আমিও মোহাভিভূত হই। সে রাজসূয় যজ্ঞে মহানুভাব যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভা-প্রবেশ কালে সেইরূপে উপহসিত হইয়া অবমানিত বোধে ক্রোধে অন্ধ হইল; এবং ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অশক্ত ও রাজ লক্ষ্মী আত্মসাৎ করিবার বিষয়ে হতোৎসাহ হইয়া গান্ধাররাজের সহিত পরামর্শ করিয়া কপট দ্যূত ক্রীড়ার মন্ত্রণা করিল। সে বিষয়ে আমি আদ্যন্ত যাহা জানি তাহা কহিতেছি শুন, আর আমার বুদ্ধি-যুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমাকে প্রজ্ঞাবান্ করিয়া জানিতে পারিবে।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিচিত্র শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া সমবেত রাজগণ সমক্ষে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকাতে সুভদ্রাকে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছে, আর রাজ কুলাবতংশ কৃষ্ণ বলরাম মিত্র ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন কিন্তু অর্জ্জুন দিব্য শরজাল দ্বারা সেই বৃষ্টি নিবারণ করিয়া খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে তৃপ্ত করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম পঞ্চ পাণ্ডব কুন্তী সহিত জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর তাহাদের ইষ্ট সাধনে যত্নবান্ হইয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন রঙ্গক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে আনিয়াছে এবং মহাপরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডব উভয় কুল একত্র হইয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে, ক্ষত্রিয় মধ্যে অতি তেজস্বী, মগধেশ্বর জরাসন্ধকে বধ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুপুত্রেরা দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া পরাক্রম প্রভাবে সমস্ত ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্রু মুখী, আর্ত্ত দুঃখিতা, একবস্ত্রা, রজস্বলা, সনাথা দ্রৌপদীকে অনাথার ন্যায় সভায় লইয়া গিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুষ্ট মন্দ বুদ্ধি দুঃশাসন বস্ত্ররাশি আকর্ষণ করিয়াছে অথচ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই; আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিয়াছে, অথচ তাহার মহাপ্রভাব সহোদরেরা অনুগত আছে তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন জ্যেষ্ঠ-ভক্তি পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ সহিষ্ণু ধর্ম্মশীল পাণ্ডবদিগের বন প্রস্থান কালে নানা চেষ্টা শ্রবণ করিলাম তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহস্র সহস্র ভিক্ষোপজীবি মহাত্মা

* জয় হউক অথবা মৃত্যু হউক, পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিব না।

স্নাতক * ব্রাহ্মণ বনবাসি যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দেবাদি দেব কিরাতরূপী মহাদেবকে যুদ্ধে প্রসন্ন করিয়া পাশুপত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম সত্যসন্ধ † ধনঞ্জয় স্বর্গে গিয়া স্বয়ং দেবরাজের নিকট যথাবিধানে অস্ত্র শিক্ষা করিতেছে, তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বরদান গর্ব্বিত, দেবতাদিগের অজেয় পুলোমাপুত্র কালকেয় ‡ দিগকে পরাজয় করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুঘাতী অর্জ্জুন অসুর বধার্থে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া চরিতার্থ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা সেই মানুষের অগম্য দেশে কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ মতানুসারি, ঘোষ-যাত্রা-প্রবৃত্ত, মৎপুত্রদিগকে গন্ধর্ব্বেরা বদ্ধ করিয়াছিল, অর্জ্জুন তাহারদিগের উদ্ধার করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম যক্ষরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, আমার পুত্রেরা বিরাটের রাজ্যে দ্রৌপদী সহিত অজ্ঞাত বাস কালে পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারে নাই; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, উত্তর গোগ্রহে মৎপক্ষীয় অতি প্রধান ব্যক্তিদিগকে অর্জ্জুন একাকী পরাজয় করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাট রাজা আপন কন্যা উত্তরাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, অর্জ্জুন তাহাকে আপন পুত্রের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির নির্জ্জিত, নির্দ্ধন, নির্ব্বাসিত ও স্বজন বিয়োজিত হইয়াও সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যিনি এই পৃথিবীকে এক পদক্ষেপে অধিকার করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন নারদ মুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নরনারায়ণাবতার, আর তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদের দর্শন করেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, লোক হিতার্থে কৃষ্ণ কুরুদিগের বিরোধ ভঞ্জন করিতে আসিয়া অকৃতকার্য্য প্রত্যাগমন করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তিনি বিশ্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহারদিগকে হত বুদ্ধি করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণের প্রস্থান কালে কুন্তী নিতান্ত কাতরা হইয়া একাকিনী রথের অগ্রে দণ্ডায়মানা হইলে, তিনি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন; এবং দ্রোণাচার্য্য তাহারদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম কর্ণ "তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না" ভীষ্ম এই কথা কহিয়া সেনা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব, অর্জ্জুন ও অপ্রমেয় গাণ্ডিব ধনু, এই তিন মহাবীর্য্য একত্র হইয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন রথোপরি মোহাভিভূত ও

* ব্রহ্মচর্য্য সমাধান পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম প্রবিষ্ট।

† দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

‡ অতিশয় দুর্দ্দান্ত মহাপরাক্রান্ত ষষ্টি সহস্র অসুর।

বিষণ্ণ হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রু মর্দ্দন ভীষ্ম, সংগ্রামে প্রতি দিন অযুত ঘাতী হইয়াও পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান এক ব্যক্তিকেও নষ্ট করিতে পারেন নাই; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপন বধোপায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহারাও হৃষ্টচিত্তে সেই উপায় সাধন করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শিখণ্ডিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া অতি দুর্দ্দম মহাপরাক্রান্ত ভীষ্মকে হতবীর্য্য করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম কেবল মৎপক্ষীয় দিগকেই অল্পাবশিষ্ট করিয়া, শরজালে শীর্ণকলেবর হইয়া শর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যা শয়ান হইয়া পানীয় আহরণার্থে আদেশ করিলে, অর্জ্জুন ভূমি ভেদ করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পবন, ইন্দ্র ও সূর্য্য পাণ্ডবদিগের অনুকূল হইয়াছেন, এবং হিংস্র জন্তুগণ নিরন্তর আমারদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অদ্ভুত যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য সমরে নানাবিধ অস্ত্র কৌশল প্রদর্শন করিয়াও পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধানদিগকে নষ্ট করিতেছেন না; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, আমরা অর্জ্জুন বধার্থে যে মহারথ* সংসপ্তকগণ নিযুক্ত করিয়াছিলাম; অর্জ্জুন তাহারদিগের বিনাশ করিয়াছে, তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহাবীর অভিমন্যু সশস্ত্র দ্রোণাচার্য্য রক্ষিত, অন্যের অভেদ্য, ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে একাকী প্রবেশ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয় মহারথেরা অর্জ্জুন বধে অসমর্থ হইয়া সকলে মিলিয়া শিশুপ্রায় অভিমন্যুকে বধ করিয়া হৃষ্ট চিত্ত হইয়াছে, তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয়েরা অভিমন্যুকে বধ করিয়া হর্ষে মহাকোলাহল করিতেছে, কিন্তু অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, শত্রু মণ্ডলী মধ্যে সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুনের অশ্ব সকল একান্ত ক্লান্ত হইলে বাসুদেব বন্ধন মোচন ও জল পান পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনা করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাহনগণ অক্ষম হইলে, অর্জ্জুন রথোপরি অবস্থিত হইয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগকে পরাভব করিয়াছে, তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সাত্যকি গজারূঢ় সৈন্যের ও দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধাসক্ত দ্রোণ সৈন্য পরাভব করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক ভীমকে ধরিয়া আনিয়াছিল এবং বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিল কিন্তু সে এইরূপে কর্ণ হস্তে পতিত হইয়াও মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শল্য প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া জয়দ্রথ বধ সহ্য করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ দেবরাজদত্ত দিব্য শক্তি ঘোররূপ ঘটোৎকচ রাক্ষসে প্রয়োগ করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছেন; তদবধি আর আমি

* যে ব্যক্তি অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ ও একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ তাহার নাম মহারথ।

জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুন বধার্থ-স্থাপিত দিব্য শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য মরণার্থে কৃতনিশ্চয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপরি অবস্থিত হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রৌপদেয় নকুল উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমক্ষে সমকক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিতেছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রাণ বধ করিতে পারেন নাই; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারে নাই; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন সমরে অতিপরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ কর্ণের প্রাণ সংহার করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও প্রচণ্ড কৃতবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য "সংগ্রামে কৃষ্ণকে পরাজয় করিব" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত, যুধিষ্ঠির সেই পরাক্রান্ত শূরের প্রাণ সংহার করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব সংগ্রামে বিবাদের মূল ক্রীড়ার মূল মায়াবী পাপিষ্ঠ শকুনির প্রাণ বধ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও নিঃসহায় হইয়া জল স্তম্ভ করিয়া একাকী হ্রদ প্রবেশ করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডবেরা বাসুদেব সমভিব্যাহারে সেই হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, অসহন দুর্য্যোধনের তিরস্কার করিতেছে, তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অশেষ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছিল; ভীম কৃষ্ণের পরামর্শে কপট প্রহার দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া দ্রৌপদীর নিদ্রিত পুত্রপঞ্চকের বধ রূপ অতি ঘৃণিত কলঙ্ককর কর্ম্ম করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম প্রতিফল প্রদানার্থে অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মহাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সুভদ্রার গর্ভ বিনাশ করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন স্বস্তি বলিয়া অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মশিরঃ* অস্ত্রে নিবারণ করিয়াছেন এবং অশ্বত্থামা মণিরত্ন† দিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মহাস্ত্র দ্বারা উত্তরার গর্ভ নাশ করিলে, দ্বৈপায়ন ও কৃষ্ণ উভয়ে অশ্বত্থামাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন; তদবধি আর আমি জয়ের আশা করি নাই। গান্ধারীর পুত্র পৌত্র, বন্ধু, পিতৃ ভ্রাতৃ, প্রভৃতি সমুদয় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তাহার অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। পাণ্ডবেরা অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে ও পুনর্ব্বার অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কি কষ্ট! শুনিলাম, আমাদের তিন জন ও পাণ্ডবদিগের সাত জন; সমুদায়ে দশ জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর সময়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি; মোহে অভিভূত হইতেছি; আর আমার চেতনা নাই; মন বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়া বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন, এবং আ-

---

* ব্রহ্মতেজোময় মহাপ্রভাব অস্ত্র বিশেষ। অশ্বত্থামা অর্জ্জুন বধার্থে ঐ অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করেন।

† ভীমকে অক্রোধ ও প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত।

ইত্যাদির কীর্ত্তন আছে এবং সনাতন ভগবান্ বাসুদেবেরও কীর্ত্তন আছে। তিনি সত্য স্বরূপ, পবিত্র, মঙ্গলপ্রদ, পরিচ্ছেদাতীত, পরব্রহ্ম, কালত্রয়ে অবিকৃত, জ্যোতির্ম্ময় ও সনাতন। পণ্ডিতেরা যাঁহার অলৌকিক কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তিনি এই কার্য্যকারণ রূপ বিশ্ব সৃষ্টি করেন; যিনি ব্রহ্মাদি দেবতা ও যজ্ঞাদি কাহা সৃষ্টি করেন; যিনি জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মের কারণ, তিনিই পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্ঠাতা জীব এবং নির্বিশেষ পরব্রহ্ম স্বরূপ। যতি সকল একাগ্রচিত্ত হইয়া ধ্যান ও যোগবলে দর্পণ তলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন।

ধর্ম্ম-পরায়ণ নর শ্রদ্ধা ও নিয়ম পূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। আস্তিক ব্যক্তি ভারতের এই অনুক্রমণিকাধ্যায়, প্রথমাবধি সর্ব্বদা শ্রবণ করিলে বিপদে পতিত হয় না। দুই সন্ধ্যা অনুক্রমণিকার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিলে, তৎক্ষণাৎ অহোরাত্র সঞ্চিত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের শরীর স্বরূপ; ইহাতে সত্য ও অমৃত উভয় আছে। যেমন গব্যের মধ্যে নবনীত; দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ; বেদের মধ্যে আরণ্যক; ঔষধির মধ্যে অমৃত; জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র; চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু, সেইরূপ সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ততঃ ভারতীয় শ্লোকের এক চরণও শ্রবণ করায়, তাহার পিতৃলোকের অক্ষয়া তৃপ্তি হয়। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ সমর্থন করিবেক। বেদ, অল্পজ্ঞের নিকট এই ভয় করেন যে এ আমাকে প্রহার করিবেক। বিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ করাইয়া অর্থ লাভ করেন, এবং ভ্রূণ হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া পর্ব্বে পর্ব্বে এই পরম পবিত্র অধ্যায় পাঠ করে, আমার মতে তাহার সমুদায় ভারত অধ্যয়ন করা হয়। যে নর প্রতিদিন শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই ঋষি প্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ুঃ কীর্ত্তি ও স্বর্গ লাভ হয়।

পূর্ব্বকালে সমুদায় দেবতারা একত্র হইয়া তুলাযন্ত্রের এক দিকে চারি বেদ ও অন্য দিকে এই ভারত ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারত সরহস্য বেদ চতুষ্টয় অপেক্ষা, ভারে অধিক হয়, অতএব তদবধি ইহ লোকে সকলে মহাভারত বলিয়া কহে। যেহেতু পরিমাণ কালে ইহার মহত্ত্ব ও ভার উভয়ই অধিক হইল, সেই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত। যে ব্যক্তি মহাভারত শব্দের ব্যুৎপত্তি জানে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

তপস্যা পাপ জনক নহে; বেদাধ্যয়ন পাপ জনক নহে; বর্ণাশ্রমাদি নিয়মিত বেদ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান পাপ জনক নহে; এবং অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা পাপ নহে; কিন্তু এই সমস্ত অসদভিপ্রায় দূষিত হইলেই পাপ জনক হয়।

অনুক্রমণিকা সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে সভার প্রচলিত নিয়ম সকল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন অথবা একেবারে রহিত করিবার এবং নূতন নিয়ম সকল সংস্থাপন করিবার বিবেচনা জন্য আগামী ১১ চৈত্র শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

অশুদ্ধশোধন

৬৭ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮৯ পৃষ্ঠের দ্বিতীয় শ্রেণীর অষ্টম পংক্তিতে যে "সূত" শব্দ আছে তাহার পরিবর্ত্তে "সূত কুলোদ্ভব" হইবেক। এবং ১৯২ পৃষ্ঠের প্রথমশ্রেণীর ৩৬ পংক্তিতে যে "৩৩৩৩৩৩" অঙ্ক আছে তৎপরিবর্ত্তে "৩৬৩৩৩" হইবেক।